

Presented by: BANGLA HADITH

Web: <http://www.hadithbd.com>



মুসলিম শিক্ষা

ষষ্ঠ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

ষষ্ঠ (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃত্ব অনূদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

মুসলিম শরীফ [ষষ্ঠ (শেষ) খণ্ড]
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৫৬/২

ইফা প্রকাশনা : ১৮৫৯/২

ইফা গ্রন্থাকার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 984-06-0487-2

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৪

দ্বিতীয় প্রকাশ

মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০১০

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

জমাদিউস সানী ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নূরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

জসিমউদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৩২.০০ (দুইশত বত্রিশ) টাকা মাত্র।

MUSLIM SHARIF (6th Volume) : Compilation of Hadith Sharif by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh) in Arabic, translated and edited by the Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207.

Website : www.islamicfoundation.bd.org

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 232.00; US Dollar : 6.60

June 2010

বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

Web: <http://www.hadithbd.com>

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফেযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এই সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা-মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবিড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরীআতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরীআতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীআতের মৌলিক দুটি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলেমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করেন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীআতের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী-পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী-পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেয আবু বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই ‘সহীহ’ সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস, সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পুনঃ সম্পাদনাকৃত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। এবার পাঠক মহলের ক্রয়ের সুবিধার্থে পুস্তকটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
মাওলানা এ. কে. এম আবদুস সালাম	সদস্য
মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

তৃতীয় সংস্করণ : পরিমার্জনে ও সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদুল হক



সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত (অবশিষ্টাংশ)	
হযরত জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হিয়াম (রা)-এর ফযীলত	১৭
হযরত আবু জুলায়বী (রা)-এর ফযীলত	১৮
হযরত আবু যার (রা)-এর ফযীলত	১৯
হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত	২৬
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ফযীলত	২৮
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর ফযীলত	২৮
হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ফযীলত	৩০
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর ফযীলত	৩২
হযরত হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর ফযীলত	৩৬
হযরত আবু হুরায়রা আদ-দুসী (রা)-এর ফযীলত	৪১
হাতিব ইব্ন আবু বালতা'আ এবং বদরী সাহাবিগণ-এর ফযীলত	৪৫
বায়আতে রিদ্‌ওয়ানে অংশগ্রহণকারী (বৃক্ষতলে উপস্থিত) আসহাবুশ শাজারা (রা)-এর ফযীলত	৪৭
আবু মূসা আশআরী ও আবু আমির আশআরী (রা)-এর ফযীলত	৪৮
আশআরী গোত্রের লোকজনের ফযীলত	৫০
আবু সুফিয়ান ইব্ন হার্ব (রা)-এর ফযীলত	৫১
জা'ফর ইব্ন আবু তালিব, আসমা বিন্ত উমায়স (রা) ও তাঁদের নৌযান সংগীদের ফযীলত	৫২
হসালমান ফারসী (রা), সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর ফযীলত	৫৩
আনসার (রা)-গণের ফযীলত	৫৪
আনসারীদের (রা) শ্রেষ্ঠ পরিবার (গোত্র) প্রসংগ	৫৬
আনসার (রা)-গণের উত্তম সান্নিধ্য	৫৯
গিফার, আসলাম গোত্রের জন্য নবী (সা)-এর দু'আ	৬০
গিফার, আসলাম, জুহায়না, আশজা', মুযায়না, তামীম, দাউস ও তাঈ গোত্রের ফযীলত	৬২
সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের বর্ণনা	৬৭

[আট]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কুরায়শী মহিলাদের ফযীলত	৬৭
নবী (সা) কর্তৃক তার সাহাবি (রা)-গণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার বর্ণনা	৬৯
নবী (সা)-এর জীবনাবস্থিতি তাঁর সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা এবং সাহাবীগণের উপস্থিতি সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা	৭০
সাহাবা, অতঃপর যারা তাদের সন্নিবৃত্তি, অতঃপর যারা তাদের সন্নিবৃত্তি (অর্থাৎ তাবিঈ ও তাবী-তাবীঈগণের) ফযীলত	৭১
নবী (সা)-এর বাণী : একশ' বছরের মাথায় বর্তমান কোন ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠে জীবিত থাকবে না	৭৬
সাহাবী (রা)-গণকে গালমন্দ করা হারাম	৭৮
উওয়াস করনী (র)-এর ফযীলত	৭৯
মিসরবাসীদের ব্যাপারে নবী (সা)-এর ওসীয়াত	৮১
উমানের অধিবাসীগণের ফযীলত	৮২
ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও দুর্ধর্ষ খুনীর বর্ণনা	৮২
পারস্যবাসীর ফযীলত	৮৪
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : মানুষ সেই একশ' উটের মত, যার মধ্যে সাওয়ারীর উপযুক্ত একটিও (হয়ত) তুমি পাবে না	৮৫

১/ অধ্যায় : সদ্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার (আদব-কায়দা)

মাতাপিতার সঙ্গে সদ্যবহার এবং দু'জনের মধ্যে কে তা তার বেশি হকদার	৮৬
নফল সালাত ইত্যাদির উপর মাতাপিতার খিদমত অগ্রগণ্য	৮৮
ধ্বংস সে ব্যক্তির, যে বার্ষিক্যে পিতা-মাতা তাদের একজনকে পেয়েও জান্নাত পেল না	৯২
পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব প্রমুখের সাথে সম্পর্ক রক্ষা	৯২
পুণ্য ও পাপের ব্যাখ্যা	৯৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম	৯৫
পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম	৯৭
শরীআতসম্মত ওয়র ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম	৯৮
কু-ধারণা, দোষ অনুসন্ধান, (পার্থিব) লোভনীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা,, ধোঁকাবাজী ইত্যাদি হারাম	৯৯
মুসলমানের উপর যুলুম করা, তাকে অপদস্থ করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম এবং তার খুন,	
ইয্যত-আবরু ও মালও (অমর্যাদাপূর্ণ হারাম)	১০১
শত্রুতা ও সম্পর্ক ত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা	১০২
আল্লাহর জন্য ভালবাসার ফযীলত	১০৩
রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত	১০৪

[নয়]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মু'মিন ব্যক্তি কোন রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা	
বিধল তার সাওয়াব	১০৬
জুলুম করা হারাম	১১১
(দীনী) ভাই জালিম হোক কিংবা মাজলুম তাকে সাহায্য করা	১১৪
মু'মিনদের পারস্পরিক দয়ার্দ্রতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা	১১৬
গালি-গালাজ নিষিদ্ধ হওয়া	১১৭
ক্ষমা ও বিনয় পসন্দনীয়	১১৭
গীবত করা হারাম	১১৮
দুনিয়াতে আল্লাহ্ যার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন আখিরাতেও তার দোষ-ত্রুটি	
গোপন রাখার সুসংবাদ	১১৮
কারো দূরাচরণের ভয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন	১১৯
নম্র ব্যবহারের ফযীলত	১১৯
চতুর্পদ প্রাণী ইত্যাদিকে লা'নত করা নিষিদ্ধ	১২১
যাদের উপর নবী (সা) লা'নত করেছেন, তিরস্কার করেছেন অথবা বদ দু'আ করেছেন; অথচ	
তারা এর যোগ্য নয়, তাদের জন্য তা পবিত্রতা, পুরস্কার ও রহমতস্বরূপ	১২৪
দ্বি-মুখী লোক ও তার কাজের নিন্দা প্রসঙ্গে	১২৯
মিথ্যাবলা হারাম ও তা মুবাহ (বৈধ) হওয়া প্রসঙ্গে	১৩০
কূটনামী হারাম হওয়া	১৩১
মিথ্যার কদর্যতা ও সত্যের সৌন্দর্য ও তার ফযীলত	১৩১
ক্রোধের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ফযীলত এবং কিসে ক্রোধ দূর হয় তার বর্ণনা	১৩৩
মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না	১৩৫
মুখমণ্ডলে মারার নিষেধাজ্ঞা	১৩৫
যে ব্যক্তি লোকদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয় তার জন্য কঠোর সতর্কবাণী	১৩৭
যে ব্যক্তি মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোন লোক সমাবেশে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে তাকে	
তার (তীরের) ফলক ধরার আদেশ	১৩৮
কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা নিষিদ্ধ	১৪০
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত	১৪০
বিড়াল ও এরূপ জন্তু যা মানুষকে কষ্ট দেয় না, তাদের শাস্তি দেওয়া হারাম	১৪২
অহংকার করা হারাম	১৪৩
মানুষকে আল্লাহ্ র রহমত থেকে নিরাশ করা নিষিদ্ধ	১৪৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অসহায় ও অখ্যাত ব্যক্তিদের ফযীলত	১৪৪
‘মানুষ ধ্বংস হল’ বলা নিষিদ্ধ	১৪৪
প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে জোরদারের নির্দেশ এবং তার প্রতি সদ্যবহার প্রসঙ্গ	১৪৫
সাক্ষাৎকালে হাসি মুখে থাকা মুস্তাহাব	১৪৬
যা হারাম (নিষিদ্ধ) নয়, এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব	১৪৬
সৎ লোকের সাহচর্য পছন্দ করা এবং মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা	১৪৭
কন্যা সন্তানের প্রতি সদাচরণের ফযীলত	১৪৭
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত	১৪৯
আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে তাকে প্রিয় করে দেন	১৫২
আত্মাসমূহ সম্মিলিত (বহুমাত্রিক) দল	১৫৩
যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই (থাকবে)	১৫৪
নেককার লোকের প্রশংসা সুসংবাদ স্বরূপ এবং তা তার ক্ষতির কারণ নয়	১৫৭

৯. অধ্যায় : তাকদীর

মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার বিয়িক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ	১৫৮
হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর বিতর্ক	১৬৬
আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তন করেন	১৬৯
সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় (সৃষ্ট)	১৭০
বনী আদমের যিনা ইত্যাদির অংশ পূর্ব নির্ধারিত	১৭০
‘প্রত্যেক নবজাতক নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে’ -এর অর্থ এবং কাফিরদের ও মুসলিমদের মৃত শিশুদের বিষয়ে হুকুম	১৭১
বয়স, জীবিকা ইত্যাদি নির্ধারিত তাকদীর থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না	১৭৬
কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা, তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তার উপর ভরসা করা	১৭৮

অধ্যায় : ইল্ম

কুরআনের ‘মুতাশাবাহ’ (সদৃশ্যতার জটিলতাপূর্ণ আয়াত)-এর অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়া ও এর অনুসারীদের ভীতি প্রদর্শন এবং কুরআনে (বর্ণিত বিষয়ে) মতভেদ নিষিদ্ধ	১৭৯
দুর্বিনীতি চরম ঝগড়াটে	১৮১
ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ	১৮১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অতিশয়তা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে	১৮১
আখিরী যমানায় ইল্ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া প্রসঙ্গে	১৮২
যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি কিংবা মন্দ রীতি প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে কিংবা গোমরাহীর দিকে ডাকে	১৮৭

অধ্যায় : যিকির, দু'আ, তাওবা ও ইসতিগফার

আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান	১৮৯
আল্লাহুর নামসমূহ ও তার সংরক্ষণকারীর ফযীলত	১৯০
দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করা এবং এরূপ বলবে না যে, ('আল্লাহ্) তুমি যদি চাও'	১৯১
কোনো বিপদ-সংকট আপতিত হলে মৃত্যু কামনা মাকরুহ	১৯২
যারা আল্লাহুর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ্ তাদের সাক্ষাৎ পছন্দ করেন, আর যারা আল্লাহুর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ্ তাদের সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন	১৯৩
যিকির, দু'আ, আল্লাহুর নৈকট্য হাসিল করা এবং তাঁর (আল্লাহুর) প্রতি সুধারণা পোষণের ফযীলত	১৯৬
দুনিয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত (অগ্রিম) করার দু'আ করা মাকরুহ	১৯৮
যিকিরের মজলিসের ফযীলত	১৯৯
হে আল্লাহ্! আমাদের কল্যাণ দান করুন দুনিয়াতে এবং কল্যাণ দান করুন আখিরাতে আর জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দিন'-এ দু'আর ফযীলত	২০০
তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্ বলা) ও দু'আর ফযীলত	২০১
কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের জন্য সমাবেশের ফযীলত	২০৫
অধিক পরিমাণে ইসতিগফারের ফযীলত	২০৭
তাওবার বর্ণনা	২০৮
আস্তে যিকির করা মুস্তাহাব	২০৮
(আল্লাহুর কাছে) ফিতনা ও দুর্বোলের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	২১১
অক্ষমতা ও অলসতা ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	২১২
মন্দ অবস্থা, দুর্বোলের প্রকোপ ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	২১৩
নিদ্রা ও বিছানায় শোওয়ার সময় দু'আ	২১৪
কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া	২২০
দিনের প্রথম ভাগে ও শোওয়ার সময় তাসবীহ পাঠ	২২৬
মোরগ ডাকার সময় দু'আ করা মুস্তাহাব	২২৯
কঠিন মুসীবতের (সময়ের) দু'আ	২২৯

[বারো]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি-এর ফযীলত	২৩১
মুসলমানদের জন্য তাদের অনুপস্থিতিতে দু'আর ফযীলত	২৩১
পানাহারের পর 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলা মুস্তাহাব	২৩৩
দু'আকারী "আমি কত দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হলো না" এরূপ উক্তি করে তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবুল হয়	২৩৩
জান্নাতবাসী অধিকাংশই দরিদ্র এবং জাহান্নামবাসী অধিকাংশই নারী আর নারী সম্পর্কিত ফিতনার বর্ণনা	২৩৪
গুহাবাসী তিন ব্যক্তির কিস্সা এবং নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা	২৩৭

✍ অধ্যায় : তাওবা

তাওবার ব্যাপারে উৎসাহদান ও তাতে আনন্দিত হওয়া	২৪১
ইসতিগফার ও তাওবা দ্বারা গুনাহ ঝরে যাওয়া	২৪৫
সর্বদা আল্লাহর যিকির ও পরকালের বিষয়ে চিন্তা ও মোরাকাবা করা এবং কখনো কখনো তা থেকে বিরত থাকা ও পার্থিব কাজে মশগুল হওয়া প্রসংগ	২৪৬
আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রশস্ততা এবং তাঁর গযবের উপর তাঁর রহমতের প্রাধান্য	২৪৮
গুনাহের কারণে তাওবা কবুল হয়, এমন কি বারবার গুনাহ বার বার তাওবা করলেও	২৫৩
আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদা এবং অশ্লীলতা হারাম হওয়া	২৫৫
আল্লাহর বাণী : 'পুণ্যসমূহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়'	২৫৭
হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করে থাকে	২৬০
কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ও তাঁর দুই সঙ্গীর তাওবার বিবরণ	২৬৪
অপবাদ রটনার ঘটনা এবং অপবাদ রটনাকারীর তাওবা কবুল হওয়া	২৭৫
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হেরেম সন্দেহমুক্ত হওয়া	২৮৫

✍ অধ্যায় : মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান

মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান	২৮৬
--	-----

অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ	২৯৫
সৃষ্টির সূচনা এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টি	২৯৮
পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর অবস্থা	২৯৯

[তেরো]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
জান্নাতীদের মেহমানদারী	২৯৯
নবী (সা)-কে ইয়াহুদীদের রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও আল্লাহর বাণী : ওরা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে	৩০০
মহান আল্লাহর বাণী : “আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না”	৩০২
মহান আল্লাহর বাণী : ‘নিশ্চয় মানুষ অবাধ্যতা দেখায়-এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখতে পায়’?	৩০৩
ধূম্র প্রসঙ্গে	৩০৪
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিবরণ	৩০৭
কষ্টদায়ক কথার ব্যাপারে-মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর তা‘আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই কাফিরদের অধোমুখী করে হাশর করা হবে	৩০৯
নেকীর প্রতিদান মু‘মিনকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রদান করা হয় এবং কাফিরের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই আগে ভাগে দিয়ে দেয়া হয়	৩১২
মু‘মিনের উপমা শস্যক্ষেত্রের ন্যায় এবং মুনাফিক ও কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়	৩১৩
মু‘মিনের উপমা খেজুর বৃক্ষের ন্যায়	৩১৫
শয়তানের উসকানী দেয়া এবং মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সেনাদল প্রেরণ করা এবং প্রতিটি মানুষের সাথে (শয়তানের নিয়োজিত) একজন সঙ্গী রয়েছে কোন ব্যক্তিই তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না, বরং জান্নাতে যাবে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে	৩১৭
অধিক পরিমাণ আমল ও ইবাদতে সাধনা করা	৩১৯
ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা	৩২২
	৩২৩

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ	৩২৫
জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে , যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত সফর করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না	৩২৭
জান্নাতবাসিগণের উপর (চিরস্থায়ী) সন্তুষ্টি অবতারণ করা এবং আর কখনো অসন্তুষ্টি না হওয়া	৩২৮
জান্নাতিগণ আকাশের তারকারাজি দেখার ন্যায়ই বালাখানাসমূহের বাসিন্দাদের দেখতে পাবে যারা নবী (সা)-কে তাদের পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের বিনিময়ে দেখতে ভালবাসবে	৩২৮
	৩২৯

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাদের চেহারা দীপ্তমান হবে এবং তাদের গুণাবলী ও তাদের স্ত্রীদের বিবরণ	৩৩০
জান্নাত ও জান্নাতবাসীগণ পাঠের এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের তাসবীহ	৩৩২
জান্নাতিগণের নিয়ামত চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহর বাণী : এবং তাদের আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে	৩৩৪
দুনিয়াতে (বিদ্যমান) জান্নাতের নহরসমূহ	৩৩৫
জান্নাতে এমন অনেক দল জান্নাতে যাবে যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের ন্যায়	৩৩৬
জাহান্নামের আগুনের প্রবল উত্তাপ এবং তার গভীরতা	৩৩৭
দুর্দান্ত প্রতাপশালীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলেরা জান্নাতে যাবে	৩৩৯
দুনিয়া বিনাশ হওয়া ও কিয়ামতের দিন হাশর (সমবেত) করার বিবরণ	৩৪৭
কিয়ামত দিবসের বিবরণ। (এ দিনের ভয়ংকর বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেনকে সাহায্য করুন)	৩৫০
দুনিয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের পরিচয় প্রদায়ক গুণ (বিষয়)সমূহ	৩৫১
মৃত ব্যক্তিকে তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ঠিকানা প্রদর্শন করানো, কবর আযাবের প্রমাণ করা এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ করা	৩৫৪
হিসাব নিকাশের বাস্তবতার বিবরণ	৩৬০
মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা	৩৬১

অধ্যায় : ফিতনা ও দুর্যোগসমূহ এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

ফিতনা ও দুর্যোগসমূহ সন্নিবিষ্ট হও এবং ইয়াজুজ মাজুজের প্রাণীর খুলে দেয়া প্রসঙ্গে	৩৬৩
যে বাহিনী (আল্লাহর) ঘরের উদ্দেশ্যে অভিযান করবে তাদের ধসিয়ে দেয়া হবে	৩৬৫
বৃষ্টিধারার ন্যায় দুর্যোগ নেমে আসা	৩৬৭
যখন দুই মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয়	৩৭০
এ উম্মতের পরস্পরে ধ্বংস করার বিবরণ	৩৭১
যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে	৩৭৫
কিয়ামত কয়েম হবে না, যতক্ষণ না ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্গের পর্বত বের করে দিবে	৩৭৭
ইস্তাখুল বিজয়, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ	৩৭৯
রোমানদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে	৩৮০
দাজ্জালের (আত্মপ্রকাশের) পূর্বে মুসলিমগণ যে সকল বিজয় লাভ করবেন	৩৮৩
কিয়ামতের পূর্বে যে সব আলামত দেখা দিবে	৩৮৪
হিজায় ভূমি থেকে আগুন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না	৩৮৬
কিয়ামতের পূর্বে মদীনার বসতি ও আবাদী	৩৮৭
ফিতনা পূর্ব দিক থেকে (আত্মপ্রকাশ করবে), যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদ্ভিত হয়	৩৮৭

[পনেরো]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় লোকেরা যুল-খালাস (মন্দিরে প্রতীমা)-এর পূজা করবে	৩৮৯
কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না (বিপদাপদের কারণে) এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির স্থানে হওয়ার বাসনা করবে	৩৯০
দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ	৪১০
দাজ্জালের পরিচিত, মদীনা (প্রবেশ) তার জন্য হারাম হওয়া এবং একজন মু'মিনকে হত্যা ও তাকে জীবিত করার বিবরণ	৪১৭
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং দুনিয়াতে তার অবস্থান, ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা করা, দুনিয়া থেকে ভাল লোক এবং ঈমানের বিদায় গ্রহণ এবং মন্দ লোকদের...	৪২১
দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদীস	৪৩০
ফিতনা-দুর্যোগকালে ইবাদত করার ফযীলত	৪৩২
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া	৪৩৩
দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান	৪৩৬

অধ্যায় : যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা

যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা সম্পর্কিত বর্ণনা	৪৩৭
যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে (সামূদ সম্প্রদায়) ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত তাদের জনপদে প্রবেশ কর না	৪৫৩
বিধবা, মিসকীন ও ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ করা	৪৫৫
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত	৪৫৫
মিসকীন ও মুসাফির লোকদের জন্য দান করার ফযীলত	৪৫৬
আমলে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে শরীক করা	৪৫৭
এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করা যা তাকে জাহান্নামে গড়িয়ে দেবে এবং রসনার সংযম	৪৫৯
যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজে করে না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে না, তার শাস্তি	৪৫৯
মানুষের নিজের গোপন দোষ প্রকাশ করা নিষেধ	৪৬০
হাঁচির দাতাকে দু'আ করা (সন্তুষ্টি করা) এবং হাই তোলার অপসন্দনীয়তার বর্ণনা	৪৬১
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা	৪৬৩
বানর প্রসঙ্গ এবং তা বিকৃত প্রাণী হওয়া প্রসঙ্গ	৪৬৪
মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না	৪৬৫
প্রশংসার মধ্যে যদি অতিশয়োক্তি থাকে এবং প্রশংসার ফলে যদি প্রশংসিত ব্যক্তির ফিতনায় পড়ার আশংকা থাকে তবে এ ধরনের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ	৪৬৫

[ষোল]

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
বড়কে আগে প্রদান করা	৪৬৮
ধীর-স্থিরভাবে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইল্ম লিপিবদ্ধ করার হুকুম	৪৬৮
অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি এবং যাদুকর, পাদ্রী ও বালকের ঘটনা	৪৬৯
জাবির (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস এবং আবুল ইউসরের ঘটনা	৪৭২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরত সম্পর্কিত হাদীস	৪৮১

অধ্যায় : তাফসীর

তাফসীর	৪৮৪
মহান আল্লাহর বাণী : “যারা ঈমান আনে, আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি”	৪৯৪
মহান আল্লাহর বাণী : প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে	৪৯৪
মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না	৪৯৫
মহান আল্লাহর বাণী : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে—প্রসঙ্গে	৪৯৬
সূরা বারআত, আনফাল ও হাশর	৪৯৭
মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান নাথিল	৪৯৭
মহান আল্লাহর বাণী : তারা দু’টি বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিতর্ক করে	৪৯৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الصُّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

[অবশিষ্টাংশ]

২৬. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ وَالِدِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

২৬. পরিচ্ছেদ : হযরত জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর ফযীলত

৬১৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحْدِ جِيَّ بِأَبِي مُسَجَّى وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثُّوبَ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثُّوبَ فَنَهَانِي قَوْمِي فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْرِيهِ فَرَفَعَ فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِئَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا بِنْتُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ وَلِمَ تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ -

৬১৩০. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারীরী ও আমর আন-নাকিদ (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে কাপড়ে আবৃত করে আনা হলো, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করা (কান-নাক, হাত-পা কেটে ফেলা) হয়েছে। আমি তাঁর কাপড় সরাতে চাইলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমায় নিষেধ করলো। আবার আমি কাপড় সরাতে চাইলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় সরালেন অথবা তিনি সরানোর আদেশ দেওয়ায় সরানো হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ক্রন্দনকারিণী অথবা চিৎকার (বিলাপ) কারিণীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইনি কে? লোকেরা বললো, আম্রের মেয়ে অথবা আম্রের বোন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে কাঁদছে কেন? উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা পাখা মেলে তাঁকে ছায়া দিয়েছে।

৬১৩১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحْدِ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ وَأَبْكِي وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي قَالَ وَجَعَلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ -

৬১৩১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা উহুদের দিন শহীদ হলেন, আমি তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকি। লোকেরা আমাকে বারণ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করলেন না। আর আমার মেয়ে ফাতিমাও তাঁর জন্য কাঁদতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে (কেউ) তার জন্য কাঁদুক বা নাই কাঁদুক, ফেরেশতাগণ তাঁর উপর তাঁদের পাখার ছায়া বিস্তার করে রয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা তাকে উঠিয়ে নিয়েছ।

৬১৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ وَبُكَاءُ الْبَاكِیَةِ -

৬১৩২. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... জাবির (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জুরায়জের বর্ণনায় ফেরেশতা ও ক্রন্দনকারিণীর কান্নার উল্লেখ নেই।

৬১৩৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِئَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৬১৩৩. মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালফ (রা) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে নাক-কান কাটা অবস্থায় আনা হলো এবং নবী ﷺ-এর সম্মুখে রাখা হলো অতঃপর তাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৭. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু জুলায়বীয (রা)-এর ফযীলত

৬১৩৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ فَلَانًا وَفُلَانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ فَلَانًا وَفُلَانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيًّا فَاطْلُبُوهُ فَطَلَبَ فِي الْقَتْلِ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَحَفَرْلَهُ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا -

৬১৩৪. ইসহাক ইবন আমর ইবন সালীত (র) ... আবু বারযাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক জিহাদে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গনীমতের সম্পদ দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে। তিনি বললেন, তোমরা কি কাউকে

হারিয়েছ ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, অমুক, অমুক এবং অমুককে। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? (শহীদ হয়েছে?) লোকেরা বললো, জী-না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জুলায়বীব (রা)-কে হারিয়েছি। তোমরা তাঁকে খোঁজ কর। তখন নিহতদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করা হল। এরপর তারা সাতটা লাশের পাশে তাঁকে পেলো। তিনি এই সাতজনকে হত্যা করেছিলেন। এরপর দুশমনরা তাঁকে হত্যা করে। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে এলেন এবং ওখানে দাঁড়িয়ে বললেন, সে সাতজন হত্যা করেছে; এরপর দুশমনরা তাঁকে হত্যা করে। সে আমার, আর আমি তাঁর। সে আমার, আর আমি তাঁর। অতঃপর তাঁকে দু'বাহুর উপর তুলে ধরলেন। একমাত্র নবী ﷺ-এর বাহুই তাঁকে বহন করছিল। তাঁর কবর খোঁড়া হল এবং তাঁকে তাঁর কবরে রাখা হল। বর্ণনাকারী তাঁর গোসলের উল্লেখ করেননি।

২৮. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২৮. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু যার (রা)-এর ফযীলত

৬১৩৫- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَآخِي أَنَيْسٌ وَأَمْنَا فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أَنَيْسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَفَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ أَمَا مَاضِي مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ فَفَنَافَرَ أَنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا فَآتَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أَنَيْسًا فَآتَانَا أَنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ قُلْتُ فَأَيْنَ تَوَجَّهَ قَالَ أَتَوَجَّهَ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَصَلَّى عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ فَقَالَ أَنَيْسٌ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَأَكْفِنِي فَانْطَلَقَ أَنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَرَأَتْ عَلَى ثَمٍّ جَاءَ فَقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ وَكَانَ أَنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعْرَاءِ قَالَ أَنَيْسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهْنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرَاءِ فَمَا يَلْتَمِمْ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ قَالَ قُلْتُ فَأَكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَانْظُرَ قَالَ فَاتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُوهُ الصَّابِيَّ فَأَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِيُّ فَمَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي بِكُلِّ مَدْرَةٍ وَعَظُمَ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًا عَلَى قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُسَبُّ أَحْمَرُ قَالَ فَاتَيْتُ زَمْزَمَ فَمَغْسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدْ

لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءٌ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُنْ بَطْنِي وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةً جُوعٍ قَالَ فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمَرَاءَ اضْحِيَانِ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَشْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَأَمْرَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً قَالَ فَاتَتَا عَلَى فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْآخَرَى قَالَ فَمَاتَنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَاتَتَا عَلَى فَقُلْتُ هُنَّ مِثْلُ الْخَشْبَةِ غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي فَاَنْطَلَقَتَا تَوَلَّوَانِ وَتَقُولَانِ لَوْ كَانَ هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ قَالَ مَا لَكُمَا قَالَتَا الصَّابِيُّ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَاسْتَارِهَا قَالَ مَا قَالَ لَكُمَا قَالَتَا إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةٌ تَمْلَأُ الْفَمَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَاهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنْ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ فَذَهَبْتُ أَخْذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مَتَى كُنْتَ هَهُنَا قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مِنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءٌ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُنْ بَطْنِي وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةً جُوعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طُعِمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذْ ذُنَّ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ فَاَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ وَجَّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ فَاتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ قَالَ مَا بِي رَغْبَةً عَنْ دِينِكَ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ مَا بِي رَغْبَةً عَنْ دِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا فَاسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَوْمُهُمْ أَيَّمَاءُ بْنُ رَحْضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَ سَيِّدُهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِخْوَتُنَا نُسَلِّمُ عَلَى الذِّي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَاسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ -

৬১৩৫. হাদীস ইবন খালিদ আযদী (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের গিফার গোত্র থেকে বের হলাম। তারা হারাম মাসগুলোকে হালাল গণ্য করত। আমি আমার ভাই উনায়স এবং

আমাদের মা সহ বের হলাম এবং আমরা আমাদের এক মামার কাছে উঠলাম। আমাদের মামা খুব সমাদর দেখালেন এবং আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন। এতে তাঁর গোত্রের লোকেরা আমাদের প্রতি হিংসা করতে লাগল। তারা বলল, তুমি যখন তোমার পরিবার থেকে বের হও তখন উনায়স (রা) তোমার অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যাতায়াত করে। এরপর আমাদের মামা আসলেন এবং তাঁকে যা বলা হয়েছে তিনি তা আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিলেন। তখন আমি বললাম, আপনি আমাদের সাথে অতীতে যে সদ্ব্যবহার করেছেন তাকে ম্লান করে দিলেন। এরপর আপনার সঙ্গে আমাদের একত্রে থাকার অবকাশ নেই। তারপর আমরা আমাদের উটগুলোকে নিকটবর্তী করলাম এবং তাদের উপর আরোহণ করলাম। তখন আমাদের মামা তাঁর কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা রওনা হয়ে মক্কার নিকটে অবতরণ করলাম। উনায়স আমাদের পশুগুলো এবং সে পরিমাণ পশুর মধ্যে (কবিতা রচনার) বাজি ধরল। তারপর তারা উভয়ে এক গণকের কাছে গেল। গণক উনায়সকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল। এরপর উনায়স আমাদের উটগুলো এবং তার সমপরিমাণ উট নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে এল। আবু যার (রা) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্বে সালাত আদায় করেছি। আমি (রাবী) বললাম, কার জন্যে? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্যে। আমি (রাবী) বললাম, কোন্ দিকে মুখ ফিরাতেন? তিনি বললেন, আমার মহান প্রতিপালক যে দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিতেন সে দিকে মুখ ফিরাতাম। আমি ইশা'র সালাত আদায় করতে করতে রাতের শেষ অংশে একটা কাপড়ের ন্যায় (নিদ্রার চাদরে) ঢলে পড়তাম, যতক্ষণ না সূর্য কিরণ আমার উপর পড়ত।

তারপর উনায়স (রা) বললেন, মক্কায় আমার একটু প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনি আমার সংসার তত্ত্বাবধান করবেন। তারপর উনায়স (রা) চলে গেল এবং মক্কায় পৌঁছলো এবং সে বিলম্বে আমার কাছে ফিরে এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করলে? (খবরাখবর কি) সে বলল, আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যিনি আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহ তাঁকে (রাসূল হিসেবে) প্রেরণ করেছেন। আমি [আবু যার (রা)] বললাম, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে? সে বলল, তারা তাঁকে কবি, গণক ও যাদুকর বলে। উনায়স (রা) নিজেও একজন কবি ছিল। উনায়স (রা) বলল, আমি অনেক গণকের কথা শুনেছি; কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা গণকের মত নয়। আমি তাঁর বাক্যকে কবিদের রচনার ধরন-প্রকারণের সাথে তুলনা করে দেখেছি; কিন্তু কোন কবির ভাষার সাথে তার কোন মিল নেই। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী এবং ওরা মিথ্যাবাদী। তিনি বললেন, আমি বললাম, তুমি আমার সংসার দেখাশোনা কর এবং আমি গিয়ে একটু দেখে নিই। তিনি বললেন, আমি মক্কায় এলাম এবং তাদের এক দুর্বল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললাম, সে ব্যক্তি কোথায়, যাকে তোমরা সাবী (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলে ডাক? সে আমার প্রতি ইশারা করল এবং বলল, এ-ই সাবী। এরপর মক্কা উপত্যকার লোকেরা ঢিল ও হাড়সহ আমার উপর চড়াও হল, এমন কি আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি যখন উঠলাম তখন আমি যেন একটি লাল মূর্তি (অর্থাৎ রক্তে রঞ্জিত)। তিনি বলেন, এরপর আমি যমযম কূপের কাছে এসে আমার রক্ত ধুয়ে নিলাম। এরপর তার পানি পান করলাম। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি সেখানে ত্রিশ রাত-দিন অবস্থান করেছিলাম। সে সময় যমযমের পানি ছাড়া আমার কাছে কোন খাদ্য ছিল না। অতঃপর আমি স্থূলদেহী হয়ে গেলাম। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। আমি আমার কলিজায় ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করিনি।

তিনি বললেন, ইতিমধ্যে মক্কাবাসীরা যখন এক উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে ঘুমিয়ে পড়ল, তখন কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিল না। সে সময় দেখলাম তাদের মধ্য থেকে দু'জন মহিলা তাওয়াফ করছে ও ইসাফ^১ ও

১. ইসাফ ও নায়েলা নামে সাফা ও মারওয়াতে দু'টি মূর্তি ছিল। ইসাফ ছিল পুরুষ এবং নায়েলা নারী। মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, এরা উভয়ে হরমে যিনায় লিপ্ত হয়েছিল বলে শাস্তিস্বরূপ ওদের বিকৃত করে পাথরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা প্রতীমা হিসেবে এগুলোর পূজা করত।

নায়েলাকে ডাকছিল। তিনি বললেন, তারা তাওয়াফ করতে করতে আমার কাছে এসে পড়ল। আমি বললাম, তাদের একজনকে অপরজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। তিনি বললেন, তবু তারা তাদের কথা থেকে বিরত হল না। তিনি বলেন, তারা আবার আমার সম্মুখ দিয়ে এল। আমি (বিরক্ত হয়ে) বললাম, (ওদের) লজ্জাস্থল পুরুষাংগ ও যোনি দ্বার কাঠের মত। তিনি বললেন, আমি আর প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় নিলাম না। এতে তারা অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল এবং বলতে লাগল, এখানে যদি আমাদের লোকদের কেউ থাকত (তাহলে এই বে-আদবকে শাস্তি দিত)! পশ্চিমধ্যে এই দুই মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর সাক্ষাৎ হল। তখন তাঁরা দু'জনে নীচে (অর্থাৎ বাইরে থেকে কা'বা চত্বরে) অবতরণ করছিলেন। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? তাঁরা বলল, কা'বা ও তার পর্দার মাঝখানে এক বিধর্মী অবস্থান করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তোমাদের কী বলেছে? তারা বলল, সে এমন কথা বলেছে যাতে মুখ ভরে যায় (মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাঁর সঙ্গীসহ হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করে সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি তাঁর সালাত সমাপন করলেন (তখন আবু যার (রা) বললেন,) আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁকে ইসলামী কায়দায় সালাম জানিয়ে বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক)। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়া আলায়কা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ (তোমার প্রতিও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি গিফার গোত্রের লোক। তিনি বললেন, তখন তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো কপালে রাখলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, গিফার গোত্রের প্রতি আমার সম্পর্কে তিনি অপছন্দ করছেন। এরপর আমি তাঁর হাত ধরতে চাইলাম। তাঁর সঙ্গী আমাকে বাধা দিলেন। তিনি তাঁকে আমার চাইতে অনেক বেশি ভাল জানতেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকালেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতদিন যাবত এখানে আছ? আমি বললাম, আমি এখানে ত্রিশটি রাতদিন অবস্থান করছি। তিনি বললেন, তোমাকে কে খাওয়াত? আমি বললাম, যমযম কূপের পানি ছাড়া আমার জন্য কোন খাদ্য ছিল না। এই পানি পান করেই আমি মোটাতাজা হয়ে গেছি, এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে এবং আমি কখনো জঠর জ্বালা অনুভব করি নি। তিনি বললেন, তা তো বরকতময় এবং তা অনেক খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবার।

এরপর আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তার আজ রাতের খানার (মেহমানদারীর) জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) রওনা হলেন এবং আমিও তাঁদের সাথে চললাম। আবু বকর (রা) একটি দরজা খুললেন এবং আমাদের জন্য তিনি মুষ্টি ভরে তায়েফের কিশমিশ পরিবেশন করলেন। এটাই ছিল আমার প্রথম খাদ্য যা সেখানে (মক্কায়) আমি খেলাম। তারপর যতদিন থাকার ততদিন রইলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আমাকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ একটি দেশের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আমার ধারণা সেটি ইয়াসরিব (মদীনার পূর্ব নাম) ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তোমার গোত্রের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে? হয়ত তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের উপকৃত করবেন এবং এদের (হিদায়াতের) কারণে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। এরপর আমি উনায়সের কাছে ফিরে এলাম। সে বলল, আপনি কী করেছেন? আমি বললাম, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং বিশ্বাস করেছি। সে (উনায়স) বলল, আপনার দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বিশ্বাস করছি। এরপর আমরা উভয়ে মায়ের কাছে এলাম। তিনি বললেন, তোমাদের দীন সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বিশ্বাস করলাম। তারপর আমরা সাওয়ার হয়ে আমাদের গিফার গোত্রের কাছে এলাম। তাদের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং

ইমাম ইবন রাহাদা গিফারী তাঁদের ইমামত করেন। তিনি ছিলেন তাঁদের সরদার। তাদের বাকী অর্ধেক বলল, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আসবেন তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আসলেন এবং তাঁদের (গিফার গোত্রের) অবশিষ্ট অর্ধেক লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। তারপর আসলাম গোত্রের লোকেরা এল। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ভাইয়েরা (মিত্রেরা) যার উপরে ইসলাম কবুল করছেন আমরাও তাঁদের মত ইসলাম গ্রহণ করলাম। এভাবে তাঁরাও ইসলামে দীক্ষিত হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা 'মাগফিরাত' দান করুন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা 'সালামাত' (নিরাপত্তা) দান করুন।

৬১২৬. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ فَأَكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ قَالَ نَعَمْ وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنَفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا -

৬১৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) হুমায়দ ইবন হিলাল (রা) থেকে এই সনদে (রাবী) আবু যার (রা)-এর কথা “আমি বললাম, তুমি এখানে অবস্থান কর, আমি গিয়ে সে ব্যক্তিকে দেখে নিই।” এরপরে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, আচ্ছা, তবে মক্কাবাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। তারা তাঁর প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করে এবং কঠোর ও রুঢ় আচরণ করে।

৬১২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُونٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا ابْنَ أَخِي صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهَ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنِي اللَّهُ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَتَنَّا فَرَأَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْكُهَّانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أَنْيْسُ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتِنَا وَقَالَ أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَإِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَقَالَ مِنْذُ كَمْ أَنْتَ هُنَا قَالَ قُلْتُ مِنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ اتَّحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ -

৬১৩৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি দুই বছর সালাত আদায় করেছি। রাবী বললেন, আমি বললাম, আপনি কোন্ দিকে মুখ করতেন। তিনি [আবু যার (রা)] বললেন, আল্লাহ যে দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দিতেন সেদিকে। এরপর তিনি সুলায়মান ইবন মুগীরা (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর তিনি হাদীসে বলেছেন, এরপর তারা (কাব্য রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের বাজি ধরেন) উভয়ে এক জ্যোতিষীর কাছে গেলেন। তিনি [আবু যার (রা)] বলেন, আমার ভাই উনায়স কবিতায় এই জ্যোতিষীর প্রশংসা

করতে লাগল, অবশেষে প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হল। রাবী বলেন, তারপর আমরা তার পশুগুলো নিলাম এবং আমাদের পশুগুলোর সাথে মিলিয়ে ফেললাম। তিনি তাঁর হাদীসে আরও বলেছেন, তারপর নবী ﷺ আসলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তিনি [আবু যার (রা)] বলেন, আমি তাঁর [নবী (সা)]-এর নিকটে এলাম এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাঁকে ইসলামী নিয়মে সালাম করলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, আস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি (নবী ﷺ) বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম' (তোমার প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক)। তুমি কে? তার বর্ণিত হাদীসে আরও আছে যে, তারপর তিনি বললেন, তুমি এখানে কতদিন যাবৎ আছ? আমি বললাম, পনের (দিন) ধরে অবস্থান করছি। এই হাদীসে আরও আছে, তারপর আবু বকর (রা) বললেন, তাঁকে এক রাত্রির মেহমানদারীর সুযোগ আমাকে দিন।

৬১৩৮- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرُورَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَاللَّفْظِ لِابْنِ حَاتِمٍ) قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اثْنِي فَأَنْطَلِقَ الْآخِرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَاهُوَ بِالشَّعْرِ فَقَالَ مَا شَفِيتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ يَغْنَى اللَّيْلَ فَاضْطَجَعَ فَرَأَاهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَأَاهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَى النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى فَقَالَ مَا أَنَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَهُ عَلَى مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَأَنْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا صَرْخَنَ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَثَارَ الْقَوْمُ فَضْرَبُوهُ حَتَّى اضْجَعُوهُ فَاتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ

فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ فَأَكْبَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ -

৬১৩৮. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা সামী ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু যার (রা)-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কায় নবী ﷺ প্রেরিত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে সেই (মক্কা সফর করে) উপত্যকায় যাও এবং সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জানাও, যিনি দাবী করেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর (ওহী) আসে। তাঁর কথা ভাল করে শুনবে এবং তারপর তুমি আমার কাছে আসবে। তখন অপর ব্যক্তি (তাঁর ভাই) রওনা হয়ে মক্কা পৌঁছল এবং তাঁর কথা শুনল। তারপর সে আবু যার (রা)-এর কাছে ফিরে এল এবং সে বলল, আমি তাঁকে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি অনুপম নৈতিক বিষয়সমূহের নির্দেশ দেন এবং এমন বাণী শোনান, যা কবিতা নয়। তখন তিনি (আবু যার -রা) বললেন, তুমি আমার চাহিদা মেটাতে পারলে না। তারপর তিনি পাথের সংগ্রহ করলেন এবং একটি পানি ভর্তি মশক নিলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি মাসজিদুল হারামে এলেন। সেখানে নবী ﷺ-কে তালাশ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে চিনতেন না। আর তাঁর সম্পর্কে (কারও কাছে) জিজ্ঞাসা করাও অপছন্দ করলেন। অবশেষে রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। তখন আলী (রা) তাঁকে দেখলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইনি একজন আগন্তুক যখন তিনি তাঁকে দেখলেন তখন (তার আহবানে) তাঁর (আলী রা) অনুসরণ করলেন; কিন্তু কেউ কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এমনকি (এভাবে) ভোর হয়ে গেল। এরপর তিনি (আবু যার -রা) তাঁর আসবাবপত্র ও মশক মসজিদে রাখলেন এবং সেদিনটি সেখানে অতিবাহিত করলেন। তিনি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন না, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর তিনি তার শোবার জায়গায় ফিরে এলেন। আলী (রা) তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন, এখনও সময় আসেনি, যে সে ব্যক্তি (আপনি) তার উদ্দীষ্ট স্থান সম্পর্কে অবগত হবে। এরপর তিনি তাঁকে উঠিয়ে সংগে নিয়ে চললেন। তবে কেউ কারোর কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন না। এমনকি তৃতীয় দিন এসে গেল। এই দিনও সেইরূপ করলেন। আলী (রা) তাঁকে তাঁর সংগে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাকে জানাবেন না, কিসে আপনাকে এই শহরে এনেছে? তিনি (আবু যার -রা) বললেন, আপনি যদি আমাকে সঠিক পথ দেখানোর প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা দেন তাহলে আমি আপনার কাছে বলব। তিনি (ওয়াদা) করলেন। তখন তিনি (আবু যার -রা) তাঁকে সব অবহিত করলেন। এরপর আলী (রা) বললেন, তিনি (নবী ﷺ) সত্য এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। সকাল হলে আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যদি এমন কিছু দেখতে পাই যাতে আপনার আশংকা আছে, তখন আমি দাঁড়িয়ে যাব, যেন আমি পানি ত্যাগ করছি। আর যদি আমি চলতে থাকে তাহলে আমাকে অনুসরণ করবেন। অবশেষে আমার প্রবেশ স্থলে আপনি ঢুকে পড়বেন। তিনি তাই করলেন। তিনি তাঁর পেছনে চললেন, শেষ পর্যন্ত তিনি (আলী -রা) নবী ﷺ-এর নিকটে প্রবেশ করলেন। আরও ইনিও আবু যার (রা) তাঁর সংগে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি তাঁর (নবী ﷺ) কথা শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছে (দীনের) খবর জানিয়ে দাও। এ আমার নির্দেশ তোমার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত (এভাবে থাকবে)। এরপর তিনি (আবু যার -রা) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তা মক্কাবাসীদের মাঝে চীৎকার করে ঘোষণা করব। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন : **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড-৪

মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।” এতে লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রহার করে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আব্বাস (রা) সেখানে এলেন এবং ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখলেন। তিনি (আব্বাস -রা) বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি জান না যে, ইনি গিফার গোত্রের লোক? তোমাদের সিরিয়া দেশে বাণিজ্যের যাতায়াত-রাস্তা তাদের এলাকায়। তারপর তিনি তাঁকে তাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। পরের দিন তিনি আবার আগের দিনের মতই করলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে প্রহার করল। আব্বাস (রা) তাঁকে আড়াল করলেন এবং তাঁকে তিনি মুক্ত করলেন।

২৯. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২৯. পরিচ্ছেদ : হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর ফযীলত

৬১৩৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُنِي إِلَّا ضَحِكًا.

৬১৩৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামিমী ও আবদুল হামীদ ইবন বায়ান (র) ... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (তাঁর কাছে প্রবেশে) বাধা দেননি। আর তিনি আমার প্রতি হাসিমুখে ছাড়া তাকাতে না।

৬১৪০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا.

৬১৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু উসামা ও ইবন নুমায়র (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (প্রবেশে) বাধা দেন নি। তিনি আমার চেহারায় মৃদু হাসি ছাড়া আমার চেহারার দিকে দেখেননি। ইবন নুমায়র (র) তাঁর হাদীসে ইবন ইদরীস (র) থেকে অধিক বর্ণনা করেছেন, “আমি তার কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়ভাবে থাকতে পারি না। তখন তিনি তাঁর হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে দু’আ করলেন : اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا ”

৬১৪১. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكُعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ فَنفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةِ وَخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا وَلَا أَحْمَسَ -

৬১৪১. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে একটি ঘর ছিল, যেটিকে ‘যুলখালাসা’ বলা হত এবং এটাকে ইয়ামানী কা’বা আর (প্রকৃত) কা’বা কেবলা হত ‘শামিয়া’র (ঝঞ্ঝাট)। রাসূলুল্লাহ ﷺ (জারীরকে) বললেন, তুমি কি আমাকে যুলখালাসা এবং ইয়ামানী কা’বা ও শামী কা’বা থেকে চিন্তা মুক্ত করতে পারবে? তখন আমি গোত্রের একশ পঞ্চাশজনসহ আহ্মাসকে সংগে নিয়ে রওনা হলাম। যুলখালাসাকে ভেংগে ফেললাম এবং সেখানে যাদের পেলাম তাদের হত্যা করলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য ও আহ্মাসের জন্য দু’আ করলেন।

٦١٤٢- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَرِيرُ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ بَيْتٍ لِحِثْعَمَ كَانَ يُدْعَى كَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةِ قَالَ فَنفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ وَكُنْتُ لَا أَتُبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقَالَ اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا قَالَ فَاَنْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ مِنَّا فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكُنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ -

৬১৪২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি কি আমাকে খাছ’আম গোত্রের গৃহ (প্রতিমা মন্দির) যুলখালাসা থেকে চিন্তা মুক্ত করবে না? যেটিকে ইয়ামানী কা’বাও বলা হত। জারীর বলেন, আমি দেড়শ অশ্বারোহীসহ সেদিকে রওনা হলাম। আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে থাকতে পারতাম না। আমি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার বুকে তাঁর হাত মারলেন এবং দু’আ করলেন : اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ : “হে আল্লাহ! তাকে (অশ্বপৃষ্ঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।” রাবী বলেন, এরপর তিনি চলে গেলেন এবং সেটি (যুল খালাসা মন্দির) আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর জারীর (রা) আমাদের মধ্য থেকে আবু আরতাত (রা) নামে এক ব্যক্তিকে সুসংবাদ পৌছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বললেন, আমরা যুলখালাসাকে পাঁচড়ার কারণে আলকাতরার প্রলেপযুক্ত (কালো) উটের মত করে দিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আহ্মাস’-এর ঘোড়া সওয়ার ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু’আ করলেন।

৬১৪৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ) ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بِشِيرٍ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ يُبَشِّرُ النَّبِيَّ ﷺ

৬১৪৩. বিভিন্ন সনদে আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ইবন আবু উমর (র) ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... ইসমাঈল (র) সূত্রে উক্ত সনদে (পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত) মারওয়ান (র) থেকে ইবন আবু উমরের হাদীসে বলেছেন যে, জারীর (রা)-এর সুসংবাদদাতা আবু আরতাত হুসায়ন ইবন রাবীআ (রা) নবী ﷺ-কে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসলেন।

৩. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৩০. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর ফযীলত

৬১৪৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالُوا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ (فِي الدِّينِ) -

৬১৪৪. যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু বকর ইবন নযর (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইসতিন্জায় গেলেন। আমি তাঁর জন্য উযূর পানি রাখলাম। তিনি হাজত সেরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পানি কে রেখেছে? (যুহায়র (র)-এর বর্ণনায়) 'তারা বলল' অথবা (এবং আবু বকর (রা)-এর বর্ণনায়) 'আমি বললাম,' ইবন আব্বাস (রা) (রেখেছে)। নবী ﷺ দু'আ করলেন, "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" "হে আল্লাহ! তাকে দীনের 'ফিকর' (সূক্ষ্ম গভীর জ্ঞান) দান করুন।"

৩১. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৩১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর ফযীলত

৬১৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ قِطْعَةً اسْتَبْرَقَ وَلَيْسَ مَكَانُ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ قَالَ فَقَصَصْتُهُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلًا صَالِحًا -

৬১৪৫. আবুর রাবী আতাকী, খালাফ ইবন হিশাম ও আবু কামিল জাহদারী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে মোটাদার রেশমী বস্ত্রের একটি টুকরা এবং

জান্নাতের যেথায় আমি ইচ্ছা করতাম সেই (বস্ত্র খণ্ড)-টি আমাকে সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে যেত। তিনি বলেন, এরপর আমি হাফসা (রা)-এর কাছে তা (স্বপ্নটি) বর্ণনা করলাম। হাফসা (রা) তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আবদুল্লাহকে একজন সৎলোক দেখতে পাচ্ছি।

৬১৪৬- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقْصُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزْبًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَ أَخَذَنِي فَذَهَبَ بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِثْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِثْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّ: أَحَصَّةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

৬১৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করতেন। আমার বাসনা ছিল যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখে নবী ﷺ-এর নিকট তা বর্ণনা করি। রাবী বলেন, সে সময় আমি নওজোয়ান অবিবাহিত যুবক ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি মসজিদে নিদ্রা যেতাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন দুইজন ফেরেশতা আমাকে পাকড়াও করলেন এবং তাঁরা আমাকে জাহান্নামের নিকট নিয়ে গেলেন। তখন দেখলাম যে, সেটি কূপের পাড় বাঁধানোর মত পাড় বাঁধানো। তাতে দুইটি কাষ্ঠখণ্ড দেখলাম যেমন কূপের উপরে দু'টি কাঠ থাকে। সেখানে কিছু লোক ছিল যাদের আমি চিনলাম। আমি তখন বলতে শুরু করলাম - “আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর পানাহ চাই, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই”। রাবী বলেন, তখন সে দুই ফেরেশতার সঙ্গে আরও একজন ফেরেশতা মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। তারপর আমি তা (স্বপ্নের কথা) হাফসা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, আবদুল্লাহ কতই না ভাল লোক! যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করত। সালিম (রা) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) রাত্রে খুব কম সময়ই নিদ্রা যেতেন।

৬১৪৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفَرِيَّابِيِّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -

৬১৪৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে রাত্রি যাপন করতাম। সে সময় আমার কোন পরিবার-পরিজন (স্ত্রী) ছিল না। একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমাকে একটি কূপের নিকট নেয়া হয়েছে। অতঃপর রাবী (উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর) সালিম (র) তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যুহরীর হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেন।

৩২. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩২. পরিচ্ছেদ : হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ফযীলত

৬১৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلِيمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ -

৬১৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা) ... আনাস (রা) সূত্রে উম্মু সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার খাদিম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন, “ইয়া আল্লাহ! তাকে ধন-সম্পদ ও তার সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাঁকে যা দান করবেন তাতে বরকত দিন।”

৬১৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَذَكَرْ نَحْوَهُ -

৬১৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (রা) ... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার খাদিম আনাস তারপর তাঁর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেন।

৬১৪৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ -

৬১৫০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, অনুরূপ।

৬১৫১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَاهُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خُودِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ -

৬১৫১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। সে সময় আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া সেখানে কেউ ছিল না। আমার মা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ছোট খাদিমের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। রাবী বলেন, তিনি আমার জন্য সব বরকমের কল্যাণের দু'আ করলেন। তিনি আমার জন্য যে দু'আ করেছিলেন তার শেষাংশ ছিল “হে আল্লাহ! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দিন এবং তাতে তাঁকে বরকত দিন।”

৬১৫২. حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَرَزَّتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أُنَيْسُ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ أَنَسُ فَوَاللَّهِ إِنْ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنْ وَلَدِي وَوَلَدٌ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمِ -

৬১৫২. আবু মা'আনি রাক্বাশী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মু আনাস (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি তাঁর ওড়নার অর্ধেক দিয়ে আমার ইয়ার (লুঙ্গী) এবং বাকী অর্ধেক দিয়ে আমার চাদর বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই আমার বালক ছেলে উনায়স (ছোট আনাস), আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, সে আপনার খিদমত করবে। তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ “ইয়া আল্লাহ! তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন।” আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার ধন-সম্পদ প্রচুর আর আজ আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান-সন্ততি গণনায় একশ'র মত।

৬১৫৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) عَنِ الْجَعْفَرِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلِيمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ يَا بِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنَيْسٌ فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو الثَّلَاثَةَ فِي الْآخِرَةِ -

৬১৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যাচ্ছিলেন। তখন আমার মা উম্মু সলায়ম (রা) তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এই ছোট আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তিনটি দু'আ করলেন। এর দু'টি আমি দুনিয়াতেই পেয়েছি এবং তৃতীয়টি পাওয়ার দৃঢ় আশা রাখি।

৬১৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا الْعَبُّ مَعَ الْغُلَّامِ قَالَ فَسَلِّمْ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثْنِ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قَالَ أَنَسُ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ -

৬১৫৪. আবু বকর ইব্ন নাকি' (র) ... ছাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন বালকদের সাথে খেলছিলাম। তিনি বলেন, তিনি আমাদের সালাম জানালেন। তিনি আমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরতে দেরী করলাম। আমি মায়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কিসে আটকিয়েছিল? আমি বললাম,

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, প্রয়োজনটি কী? আমি বললাম, তা গোপনীয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন তথ্য কখনো কাউকে বলবে না। আনাস (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, হে ছাবিত! সেই গোপন তথ্য কারও কাছে ব্যক্ত করলে তা তোমাকে অবশ্যই জানাতাম।

৬১৫৫. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَسْرَأَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ وَلَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ -

৬১৫৫. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোপনীয় বিষয় আমার কাছে বলেছিলেন। পরে আমি কারও কাছে তা ব্যক্ত করিনি এমনকি (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রা) সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকেও তা অবহিত করিনি।

৩২. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৩. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ফযীলত

৬১৫৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِي إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ -

৬১৫৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ব্যতিরেকে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে শুনি নি যে, সে জান্নাতে (যাবে)।

৬১৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثْنَا فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذًا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ قَالَ وَسَأَحَدُكَ لِمَ ذَكَرَ رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتَنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعَشْبَهَا وَخَضِرَتَهَا وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيلَ لِي أُرْقَهُ فَقُلْتُ لَهُ لَا اسْتَطِيعُ فَجَاءَ نِيٌّ مِنْصَفٌ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ فَقَالَ بَيْتِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ

خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لِي اسْتَمْسِكْ فَلَقَدْ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرُّوضَةُ الْإِسْلَامُ وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلَامٍ -

৬১৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (রা) ... কায়স ইব্ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনাতে এমন লোকদের মধ্যে ছিলাম, যাদের মাঝে নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। সে সময় এক ব্যক্তি এল, যার মুখমণ্ডলে ভয়-ভীতির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তখন লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন, এই ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন। তিনি সেখানে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তা সংক্ষেপ করলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করলাম। তারপর আমরা আলাপ-আলোচনা করলাম। যখন তিনি অন্তরঙ্গ হলেন তখন আমি তাকে বললাম, আপনি যখন একটু আগে (মসজিদে) প্রবেশ করেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এইরূপ এইরূপ বলেছিল (এ ব্যক্তি জান্নাতীদের একজন)। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারো পক্ষে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যা সে (নিশ্চিত) জানে না। তিনি বললেন, আমি আপনাকে বলছি, কেন এরূপ বলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে একবার আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি সেই স্বপ্নের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম। আমি আমাকে একটি বাগানে দেখতে পাই। এই বাগানের প্রশস্ততা, ঘাসপাতা (সজীবতা) ও সৌন্দর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই বাগানের মধ্যভাগে একটি লৌহস্তম্ভ ছিল যার নিম্নভাগ ছিল মাটির মধ্যে এবং উপরিভাগ ছিল আকাশে। এর উপরিভাগে ছিল একটি রজ্জু (ধরনী)। তখন আমাকে বলা হল, তুমি এতে আরোহণ কর। আমি বললাম, আমি (আরোহণ করতে) পারব না। এরপর একজন 'মিনসাফ' (সেবক) আসলো। তিনি বলেন, ইব্ন আউন (র) বলেন, মিনসাফ (মানে খাদিম)। তিনি বলেন, তিনি পেছন থেকে আমার কাপড় ধরলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, সে (খাদিম) তার হাত দ্বারা তাঁর পেছন থেকে তাঁকে তুলে দিল। আমি আরোহণ করলাম, এমনকি সেই স্তম্ভের চূড়ায় পৌঁছলাম, এরপর রজ্জুটি ধরলাম। তারপর আমাকে বলা হল, একে মযবূত করে ধর। যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখনও ঐ রজ্জুটি আমার হাতে। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, সেই বাগানটি হচ্ছে ইসলাম। আর সে স্তম্ভটি হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ এবং সেই রজ্জুটি হচ্ছে মযবূত দৃঢ় রজ্জু। তুমি আমৃত্যু ইসলামের উপরে থাকবে। রাবী বলেন, আর সে ব্যক্তিই আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)।

৬১৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذًا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وَضِعَ فِي وَسْطِ رَوْضَةٍ خَضِرَاءَ فَتَنْصِبُ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ فِي أَسْفَلِهَا مَنْصَفٌ

وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ لِي أَرْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى -

৬১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জাবালা ইব্ন আবু রাওয়াদ (র) ... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সমাবেশে ছিলাম, যেখানে সা'দ ইব্ন মালিক (রা) ও ইব্ন উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) যাচ্ছিলেন। তাঁরা বললেন, এই লোকটি জান্নাতীদের একজন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁরা আপনাকে একরূপ একরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাঁদের এমন কথা বলা উচিত নয়, যে বিষয় তাঁদের (নিশ্চিত) জানা নেই। একবার (স্বপ্নে) আমি দেখতে পেলাম, যেন একটি সবুজ শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে একটি স্তম্ভ রাখা হয়েছে, এর চূড়ায় ছিল একটি রজ্জু। এর নিম্নভাগে একজন 'মিনসাফ' (দণ্ডায়মান) ছিল। মিনসাফ (মানে খাদিম)। তখন আমাকে বলা হল, এতে আরোহণ কর। আমি তাতে আরোহণ করলাম। শেষ পর্যন্ত রজ্জুটি দৃঢ়ভাবে ধরলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা বর্ণনা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মযবূত রজ্জুটি আঁকড়ে ধরা অবস্থায় আবদুল্লাহ (রা) ইন্তিকাল করবে।

৬১৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهَرٍ عَنْ خُرْشَةَ بْنِ الْحَرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلَقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا تَبْعَنَّهُ فَلَا عِلْمَنَ مَكَانَ بَيْتِهِ قَالَ فَتَبِعْتُهُ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُحَدِّثُكَ مِنْ قَالُوا ذَاكَ إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَآخِذْ بِيَدِي فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِجَوَادٍ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَآخَذْتُ لَأَخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذْ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ قَالَ فَإِذَا جَوَادٌ مَذْهَجٌ عَلَى يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذْهُنَا فَاتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِي اصْعَدْ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى أُسْتِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلَاهُ حَلَقَةٌ فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْعَدُ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَآخِذْ بِيَدِي فَزَجَلْ بِي قَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلَقَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ قَالَ وَبَفِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلَقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي

رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ -

৬১৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... খারাসা ইব্ন হুরর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট একজন প্রবীণ লোক। তিনিই আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি তাঁদের সামনে সুন্দর সুন্দর কথা বলছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, যখন তিনি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেন তখন লোকেরা বলল, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে। তিনি (খারাসা -রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তাঁর অনুসরণ করব, যেন আমি তাঁর আবাস স্থল জেনে নিতে পারি। তিনি (রাবী) বললেন, তারপর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রওনা হলেন এবং মদীনা (শহর) থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমিও তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তারপর বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার প্রয়োজন? রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, যখন আপনি মজলিস থেকে উঠে আসছিলেন তখন আমি আপনার সম্পর্কে লোকদের বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তখন আমার মনে আপনার সাহচর্য লাভের আশ্রয় জাগে। তিনি বললেন, জান্নাতীদের সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত আছেন। তবে লোকদের এই কথা বলার কারণ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। একবার আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে আমাকে বলল, উঠ। তারপর সে আমার হাত ধরল। আমি তার সংগে রওনা করলাম। আমি আমার বাম দিকে কয়েকটি রাস্তা দেখতে পেলাম এবং আমি সে পথ ধরে চলতে চাইলাম। সে আমাকে বলল, ও-পথে চলবে না। কেননা, এটা হচ্ছে বামপন্থীদের (জাহান্নামীদের) রাস্তা। তিনি বলেন, তারপর আমি আমার ডানদিকে কয়েকটি উজ্জ্বল সরল পথ দেখতে পেলাম। তারপর সে বলল, এই পথে চল। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে এল। এরপর আমাকে পাহাড়ে উঠতে বলল। আমি যখনই (পাহাড়ে) উঠতে চেষ্টা করছিলাম তখন (হাঁচট খেয়ে) পাহাড়ের উপর পড়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, আমি বেশ ক'বার এরূপ চেষ্টা করলাম। তিনি বলেন, তারপর সে আমাকে নিয়ে রওনা হল এবং একটি স্তম্ভের কাছে পৌঁছল, যার মাথা ছিল আকাশে এবং নিম্নভাগ ভূ-পৃষ্ঠের নীচে। স্তম্ভটির চূড়ায় একটি কড়া ছিল। সে বলল, এর উপরে আরোহণ কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, কিভাবে এতে আরোহণ করব? এর মাথা তো আকাশের উপরে। তিনি বলেন, তারপর সে আমার হাত ধরল এবং আমাকে উপরে নিক্ষেপ করল। হঠাৎ আমি দেখলাম যে, আমি কড়ার সাথে ঝুলন্ত আছি। তিনি বলেন, তারপর সে স্তম্ভের উপর আঘাত হানল এবং তা পড়ে গেল। তিনি বলেন, আর আমি কড়ার সাথে ঝুলন্ত রয়ে গেলাম। এভাবে আমার প্রভাত হল। তিনি বলেন, এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা (সবিস্তারে) বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার বাম দিকে যে রাস্তাগুলো দেখেছ, তা হচ্ছে বামপন্থীদের (কাফিরদের) পথ এবং তোমার ডানদিকে যে সব রাস্তা দেখেছ, তা হচ্ছে আসহাবুল ইয়ামীন (বা জান্নাতিগণের) রাস্তা। তুমি যে পাহাড়টি দেখেছিলে তা হচ্ছে শহীদগণের বাসস্থান, তা তুমি পাবে না। তুমি যে স্তম্ভটি দেখেছিলে সেটা হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ। যে কড়াটি তুমি দেখেছিলে সেটা হচ্ছে ইসলামের কড়া। আর তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

২৪. بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৪. পরিচ্ছেদ : হযরত হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর ফযীলত

৬১৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَفْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدْكَ اللَّهُ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ.

৬১৬০. আমরা নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) হাস্‌সান (রা)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। উমর (রা) তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তো কবিতা আবৃত্তি করতাম, যখন মসজিদে আপনার চাইতে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! তাকে পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা সাহায্য কর।” আবু হুরায়রা (রা) বললেন, “ইয়া আল্লাহ! আল্লাহ্‌রে হ্যা।”

৬১৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلَقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْشُدْكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬১৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ইবনুল মুসায়াব (র) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাস্‌সান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-এর উপস্থিতিতে সম্পন্ন এক সমাবেশে বলেছিলেন, হে আবু হুরায়রা, আল্লাহর কসম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬১৬২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدْكَ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ.

৬১৬২. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা)-কে আবু হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী করে বলতে শুনেছেন যে, হে আবু হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্‌সান!

তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! তাকে পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) দ্বারা মদদ করুন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ।

৬১৬৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَهْجَهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِئِيلُ مَعَكَ * حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬১৬৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্‌সান ইবন ছাবিতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তুমি তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা কর, অথবা বলেছেন, তুমি তাদের ব্যঙ্গ কবিতার উত্তর দাও। জিব্রীল (আ) তোমার সংগে রয়েছেন। যুহায়র ইবন হার্ব, আবু বাকর ইবন নাফি', ইবন বাশ্‌শার (র) ভিন্ন ভিন্নরূপে ... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬১৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبَبَتْهُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي دَعُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬১৬৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... হিশাম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) সেসব লোকের মধ্যে शामिल ছিলেন, যারা আয়েশা (রা) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাই আমি তাকে গালাগালি করেছিলাম। তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভগ্নিপুত্র! তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে (ব্যঙ্গ) কবিতা দ্বারা প্রতিরোধ করতেন।

৬১৬৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬১৬৫. উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬১৬৬. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ :

حَصَّانُ رُزَانُ مَا تَزَنُ بِرَيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرَثِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتْ فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬১৬৬. বিশ্র ইবন খালিদ (র) ... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় তাঁর জন্য কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন এবং তাঁর কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি দ্বারা (নবীর) স্তুতিকাব্য আবৃত্তি করছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

“তিনি সতী (আত্মা)! বুদ্ধিমতী, কোন সন্দেহ দ্বারা তাঁকে অপবাদ দেয়া যায় না।

তিনি উদাসীনদের গোশত থেকে অভুক্ত থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করেন (কারো গীবত করেন না)।”

তখন আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কিন্তু আপনি তো এমন নন। মাসরুক (রা) বলেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) বললাম, আপনি তাঁকে আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দেন কেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন—
 “وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ” এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে (আয়েশা রা)-র দুর্নাম করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি” (২৪ : ১১) তখন আয়েশা (রা) বললেন, এর চাইতে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে যে, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে কবিতা দ্বারা প্রতিরোধ (যুদ্ধ) করতেন অথবা ব্যঙ্গ কবিতার দ্বারা বাকযুদ্ধ করতেন।

৬১৬৭. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَالَتْ كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ حَصَانُ رَزَانَ -

৬১৬৭. ইবন মুসান্না (র) ... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতেন। তবে তিনি এই বর্ণনায় ‘حَصَانُ’ ও ‘رَزَانَ’ উল্লেখ করেননি।

৬১৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ ائْذَنْ لِي فِي أَبِي سَفْيَانَ قَالَ كَيْفَ بِقِرَابَتِي مِنْهُ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَأَسْلُنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسْلُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْخَمِيرِ فَقَالَ حَسَّانُ :
 وَإِنْ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ * بَنُو بِنْتِ مَخْرُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ - قَصِيدَتُهُ هَذِهِ -

৬১৬৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্‌সান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমাকে আবু সুফিয়ানের (ইবনুল হারিস ইবন আব্দুল মুত্তালিব) বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা অবস্থায় তা কিভাবে (করবে)? তখন তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আটার খামির থেকে যেভাবে চুল সন্তর্পণে বের করে নেওয়া হয়, আমি আপনাকে সেভাবে তাদের ভেতর থেকে বের করে নেব। এরপর হাস্‌সান (রা) বললেন : “মান-সম্মান ও আভিজাত্যের শীর্ষ চূড়া বানু হাশিমের বংশধরদের মধ্যে বিন্তে মাখয়ূমের সন্তানদের জন্য। আর তোমার বাপ তো গোলাম ছিল।” এই হচ্ছে তার কাসীদাহ।

৬১৬৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَفْيَانَ وَقَالَ بَدَلُ الْخَمِيرِ الْعَجِيْنُ -

৬১৬৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা)-এর সূত্রে এই সনদে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেন, হাসসান ইব্ন সাবিত (রা) নবী ﷺ-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি চাইলেন। তবে তাঁরা এই বর্ণনায় আবু সুফিয়ানের কথা উল্লেখ করেননি। 'আবদার বর্ণনায়' 'الْخَمِيرُ' -এর স্থলে 'الْعَجِينُ' রয়েছে।

৬১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ أَهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يَرْضَ فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ أَنْ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنْبِهِ ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا فَرِيْنَهُمْ بِلِسَانِي فَرَى الْأَدِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعْجَلْ فَإِنْ أَبَا بَكَرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا فَإِنْ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلْخِصَ لَكَ نَسَبِي فَاتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَخِّصَ لِي نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا سَلْنُكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا تَأْفِكُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَتَشْفَى وَاشْتَفَى قَالَ حَسَّانُ :

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَاجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا * رَسُولَ اللَّهِ شَيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

تَكَلَّمْتُ بِنِيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تُشِيرُ النَّقْعُ مِنْ كَنْفَى كَدَاءِ

يُبَارِئْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتِ * عَلَى أَكْتَاْفِهَا الْأَسْلُ الظَّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتِ * تَلْطِمُهُنَّ بِالْخُمْرِ النِّسَاءُ

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُوْعَنَا اعْتَمَرْنَا * وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ

وَالْأَفَاصِبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ * يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا * يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا * هُمُ الْأَنْصَارُ عَرْضَتْهَا اللَّقَاءُ
يُلَاقِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍ * سَبَابُ أَوْ قِتَالُ أَوْ هِجَاءُ
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ
وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا * وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

৬১৭০. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লাইস (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরায়শদের বিরুদ্ধে তোমরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। কেননা, তা তাদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা কর। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করলেন। কিন্তু তিনি তাতে খুশি হলেন না। তখন তিনি কা'ব ইব্ন মালিককে ডেকে পাঠালেন। এরপর তিনি হাস্‌সান ইব্ন সাবিতের কাছে লোক পাঠালেন। সে যখন তার কাছে গেল তখন হাস্‌সান (রা) বললেন, তোমাদের জন্য সঠিক সময় এসেছে যে, তোমরা সেই পশুরাজ সিংহকে ডেকে পাঠিয়েছ, যে তার লেজ দ্বারা সাবাড় করে দেয়। এরপর তিনি তার জিহ্বা বের করে নাড়াতে লাগলেন। এরপর বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা ওদেরকে ফেড়ে টুকরো টুকরো করে দেব, যেমনিভাবে হিংস্র বাঘ তার খাবা দিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাস্‌সান! তুমি তড়িঘড়ি করো না। কেননা, আবু বকর (রা) কুরায়শদের বংশলতিকা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। কারণ, তাদের মধ্যে আমারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তিনি এসে আমার বংশ তোমাকে পৃথক করে বাতলে দেবেন। এরপর হাস্‌সান (রা) তাঁর (আবু বকর -রা)-এর কাছে গেলেন এবং (বংশলতিকা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে) ফিরে এলেন। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি আপনার বংশপঞ্জী সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন সুকৌশলে বের করে আনব, যেমনিভাবে আটার মণ্ড থেকে সূক্ষ্ম কেশাণ্ড বের করা হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাস্‌সান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'রুহুল কুদ্‌স' অর্থাৎ জিবরীল (আ) সারাক্ষণ তোমাকে সাহায্য করতে থাকবেন। আর তিনি (আয়েশা -রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হাস্‌সান তাদের (বিরুদ্ধে) নিন্দাবাদ করলেন। তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিলেন এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। হাস্‌সান (রা) বললেন :

তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিন্দাবাদ করেছ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি।

এতে আছে আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও প্রতিদান।

তুমি ব্যাংগ করেছ এমন মুহাম্মদকে, যিনি পুণ্যবান, একনিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরহিযগার;

তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল, যার চরিত্র মাধুর্য অনুপম।

আমার পিতা ও তার পিতা, আমার ইয্যত-আবরু

মুহাম্মদের সম্মানের জন্য রক্ষাকবচ (অতন্ত্র প্রহরী)।

আমি কসম করে বলছি, কাদা (পার্বত্য ঘাঁটি)-র দুই প্রান্তে (মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর) বিজয় ধূলি উড়বে
তা তোমরা দেখতে পাবে, নতুবা আমার জন্য মাতম করা হবে (আমি ধ্বংস হয়ে যাব)।

যুদ্ধাভিযানকালে সে অশ্বারোহী বাহিনী লাগামের সাথে দৌড় পাল্লা দেয়
(অথবা বল্লম নিয়ে ঠোকাঠুকি করে)

(আর) তাঁদের কাঁধের উপরে রয়েছে রক্তের তৃষ্ণার্ত বর্শা (অথবা ক্ষুধার্ত সিংহ)।

আমাদের অশ্বারোহীরা ছুটে চলে দ্রুতবেগে দূরন্ত।

আর মহিলারা আদর ও সম্মান করে নিজেদের ওড়না দিয়ে তাদের (ঘোড়াদের) মুছে দেয়।

তোমরা যদি আমাদের (ইসলামের) বিমুখ হও, (জনশূন্যকর)

তাহলেও আমরা উমরা পালন করবই এবং ইসলামের বিজয় নিশান উড়বে

আর আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে (অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়ে যাবে)।

নতুবা তোমরা প্রতীক্ষায় থাক ঐ সময়ের, যে দিন (মুসলমানদের সাথে কাফিরদের) মুকাবিলা হবে;

আর সেদিন আল্লাহ্ যাকে চান বিজয় মাল্য পরিয়ে দেবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার বান্দাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি;

যিনি সত্য বলেন (সর্বদা লোকদের সত্যের দিকে আহ্বান জানান,) যাঁর মধ্যে নেই কোন কপটতা, অস্পষ্টতা।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

আমি এমন এক বাহিনী তৈরি করেছি, যারা আনসার।

যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শত্রু মুকাবিলা করা।

(প্রত্যহ তারা শত্রু মুকাবিলায় থাকে সতত প্রস্তুত।)

প্রতিদিন আমাদের ভাগ্যে জুটে মা'আদ (কুরায়শ গোষ্ঠী)-এর পক্ষ থেকে

কখনো বা গাল-মন্দ, যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা নিন্দাবাদ।

তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ্র রাসূলের নিন্দাবাদ করে;

অথবা তাঁর, প্রশংসা ও সাহায্য-সহায়তা করে—এ দুইই সমান।

(কেননা,) জিব্রাঈল (আ) আমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্বাচিত সম্মানিত বাণীবাহক (দূত)

এবং তিনি রুহুল কুদ্স (পূতঃ-পবিত্র আত্মা) যাঁর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।

২৫. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৩৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু হুরায়রা আদ-দূসী (রা)-এর ফযীলত

৬১৭১- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمَّيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا
فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—৬

বাংলা হাদিস

إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَاسْمَعْتَنِي فَبَيْنَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعْتُ أُمِّي خَشْفَ قَدَمِي فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاعْتَسَلْتُ وَلَبِسْتُ دِرْعَهَا وَعَجَلْتُ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُحِبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبِّبَهُمَ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَاهُ هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خَلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي -

৬১৭১. আমর নাকিদ (র) .. আবু কাসীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতাম, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহ্বান জানালাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আমাকে এমন কথা শোনালেন, যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান কর।” নবী ﷺ-এর দু'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি (ঘরের) দরজায় পৌঁছলাম তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থাম)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং গায়ে চাদর পরলেন। আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন। এরপর বললেন, “হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।” তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে রওনা হলাম। এরপর তাঁর কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহর শুকর আদায় করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং ভাল ভাল (কথা) বললেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা)-কে এবং

অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

তাঁর মাকে মু'মিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করে দাও এবং তাঁদের কাছেও মু'মিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও।” এরপর এমন কোন মু'মিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালবাসেনি।

৬১৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ كُنْتُ رَجُلًا مِسْكِينًا أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلِّيْ بَطْنِيْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسِيَ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّيْ فَبَسَطْتُ ثَوْبِيْ حَتَّى قَضَى حَدِيثُهُ ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَى فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ -

৬১৭২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বলে থাক যে, আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করছে। এর হিসাব নিকাশ আল্লাহর কাছেই হবে। আমি ছিলাম একজন গরীব লোক। আমি কোন রকমে পেট পুরে খেয়ে না খেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করতাম (তাঁর সাহচর্যে থাকতাম)। তখন মুহাজিরগণ বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মশগুল থাকতেন এবং আনসারগণ তাঁদের ধন-সম্পদের (ক্ষেত-খামার) রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফায়তে ব্যস্ত থাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দেবে সে আমার কাছ থেকে যা কিছু শুনবে তা ভুলবে না। আমি আমার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দিলাম এবং তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। এরপর আমি সেই (কাপড়টি) আমার বুকের সংগে মিলিয়ে নিলাম। তখন থেকে আমি তাঁর নিকট হতে যা কিছু শুনেছি তার কিছুই ভুলিনি।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ۖ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهَى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرَّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ إِلَى آخِرِهِ -

৬১৭৩. আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন ইয়াহইয়া ইবন খালিদ ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) আ'রাজ (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইবন আনাস (র)-এর হাদীস আবু হুরায়রা (রা)-এর বক্তব্য পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং তিনি তাঁর হাদীসে নবী ﷺ থেকে “যে তার কাপড় বিছাবে” শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

৬১৭৪. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيَّ جُنْبَ حُجْرَتِي

يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ وَإِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَلَأَ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَى حَتَّى فَرَّغَ مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ وَلَوْ لَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ -

৬১৭৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আশ্চর্য বলে মনে হয় না যে, তিনি বলেন, (হে উরওয়া!) তোমার কাছে কি আবু হুরায়রা (রা)-এর আচরণে সে আমার হুজরার পাশে বসে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন এবং তা আমাকে শোনাতে লাগালেন? কিন্তু আমি সে সময় নফল সালাতে মশগুল ছিলাম। সে আমার নফল সম্পন্ন করার পূর্বেই উঠে চলে গেল। আমি যদি তখন তাকে পেতাম তাহলে তাকে প্রতিবাদ জানাতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রকম তড়িঘড়ি (কড়াকড়ি) কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না যেমন তোমরা তড়িঘড়ি কর।

ইবন শিহাব ও ইবন মুসায়্যাব (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আবু হুরায়রা অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেন আর আল্লাহর কাছেই এ অভিযোগের বিচার। তিনি বলেন যে, লোকেরা এই মর্মে আরও বলাবলি করে যে, মুহাজির ও আনসারগণ আবু হুরায়রার মত বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? এর জবাবে আমি তোমাদের অবহিত করতে চাই যে, আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের জমিজমার (কৃষি) কাজ ব্যস্ত থাকতো। আর আমার মুহাজির ভাইয়েরা হাট-বাজারে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে বেচা-কেনায় ব্যস্ত থাকতো। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবত আমার জন্য অপরিহার্য করে নিতাম এবং কোন রকমে পেট পুরে (খেয়ে না খেয়ে) তাঁর সাহচর্যে থাকতাম। তাঁরা যখন অনুপস্থিত থাকতেন তখন আমি হাযির থাকতাম এবং তাঁরা ভুলে যেতেন, আমি মুখস্থ করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে তার কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দেবে, আর আমার এ হাদীস গ্রহণ করবে? এরপর তা (কাপড়) নিজের বুকে মিলিয়ে নিলে সে যা শুনবে কখনো ভুলবে না। আমি আমার চাদর পেতে দিলাম এবং তিনি তাঁর হাদীস বর্ণনার সমাপ্তি টানলেন। এরপর আমি চাদরখানি আমার বুকে মিলিয়ে নিলাম। সেদিন হতে আমি কোন বিষয়ই বিস্মৃত হইনি যা তিনি বলেছেন (সবটুকুই স্মরণে আছে)। আল্লাহ তাঁর কিতাবে দু'টি আয়াত যদি নাযিল না করতেন তাহলে আমি কখনো কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। আয়াত দু'টি এই - **انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا** - **اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ اِلَىٰ آخِرِ الْآيَتَيْنِ** "আমি যে স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি

মানুষের জন্য, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লানত দেন এবং অভিশাপকারীরাও অভিশাপ দেয়; কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এ সকল লোক তারাই যাদের তাওবা আমি কবুল করি। (কারণ) আমি তো তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।” (২ : ১৫৯-১৬০)

৬১৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكْثُرُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ-

৬১৭৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব ও আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা বলাবলি করছ যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসের বাকী অংশ তাঁদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৩৬- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَاهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৩৬. পরিচ্ছেদ : হাতিব ইবন আবু বালতা'আ (রা) এবং বদরী সাহাবিগণ (রা)-এর ফযীলত

৬১৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ اثْنُوا رَوْضَةَ خَافٍ فَإِنَّ بِهَا ظِعِينَئَ مَعَهَا كِتَابٌ فَخَذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَامَعِيَ كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِينَ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنْاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ

عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ وَجَعَلَهَا اسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ -

৬১৭৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র) ... আলী (রা)-এর কাতিব উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এবং যুবায়র, মিকদাদ (রা)-কে (বিশেষ কাজে) পাঠালেন এবং বললেন : তোমরা 'রাওয়া খাখ' (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) যাও। সেখানে উষ্ট্রারোহিণী এক নারী আছে। তার কাছে একখানা (গোপন) চিঠি আছে। তোমরা তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে এসো। আমরা চললাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। সেখানে আমরা একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করে দাও। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তোমাকে চিঠি বের করতেই হবে, অন্যথা তোমার পোশাকাদি খুলে ফেলতে হবে। এরপর সে তার চুলের বেণীর মধ্য থেকে তা (চিঠি) বের করে দিল। তখন আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। চিঠিতে দেখা গেল যে, হাতিব ইবন আবু বালতা (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতক মুশরিকের প্রতি লেখা ছিল। তিনি (এই চিঠিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করছিলেন (গুরুত্বপূর্ণ কার্যের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে হাতিব! তুমি একি (কাজ) করলে? সে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ব্যাপারে (মেহেরবানী করে) দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরায়শ সংযুক্ত একজন লোক। সুফয়ান (র) বলেন, তিনি তাদের (চুক্তিবদ্ধ) মিত্র ছিলেন, তাদের (বংশোদ্ভূত) গোত্রভুক্ত ছিলেন না। আর আপনার মুহাজির সাহাবীদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে, যাদের বদৌলতে তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছিল। তাই আমি মনস্থ করলাম যে, কুরায়শের সঙ্গে যখন আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই তখন তাদের প্রতি এমন কোন (কাজ) উপকার করি যার কারণে তারা আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবে। আমি এ কাজটি এজন্য করিনি যে, আমি কাফির হয়ে গেছি কিংবা দীন থেকে মুর্তাদ হয়েছি। আমি ইসলাম গ্রহণের পরে কুফরের প্রতি আসক্তও হইনি। এরপর নবী ﷺ বললেন : সে সত্যই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন তিনি বললেন, সেতো বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিল এবং তুমি কি জান যে, (এমন হতে পারে যে) আল্লাহ বদরী (সাহাবী)-দের প্রতি দর্শন দিয়ে বলেছেন : اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ : "তোমরা যা খুশী করতে পার, আমি তোমাদের (অগ্রিম) ক্ষমা করে দিয়েছি।" এরপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ" "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (সূরা মুমতাহানা : ১)

আবু বকর ও যুহায়র বর্ণিত হাদীসে আয়াতের উল্লেখ নেই। আর ইসহাক তাঁর বর্ণনায় আয়াতটিকে সুফিয়ানের তিলাওয়াত হিসেবে গণ্য করেছেন।

৬১৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدَ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ -

৬১৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবু মারসাদ গানাবী ও যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে পাঠালেন। আমরা সবাই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা 'রাওয়া খাখ'-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও। সেখানে এক মুশরিক নারীকে পাবে। তার কাছে হাতিবের পক্ষ থেকে মুশরিকদের কাছে লেখা একখানা চিঠি আছে। এরপর তিনি (বর্ণনাকারী) আলী (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬১৭৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْدُخُلْنَ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ -

৬১৭৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাতিবের এক গোলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছ, সে সেখানে (জাহান্নামে) যাবে না। কেননা, সে বদর ও হুদায়বিয়ায় শরীক হয়েছিল।

৩৭. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৩৭. পরিচ্ছেদ : বায়আতে রিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণকারী (বৃক্ষতলে উপস্থিত) 'আসহাবুশ শাজারা' (রা)-এর ফযীলত

৬১৭৯. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا -

৬১৭৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, আমাকে উম্মু মুবাশ্শির (রা) অবহিত করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে হাফসা (রা)-এর কাছে বলতে শুনেছেন, ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ চাহে) তো (হৃদয়বিয়ায় বাবলা) গাছের নীচে বায়আত (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তিনি (হাফসা) বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! (কেন যাবে না)। তখন তিনি তাকে ধমক দিলেন। হাফসা (রা) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাতে (জাহান্নামে) অবতরণ না করবে। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তো এও বলেছেন : ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا অতঃপর “যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে আমি তাদের নাজাত দেব এবং যালিমদের অধমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।”

২৮. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَآبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৩৮. পরিচ্ছেদ : আবু মুসা আশআরী ও আবু আমির আশআরী (রা)-এর ফযীলত

৬১৮. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنْجِزُنِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْشِرْ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَكْثَرْتُ عَلَى مِنْ أَبْشِرْ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضَبَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَأَقْبَلَا أَنْتُمَا فَقَالَا قَبْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَاخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَفْضِلَا لِمَكُمَا مِمَّا فِي إِنْائِكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةٌ -

৬১৮০. আবু আমির আশআরী ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে ছিলাম। সে সময় তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিহররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সংগে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক আরব বেদুঈন এল। সে বলল, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি পূরণ করবেন না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) বলল, আপনি তো অনেকবারই বলেছেন : “সুসংবাদ গ্রহণ কর।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আবু মুসা ও বিলাল (রা) প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, দেখ এই ব্যক্তি সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তোমরা দুইজন (তা) গ্রহণ কর। তখন তাঁরা দুইজনে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা (সুসংবাদ) কবুল করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পানি ভর্তি পেয়ালা আনালেন। তিনি তাঁর দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং তাতে কুলি করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা দুইজনে এ থেকে পানি পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বক্ষদেশে ঢেলে দাও! আর

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা দুজনে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মতাবিক কাজ করলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) পর্দার অন্তরাল থেকে তাঁদের ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্য তোমাদের পাশে কিছু পানি রেখে দাও। তখন তাঁরা তাঁর জন্য সামান্য পরিমাণ উদ্ধৃত রাখলেন।

৬১৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا فَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ دُرَيْدًا وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ قَالَ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُثْمٍ بِسَهْمٍ فَاتَّيَبَتْهُ فِي رُكْبَتِهِ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَاعَمُّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَأَعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَلِيَّ عَنِّي ذَاهِبًا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَسْتَ عَرَبِيًّا أَلَا تَتَّبْتُ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَانْزَعْتُهُ فَتَزَامِنَهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ اسْتَغْفِرُ لِي قَالَ وَاسْتَغْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَنَّبِيهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ وَقُلْتُ لَهُ قَالَ قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرُ لِي فِدَعَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنْ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدْخَلًا كَرِيمًا قَالَ أَبُو بُرْدَةَ أَحَدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْآخَرَى لِأَبِي مُوسَى -

৬১৮১. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আবু আমির আশআরী ও আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (রা) ... আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হুনায়ন যুদ্ধ সম্পন্ন করেন তখন আবু আমির (রা)-কে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে 'আওতাস' অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি দুরায়দ ইবন সিম্বাহ-এর মুখোমুখি হলেন। দুরায়দ নিহত হল এবং আল্লাহ তার বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। এরপর আবু মুসা (রা) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে আবু আমিরের সংগে পাঠিয়ে ছিলেন। আবু আমিরের হাঁটুতে তীরের আঘাত লেগেছিল। জুহাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সেই তীরটি নিক্ষেপ করেছিল। এই তীরটি তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, চাচাজান! কে আপনাকে তীর বিদ্ধ করেছে? তখন আবু আমির মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—৭

ইশারায় আবু মূসা (রা)-কে জানালেন, ঐ আমার ঘাতক, যাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেই আমাকে তীরবিদ্ধ করেছে। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমি তার মুখোমুখি হলাম। সে আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধাওয়া করলাম এবং বলছিলাম, হে বেহায়া, বেশরম! পালাচ্ছ কেন? তুই কি আরবী নও? বীরত্ব আছে তো দাঁড়িয়ে যা, ভাগছ কেন? তখন সে থামল। এরপর সে ও আমি কাছাকাছি হলাম। আমরা পরস্পরে দুইবার আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে ধরাশায়ী করলাম এবং শেষাবধি হত্যা করলাম। এরপর আমি আবু আমির (রা)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার ঘাতককে হত্যা করেছেন। তখন আবু আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের করে নাও। আমি সেটি তুলে ফেললাম। তখন তা থেকে পানি (ফুটে) বের হচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিও। আর তাঁর কাছে গিয়ে আরয করবে, আবু আমির আপনাকে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ চেয়েছেন। তিনি (আবু মূসা) বলেন, আবু আমির আমাকে লোকের উপর কর্মকর্তা শাসক (আমিল) নিয়োগ করলেন এবং কিছু সময় এ অবস্থায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি চাটাইপাতা খাটের উপর ছিলেন এবং ঐ খাটের উপর চাদর বিছানো ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে ও পাজরে চাটাইর দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি তাঁর কাছে আমাদের ও আবু আমিরের খবর দিলাম এবং আমি তাঁকে বললাম, তিনি (আবু আমির) বলেছেন, তাঁর জন্য আপনাকে মাগফিরাতের দু'আ করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনালেন এবং তা দিয়ে উষ্ম করলেন। এরপর দু'হাত তুলে বললেন, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ** (হাত উঁচু করার কারণে) তখন আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখছিলাম। পুনরায় তিনি বললেন, **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ** (হে আল্লাহ! তাকে কিয়ামতের দিন তোমার মাখলূকের অনেকের উপরে অথবা অনেক মানুষের উপরে স্থান দিও।) তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যও মাগফিরাতের দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন : **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدْخَلًا** (হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবন কায়সের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাকে কিয়ামত দিবসে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবেশ করাও।) আবু বুরদাহ (রা) বলেন, একটি দু'আ আবু আমিরের জন্য এবং অন্যটি আবু মূসা আশআরীর জন্য।

৩৯. **بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ**

৩৯. পরিচ্ছেদ : আশআরী গোত্রের লোকজনের ফযীলত

৬১৮২. **حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفَقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنْزِلَهُمْ مِنَ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنْزِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوا**

৬১৮২. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি অবশ্যই আশআরী বন্ধুদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায চিনতে পারি যখন

তারা রাতে প্রবেশ করে। আর রাতের বেলা তাদের কুরআন পাঠের কণ্ঠস্বর দ্বারা তাদের চিনে ফেলি যদিও দিনের বেলা আমি তাদের আবাসসমূহ দেখিনি। তাদের মধ্যে রয়েছে একজন প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি। যখন সে অশ্বারোহী কিংবা (তিনি বলেছেন) শত্রুর সাক্ষাত লাভ করে তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলে আমাদের লোকজন তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, একটু অপেক্ষা কর।

৬১৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ۔

৬১৮৩. আবু আমির আশআরী ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আশআরী গোত্রের লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে অনটনগ্রস্ত হয় অথবা মদীনাতে তাঁদের পরিবার-পরিজনের যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন তাঁদের কাছে যা কিছু থাকে তা এক কাপড়ে জড়ো করে নেয়। এরপর তা নিজেদের একটি পাত্র দ্বারা সমানভাবে বন্টন করে দেয়। তখন তিনি বললেন, তাঁরা আমার থেকে এবং আমি তাঁদের থেকে। (অর্থাৎ আমি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট)।

৪. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৪০. পরিচ্ছেদ : আবু সুফিয়ান ইবন হার্ব (রা)-এর ফযীলত

৬১৮৪. حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ) حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يَقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثُ أَعْطَيْنِيهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَرْوَجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتَوَمَّرَنِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ۔

৬১৮৪. আব্বাস ইবন আবদুল আযীয আল্ আশ্বারী (র) ... ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের দিকে তাকাতে না এবং তাঁর সঙ্গে উঠাবসা করতেন না (অর্থাৎ সমীহ করতেন না)। তখন তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ্। তিনটি জিনিস আমাকে দান করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (আবু সুফিয়ান) বললেন : আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সুন্দরী উম্মু হাবীবা বিন্তে আবু সুফিয়ান (রা) (আমার কন্যা), তাকে আমি আপনার সংগে বিয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।^১ আবু সুফিয়ান (রা) আবার বললেন, (আমার পুত্র) মুআবিয়া। তাকে আপনার ওহী লিখক নিযুক্ত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

১. এ বিষয়টি মুহাদ্দিছগণের মতে প্রশ্ন যুক্ত।

বললেন, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিন, যেমন আমি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। তিনি বললেন, বেশ তো, হ্যাঁ। আবু যুমায়ল (রা) বলেন, যদি তিনি এই সব বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে না চাইতেন তাহলে তিনি তা দিতেন না। কেননা, তাঁর কাছে যা চাওয়া হত (তা দিয়ে দিতেন)।

৬১- **بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ**

৪১. পরিচ্ছেদ : জা'ফর ইবন আবু তালিব, আসমা বিন্ত উমায়স (রা) ও তাদের নৌযান সংগীদের ফযীলত

৬১৮৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِي إِلَى أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رَهْمٍ أَمَا قَالَ بِضْعًا وَأَمَا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا قَالَ فَوَافَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاسْتَمِعْنَا لَنَا أَوْ قَالَ أَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ قَالَ فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءَ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مِنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً كَذِبَتْ بِأَعْمَرَ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعْظُمُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضٍ الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذِي وَنُخَافُ وَسَآذُكُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ

بِأَحَقِّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ
 أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ
 بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ
 رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي -

৬১৮৫. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা আল্-হামদানী (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের খবর পৌঁছল তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। তখন আমরা- আমি ও আমার দুই ভাই তাঁর কাছে হিজরত করার জন্য রওনা হলাম। আমি ছিলাম সে দুইজনের ছোট। তাঁদের একজনের নাম ছিল আবু বুরদাহ (রা), অপরজন ছিলেন আবু রুহ্ম (রা)। তিনি হয়ত বলেছেন, আমাদের গোত্রের (কিছু লোক) তিগ্গান্ন জন কিংবা বায়ান্নজন ছিল। আমরা একটি (পালের) জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদের নিয়ে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপনীত হল, যেখানের বাদশাহ্ ছিলেন নাজ্জাশী। তখন আমরা তাঁর কাছে জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেলাম। এরপর জা'ফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা আমাদের সংগে অবস্থান করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর সংগে থাকতে লাগলাম, অবশেষে আমরা সবাই একত্রে ফিরে এলাম। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খায়বার বিজয়ের সময়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাদেরও গনীমতের মালের অংশ দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, তিনি তা থেকে আমাদেরও দান করেছেন। খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকে তিনি 'হিসসা' দেন নি। শুধু যার তাঁর সংগে যারা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন (তাদের দিয়েছেন) তাদের ব্যতীত কাউকে গনীমতের হিসসা দেননি। তবে জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদের সংগে আমাদের জাহাজের আরোহী সাথীদেরও তাঁদের সংগে হিসসা প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকদের কেউ কেউ আমাদের অর্থাৎ জাহাজের আরোহীদের বলে বেড়াত যে, আমরা হিজরতে তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমাদের জাহাজে সফর সংগিনী আসমা বিনত উমায়স (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-এর সংগে দেখা করার জন্য গমন করেন। যাঁরা নাজ্জাশীর কাছে হিজরত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইত্যবসরে উমর (রা) হাফসার কাছে এলেন। আসমা বিনত উমায়স (রা) যখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। হাফসা (রা) তখন উমর (রা)-এর কাছে গেলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে বললেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, ইনি আসমা বিনত উমায়স উমর (রা) বললেন। "الحبشية هذه" "এ-ই কি হাবশায় হিজরতকারিণী, জাহাজে আরোহণকারিণী? তখন আসমা (রা) বললেন, জী হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, হিজরতে আমরা তোমাদের চাইতে অগ্রগামী। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে অধিক হক্দার। তখন আসমা (রা) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে উমর! কথটি সঠিক নয়। কখনো নয়। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দান করতেন, জ্ঞানহীনদের জ্ঞানের আলো বিলাতেন। আর আমরা আবিসিনিয়ায় প্রবাসে অনাথীদের মাঝে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করছিলাম। এটা ছিল কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা বলেছ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা না করা পর্যন্ত আমি কোন আহার গ্রহণ করব না এবং পানীয় দ্রব্য স্পর্শ করব না। আমরা (বিদেশ বিভূঁইয়ে) সারাক্ষণ বিপদ ও ভয়ভীতির মধ্যে থাকতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করব এবং জিজ্ঞাসা করব। আল্লাহ্‌র কসম!

আমি মিথ্যা বলব না, কোন কিছু বিকৃত করব না এবং এর চাইতে বাড়িয়ে বলব না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন তখন আসমা (রা) বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! উমর (রা) এই এই বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার প্রতি তোমাদের চেয়ে সে বেশি হকদার নয়। কেননা, তাঁর ও তাঁর সংগীদের জন্য রয়েছে একটি মাত্র হিজরত। আর তোমাদের জাহাজ আরোহীদের জন্য রয়েছে দু'টি হিজরত। আসমা (রা) বলেন, পরে আমি আবু মূসা (রা) ও জাহাজের আরোহীদের দলে দলে এসে আমার কাছে এই হাদীসখানি জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি। তাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তাঁদের কাছে এর চাইতে অধিক আনন্দদায়ক ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন বিষয় দুনিয়াতে ছিল না। আবু বুরদাহ (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবু মূসা (রা)-কে দেখেছি, তিনি আমার কাছ থেকে বারবার এই হাদীসখানি শুনতেন।

৬২. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৪২. পরিচ্ছেদ : সালমান ফারসী (রা) সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর ফযীলত

৬১৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا أَخَذْتُ سَيُوفَ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَاخِذَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَاتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي -

৬১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (রা) ... আইয ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান (রা) একদল লোকের সাথে সালমান ফারসী (রা), সুহায়ব (রা) ও বিলাল (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহর তরবারিসমূহ আল্লাহর দুশমনদের গর্দান হতে তার যথাপ্রাপ্য আদায় করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কি একজন প্রবীণ কুরায়শ নেতাকে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে আবু বকর! তুমি বোধ হয় তাদের রাগিয়েছ। যদি তুমি তাদের রাগিয়ে থাক, তাহলে তুমি তাদের সবকেই রাগিয়েছ। এরপর আবু বকর (রা) তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন, হে ভাই সকল! আমি কি তোমাদের রাগিয়েছি? তারা বললেন, না, হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।

৬৩. بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৪৩. পরিচ্ছেদ : আনসার (রা)-গণের ফযীলত

৬১৮৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ) قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا بَنُو سَلَمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا -

৬১৮৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র)জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমাদের দু’টি গোত্র যখন স্বলিত হতে (পলায়ন করতে) যাচ্ছিল, আর আল্লাহই তাদের অভিভাবক (বন্ধু)” এই আয়াতটি আমাদের অর্থাৎ বনু সালিমা ও বনু হারিছা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আর আমরা চাই না যে, এই আয়াতটি নাযিল না হত। কেননা, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন : “আল্লাহ এদের দু’দলের অভিভাবক (বন্ধু)।”

৬১৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَالْأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ * وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬১৮৮. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “হে আল্লাহ! আনসারদের ক্ষমা করুন, (ক্ষমা করে দিন) পুত্রদের এবং তাদের পুত্রদের পুত্রদের।” ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব (র) সূত্রে শু’বা (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

৬১৮৯. حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا اسْحَقُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلِذَرَارِي الْأَنْصَارِ وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ لَا أَشْكُ فِيهِ -

৬১৮৯. আবু মাআন রাকাসী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন তালহার পুত্র ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আনাস (রা) তাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি বলেছেন : “আনসারদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের ‘মাওলা’ (আযাদকৃত গোলাম)-দের জন্য আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের মাগফিরাতের দু’আ করেছেন। আমি তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না।

৬১৯. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَزْهَيْرٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلَيْنِ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُمْتَلًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ يَغْنَى الْأَنْصَارَ -

৬১৯০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কতক বালক ও মহিলাকে কোন এক উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখেন। তখন তিনি (তাদের জন্য সটান) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : “আল্লাহর কসম! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ, তোমরা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ।”

৬১৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَلَابَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬১৯১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনুল বাশ্শার (র) হিশাম ইবন য়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সংগে নির্জনে আলাপ করলেন এবং বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম, তোমরা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ। তিনি এই কথাটি তিনবার বলেন।

ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব (র), অন্য সূত্রে বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬১৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرَشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ وَيَقْلُونَ فَاقْبَلُوا مِنِّي مُحْسِنِينَ وَأَعْفُوا عَنِّي مُسِيئِينَ -

৬১৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারিগণ আমার পাকস্থলী ও সিন্দুক তুল্য। আমার একান্ত ও বিশিষ্ট জন। আর মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়বে এবং তাদের (আনসারদের) সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। সুতরাং তাদের ভাল আচরণকারীদের গ্রহণ করবে এবং তাদের মন্দ আচরণকারীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

৬১৯৩. بَابُ فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৪৪. পরিচ্ছেদ : আনসারীদের (রা) শ্রেষ্ঠ পরিবার (গোত্র) প্রসংগ

৬১৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ -

৬১৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসার গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হচ্ছে বনু নাজ্জার, এরপর বনু আশহাল, এরপর বনু হারিস ইব্ন খায়রাজ, এরপর হচ্ছে বনু সাইদাহ গোত্রই। আনসারীদের সকল গোত্রের কল্যাণ নিহিত আছে। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাকে) বলা হল, তোমাদেরকেও অনেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।

৬১৯৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৬১৯৪. ইবনুল মুসান্না (র) ... আবু উসায়দ আনসারী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

৬১৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ -

৬১৯৫. কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ, অন্য সূত্রে কুতায়বা, অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তিনি তার বর্ণিত হাদীসে সা'দ (রা)-এর কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬১৯৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُؤَثِّرًا بِهَا أَحَدًا لَأَثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي -

৬১৯৬. মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান (র) ... ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসায়দ (রা)-কে ইব্ন উতবার কাছে ভাষণ দিতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারদের ঘরসমূহের মধ্যে উত্তম গোত্র হচ্ছে বনু নাজ্জার, বনু আবদুল আশহাল, বনু হারিছ ইব্ন খায়রাজ এবং বনু সাইদাহ।

তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এই বিষয়ে কাউকে (মর্যাদায়) প্রাধান্য দিতাম তাহলে আমার গোত্রকে অগ্রাধিকার দিতাম।

৬১৯৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارُ

خَيْرٌ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَتَهُمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ وَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ خُلِفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْأَرْبَعِ أَسْرَجُوا لِي حِمَارِي أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ سَهْلٌ فَقَالَ أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُ أَوْلَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعٍ فَرَجَعَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ -

৬১৯৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামিমী (র) ... আবু সালামা (র) সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আবু উসায়দ আনসারী (রা)-কে সাক্ষ্য দিতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসারীদের গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বনু নাজ্জার, এরপর বনু আবদুল আশহাল, এরপর বনু হারিছ ইবন খায়রাজ, এরপর বনু সাঈদার ঘর। এ ছাড়া প্রত্যেক আনসারীর ঘরেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আবু সালামা (র) বলেন, আবু উসায়দ (রা) বলেছেন, যদি আমি মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আমি আমার গোত্র বানু সাইদাহ দিয়ে শুরু করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যাবাদী আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত হব? বিষয়টি সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি মনঃকষ্ট পেলেন এবং তিনি বললেন, আমাদের পেছনে রাখা হয়েছে। আমরা চার জনের মধ্যে শেষ স্থানে (পড়ে গেছি)? আমার গাধার পিঠে গদি লাগাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাব। তখন তাঁর সঙ্গে আমার ভাইপো সাহল কথা বলল। সে বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রতিবাদ জানানোর জন্য যাবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক জ্ঞাত? চার জনের মধ্যে চতুর্থ হওয়া কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন তিনি থামলেন এবং বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। এরপর তিনি তার গাধার জিন খুলতে নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

৬১৯৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّورِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

৬১৯৮. আমার ইবন আলী ইবন বাহর (র) আবু উসায়দ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, خَيْرُ الْأَنْصَارِ 'সর্বোত্তম আনসার' অথবা خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ 'আনসারদের সর্বোত্তম গোত্র' الدُّور উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি তার বর্ণনায় সা'দ ইবন উবাদার ঘটনা উল্লেখ করেননি।

৬১৯৯. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدِثْكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالُوا

ثُمَّ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ فِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضِبًا فَقَالَ أَنْحَنُ آخِرُ الْأَرْبَعِ حِينَ سَمَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دَارَهُمْ فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ اجْلِسْ أَلَا تَرْضَى أَنْ سَمَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ الدُّوْرِ الَّتِي سَمَى فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرَ مِمَّنْ سَمَى فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

৬১৯৯. আমর নাকিদ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু সালামা ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের এক বিরাট গণজমায়েতে বললেন : আমি কি তোমাদের কাছে আনসারদের সর্বাপেক্ষা উত্তম গোত্র সম্পর্কে বর্ণনা করবো? তখন তারা বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বনু আবদুল আশহাল। তাঁরা বললেন, এরপর কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, এরপর বনু নাজ্জার। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কারা? তিনি বললেন : এরপর বনু হারিস ইব্ন খায়রাজ। তাঁরা বললেন, এরপর কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : বনু সাইদাহ। তাঁরা বললেন, এরপর কারা? তখন তিনি বললেন, আনসারীদের প্রত্যেক গোত্রেই কল্যাণ নিহিত আছে। তখন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) মনক্ষুণ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমরা কি চারের মধ্যে সর্বশেষ? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নাম উল্লেখ করলেন তখন তিনি তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা করছিলেন। তখন তাঁর গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি বসে পড়ুন। আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে চারটি গোত্রের কথা বলেছেন তাঁর মধ্যে আপনার গোত্রকে স্থান দিয়েছেন? এমন অনেক ঘরই রয়েছে, যাদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তখন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন।

৪৫. بَابُ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৪৫. পরিচ্ছেদ : আনসার (রা)-গণের উত্তম সান্নিধ্য

৬২০০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُرَيْرَةَ (وَاللَّفْظُ لِلْجَهْمِيِّ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِي فَقُلْتُ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنُ مِنْ أَنَسٍ -

৬২০০. নাসর ইব্ন আলী জাহ্‌যামী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর সংগে এক সফরে বের হলাম।

(এই সফরে) তিনি আমার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। তখন আমি তাকে বললাম, এরূপ করবে না। তিনি বললেন, আমি আনসারদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এরূপ কিছু (খিদমত) করতে দেখেছি। যাতে আমি কসম করেছি যে, যখন আমি আনসারীদের কারো সাথে হব তখন তাঁর খিদমত করব। ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার তাদের বর্ণিত হাদীসে আরো বলেছেন, وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ أَسَنُ مِنْ أَنَسٍ, অর্থাৎ জারীর আনাসের চাইতে বড় ছিলেন। আর ইবন বাশ্শার বলেছেন, তিনি আনাসের তুলনায় প্রবীণ ও অধিক বয়স্ক ছিলেন।

৬৬. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارٍ وَأَسْلَمَ

৪৬. পরিচ্ছেদ : গিফার, আসলাম গোত্রের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ

৬২.১. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ -

৬২০১. হাদাব ইবন খালিদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন। (ক্ষমা করে দিয়েছেন) এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করেছেন (নিরাপদ রাখুন)।

৬২.২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا -

৬২০২. উবায়দুল্লাহ আল কাওয়ারীরী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি তোমার গোত্রের কাছে যাও এবং বলে দাও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করেছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৬২.৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৬২০৩. ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... শু'বার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

৬২.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا -

৬২০৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সনদে উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র), অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র), আরেক সনদে ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র), অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র), আরেক সনদে সালামা ইব্ন শাবীব (র).... এসব সনদে জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ থেকে যে, তিনি বলেছেন : আসলাম গোত্র আল্লাহ তা'আলা তাদের নিরাপত্তা বিধান করুন এবং গিফার গোত্র আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিন।

৬২.৫ - وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ خُسَيْمِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَمَا إِنِّي لَمْ أَقْلَهَا وَلَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ -

৬২০৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আসলাম গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তা দান করেছেন (দান করুন) এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন (ক্ষমা করুন)। শোন এ কথা আমি বলি নি বরং মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলাই ইরশাদ করেছেন।

৬২.৬ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّحْنِ بَنِي لَحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ -

৬২০৬. আবু তাহির (র) খুফাফ ইব্ন ঈমা' আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সালাতের দু'আয় বলেছেন : “হে আল্লাহ! বানু লিহ্যান, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রের উপর লা'নত বর্ষণ কর। আর উসাইয়া (গোত্র) তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর গিফারকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিন এবং আসলামকে নিরাপত্তা দান করুন।

৬২.৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

৬২০৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গিফার গোত্র তাদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। আসলাম গোত্র তাদের আল্লাহ নিরাপত্তা দান করুন। আর উসায়্যাহ গোত্র তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

৬২.৮- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَأُسَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْبَرِ * وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -

৬২০৮. ইবনুল মুসান্না (র) অন্য সূত্রে আমর ইব্ন সাওয়াদ (র), আরেক সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। তবে সালিহ ও উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরে আরোহণ করে এই কথা বলেছেন।

হাজ্জাজ ইব্ন শাসির (র) ... আবু সালামা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৬৭- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارٍ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمَزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيْئٍ

৪৭. পরিচ্ছেদ : গিফার, আসলাম, জুহায়না, আশজা', মুযায়না, তামীম, দাউস ও তাঈ গোত্রের ফযীলত

৬২.৯- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ) أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارُ وَمَزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَوَالِي دُونَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ -

৬২০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আনসার, মুযায়না, জুহায়না, গিফার, আশজা' এবং বনু আবদুল্লাহ আমার একান্ত আপনজন, অন্যরা নয়। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এদের অভিভাবক (বন্ধু)।

৬২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَمَزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

৬২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরায়শ, আনসার, মুযায়না, জুহায়না, আসলাম, গিফার, আশজা' আমার আপনজন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ব্যতিরেকে তাদের কোন অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক নেই।

৬২১১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا فِيمَا أَعْلَمُ -

৬২১১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... সা'দ ইবন ইবরাহীম (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সা'দ তাঁর বর্ণিত হাদীসে কোন কোনটি সম্পর্কে বলেছেন, 'فِيمَا أَعْلَمُ' ("আমার জানা মতে।")

৬২১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ -

৬২১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং যারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত অথবা (বলেছেন) জুহায়না গোত্র, বনু তামীম, বনু আমির এবং দুই মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

৬২১৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ جُهَيْنَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَطَيْئٍ وَغَطَفَانَ -

৬২১৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... অন্য সূত্রে আমরা নাকিদ, হাসান আল্ হলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আ'রাজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মাদের জীবন! অবশ্যই গিফার, আসলাম, মুযায়না এবং যারা জুহায়নার অন্তর্ভুক্ত অথবা (বলেছেন,) জুহায়ন গোত্র এবং যারা মুযায়নার অন্তর্ভুক্ত তাঁরা আল্লাহর নিকট কিয়ামত দিবসে আসাদ, তাঈ ও গাতফান গোত্র থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবেন।

৬২১৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَسْلَمَ وَغِفَارُ وَشَيْئٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ شَيْءٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ -

৬২১৪. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার কিছু অংশ অথবা (বলেছেন) জুহায়না ও মুযায়নার কিছু অংশ আল্লাহর নিকট-বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন ও তামীম গোত্রের চাইতে উত্তম (বলে গণ্য হবে)।

৬২১৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ مُحَمَّدُ الَّذِي شَكََّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَأَخِيرُ مِنْهُمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ الَّذِي شَكََّ -

৬২১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা ইবন হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। এরপর তিনি বললেন, আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। হাজীদের মাল-সামান চুরিতে অভ্যস্ত আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নার লোকেরা। (জুহায়নার উল্লেখের ব্যাপারে রাবী মুহাম্মদের সন্দেহ)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি মনে কর? যদি আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না (নামটি উল্লেখ রাবীর সন্দেহ) ও বনু তামীম, বনু আমির, আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম হলে (কেমন হয়)। আর তাহলে এরা লোকসানের সম্মুখীন হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে? তখন তিনি (আবার) বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : সেই সত্তার কসম যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, নিশ্চয়ই এরা তাদের তুলনায় উত্তম। তবে ইবন আবু শায়বার হাদীসে রাবী মুহাম্মদের সন্দেহের কথাটির উল্লেখ নেই।

৬২১৬. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ وَجُهَيْنَةُ وَلَمْ يَقُلْ أَحْسِبُ -

৬২১৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... বনু তামীম গোত্রের দলপতি মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াকুব দাবীয়া (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় রাবী " وَجُهَيْنَةُ " (এবং জুহায়না নিশ্চিত রূপে বলেছেন) এবং 'أَحْسِبُ' (আমি মনে করি) বলেন নি।

৬২১৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطَفَانَ -

৬২১৭. নাসর ইবন আলী আল্ জাহযামী (র) ... আবু বাকরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়না গোত্র, বনু তামীম, বানু আমির এবং তাদের দু'মিত্র আসাদ ও গাতফানের চাইতে উত্তম।

৬২১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬২১৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... অন্য সূত্রে আমর নাকিদ (র) ... আবু বিশ্র (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

৬২১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرُ بْنُ صَعْسَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَانْتَهُم خَيْرٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ -

৬২১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বলতো যে, যদি জুহায়না, আসলাম, গিফার গোত্র বনু তামীম, বনু আবদুল্লাহ ইবন গাতফান ও আমির ইবন সা'সা'আহ্ এর চাইতে উত্তম হয়? (এ কথা বলার সময়) তিনি তাঁর আওয়ায বুলন্দ করলেন। তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এরা তাদের চাইতে উত্তম। তবে আবু কুরায়ব (র)-এর বর্ণিত হাদীসে “তোমরা বলতো যে, যদি জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার”- এভাবে কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

৬২২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوُجُوهُ أَصْحَابِهِ صَدَقَةٌ طَيِّبٌ جِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬২২০. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আদী ইবন হাতিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, প্রথম যে সাদাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের চেহারা (আনন্দে) উজ্জ্বল করেছিল তা হচ্ছে তাসী গোত্রের সাদাকা- যা আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এসেছিলাম অথবা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬২২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ دُوسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكْتُ دُوسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْدِ دُوسًا وَأَنْتَ بِهِمْ -

৬২২১. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফায়ল ও তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! দাওস গোত্র কুফরী (ইখতিয়ার) করেছে এবং (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। সুতরাং আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করুন। তখন বলা হল, দাওস নিপাত হয়ে গেল। তিনি বললেন, “اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأُتِّ بِهَم” হে আল্লাহ! দাওসকে হিদায়াত নসীব করুন এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন!”

৬২২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا قَالَ وَكَانَتْ سَبِيَّةً مِنْهُمْ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَزَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬২২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু যুরআ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি তিনটি কারণে বনু তামীমকে ভালবাসতে থাকব। যা (তিনটি বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এরা আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তাদের সাদাকা এল তখন নবী ﷺ বললেন : এটা আমাদের সম্প্রদায়ের সাদাকা। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের গোত্রের কোন বন্দিনী আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে মুক্তি দাও। কেননা, সে ইসমাইল (আ)-এর বংশধর।

যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু তামীম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তিনটি কথা শোনার পর আমি তাদের ভালবাসতে থাকব। এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬২২৩. وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُمْ بَعْدُ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَا حِمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّجَالَ -

৬২২৩. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাকরাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বনু তামীম সম্পর্কে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি। এরপর থেকে আমি তাদের ভালবাসতে শুরু করি। এরপর তিনি এই উপরোক্ত অর্থযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেননি। এর স্থলে الْمَلَا حِمٍ فِي النَّاسِ قِتَالًا “তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দুর্ধষ লড়াই” কথাটি বলেছেন।

৪৮. -بَابُ خِيَارِ النَّاسِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের বর্ণনা

৬২২৪. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ -

৬২২৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের মৌলিক গুণাবলী সম্পন্ন (খনিজ ও গুপ্ত ধনের মত) দেখতে পাবে। সুতরাং যারা জাহিলিয়াত যুগে উত্তম ছিল তারা ইসলামেও উত্তম হবে, যখন তার দীনী সম্বাদার হবে। অথবা তোমরা এই বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামে উত্তম লোক দেখতে পাবে যারা এতো প্রবিষ্ঠ হওয়ার আগে চরম ইসলাম বিদ্বেষী ছিল, আর তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসাবে দেখতে পাবে সে সব মানুষকে, যারা দু'মুখো এরা এই দলের কাছে একমুখে কথা বলে আবার আরেক দলের কাছে এসে আরেক মুখে কথা বলে।

৬২২৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ وَالْأَعْرَجِ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ -

৬২২৫. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের মৌলিক গুণাবলী ভূষিত (খনির মত) পাবে। এরপর যুহরীর হাদীসের অনুরূপ। তবে আবু যুর'আ ও আ'রাজের বর্ণিত হাদীস : تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ অর্থাৎ “তোমরা এ (ইসলামের) বিষয়ে উত্তম লোকদের মধ্যে পাবে তাদের যারা এতে প্রবিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণকারী।

৪৯. -بَابُ مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

৪৯. পরিচ্ছেদ : কুরায়শী মহিলাদের ফযীলত

৬২২৬. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحٌ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ -

৬২২৬. ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম নারী, যারা উটে সওয়ার হয়। বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, কুরায়শী পুণ্যবতী মহিলারা। অন্য জন বলেন, কুরায়শী মহিলারা যারা ইয়াতীমের প্রতি তাদের শৈশবে অত্যন্ত মায়াবতী এবং যারা তাদের স্বামীর ধন-সম্পদের অত্যন্ত হিফায়তকারিণী।

৬২২৭. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَرَعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَلَمْ يَقُلْ يَتِيمٌ۔

৬২২৭. আমর নাকিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (অর্থাৎ মারফু' করেছেন) এবং ইব্ন তা'উস (র) থেকে যা তিনি নবী ﷺ-এর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (মারফু' করেছেন)। তবে এ বর্ণনায় এইটুকু পার্থক্য রয়েছে- "তারা তাদের শিশুদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল, তাদের শৈশবে" এবং তিনি 'ইয়াতীম' শব্দটি বলেন নি।

৬২২৮. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْأَيْلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرَعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَالَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرِيْمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ۔

৬২২৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কুরায়শী মহিলারা সর্বোত্তম মহিলা, যারা উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে থাকেন। (অর্থাৎ আরবী মেয়ে) তারা শিশুদের প্রতি অধিক মমতাময়ী এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিক যত্নবান। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর পরে বলতেন, মারয়াম বিন্ত ইমরান (রা) কখনো উটের পিঠে আরোহণ করেননি।

৬২২৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَلِي عِيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ۔

৬২২৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু তালিবের কন্যা উম্মু হানীকে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং আমার সন্তান-সন্ততি আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম নারী। যারা উটে আরোহণ করে। এরপর মা'মার (র) ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য যে, তিনি বলেন, أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ অর্থাৎ "তারা শিশুর শৈশবে তার প্রতি অতি মমতাময়ী হয়ে থাকেন"।

৬২৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ -

৬২৩০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম মহিলা, যারা উটে সাওয়ার হয়ে থাকে (তারা হচ্ছে) কুরায়শীয় পুণ্যবতী মহিলা। তাঁরা সন্তানের প্রতি তার শৈশবে অতি মমতাময়ী এবং স্বামীর ধন-সম্পদের প্রতি অধিক যত্নবান।

৬২৩১. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ) حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَوَاءً -

৬২৩১. আহমাদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম আল-আওদী (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মা'মার-এর এ হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

৫. - بَابُ مُوَآخَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৫০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক তার সাহাবী (রা)-গণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার বর্ণনা

৬২৩২. حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ -

৬২৩২. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) ও আবু তালহা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (বন্ধন) স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

৬২৩৩. حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ قِيلَ لَأَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ بَلَّغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَحْلِفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ -

৬২৩৩. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র) ... আসিম আল আহওয়াল (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার কাছে এ মর্মে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে কি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামে কোন হিল্ফ-(মৈত্রী বন্ধন নেই)? তখন আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে তাঁর ঘরে বসেই মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

৬২৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ -

৬২৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে মদীনাতে তাঁর ঘরে বসেই মৈত্রী বন্ধন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

৬২৩৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْلِفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً -

৬২৩৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইসলামে কোন হিল্ফ (জাহিলী যুগে প্রচলিত মৈত্রী চুক্তি) নেই। তবে জাহিলী যুগে ভুল কাজের জন্য যে সব (মৈত্রী চুক্তি) হিল্ফ করা হয়েছে তাকে ইসলাম আরও দৃঢ় ও মযবুত করেছে।

৫১. بَابُ بَيَانِ أَنْ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لِأَصْحَابِهِ وَبَقَاءُ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ

৫১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর জীবনাবস্থিতি তাঁর সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা এবং সাহাবীগণের জীবন উপস্থিতি সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা

৬২৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلْسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تَوَعَّدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ -

৬২৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আবান (র) ... আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর আমরা বললাম, যদি আমরা তাঁর সংগে ইশার সালাত আদায় করা পর্যন্ত বসে থাকি

(তাহলে ভাল হত)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা এখানেই বসে আছ? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করেছি। এরপর আমরা বললাম যে, ইশার সালাত আপনার সংগে আদায় করার জন্যে বসে আছি। তিনি বললেন : তোমরা বেশ ভাল করেছ অথবা (বললেন,) তোমরা ঠিকই করেছ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং তিনি অনেক সময়ই তাঁর মাথা আসমানের দিকে তুলতেন। এরপর তিনি বললেন : তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নেব তখন আমার সাহাবীদের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ সমুপস্থিত হবে (অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে)। আর আমার সাহাবিগণ সমগ্র উম্মাতের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমার সাহাবিগণ বিদায় হয়ে যাবেন তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত বিপদ উপস্থিত হবে (অর্থাৎ শির্ক, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, শয়তানের শিং উদয় হবে, নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মক্কা ও মদীনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি)।

৫২. بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

৫২. পরিচ্ছেদ : সাহাবা, অতঃপর যারা তাদের সন্নিকট, অতঃপর যারা তাদের সন্নিকট (অর্থাৎ তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণের) ফযীলত

৬২৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (وَاللَّفْظُ لِرِزْهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فَيْكُم مِّنْ رَّأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فَيْكُم مِّنْ رَّأَى مِنْ صَحْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فَيْكُم مِّنْ رَّأَى مِنْ صَحْبِ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.

৬২৩৭. আবু খায়সামা যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আহ্মাদ ইব্ন আব্দা আদ-দাবিয়্যু (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যখন তাদের একদল জিহাদ করবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন? তারা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন তাঁরা বিজয় লাভ করবে। এরপর মানুষের মধ্যে এমন একদল যুদ্ধ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণকে দেখেছেন? তারা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন তারা বিজয় লাভ করবে। এরপর মানুষের বহু দল জিহাদ করবে। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবিঈদের দেখেছেন? তখন লোকেরা বলবে, জী হ্যাঁ। তখন বিজয় তাদের মুঠোয় এসে যাবে। এরপর আরেকদল যুদ্ধরত থাকবে। তখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভকারীদের (তাবিঈনের সাহচর্য লাভকারী অর্থাৎ তাবি-তাবিঈকে) দেখেছেন? লোকেরা বলবে, জ্বি হ্যাঁ। তখন তাঁদের বিজয় দেয়া হবে।

৬২৩৮. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمْ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ أَنْظِرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مِنْ رَأَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مِنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ -

৬২৩৮. সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ উমাবী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যখন তাদের মধ্য থেকে কোন যোদ্ধা দল প্রেরণ করা হবে। এরপর লোকেরা বলাবলি করবে, খুঁজে দেখ, তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের কাউকে পাও কি না। তখন একজন (সাহাবী) পাওয়া যাবে। এরপর তাঁর বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে। এরপর দ্বিতীয় সেনাদল পাঠানো হবে। তখন লোকেরা বলবে, তাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের দেখেছেন? [তখন একজন (তাবিঈ)-কে পাওয়া যাবে]। তখন এর বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে। এরপর তৃতীয় সেনাদল পাঠানো হবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হবে, অনুসন্ধান করে দেখ, এদের মধ্যে তাদের কাউকে দেখতে পাও কি না, যারা এমন কাউকে দেখেছেন যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের দেখেছেন (অর্থাৎ তাবিঈ)? এরপর চতুর্থ সেনাদল পাঠানো হবে। তখন বলা হবে দেখ, তোমরা এদের মধ্যে এমন কাউকে পাও কি-না, যারা এমন কাউকে দেখেছেন, যিনি এমন কাউকে দেখেছেন, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের দেখেছেন অর্থাৎ কোন তাবি-তাবিঈকে দেখেছে? তখন (এমন) এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। এরপর তার বদৌলতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে।

৬২৩৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقُرْنُ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ -

৬২৩৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা আমার যুগের সংযুক্ত (অর্থাৎ সাহাবীগণ)। এরপর তাদের নিকটবর্তী সন্নিহিত যুগ (অর্থাৎ তাবিঈগণ)। এরপর তাদের সন্নিহিত যুগ (অর্থাৎ তাবি-তাবিঈন)। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা কসমের আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের আগে কসম করবে। আর হান্নাদ তার হাদীসে ‘الْقُرْنُ’ (যুগ বা সময়) শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং কুতায়বা বলেছেন, ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে।

৬২৪০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غُلَمَانُ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ -

৬২৪০. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কারা? তিনি বললেন, আমার যুগ। এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগ, এরপর তাদের নিকটবর্তী যুগ। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যাদের কসম সাক্ষ্যের আগেই ত্বরান্বিত হবে এবং সাক্ষ্য কসমের আগেই সংঘটিত হবে। ইবরাহীম বলেছেন, আমাদের শৈশবে তারা (মুরাব্বিগণ) আমাদেরকে কথায় কথায় কসম ও সাক্ষ্যদান থেকে নিষেধ করতেন।

৬২৪১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَخْوَصِ وَجَرِيرٍ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৬২৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আবুল আহওয়াস ও জারীর (র)-এর সনদে মানসূর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তাদের দুই জনের হাদীসে : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল) উল্লেখ নেই।

৬২৪২. وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ -

৬২৪২. হাসান ইবন আলী আল-হলওয়ানী (র) ... আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ আমার যুগ (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবিঈগণ)। এরপর যারা তাদের সংগে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবে-তাবিঈন)। এরপর তিনি বলেন, আমি সঠিক জানি না তৃতীয় কিংবা চতুর্থটি সম্পর্কে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তাদের পরবর্তীতে এমন লোক আসবে, যাদের কেউ কেউ কসমের আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের আগে কসম করবে।

৬২৪৩. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثَتْ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذْكَرَ الثَّالِثِ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ يَخْلَفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا

৬২৪৩. ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাপেক্ষা ভাল মানুষ তারা, যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর তাদের সংগে সম্পৃক্ত লোকজন (অর্থাৎ তাবিঈন)। আর আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত যে, এরপর তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করেছেন কি করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা মোটাতাজা হওয়া (বিলাসিতাপূর্ণ পানাহার ও জীবন যাপন পছন্দ করবে এবং সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দান করবে)।

৬২৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بَشْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً -

৬২৪৪. ভিন্ন ভিন্ন সনদে মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) আবু বকর ইবন নাফি' (র) এজাজ ইবন শাইর (র)..... আবু বিশর (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি জানি না যে, তিনি দু'বার কিংবা তিনবার বলেছেন।

৬২৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يَتَمَنُّونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ -

৬২৪৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমার যুগ এর লোকেরা। এরপর তারা যারা তাদের সন্নিহিত। এরপর যারা তাদের সন্নিহিত যুগ। এরপর তারা যারা তাদের সন্নিহিত যুগ। ইমরান (রা) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাঁর যুগের পর দু'বার না কি তিনবার উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের পরবর্তীতে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। আর তারা খিয়ানত করবে এবং তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত করবে অথচ তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে স্থূলতা (বিলাসিতা) প্রকাশ পাবে।

৬২৪৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ

قَالَ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ وَفِي حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى وَشَبَابَةَ يَنْذُرُونَ وَلَا يَوْفُونَ وَفِي حَدِيثِ بِهِزٍ يَوْفُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ -

৬২৪৬. ভিন্ন ভিন্ন সনদে মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আব্দী (র), মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ... শু'বা (রা) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। আর তাদের (অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ, বাহয ও শাবাবাহ) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন : “আমি জানি না যে, তিনি কি তাঁর যুগের পরে দু'যুগ অথবা তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন ?” শাবাবাহ বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি যাহদাম ইব্ন মুদাররাব থেকে শুনেছি। তিনি আমার কাছে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে কোন প্রয়োজনে এসেছিলেন। এরপর তিনি আমাকে হাদীস শোনান যে, তিনি ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে শুনেছেন। আর ইয়াহইয়া ও বাহয বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে- “তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না।” আর বাহয বর্ণিত হাদীসে ইব্ন জা'ফর -এর বর্ণনা অনুযায়ী ‘يُؤْفُونَ’ আছে।

٦٢٤٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثَتْ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّلَاثَ أَمْ لَا بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَمَ عَنْ عِمْرَانَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلِفُونَ

৬২৪৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র) ... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসখানি বর্ণিত। এই বর্ণনায় আছে, এই উম্মাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে সে যুগ, যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবিগণ)। এরপর তারা যারা এদের সন্নিহিত। আবু আওয়ানা বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি তৃতীয়টি উল্লেখ করেছেন কি না? ইমরান (র) থেকে যাহদাম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। কাতাদা (র)-এর সূত্রে হিশাম বর্ণিত হাদীসে এতটুকু বেশি আছে যে, ‘يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلِفُونَ’ অর্থাৎ “তারা হলফ করবে অথচ তাদের কাছে হলফ চাওয়া হবে না।”

٦٢٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا (وَهُوَ ابْنُ عَالِي الْجُعْفِيِّ) عَنْ زَائِدَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حُسَيْنٌ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّلَاثُ -

৬২৪৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও শুজা' ইব্ন মাখলাদ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন : সেই যুগ, যাতে আমি প্রেরিত হয়েছি। এরপর দ্বিতীয় (যুগ), এরপর তৃতীয় (যুগ)।

৫২. بَابُ قَوْلِهِ لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ الْيَوْمَ

৫৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : একশ' বছরের মাথায় বর্তমান কোন ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে জীবিত থাকবে না।

৬২৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنْ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهْلَ النَّاسِ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ -

৬২৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে একরাতে আমাদের সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম শেষে দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা এই রাত সম্পর্কে লক্ষ্য করেছে ? (শোন) এর একশ' বছরের মাথায়, আজ যারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। ইব্ন উমর (রা) বললেন, তখন লোকেরা একশ' বছর সংক্রান্ত এই সব হাদীসের বর্ণনায় ভ্রান্তিতে পড়ে গেল। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আজ যারা পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্তমান আছে তাদের কেউ বাকী থাকবে না” দ্বারা এই যুগের পরিসমাপ্তির কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

৬২৫০. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ كُلُّهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ مَعْمَرٍ كَمِثْلِ حَدِيثِهِ -

৬২৫০. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (রা) ... থেকে যুহরী (র) থেকে মা'মার (র) তাঁর সনদে হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬২৫১. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرِ تَسَالُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلِمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ *

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ -

৬২৫১. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাহী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ওফাতের এক মাস পূর্বে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ, অথচ তার জ্ঞান তো আল্লাহরই কাছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণধারী জীব নেই, যার উপর একশ' বছর পূর্ণ হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) ... ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে এই সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'তাঁর ওফাতের এক মাস পূর্বে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬২৫২. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كِلَاهُمَا عَنْ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَامِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ * وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبِ السَّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ نَقَصُ الْعُمُرِ -

৬২৫২. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)- সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ওফাতের একমাস পূর্বে বা অনুরূপ সময়ে বলেছেন যে, যেসব প্রাণধারী আজ জীবিত আছে, তাদের উপর একশ' বছর অতিবাহিত হতেই তারাও সেদিন জীবিত থাকবে না। 'সিকায়ী' গ্রন্থকার আবদুর রহমান (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত। আবদুর রহমান (র) 'আয়ু ত্রাস' পাওয়া দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন।

৬২৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ -

৬২৫৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) সুলায়মান তাইমী (র) সূত্রে দুই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬২৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ الْيَوْمَ -

৬২৫৪. ইব্ন নুমায়র (র), অন্য সূত্রে আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এলে লোকেরা তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একশ' বছর অতিক্রান্ত হলে এখনকার কোন ব্যক্তি জীবিত থাকবে না।

৬২৫৫. حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكُرُنَا ذَلِكَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٌ يَوْمَئِذٍ -

৬২৫৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন জীবন (ব্যক্তি) শতবর্ষ পর্যন্ত পৌছবে না। তখন সালিম (র) বললেন, আমরা বিষয়টি তাঁর (জাবির) নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এই কথা দ্বারা আজকের সৃষ্ট সকল প্রাণধারীকে বুঝানো হয়েছে।

৫৪. بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

৫৪. পরিচ্ছেদ : সাহাবী (রা)-গণকে গালমন্দ করা হারাম

৬২৫৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ -

৬২৫৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করবে না। তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের কারোর এক মুদ (সের) অথবা অর্ধ মুদের সমান হবে না।

৬২৫৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ -

৬২৫৭. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ও আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটেছিল। তখন খালিদ (রা) তাঁকে গালি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার সাহাবীদের কাউকে গালি দিবে না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তাহলেও তাঁদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদের সমান হবে না।

৬২৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَوَكَيْعٍ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ -

৬২৫৮. আবু সাঈদ আশাজ্জ ও আবু কুরায়ব (র) ... অন্য সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... আরেক সূত্রে ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আ'মশ (র) থেকে জারীর ও আবু মুআবিয়ার সনদে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা ও ওয়াকী' -এর হাদীসে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

৫৫. - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৫৫. পরিচ্ছেদ : উওয়াস কর্নী (র)-এর ফযীলত

৬২৫৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُّوا إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقُرْنِيِّينَ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ أَنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوْ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.

৬২৫৯. যুহায়র ইবন হারব (রা) ... উসায়র ইবন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, কূফার একটি প্রতিনিধি দল উমর (রা)-এর কাছে এলো। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যে উওয়াস (র)-কে উপহাস করত। তখন উমর (রা) বললেন, এখানে কারানী গোত্রের কোন লোক আছে কি? তখন সেই লোকটি এলো। এরপর উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে ইয়ামান থেকে এক ব্যক্তি আসবে, যে উওয়াস নামে পরিচিত। ইয়ামানে তাঁর মা ব্যতীত কেউ থাকবে না। তার শ্বেতরোগ হয়েছিল। সে আল্লাহর কাছে দু'আ করার বদৌলতে আল্লাহ তাকে শ্বেত রোগ মুক্ত করে দেন। তবে মাত্র এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকী থাকে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পায় সে যেন তোমাদের জন্য (তাঁর কাছে) মাগফিরাতের দু'আ কামনা করে।

৬২৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.

৬২৬০. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) ... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবঈনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে উওয়াস নামে পরিচিত। তাঁর একমাত্র মা আছেন এবং তাঁর শ্বেত রোগ হয়েছিল। তোমরা তাঁর কাছে অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে।

৬২৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ

أَهْلَ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفِرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكَتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافْعَلْ فَاتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ أَحَدْتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ أَنْتَ أَحَدْتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَاَنْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أُسِيرُ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَأَاهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ -

৬২৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... উসায়র ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিয়ম ছিল, যখন ইয়ামানের কোন সাহায্যকারী সেনাদল তাঁর কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উওয়াস ইব্ন আমির আছে? অবশেষে তিনি উওয়াসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি উওয়াস ইব্ন আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : “তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস ইব্ন ‘আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তাঁর ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতিরেকে। তাঁর মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি বাধ্য (সেবাপরায়ণ)। সে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ভরসা করে কসম করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দু‘আ কামনার সুযোগ পাও তাহলে তা করবে।” সুতরাং আমার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ কর। তখন উওয়াস (র) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করলেন। এরপর উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফা এলাকায়। উমর (রা) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কুফার গভর্নরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি সাধারণ গরীব মানুষদের মধ্যে থাকাই পছন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন,

পরবর্তী বছরে তাঁদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাজ্জ করতে এলো এবং উমর (রা)-এর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি তাকে উওয়াস কারানী (র)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উওয়াস ইবন আমির (রা) ইয়ামানের সাহায্যকারী সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তাঁর শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তাঁর মা রয়েছে, সে তাঁর অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দু'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। পরে অভিজাত সে ব্যক্তি উওয়াস (র)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাত-এর দু'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন। উওয়াস (র) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর করে এসেছেন, আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। এরপর তিনি বললেন, আপনি কি উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। তখন লোকেরা তাঁর (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হল। তারপর তিনি যদিকে মুখ সেদিকে চললেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। উসাইর (র) বলেন, আমি তাঁকে একখানি ডোরাদার চাদর (পরিধেয়রূপে) দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন ব্যক্তি তাঁকে দেখত তখন বলত, উওয়াস (র)-এর এই চাদরখানি কোথায় গেল?

৫৬. بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ

৫৬. পরিচ্ছেদ : মিসরবাসীদের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর ওসীয়াত

৬২৬২. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ (وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذَكَّرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ شُرْحَبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا -

৬২৬২. আবু তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ আইলী (র) আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমরা এমন একটি দেশ জয় করবে, যেখানে কীরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কেননা (তোমাদের উপর) তাদের প্রতি রয়েছে যিম্মাদারী দায়বোধ এবং আত্মীয়তা। যদি তোমরা সেখানে দু'ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গার ব্যাপারে ঝগড়া করতে দেখ তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি (আবু যার) সুরাহ্বীল ইবন হাসানার দুই পুত্র রাবীআ' ও আবদুর রহমানের নিকট দিয়ে যাবার সময় একটি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখলেন। তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

৬২৬২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَيْرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَاحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرْحَبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعٍ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا -

৬২৬৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি দেশ, যেখানে 'কীরাত' নামের মুদ্রা প্রচলিত। যখন তোমরা সেই দেশ জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের সংগে সদাচরণ করবে। কেননা, তাদের জন্য রয়েছে দায়িত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। অথবা তিনি বলেছেন : যিম্মাদারী ও দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। যখন তোমরা সেখানে দু'ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখবে তখন সেখান থেকে সরে পড়বে। রাবী আবু যার (রা) বলেন, এরপর আমি যখন আবদুর রহমান ইব্ন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসান ও তাঁর ভাই রাবী'আকে একখানি ইটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখলাম তখন আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

৫৭. بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

৫৭. পরিচ্ছেদ : উমানের অধিবাসিগণের ফযীলত

৬২৬৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيِّ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبَّوهُ وَضَرَبُوهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَاسَبُوكَ وَلَا ضَرْبُوكَ -

৬২৬৪. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আবু বারযাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কোন এক আরব গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা তাঁকে গালি গালাজ ও মারপিট করল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে ঘটনা অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তুমি উমানের অধিবাসীদের কাছে যেতে তাহলে তারা তোমাকে গালি দিত না এবং প্রহার করত না।

৫৮. بَابُ ذِكْرِ كَذَابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا

৫৮. পরিচ্ছেদ : ছাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও দুর্ধর্ষ খুনীর বর্ণনা

৬২৬৫. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْخُزُمِيَّ) أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوفَلٍ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقِبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَعَلْتُ

قُرَيْشُ تَمَرٌ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَاللَّهُ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامًا وَصَوْلًا لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهُ لَأُمَّةٌ أَنْتَ أَشْرُهَا لِأُمَّةٍ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ عَنْ جِدْعِهِ فَالْقَى فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ اسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِي أَوْ لَا بُعْثَنَّ إِلَيْكَ مَنْ يَسْحَبُكَ بِقُرُونِكَ قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ وَاللَّهُ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سِبْطِي فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَدَّفُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ قَالَتْ رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ أَخِرَتَكَ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ أَنَا وَاللَّهُ ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدُّوَابِّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكُذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا أَيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا -

৬২৬৫. উকবা ইব্ন মুক্রাম আল-আম্মী (র) ... আবু নাওফাল (র) বলেন যে, আমি (মক্কায়) আকাবাতুল মদীনা নামক ঘাঁটিতে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে (শুলীকাঠে ঝুলতে) দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কুরায়শী ও অন্যান্য লোকজন তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় থামলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবু খুবায়ব, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবু খুবায়ব, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া আবু খুবায়ব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম, আমি অবশ্য আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদূর জানি আপনি ছিলেন অত্যধিক (নফল) সিয়াম পালনকারী, অত্যধিক সালাত আদায়কারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক রক্ষাকারী। আল্লাহ্‌র কসম, যে উম্মতের আপনি নিকৃষ্ট ব্যক্তি (যদি তা-ই বাস্তব হয়) তবে সে উম্মতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ উম্মত। এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সেখান থেকে চলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর এই অবস্থান (থামা) ও তাঁর বক্তব্য হাজ্জাজের কাছে পৌঁছল। তখন সে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়রের কাছে লোক পাঠাল এবং তাঁকে শুলীর উপর থেকে নামানো হল। এরপর ইয়াহুদীদের কবরস্থানে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল। এরপর সে তাঁর মা আসমা বিন্ত আবু বকর (রা)-কে ডেকে পাঠাল। তিনি তাঁর কাছে আসতে অস্বীকার করলেন। হাজ্জাজ পুনরায় তাঁর কাছে লোক পাঠাল, তাঁকে তাঁর কাছে আসার জন্য এই বলে যে, তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। অন্যথায় তোমার কাছে এমন লোক পাঠাব যে তোমাকে তোমার চুলের বেণী ধরে টেনে আনবে। বর্ণনাকারী বললেন, এরপরও তিনি অস্বীকার

করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি সে পর্যন্ত তোমার কাছে আসব না যতক্ষণ না তুমি আমার কাছে এমন লোক পাঠাবে, যে আমার চুলের বেণী ধরে টেনে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাজ্জাজ বলল, আমার জুতা মোজা আন। তারপর সে জুতা পরিধান করল এবং দ্রুতগতিতে আসমা বিন্ত আবু বকর (রা)-এর কাছে পৌঁছল এবং সে বলল, তুমি তো দেখলে আল্লাহর দুশমন (তোমার পুত্র ইবন যুবায়র রা)-এর সংগে আমি কী আচরণ করেছি। তিনি বললেন, “হ্যাঁ আমি তোকে দেখছি, তুই তার দুনিয়া নষ্ট করে দিয়েছিস। আর সে তোর আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তুই তাকে (তিরস্কার স্বরূপ) দুই কোমরবন্দ পরিহিতার পুত্র বলে সম্বোধন করে থাকিস। আল্লাহর কসম! আমিই দুই কোমরবন্দ পরিহিতা। এর একটির মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা)-এর আহার্য সামগ্রী বেঁধে তুলে রাখতাম, বাহনের পশু থেকে। আরেকটি হল যা স্ত্রীলোকের জন্য অপরিহার্য। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সাকীফ গোত্রে এক মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে এবং এক রক্ত প্রবাহকারী (খুনীর)। মিথ্যুককে তো আমরা সবাই দেখেছি, আমি রক্ত প্রবাহকারী তোকে ছাড়া আর কাউকে মনে করছি না।” একথা শুনে সে (হাজ্জাজ) উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর [আসমা (রা)-এর] কথার কোন প্রতি উত্তর করল না।

৫৯. بَابُ فَضْلِ فَارِسَ

৫৯. পরিচ্ছেদ : পারস্যবাসীর ফযীলত

৬২৬৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ أَوْ قَالَ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ -

৬২৬৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি দীন (আসমানের দূবরতী) ছুরায়য়া (ধ্রুব) নক্ষত্রের কাছে থাকত, তাহলেও পারস্যের কিছুলোক; অথবা তিনি বলেছেন, পারস্যের সন্তানরা তা নিয়ে এসে (তা) আত্মস্থ করত।

৬২৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ -

৬২৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁর উপর সূরাতুল জুমু'আ নাযিল হল। যখন তিনি এই আয়াত পড়লেন لَمَّا يَلْحَقُونَ مِنْهُمْ لَمَّا (এবং অন্য একদল যারা আজও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি (পরে আসবে)তখন এক ব্যক্তি

বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! এরা কারা? নবী ﷺ তার কোন উত্তর দিলেন না। এমন কি সে একবার অথবা দু'বার কিংবা তিনবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্যে সালমান ফারসী (রা) ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত সালমান (রা)-এর উপর রাখলেন; এরপর বললেন, যদি ঈমান ছুরায়য়া তারকার কাছে (অর্থাৎ বহু দূরে) থাকত তাহলে অবশ্যই এদের লোকেরা তা আহরণ করত।

৬. بَابُ قَوْلِهِ ﷺ النَّاسُ كَابِلٌ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

৬০. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : মানুষ সেই একশ' উটের মত, যার মধ্যে সাওয়ারীর উপযুক্ত একটিও (হয়ত) ভুমি পাবে না

৬২৬৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ) قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً -

৬২৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা লোকদের পাবে সেরূপ একশ' উটের মত, যার মধ্যে মানুষ ভার বহনকারী একটি (উট)-ও পায় না।

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ وَالْأَدَابِ

অধ্যায় : সদ্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার (আদব-কায়দা)

১- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَآيُهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا

১. পরিচ্ছেদ : মাতাপিতার সঙ্গে সদ্যবহার এবং দু'জনের মধ্যে কে তার বেশি হকদার

৬২৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفٍ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَفِي حَدِيثٍ قُتَيْبَةَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ -

৬২৬৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ইবন জামীল ইবন তারীফ সাকারী ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, মানুষের মধ্যে আমার সদ্যবহারের সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপর তোমার পিতা। আর কুতায়বা বর্ণিত হাদীসে “আমার সদ্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে”-এর উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর বর্ণনায় মানুষ (الناس) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৬২৭০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ -

৬২৭০. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা হামদানী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে সদ্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে? তিনি বললেন, তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপরও তোমার মা। এরপর তোমার পিতা। এরপর (ক্রমান্বয়ে) তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন।

৬২৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فَقَالَ نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ -

৬২৭১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী পাকিস্তান
আলহাদিথ
উফাসতাহ-এর কাছে এলো। এরপর তিনি জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। এতে তিনি অধিক বলেছেন, এরপর সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তোমার পিতার দোহাই...। তোমাকে অবশ্যই অবগত করা হচ্ছে।

৬২৭২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ مَنْ أَبْرُؤُ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ -

৬২৭২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আহমাদ ইবন খিরাশ (র) .. ইবন শুবরমা (র) থেকে এই সনদে উহায়ব বর্ণিত হাদীসে (সর্বাপেক্ষা সদ্যবহার যোগ্য কে-?) উল্লেখ রয়েছে। আর মুহাম্মাদ ইবন তালহার হাদীসে — মানুষের মধ্যে আমার সদ্যবহারের সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার কে রয়েছে। এরপর তিনি জারীর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৬২৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ) عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ -

৬২৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী পাকিস্তান
আলহাদিথ
উফাসতাহ-এর কাছে এসে (তাঁর কাছে) জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন : তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জিহাদ-সাধনা (চেষ্টা) কর।

৬২৭৪. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ * قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ -

৬২৭৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... আবুল আব্বাস (র) বলেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নবী পাকিস্তান
আলহাদিথ
উফাসতাহ-এর কাছে আসল! এরপর রাবী আগের মত উল্লেখ করেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবুল আব্বাসের নাম সাইব ইবন ফাররুখ মাক্কী (র)।

৬২৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي اسْحَقَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬২৭৫. আবু কুরায়ব (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) ... আরেক সূত্রে কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) হাবীব (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬২৭৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ ابْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ مِنْكَ وَالِدِيكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعِي إِلَى وَالِدِيكَ فَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُمَا -

৬২৭৬. সাঈদ ইবন মানসুর (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। এরপর সে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়আত করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন : তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং দু'জনই জীবিত আছেন। তিনি বললেন : তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করছ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সংগে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর।

২. بَابُ تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২. পরিচ্ছেদ : নফল সালাত ইত্যাদির উপর মাতাপিতার খিদমত অগ্রগণ্য

৬২৭৭. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ قَالَ حُمَيْدُ فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَصِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُمُّهُ حِينَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي فَصَادَفْتُهُ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ أَمِنْ صَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعْتُ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي قَالَ اللَّهُمَّ أَمِنْ صَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي اللَّهُمَّ فَلَاتُمِّتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُؤْمِسَاتِ قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ وَكَانَ رَأْيِي ضَائِنٌ يَأْوِي إِلَى دِيرِهِ قَالَ فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيلَ

لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ قَالَ فَجَاؤُا بِفُؤُسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَكْلَمْهُمْ قَالَ فَآخِذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ -

৬২৭৭. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুরায়জ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তাঁর ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। (একবার) তাঁর মাতা তাঁর কাছে এলেন। হুমায়দ (র) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফি' এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মায়ের ডাকের আকার আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। কিরূপ তাঁর হাত তাঁর দ্রুত উপর রাখছিলেন। এরপর তাঁর দিকে মাথা উঁচু করে তাঁকে ডাকছিলেন। বললেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, “হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার সালাত (আমি কী করি?)”। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর সালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। এবং তাঁর মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসলেন এবং বললেন, হে জুরায়জ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সংগে কথা বল। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমার মা, আমার সালাত। তখন তিনি তাঁর সালাতে মশগুল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, “হে আল্লাহ! এই জুরায়জ আমারই ছেলে। আমি তার সংগে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সংগে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীর অপবাদ দেখাও।” নবী ﷺ বলেন, যদি তাঁর মাতা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদ্ দু'আ করতেন তাহলে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হত। নবী ﷺ বলেন : এক মেঘ রাখাল জুরায়জের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে মেয়েলোক বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে বলল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে বলল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল ইত্যাদি নিয়ে এল এবং চীৎকার করে ডাক দিল। তখন জুরায়জ সালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তাঁর ইবাদতখানা ভাঙতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে नीচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই নারীকে জিজ্ঞাসা কর (সে কী বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরায়জ মৃদু হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা (সেই) মেঘ-রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, (হে দরবেশ) আমরা তোমার ইবাদতখানার (গির্জার) যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতখানায় উঠে গেলেন।

৬২৭৮. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَاتَتَهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ

يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَاِنْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَاِنْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ الْمُؤْمِسَاتِ فَتَذَاكُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَغِيًّا يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنَّ شَيْئًا لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضْتُ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَاتَتْ رَاعِيًّا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيِّ فَجَاؤُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أَصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا اِنْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فَلَانُ الرَّاعِي قَالَ فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يَقْبِلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا : وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارَاهُ وَشَارَاهُ حَسَنَةً فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ التَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتَ سَرَقْتَ وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرِّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا فَهَنَّاكَ تَرَا جَعَا الْحَدِيثُ فَقَالَتْ حَلَقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتَ سَرَقْتَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتَ وَلَمْ تَزِنْ وَسَرَقْتَ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا -

৬২৭৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তিনজন ব্যতীত কেউ দোলনায় কথা বলেনি। তার মধ্যে একজন ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ), আরেকজন জুরায়জ (রা)-এর ঘটনার শিশু। জুরায়জ (রা) ছিলেন একজন ইবাদতগুয়ার ব্যক্তি। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরি করে সেখানে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর কাছে তাঁর মা আসলেন। তিনি সে সময় সালাতে মশগুল ছিলেন। মা ডাকলেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বলতে লাগলেন, হে পরওয়ারদিগার! (একদিকে) আমার মা ও (অপর দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল রইলেন। মা ফিরে গেলেন। পরের দিন তিনি আবার

তঁার কাছে আসলেন। তখনও তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকছেন) আর (অন্য দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল রইলেন। তখন মা বললেন, হে আল্লাহ্! বদকার (পতিতা) স্ত্রীলোকের চেহারা দেখার আগে তুমি তার মৃত্যু দিয়ো না। এরপর বনু ইসরাঈলদের মধ্যে জুরায়জ ও তার ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) সৌন্দর্যে উপমেয় এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল। সে বলল, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের সামনে তাকে (জুরায়জকে) ফিতনায় ফেলতে পারি। তিনি বলেন, এরপর সে সাজসজ্জা করে জুরায়জের সামনে উপস্থিত হয় (এবং তাকে ফুসলাতে চেষ্টা করে)। কিন্তু জুরায়জ তার প্রতি ক্রক্ষেপও করেননি। অবশেষে সে এক মেষ রাখালের কাছে এল। সে জুরায়জের ইবাদতখানায় আশ্রয় নিত। সে (পতিতা) তাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করল। সে (রাখাল) তার উপর উপগত হল। এতে সে গর্ভবর্তী হয়ে গেল। যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন বলে দিল যে, এই সন্তান জুরায়জের। লোকেরা (একথা শুনে) তঁার কাছে এসে জড়ো হল এবং তাকে নীচে নেমে আসতে বাধ্য করল এবং তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করে দিল আর তাকে প্রহার করতে লাগল। তখন তিনি (জুরায়জ) বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, তুমি তো এই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তোমার পক্ষ থেকে সে সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটি নিয়ে এলো। এরপর তিনি বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি সালাত আদায় করে নেই। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং সালাত শেষে শিশুটির কাছে এলেন। এরপর তিনি শিশুটির পেটে টোকা দিয়ে বললেন, হে বৎস! তোমার পিতা কে? সে বলল, অমুক রাখাল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা জুরায়জের দিকে এগিয়ে আসল এবং তাকে চুম্বন করতে এবং তঁার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। এরপর বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না বরং পুনরায় মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও, যেমন ছিল। লোকেরা তাই করল।

একদা এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। তখন উত্তম পোশাকে সজ্জিত এক লোক একটি হুটপুট সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানিয়ে দাও। তখন শিশুটি মাতৃস্তন ছেড়ে তার প্রতি লক্ষ্য করে বলল, “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর মত বানিও না।” এরপর সে আবার স্তনের দিকে ফিরে দুধ পান করতে লাগল। রাবী বলেন, মনে হয় যেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এখনো দেখছি যে, তিনি তঁার শাহাদাত অঙ্গুলি নিজ মুখে দিয়ে তা চুষে সেই শিশুটির দুধ পানের দৃশ্য দেখাচ্ছেন।

এরপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছু লোক একজন যুবতীকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাকে তারা প্রহার করছিল এবং বলাবলি করছিল যে, তুই যিনা করেছিস, তুই চুরি করেছিস। সে বলছিল, **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَلْ وَكِيلٌ** ‘আল্লাহ্রই উপর আমার ভরসা; আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’ তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পুত্রকে এর (দাসীর) মত বানিও না। তখন শিশুটি দুধপান ছেড়ে তার (দাসীর) প্রতি লক্ষ্য করে বলল, “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর (এই দাসীর) মত বানিয়ে দাও।” সে সময় মা ও পুত্রের মধ্যে আলাপ হল। তখন মা বলল, ঠাটা পড়ুক (দুর্ভাগা! এ কেমন কথা)। সুদর্শন এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, তখন আমি বললাম, “হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছেলেকে এর মত বানিও”। তুমি বললে “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর মত বানিও না”। এরপর লোকেরা এই দাসীকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা তাকে প্রহার করছিল এবং বলছিল, তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্! তুমি আমার পুত্রকে তার মত বানিও না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানিও। সে বলল, সেই আরোহী ব্যক্তি ছিল অত্যাচারী। তাই আমি বলেছি, হে

আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানিও না। আর যে দাসীকে ওরা বলছিল, তুই যিনা করেছিস। আসলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি এবং বলেছিল, চুরি করেছিস, অথচ সে চুরি করেনি। তাই আমি বললাম, “হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার মত বানিয়ে দাও”।

৩. بَابُ رَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكَ أَبْوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

৩. পরিচ্ছেদ : ধ্বংস সে ব্যক্তির, যে বার্ধক্যে পিতা-মাতা তাদের একজনকে পেয়েও জান্নাত পেল না

৬২৭৭. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ قِيلَ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللَّهِ ﷻ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبْوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

৬২৭৯. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক! (দুঃখ-লজ্জায় মরে যাক!) বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করল না।

৬২৮০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَأْرَسُوْلُ اللَّهِ ﷻ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

৬২৮০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞাসা করা হল, কার ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করল না।

৬২৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬২৮১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তার নাক ধূলিমলিন হোক-কথাটি তিনবার বলেছেন। এরপর তিনি উক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৪. بَابُ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الْآبِ وَالْأُمِّ وَنَحْوِهِمَا

৪. পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব প্রমুখের সাথে সম্পর্ক রক্ষা

৬২৮২. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا

مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقٍ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَبْرَأَ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ -

৬২৮২. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা মুয়াযযমার এক রাস্তায় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সংগে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হল। আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সাওয়ার হতেন, সে গাধা তাকে সাওয়ারীর জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) তাঁকে বললেন যে, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। (এত দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সংগে সদাচরণের সম্পর্ক রক্ষা করা।

৬২৮৩. আবু তাহির (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম সদাচরণ (পুণ্য) হল পিতার বন্ধুর সংগে সদাচরণের সম্পর্ক বজায় রাখা।

৬২৮৪. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَعْدٌ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةً يَشْدُبُهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنُ فُلَانٍ بَنِ فُلَانٍ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ أَشَدُّبُهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشْدُبُهَا رَأْسَكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبْرَأِ الْبِرِّ صَلََةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلَّى وَإِنْ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ -

৬২৮৪. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হতেন তখন তাঁর সংগে একটি গাধা থাকত। উটের সাওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে স্বস্তি লাভের জন্য তাতে

আরোহণ করতেন। আর তাঁর সাথে একটি পাগড়ী থাকত, যা তিনি মাথায় বেঁধে নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুঈন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি দ্বারা তোমার মাথা বেঁধে নাও। তখন তাঁর সংগীদের কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ আপনার ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুঈনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সাওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্যবহার হল কোন ব্যক্তির পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবের সংগে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন উমর (রা)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৫. بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : পুণ্য ও পাপের ব্যাখ্যা

৬২৮৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -

৬২৮৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন (র) ... নাওয়াস ইবন সাম'আন আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন, পুণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার বুকে (অন্তরে) খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।

৬২৮৬. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهَجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -

৬২৮৬. হারুন ইবন সাঈদ আইলী (র) ... নাওয়াস ইবন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে এক বছর অবস্থান করি। আর একটি মাত্র কারণ আমাকে (স্থায়ীরূপে) হিজরত করা থেকে বিরত রাখে। তা হল দীনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ। আমাদের কেউ যখন হিজরত করে আসতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করতো না। তিনি বলেন, অতএব আমি তাঁকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সদাচারণই পুণ্য আর যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং যা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করতে তুমি অপছন্দ কর, তাই পাপ।

৬. بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمُ قَطِيعَتِهَا

৬. পরিচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তা বিচ্ছিন্ন করা হারাম

৬২৮৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُعَاوِيَةَ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ) حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحَبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا -

৬২৮৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ইবন জামীল ইবন তারীফ ইবন আবদুল্লাহ ছাকফী ও মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলুক সৃষ্টি করে তা সমাপ্ত করলেন, তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তা ও রক্ত-সম্বন্ধ) দাঁড়িয়ে বলল, এ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি (আল্লাহর রাসূল) বললেন : হ্যাঁ। তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে সংযুক্ত রাখবে আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, আর যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব ? তখন সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার জন্য তাই হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইচ্ছা করলে তোমরা তিলাওয়াত করতে পার : “তোমরা কি অস্বীকার করতে পারবে যে, তোমাদের দায়িত্ব (ক্ষমতা)-প্রাপ্ত করা হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবে, এরাই তারা-যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। এরপর তিনি তাদের বধির করে দিয়েছেন ও তাদের চোখগুলো দৃষ্টিহীন করে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?”

৬২৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مِنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ -

৬২৮৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'রাহিম' (আত্মীয়তার সম্বন্ধ) আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

৬২৮৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ -

৬২৮৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) ... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ছিন্কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইবন আবু উমর (রা) বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, অর্থাৎ আত্মীয়তা সম্বন্ধ ছিন্কারী।

৬২৯০. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ -

৬২৯০. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা দুবাই (র) ... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৬২৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

৬২৯১. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... যুহরীর সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

৬২৯২. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৬২৯২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিযিক (জীবিকায়) স্বচ্ছলতা দেয়া হোক অথবা (এবং) তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ সংযুক্ত রাখে।

৬২৯৩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৬২৯৩. আবদুল মালিক ইবন শূআয়ব ইবন লায়স (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জীবিকার স্বচ্ছলতা চায় এবং সে দীর্ঘায়ু (তার অবদানের স্বীকৃতি) কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ সংযুক্ত রেখে চলে।

৬২৯৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ -

৬২৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ রক্ষা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সঙ্গে সহনশীলতার ব্যবহার করি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতার আচরণ করে। তখন তিনি বললেন : তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয় তাহলে তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে।

৭- بَابُ تَحْرِيمِ التُّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّدَابُرِ

৭. পরিচ্ছেদ : পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম

৬২৯৫- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ -

৬২৯৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, বিদ্বেষ করবে না এবং পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করবে না। তোমরা সবই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে আর কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তার ভাই এর সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা পরিত্যাগ করা হালাল নয়।

৬২৯৬- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ح وَحَدَّثَنِيهِ حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৬২৯৬. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

৬২৯৭- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَلَا تَقَاطَعُوا -

মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড-১৩

৬২৯৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন আবু উমর ও আমর নাকিদ (র) ... যুহরী (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইব্ন উয়ায়না **وَلَا تَقَاطَعُوا** (এবং তোমরা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না) অধিক বলেছেন।

৬২৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَةَ جَمِيعًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا -

৬২৯৮. আবু কামিল মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... যুহরী থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে যুহরী সূত্রে ইয়াযীদে বর্ণনা, যুহরী থেকে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। তিনি চারটি বিষয় একত্রে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুর রায্যাক (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : **وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا** : (তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে না, পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করবে না)

৬২৯৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا * حَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ نَضْرٍ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ -

৬২৯৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা একে অপরের সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

আলী ইব্ন নাসর জাহযামী (র) ... শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অধিক বলেছেন, **كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ** (যে ভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন)।

৪. بَابُ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ بِلاَ عُدْرِ شَرْعِيٍّ

৮. পরিচ্ছেদ : শরীআতসম্মত ওয়র ব্যতিরেকে কোন মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম

৬৩০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

৬৩০০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাই এর সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়।

পথে-ঘাটে দু'জনের সাক্ষাত হলে একজন এই দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, অন্যজন ঐ দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম করে।

৬৩.১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ وَمِثْلَ حَدِيثِهِ إِلَّا قَوْلَهُ فَيُغْرِضُ هَذَا وَيُغْرِضُ هَذَا فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكٍ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا -

৬৩০১. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... অন্য সূত্রে হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... আরেক সূত্রে হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র) ... অন্য সূত্রে ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল হানযালী মুহাম্মাদ ইবন রাফি', আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... সবাই যুহরী (রা) থেকে মালিকের সনদে ও তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁর বক্তব্য 'فَيُغْرِضُ هَذَا وَيُغْرِضُ هَذَا' এর পরিবর্তে মালিক ব্যতীত তাঁদের সকলেই বর্ণনা করেন 'فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا' (দুই বাক্যই অভিন্ন অর্থে)

৬৩.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

৬৩০২. মুহাম্মাদ ইবন নাফি' (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদারের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা হালাল নয়।

৬৩.৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ -

৬৩০৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন দিনের পরে সম্পর্ক পরিত্যাগ নেই (বৈধ নয়)।

৯- بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا

৯. পরিচ্ছেদ : কু-ধারণা, দোষ অনুসন্ধান, (পার্শ্ব) লোভনীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা, ধোঁকাবাজী ইত্যাদি হারাম

৬৩.৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا -

৬৩০৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কু-ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কু-ধারণা সর্বাপেক্ষা মিথ্যা। আর তোমরা ছিদ্রাশ্বেষণ করো না, (গোয়েন্দাগিরী করে) গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না, তোমরা পরস্পর পার্থিব বিষয়ে সীমাহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না; পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করো না বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

৬৩.৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَهْجَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا-

৬৩০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সম্পর্ক ছিন্ন করো না। একে অন্যের পেছনে শত্রুতা করো না, একে অন্যের ছিদ্রাশ্বেষণ করো না, অন্যের বেচা-কেনার উপর তুমি বেচা-কেনার চেষ্টা করো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

৬৩.৬- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا-

৬৩০৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পরে হিংসা করবে না, একে অপরের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে না, ছিদ্রাশ্বেষণ করবে না, গুপ্ত দোষ অনুসন্ধান করো না এবং পরস্পর ধোঁকাবাজী (পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির) করবে না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।

৬৩.৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ-

৬৩০৭. হাসান ইব্ন আলী হালওয়ানী ও আলী ইব্ন নাসর জাহযামী (র) ... আ'মশ (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত যে, তোমরা একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের পেছনে শত্রুতা করো না, পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না। আর তোমরা (আল্লাহর বান্দা রূপে) ভাই ভাই হয়ে থাক, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আদেশ করেছেন।

৬৩.৮- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا-

৬৩০৮. আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অন্যের পেছনে শত্রুতায় লিপ্ত হবে না, পরস্পরে (পার্থিব বিষয়ে) লোভের প্রতিযোগিতা করবে না এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকবে।

১. - بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعَرْضِهِ وَمَالِهِ

১০. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের উপর যুলুম করা, তাকে অপদস্থ করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম এবং তার খুন, ইয্যত-আবরু ও মালও (অমর্যাদাপূর্ণ হারাম)

৬৩.৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ -

৬৩০৯. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজী করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ-করো না, একে অপরের (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে) পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্য বেচা-কেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা রূপে ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাকওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সীনার প্রতি ইশারা করলেন তিনবার। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর (প্রত্যেক) মুসলমানের সবকিছুই— জান-মাল ও ইয্যত-আবরু হারাম।

৬৩১. - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَحُو حَدِيثَ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ -

৬৩১০. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ... এরপর উসামা ইবন যায়দ দাউদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে এই বর্ণনায় তিনি কিছুটা কমবেশি করেছেন। তারা উভয়ে যেটুকু অধিক উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি নয়র করেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এ সময় তিনি তাঁর আংগুলের দ্বারা নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন।

৬৩১১- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

৬৩১১. আমর নাকিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি নয়র করেন না; বরং তিনি নয়র করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।

১১- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

১১. পরিচ্ছেদ : শত্রুতা ও সম্পর্ক ত্যাগ করার নিষেধাজ্ঞা

৬৩১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا *

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّحَّاكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَّاورِدِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَّاورِدِيِّ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ-

৬৩১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছু শরীক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার দীনী ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফার জন্য অবকাশ দাও।

যুহায়র ইবন হার্ব (র).... অন্য সূত্রে কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আহমাদ ইবন আবাদাহ দাব্বী (র) সুহায়ল (রা)-এর পিতার সূত্রে মালিকের সনদে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে দারাওয়াদী (র) বর্ণিত হাদীসে ইবন আবদাহ এর বর্ণনায় الْمُتَهَاجِرَيْنِ আছে। আর কুতায়বা (র) বলেছেন, الْأُ الْمُتَهَاجِرَيْنِ

৬৩১৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ تَعْرِضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِيٍّ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُؤَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُؤَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

৬৩১৩. ইবন আবু উমর (র) ... মারফু' রূপে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার আমলের ফিরিস্তি উপস্থাপন করা হয়। তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সেদিন প্রত্যেক এমন বান্দাকে ক্ষমা করেন, যারা তাঁর সংগে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে এমন ব্যক্তিকে নয়, যার (দীনী) ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে ফিরে আসে, এই দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে ফিরে আসে।

৬৩১৪. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعْرِضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أُرْكُؤَا أَوْ ارْكُؤَا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

৬৩১৪. আবু তাহির ও আমর ইবন সাওয়াদ (রা) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মানুষের আমলনামা সপ্তাহে দু'বার - সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই-এর সাথে তার শত্রুতা আছে। তখন বলা হবে, এই দু'জনকে রেখে দাও অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

১২. بَابُ فِي فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

১২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর জন্য ভালবাসার ফযীলত

৬৩১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمِ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

৬৩১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন, আমার মাহাত্ম্যের নিমিত্ত যারা পরস্পরকে ভালবেসেছে তারা কোথায়? আজ আমি তাদের আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।

৬৩১৬. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا

فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا
قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا
أَحْبَبْتَهُ فِيهِ *

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوِيَّةَ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৩১৬. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইরাদা করেছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার প্রতি কি তোমার কোন অনুগ্রহ আছে, যা তুমি আরো বৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর জন্যই তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালবেসেছ।

১২- بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

১৩. পরিচ্ছেদ : রোগীর দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত

৬৩১৭. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ
سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবু রাবী' (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। আবু রাবী' (র) বলেছেন, তিনি হাদীসটি মারফু' রূপে (অর্থাৎ নবী ﷺ থেকে) বর্ণনা করেছেন। আর সা'দ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় সে বেহেশতের বাগানে অবস্থান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে না ফিরে আসে।

৬৩১৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ
الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া তামিমী (র) ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলের (বাগানে) অবস্থান করে।

৬৩১৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

৬৩১৯. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিছী (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মুসলমান তার মুসলমান ভাইকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যায় তখন সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জান্নাতের ফলমূলে (বাগানে) অবস্থান করে।

৬৩২০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ (وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ (وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ) عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَّاهَا -

৬৩২০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের 'খুরফায়' (خُرْفَة) অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! خُرْفَة الْجَنَّة (জান্নাতের খুরফায় অবস্থান করা) কী? তিনি বললেন, তার ফলমূল (বাগান)।

৬৩২১. حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৩২১. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... আসিম আহওয়াল (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেছেন।

৬৩২২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي -

৬৩২২. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ কিয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ

হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর রাখনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনার খোঁজ-খবর করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, আপনি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনাকে আহার করাতে পারি? অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে আপনাকে পান করাব, অথচ আপনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেতে।

১৪. بَابُ ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يَصْنِبُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি কোন রোগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে পতিত হলে এমন কি তার গায়ে কাঁটা বিঁধল তার সাওয়াব

৬৩২৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعِ وَجَعًا.

৬৩২৩. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে রোগ যন্ত্রণার অধিক তীব্রতা আমি অন্য কোন ব্যক্তির উপর দেখিনি। উসমানের বর্ণনায় 'الْوَجَعُ' এর স্থলে 'وَجَعًا' উল্লেখ আছে।

৬৩২৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ.

৬৩২৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয, ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার, বিশ্র ইবন খালিদ, আবু বকর ইবন নাফি' ও ইবন নুমায়র (র) ... আ'মশ থেকে জারীর (র)-এর সনদে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩২৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلُ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي -

৬৩২৫. উসমান ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ছিলেন জ্বরাক্রান্ত। আমি তাঁকে আমার হাতে স্পর্শ করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তো ভীষণভাবে জ্বরাক্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, আমি এমন জ্বরাক্রান্ত হয়েছি, যেমন তোমাদের দু'জনের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি বললাম, তা এ কারণে যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, কোন মুসলমান ব্যক্তির জ্বর কিংবা অন্য কোন কারণে বিপদ আপত্তি হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরায়ে। তবে যুহায়র বর্ণিত হাদীসে 'আমি আমার হাতে তাকে স্পর্শ করি', অংশটুকু নেই।

৬৩২৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنْيَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ -

৬৩২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আ'মাশ থেকে জারীর (রা)-এর সনদে তাঁর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর আবু মুআবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে, তিনি বলেন, “হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবীতে যে কোন মুসলমান ” (শেষ পর্যন্ত)।

৬৩২৭. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُبَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ مَا يَضْحَكُكُمْ قَالُوا فَلَانُ خَرَّ عَلَى طَنْبٍ فَسَطَّاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ فَقَالَتْ لَا تَضْحَكُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَأْمِنُ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيتُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ -

৬৩২৭. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় কুরায়শী যুবক আয়েশা (রা)-এর কাছে গেল। তখন তিনি মিনায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় তারা

হাসছিল। আয়েশা (রা) বললেন, তোমাদের হাসির কারণ কি? তারা বলল, অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির উপর পড়ে গেছে। ফলে তার ঘাড় কিংবা চোখ নিষ্পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি বললেন, তোমরা হেসো না। কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলমানের গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চাইতে অধিক (কোন আঘাত লাগে), তার পরিবর্তে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সে কারণে তার একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৬৩২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ -

৬৩২৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব ও ইসহাক-হানজালী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদার ব্যক্তির গায়ে একটি কাঁটার কিংবা তার চাইতে অধিক কোন আঘাত লাগলে আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন কিংবা তার একটি গোনাহ মাফ করে দেন।

৬৩২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطِيئَتِهِ -

৬৩২৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে কিংবা তার চাইতে বড় কোন মুসীবত আপতিত হলে তার বদলে আল্লাহ তা'আলা তার একটি গোনাহ কর্তন করে (মাফ করে) দেন।

৬৩৩০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৩৩০. আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩৩১. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا -

৬৩৩১. আবু তাহির (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে তার বিনিময়ে তার গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়, এমনকি ক্ষুদ্র কোন কাঁটা বিদ্ধ হলেও।

৬৩৩২. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشُّوْكَةِ إِلَّا قُصِرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لَا يَدْرِي يَزِيدُ أَيْتَهُمَا قَالَ عُرْوَةُ -

৬৩৩২. আবু তাহির (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তির উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে, এমন কি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে, তার বিনিময়ে তার গোনাহ কতন করা হয় কিংবা (রাবী বলেছেন,) তার গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। ইয়াযীদ সঠিক বলতে পারেন না যে, উরওয়া (র) কোন্ শব্দটি উল্লেখ করেছেন, ('كُفِّرَ' না 'قُصِرَ')।

৬৩৩৩. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشُّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ -

৬৩৩৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ঈমানদার ব্যক্তির উপর যে কোন বিপদ আপতিত হলে, এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য একটি সাওয়াব লিখেছেন; কিংবা তার একটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৬৩৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمُّ يَهْمُهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ -

৬৩৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ঈমানদার ব্যক্তি যে কোন ব্যথা-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ ভোগ করে, এমনকি যে দুর্ভাবনায় চিন্তাগ্রস্ত হয়। তার বিনিময়ে তার কোন গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৬৩৩৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ (أَبِي) مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ بَلَّغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا * قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ -

৬৩৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত **مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ** (যে ব্যক্তি কোনও মন্দ কাজ করে, তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে) অবতীর্ণ হল কতক মুসলমানরা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বললেন : তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সঠিক পন্থায় চলমান থাক। মুসলমানের প্রতিটি বিপদের বিনিময়ে এমনকি সে আছাড় খেলে কিংবা তার শরীরে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলেও তাতে তার (গোনাহের) কাফ্ফারা হয়ে যায়। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, সনদের মধ্যবর্তী রাবী ইব্ন আবু মুহায়সিন ছিলেন মক্কার অধিবাসী উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহায়সিন (র)।

৬৩৩৬. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ **ﷺ** دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تَزْفِرِينَ قَالَتْ الْحُمَّى لَبَّارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تَسْبِي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يَذْهَبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

৬৩৩৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর আল কাওয়ারীরী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** একদিন উম্মু সাইব কিংবা উম্মুল মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে হে উম্মু সাইব অথবা হে উম্মুল মুসায়্যিব! তুমি কাঁপছো কেন? তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, এতে আল্লাহ বরকত না দিন! তখন তিনি বললেন : তুমি জ্বরকে গালি দিয়ো না। জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ বিদূরীত করে দেয়, যেভাবে (কামরের) হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

৬৩৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ **ﷺ** قَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ قَالَتْ أَصْبِرُ قَالَتْ فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا -

৬৩৩৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর আল কাওয়ারীরী (র) ... আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলাকে দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলা নবী করীম **ﷺ**-এর কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এই অবস্থায় আমি বিবস্ত্র হয়ে পড়ি। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, যে ধৈর্যধারণ করবে তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে নিরাময় করে দেন। তখন সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আমি যে সে অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে পড়ি! কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি বিবস্ত্র না হই। তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।

১০- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ

১৫. পরিচ্ছেদ : জুলুম করা হারাম

৬৩৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيَّ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرِكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ - قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثًّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ -

حَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمَّهُمَا حَدِيثًا -

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بَشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ -

৬৩৩৮. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন বাহরাম দারিমী (র) আবু যার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যা তিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন, (অর্থাৎ হাদীছে কুদসী) ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম সাব্যস্ত করছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে আহাৰ্য চাও, আমি তোমাদের আহাৰ্য দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন উলঙ্গ, আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গোনাহ করে থাক। আর আমিই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করার মত কিছুই খুঁজে পাবে না যা দিয়ে তোমরা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করার মত কোন কিছু খুঁজে পাবে না। যা দিয়ে করতে পারবে না, আমার উপকার করবে। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ব্যক্তি- হতে তোমাদের শেষ ব্যক্তি, তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মত হয়ে যাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম, তোমাদের শেষ, তোমাদের সকল মানুষ, সকল জ্বিন তোমাদের মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তার মত হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন যদি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে চায় আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশি ঘাটতি হবে না, (যদি আদৌ ঘাটতি হয়) যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু ঘাটতি হয়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় দান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে তা ব্যতীত অন্য কিছু (অকল্যাণ) পায়, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। সাঈদ (র) বলেন, আবু ইদরীস খাওলানী (র) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসতেন। আবু বকর ইবন ইসহাক (র) ... সাঈদ ইবন আবদুল আযীয (র) এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে মারওয়ান (র) তাদের মধ্যে অধিক পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক (র) বলেন, বিশ্র (র)-এর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন এবং মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া বলেছেন, আমাদের কাছে আবু মুসহির হাদীছ বর্ণনা করেছেন এই হাদীসটি পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন।

৬৩৩৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنِّي حَرَمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَتَمُّ مِنْ هَذَا -

৬৩৩৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাঁর বরকতময় মহিমাম্বিত পরওয়ারদিগার (থেকে হাদীছে কুদসী রূপে) বর্ণনা করেন, আমি আমার নিজের উপর ও বান্দাদের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরকে যুলুম করো না। এরপর রাবী হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু ইদরীস (র) বর্ণিত যে হাদীস আমরা বিবৃত করেছি তা এর চাইতে পূর্ণাঙ্গ।

৬৩৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ -

৬৩৮০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা জুলুমকে ভয় কর (জুলুম করা থেকে আত্মরক্ষা কর)। কেননা কিয়ামত দিবসে জুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা চরম লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তাই তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্ধৃত্ত করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে।

৬৩৮১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮১. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জুলুম কিয়ামত দিবসে বেশি অন্ধকারে পরিণত হবে।

৬৩৮২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... সালিমের পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করে না এবং তাকে দুশমনের হাতে সোপর্দও করে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।

৬৩৮৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ

وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنَيْتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ -

৬৩৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাবপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত দরিদ্র, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, এর রক্ত ঝরিয়েছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৬৩৪৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ -

৬৩৪৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরীর নিকট থেকে শিং বিহীন বকরীর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

৬৩৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْأَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ -

৬৩৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দেন। এরপর তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, “এভাবেই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও -যখন কোন জালিম জনপদবাসীকে তিনি পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তার পাকড়াও অত্যন্ত মর্মান্তিক, কঠোর।”

১৬. بَابُ نَصْرِ الْأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

১৬. পরিচ্ছেদ : (দীনী) ভাই জালিম হোক কিংবা মাজলুম তাকে সাহায্য করা

৬৩৪৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ يَا مُهَاجِرُونَ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارُ يَا لِلْأَنْصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا دَعَايَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا لَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ فَلَابَأْسَ وَلَيَنْصُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلَيَنْصُرَهُ -

৬৩৪৬. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি কিশোর একটি আনসার ও একটি মুহাজির কিশোর মারামারি করছিল। তখন মুহাজির কিশোর এ বলে ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! এবং আনসারী কিশোরও ডাকল হে আনসারগণ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন : এ কী ব্যাপার, জাহিলি যুগের লোকদের মত হাঁক-ডাক করছ? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! না, দু'টি কিশোর ঝগড়া করেছে। তাদের একজন অপরজনের নিতম্বে আঘাত করেছে। তখন তিনি বললেন : (ঠিক আছে) অসুবিধা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত (তবে) তার ভাইয়ের সাহায্য করা, সে জালিম হোক কিংবা মাজলুম। যদি সে জালিম হয় তাহলে তাকে (জুলুম থেকে) বিরত রাখবে। এই হচ্ছে তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে মাজলুম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে।

৬৩৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَابَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَنَرَنَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ دَعْنِي لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ -

৬৩৪৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, আহমাদ ইব্ন আবাদা দাব্বিয়্য ও ইব্ন আবু উমর (র) ... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন যে, আমরা (র) জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তখন একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করল। সে সময় আনসারী চীৎকার করে বলল, হে আনসারীরা! আর মুহাজির ব্যক্তি ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কী ব্যাপার! জাহিলি যুগের মত হাঁক-ডাক কেন? তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মুহাজির একজন আনসারীকে পাছায় আঘাত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা এসব (এরূপ কথাবার্তা) ছেড়ে দাও। কেননা, এ-তো দুর্গন্ধময়ী (ন্যাক্কারজনক)। এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ঘটনাটি শুনে বলল, তারা কি এরূপ কাণ্ড ঘটিয়েছে? আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার প্রবলরা (দেশীর) অবশ্যই দুর্বলকে (বিদেশীদের) বহিস্কৃত করে দেবে। উমর (রা) বললেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ!) আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন তিনি বললেন, এটা ছেড়ে দাও, যাতে লোকেরা বলাবলি না করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবীদের কতল করেন।

৬৩৪৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ الْقَوْدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ ابْنُ مَنصُورٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا -

৬৩৪৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে পাছায় থাপ্পড় মেরেছিল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর কাছে প্রতিশোধ চাইল। তখন নবী ﷺ বললেন : এটা ছেড়ে দাও। কেননা, এ-তো নোংরা কাজ। আমর সূত্রের হাদীসে ইব্ন মানসূর (র) বলেছেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে 'ওনেছেন'।

১৭. بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاظُدِهِمْ

১৭. পরিচ্ছেদ : মু'মিনদের পারস্পরিক দয়াদ্রুতা সহমর্মিতা ও সহযোগিতা

৬৩৪৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

৬৩৪৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু আমির আশআরী, আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা (র) ... আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন (ব্যক্তিগণ) ইমারত সদৃশ, যার এক অংশ আরেক অংশকে (এক ইঁট অন্য ইঁটিকে) ময়বৃত করে।

৬৩৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى -

৬৩৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রুতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।

৬৩৫১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৬৩৫১. ইসহাক হানযালী (র)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى -

অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার

১১৭

৬৩৫২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনরা একজন ব্যক্তির ন্যায়। যখন তার মাথা অসুস্থ হয় তখন সমগ্র দেহই তাপ ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৬৩৫৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

৬৩৫৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমস্ত মুসলমান একজন ব্যক্তির মত। যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তার সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তাহলে তার সমগ্র শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৬৩৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৬৩৫৪. ইবন নুমায়র (র) .. নু'মান ইবন বাশীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮. بَابُ النُّهْيِ عَنِ السُّبَابِ

১৮. পরিচ্ছেদ : গালি-গালাজ নিষিদ্ধ হওয়া

৬৩৫৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَاقَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَالٌ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ -

৬৩৫৫. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'ব্যক্তি যখন গালি-গালাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের উভয়ের গোনাহ তার উপরই বর্তাবে যে প্রথমে শুরু করেছে; যতক্ষণ না মাজলুম সীমালংঘন করে।

১৯. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُّعِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ক্ষমা ও বিনয় পসন্দনীয়

৬৩৫৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ -

৬৩৫৬. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাদাকা করলে সম্পদের ঘাটতি করে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।

২০. بَابُ تَحْرِيمِ الْغَيْبَةِ

২০. পরিচ্ছেদ : গীবত করা হারাম

৬৩৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتُهُ -

৬৩৫৭. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাই-এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই-এর মধ্যে থেকে, থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।

২১. بَابُ بَشَارَةِ مَنْ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يُسْتَرَّ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন আখিরাতেও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার সু-সংবাদ

৬৩৫৮. حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৫৮. উমাইয়া ইবন বিস্তাম আয়শী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছেন, কিয়ামাত দিবসেও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

৬৩৫৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৫৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যদি অপর কারো দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি কিয়ামত দিবসে গোপন রাখবেন।

২২. بَابُ مُدَارَاةٍ مَنْ يَتَّقَى فُحْشَهُ

২২. পরিচ্ছেদ : কারো দুরাচরণের ভয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন

৬৩৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِرِزْهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُذْنُوا لَهُ فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلٌ الْعَشِيرَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْآنَ لَهُ الْقَوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لَهُ الَّذِي قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ -

৬৩৬০. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন : তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। সে তো সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তি (অথবা বললেন,) তার গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক। সে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করল তখন তিনি তার সংগে নম্র ভাষায় কথা বললেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো তার সম্বন্ধে যা বলার বললেন। এরপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললেন? তিনি বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের বলে গণ্য হবে, যাকে লোকজন তার দুর্য্যবহারের জন্য পরিত্যাগ করে।

৬৩৬১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ -

৬৩৬১. মুহাম্মাদ ইবন রাফি ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন মুন্কাদির থেকে এই সনদে এ মর্মে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ' (গোত্রের মন্দ সদস্য এবং সমাজের নিকৃষ্ট লোক) বলেছেন।

২৩. بَابُ فَضْلِ الرَّفْقِ

২৩. পরিচ্ছেদ : নম্র ব্যবহারের ফযীলত

৬৩৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ -

৬৩৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৬৩৬২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْنَحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْنَحُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ -

৬৩৬৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) অন্য সনদে যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৬৩৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ -

৬৩৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নম্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। কিংবা বলেছেন, যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হবে সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

৬৩৬৪. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ (يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَأْسَوَاهُ -

৬৩৬৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া তুজায়বী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তা দান করেন না। (অথবা নম্রতা এমন কিছু অর্জন করা যায় যা ককর্ষতা দিয়ে করা যায় না।)

৬৩৬৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُقْدَامِ (وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ -

৬৩৬৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয আশ্বরী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যেকোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।

৬৩৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْمُقْدَامَ بْنَ شُرَيْحٍ بْنَ هَانِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ رَكِبْتُ عَائِشَةَ بَعِيرًا فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلْتُ تُرِدُّهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৩৬৭. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... শু'বা মিকদাম ইব্ন শুরায়হ্ ইব্ন হানী (র)-কে এই সনদে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন, আয়েশা (রা) একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। উটটি ছিল কঠোর স্বভাবের। তাই তিনি তাকে শক্তভাবে ফিরাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমার উচিত নম্র ব্যবহার করা। পরবর্তী অংশ রাবী উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২৪. بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا

২৪. পরিচ্ছেদ : চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদিকে লা'নত করা নিষিদ্ধ

৬৩৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجَرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْزِضُ لَهَا أَحَدٌ -

৬৩৬৮. আবু বকর আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক আনসারী মহিলা একটি উষ্ট্রের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। তিনি (তার আচরণে) বিরক্ত হয়ে তার উপর লা'নত করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর উপরে যা আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও। কেননা, সে তো অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। ইমরান (রা) বলেন, আমি যেন সেই উষ্ট্রটি এখনও দেখছি, যে মানুষের মাঝে হাঁটছে; অথচ কেউ তাকে বিরক্ত করছে না।

৬৩৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرَقَاءَ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ -

৬৩৭৩. حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ بِأَنْجَادٍ (بِأَجَادٍ) مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا خَادِمَهُ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ فَقَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَشُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৭৩. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)... য়াদ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান উম্মু দারদা (রা)-এর কাছে তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু গৃহ সজ্জার সামগ্রী পাঠালেন। রাতে আবদুল মালিক নিদ্রা থেকে জেগে তার খাদিমকে ডাকলেন। সে তার কাছে আসতে দেরী করে ফেলল। এতে তিনি তাকে লা'নত করলেন। সকাল হলে উম্মু দারদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি গুনলাম যখন আপনি রাতে আপনার খাদিমকে ডেকেছিলেন তখন তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, আমি আবু দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না।

৬৩৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التِّيمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ -

৬৩৭৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু গাস্‌সান মিসমাঈ ও আসিম ইবন নাযর তায়মী ইসহাক ইবন ইবরাহীম য়াদ ইবন আসলাম (র) থেকে এই সনদে হাফস ইবন মায়সারা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৭৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

৬৩৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لِعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً -

৬৩৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ ও ইবন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহকে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি মুশরিকদের জন্যে বদ্‌দু'আ করুন। তিনি বললেন : আমি তো লা'নতকারী রূপে প্রেরিত হইনি; আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।

২৫. بَابُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةٌ وَأَجْرًا وَرَحْمَةٌ

২৫. পরিচ্ছেদ : যাদের উপর নবী ﷺ লা'নত করেছেন, তিরস্কার করেছেন অথবা বদ দু'আ করেছেন; অথচ তারা এর যোগ্য নয়, তাদের জন্য তা পবিত্রতা, পুরস্কার ও রহমত স্বরূপ

৬৩৭৭. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ أَوْ مَا عَلِمْتَ مَا شَارِطْتَ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا -

৬৩৭৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তারা তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করল। তা কী ছিল, আমি জানি না। তারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তিনি তাদের দু'জনকে লা'নত করলেন এবং তিরস্কার করলেন। যখন তারা বের হয়ে গেল আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! যারা আপনার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করল। তারা তো করল, কিন্তু এরা দু'জনে তো তা পেল না। তিনি বললেন : সে কী ব্যাপার! তিনি (আয়েশা-রা) বললেন, আপনি তো তাদের লা'নত দিয়েছেন এবং তিরস্কার করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি জান না, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে আমার কী শর্তাশর্তি হয়েছে? আমি বলেছি : “হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। আমি কোন মুসলমানকে লা'নত করলে কিংবা তিরস্কার করলে তা তুমি তার জন্য পবিত্রতা ও প্রতিদান বানিয়ে দিও।”

৬৩৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عِيسَى فَخَلَوَاهُ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَآخَرَجَهُمَا -

৬৩৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব, আলী ইবন হুজর সা'দী, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসা (র) বর্ণিত হাদীসে রাবী বলেন, এরপর তারা (দু'জন) তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হল, তখন তিনি তাদের উভয়কে তিরস্কার করলেন এবং তাদের লা'নত দিয়ে বের করে দিলেন।

৬৩৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً -

৬৩৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “হে আল্লাহ! আমিও তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মুসলমানকে গালি দিলে কিংবা তাকে লা'নত করলে অথবা তাকে চাবুক মারলে তখন তুমি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দিও।”

৬৩৮০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ فِيهِ زَكَاةٌ وَأَجْرًا -

৬৩৮০. ইব্ন নুমায়র (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার হাদীসে (‘رَحْمَةً’-এর স্থলে) ‘زَكَاةٌ وَأَجْرًا’ উল্লেখিত রয়েছে।

৬৩৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عِيسَى اجْعَلْ وَأَجْرًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ رَحْمَةً فِي حَدِيثِ جَابِرٍ -

৬৩৮১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আ'মশ (র) থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইসা (র) বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে رَحْمَةً ও اجْعَلْ এবং জাবির (রা)-এর হাদীসে اجْعَلْ ও اجْرًا আছে।

৬৩৮২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيَّتُهُ شَتَمْتُهُ لَعْنَتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হচ্ছি- (আশা করি) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিলে, গালি দিলে, লা'নত করলে, তাকে চাবুক লাগালে তা তার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও নৈকট্য বানিয়ে দিবেন, যার দ্বারা তাকে সে কিয়ামত দিবসে আপনার নৈকট্য প্রদান করবেন।

৬৩৮৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ جَلَدَهُ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هِيَ جَلَدْتُهُ -

৬৩৮৩. ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু যিনাদ (র) এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এইটুকু যে, তিনি বলেছেন, ‘أَوْ جَلَدَهُ’ (কিংবা আমি চাবুক মেরেছি) আবু যিনাদ (র) বলেন, এই শব্দটি আবু হুরায়রা (রা)-এর বিভিন্ন উচ্চারণ। আসলে এটি ‘جَلَدْتُهُ’ এর একটি উপভাষ্য।

৬৩৮৪. ৬৩৮৪- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৬৩৮৪. সুলায়মান ইবন মা'বাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৩৮৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى
النَّضْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ
بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَايُّمًا مُؤْمِنٍ
أَذِيَّتُهُ أَوْ سَبَبَتْهُ أَوْ جَلَدَتْهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) নাসরিদের আযাদকৃত গোলাম সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ তো একজন মানুষ। তিনি রাগান্বিত হন যেভাবে একজন মানুষ রাগান্বিত হয়। আর আমি আপনার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি, (আমার আশা) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। সুতরাং কোন মু'মিনকে আমি কষ্ট দিলে কিংবা তাকে গালি দিলে অথবা তাকে কোড়া লাগালে তা আপনি তার জন্য কাফ্ফারা ও নৈকট্য (লাভের ওসীলা) বানিয়ে দিন; যার দ্বারা কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য দান করবেন।

৬৩৮৬- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ
فَايُّمًا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَبَبَتْهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৬. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, “হে আল্লাহ! আমি কোন ঈমানদার বান্দাকে তিরস্কার করলে তুমি তা তার জন্য কিয়ামত দিবসে তোমার নৈকট্য (লাভের মাধ্যম) বানিয়ে দিও।”

৬৩৮৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَايُّمًا
مُؤْمِنٍ سَبَبَتْهُ أَوْ جَلَدَتْهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৩৮৭. যুহায়র ইবন হার্ব ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি, (আমার আশা ও বিশ্বাস যে,) আপনি কখনো তার বিপরীত করবেন না। (এ মর্মে যে,) আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তিরস্কার করলে কিংবা চাবুক মারলে আপনি তার জন্য তা কিয়ামত দিবসে কাফ্ফারা বানিয়ে দিন।

৬৩৮৮- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا *

حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৩৮৮. হুরুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমি তো একজন মানুষ। আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে শর্ত (প্রতিশ্রুতি)বদ্ধ হয়েছি যে, কোন মুসলমান বান্দাকে আমি ভৎসনা করলে কিংবা তিরস্কার করলে তা যেন তার জন্য পবিত্রতা ও প্রতিদান (হিসাবে গণ্য) হয়।

৬৩৮৯- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ (وَاللَّفْظُ لَزْهَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَتِيمَةَ فَقَالَ أَنْتِ هِيَ لَقَدْ كَبُرْتَ لأكْبَرِ سِنَّكَ فَرَجَعْتَ الْيَتِيمَةَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَالِكِ يَا بَنِيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي فَالآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا أَوْ قَالَتْ قَرْنِي فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَفْجِلَةً تَلُوْتُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِكِ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَدْعَوْتُ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمْتُ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا وَلَا يَكْبَرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرَطِي عَلَى رَبِّي إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ أَبُو مَعْنٍ يَتِيمَةٌ بِالتَّصْغِيرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْحَدِيثِ -

৬৩৮৯. যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু মা'আন রাকাসী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়মের কাছে একটি ইয়াতীম বালিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে

বললেন : এই মেয়ে, তুমি তো বেশ বড় হয়েছ; তবে (আমার বয়স বড় না হোক) তুমি দীর্ঘজীবী না হও। তখন ইয়াতীম বালিকাটি উম্মু সুলায়মের কাছে ফিরে গেল। তখন উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, তোমার কী হয়েছে? ওহে আমার পিচ্চি মিষ্টি মেয়ে! মেয়েটি বলল, নবী ﷺ আমাকে বদ্ দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেন : আমার বয়স যেন বড় না হয় (আমি দীর্ঘজীবী না হই)। সুতরাং এখন থেকে আমি আর বয়সে বড় হব না। অথবা সে 'سِنِي' এর স্থলে 'قَرْنِي' (আমার চুল) বলেছিল। একথা শুনে উম্মু সুলায়ম (রা) তাড়াতাড়ি ওড়না পরে বেরিয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁকে (লক্ষ্য করে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কী ব্যাপার, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি কি আমার ইয়াতীম বালিকাটিকে বদ্ দু'আ করেছেন? তিনি বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! তা কি? (কিসের বদ্ দু'আ?) উম্মু সুলায়ম বললেন, সে তো বলছে যে, আপনি তাকে বদ্ দু'আ করেছেন যেন তার বয়স না বাড়ে কিংবা তার চুল বৃদ্ধি না পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকী হাসি দিয়ে বললেন : হে উম্মু সুলায়ম! তুমি কি জাননা যে, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে এই মর্মে আমি শর্ত (প্রতিশ্রুতি)বদ্ধ হয়েছি এবং আমি বলেছি যে, আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যাতে সন্তুষ্ট হয় আমিও তাতে সন্তুষ্ট হই। আমিও অসন্তুষ্ট হই যে ভাবে মানুষ রাগান্বিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমি আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তিকে বদ্ দু'আ করলে সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহলে তা তার জন্য পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন, যা তাকে কিয়ামত দিবসে সে আপনার নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। আবু মাআন (র) উল্লেখিত তার হাদীসে তিন জায়গায় ('يَتِيْمَةٌ' -এর স্থলে) 'يَتِيْمَةٌ' (তাসগীর রূপে উল্লেখ করেছেন, (যার অর্থ ছোট ইয়াতীম বালিকা)।

৬৩৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ فَجَاءَ فَحَطَّائِي حَطَاءً وَقَالَ اذْهَبْ وَأَدْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ قَالَ لِي اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لَا أَشْبَعُ اللَّهُ بَطْنَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قُلْتُ لِأُمِّيَّةَ مَا حَطَّائِي قَالَ فَقَدْنِي فَقَدَةٌ -

৬৩৯০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আনাযী ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বালকদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এলেন। সে সময় আমি একটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করলাম। তিনি বলেন : তিনি আমাকে (আদর করে) কাঁধে থাপ্পড় দিলেন এবং বললেন, যাও, মুআবিয়াকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, তিনি আহ্বার করছেন। (আমি ফিরে এল) তিনি বলেন, এরপর তিনি আমাকে আবার বললেন, যাও, মুআবিয়াকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন আমি তার কাছে গেলাম এবং (ফিরে এসে) বললাম, তিনি আহ্বার করছেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ যেন তার উদর পূর্তি না করেন। ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, আমি উম্মায়্যাকে বললাম, 'حَطَّائِي' -এর অর্থ কি? তিনি বললেন, 'فَقَدْنِي فَقَدَةٌ' অর্থাৎ তিনি আমাকে (আদর করে) কাঁধে চাপড় দিলেন।

৬৩৯১. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْتَبَأْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৩৯১. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) ... আবু হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বালকদের সঙ্গে খেলছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এলেন। তখন আমি তাঁর থেকে আত্মগোপন করলাম। ... এরপর তিনি তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

২৬. بَابُ ذَمِّ نَبِيِّ الْوَجْهَيْنِ وَتَحْرِيمِ فِعْلِهِ

২৬. পরিচ্ছেদ : দ্বি-মুখী লোক ও তার কাজের নিন্দা প্রসঙ্গে

৬৩৯২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ -

৬৩৯২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ দুই মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে এই দলের কাছে এক চেহারায় আসে এবং অন্য দলের কাছে অন্য চেহারায় যায়।

৬৩৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ -

৬৩৯৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন জুরায়জ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : সর্বাপেক্ষা মন্দ মানুষ সে, যে দুই মুখ বিশিষ্ট, একদলের কাছে এক মুখী হয়ে আসে ও অন্য দলের কাছে আরেক মুখী হয়ে যায়।

৬৩৯৪. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ -

৬৩৯৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) অন্য সনদেও যুহায়র হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হিসেবে দুই চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পাবে; যে এই দলের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসবে, ঐ দলের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে যাবে।

২৭. بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : মিথ্যাবলা হারাম ও তার মুবাহ (বৈধ) হওয়া প্রসঙ্গে

৬৩৯৫. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبِ وَالْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا -

৬৩৯৫. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... হিজরতকারিগীদের মধ্যে নবী ﷺ-এর হাতে প্রথম বায়'ত গ্রহণকারী নারীদের অন্যতম উম্মু কুলসুম (রা) বিন্ত উকবা ইবন আবী মু'আয়ত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলছেন : সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করিয়ে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী (কূটনামী) করে।

ইবন শিহাব (র) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোন বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে আমি শুনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ-মীমাংসার জন্য এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কথা ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে।

৬৩৯৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَقَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا ثَلَاثَ بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ -

৬৩৯৬. আমর নাকিদ (র) ... মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন শিহাব (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সালিহ (র) বর্ণিত হাদীসে একটু পার্থক্য রয়েছে। তিনি (রাবী) বলেন, আর লোকেরা যা বলে তাতে তাঁর অন্য কিছু অনুমতি দানের কথা আমি শুনি। তিনটি ব্যতীত, যা ইবন শিহাব (র)-এর উক্তিরূপে ইউনুস (র) বর্ণনা করেছেন।

৬৩৯৭. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَنَمَى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৬৩৯৭. আমর নাকিদ (র) ... যুহরী (রা) থেকে এই সনদে তার উক্তি 'نَمَى خَيْرًا' (কল্যাণের খাতিরেই চোগলখুরী করে) পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এর পরের অংশ তিনি উল্লেখ করেননি।

২৮. بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

২৮. পরিচ্ছেদ : কূটনামী হারাম হওয়া

৬৩৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ لَا أَنْبِيَكُمْ مَا الْعَضَّةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا -

৬৩৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : সাবধান! আমি তোমাদের জানাচ্ছি আযহ (عَضَّة) কী? এ হচ্ছে কূটনামী (কুৎসা রটনা) করা, যাতে মানুষের মাঝে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদ ﷺ আরও বলেছেন : কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলতে বলতে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বলতে বলতে 'মিথ্যাবাদী' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

২৯. بَابُ قُبْحِ الْكِذْبِ وَحُسْنِ الصِّدْقِ وَفَضْلِهِ

২৯. পরিচ্ছেদ : মিথ্যার কদর্যতা এবং সত্যের সৌন্দর্য ও তার ফযীলত

৬৩৯৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ لِأَخْرَافٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا -

৬৩৯৯. যুহায়ব ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথ নির্দেশ দেয়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহর কাছে 'সত্যবাদী' রূপে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। কোন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে এমনকি আল্লাহর কাছে তার নাম মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬৪০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ فَجُورٌ وَإِنَّ

الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৪০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হান্নাদ ইবন সারিঙ্গ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্যবাদিতা তো নেকী; আর নেকী জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। কোন বান্দা সত্যের সাধনা করলে অবশেষে ‘সত্যবাদী’ হিসাবে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মিথ্যা পাপ এবং পাপ জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। আর কোন বান্দা মিথ্যায় লেগে থাকলে অবশেষে তার নাম ‘মিথ্যাবাদী’ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইবন আবু শায়বা (র) তার বর্ণিত হাদীসে ‘নবী ﷺ থেকে’ বলেছেন।

٦٤.١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَثِيرٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا -

৬৪০১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্য আঁকড়িয়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও সত্যের সাধনায় সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে সে ‘সত্যবাদী’রূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থাক! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ (নিশ্চিত জাহান্নামের) আগুনের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে এবং মিথ্যার খোঁজে সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহর কাছে ‘মিথ্যাবাদী’রূপে লিপিবদ্ধ হয়।

٦٤.٢- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ حَتَّى يُكْتَبَ اللَّهُ -

৬৪০২. মিনজাব ইবনুল হারিছ তামিমী (র) ... ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) ... আ‘মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ইসা (র)-এর হাদীসে يَتَحَرَّى الصِّدْقَ উল্লেখ করেননি। আর ইবন মুসহির (র) বর্ণিত হাদীসে অবশেষে ‘يَتَحَرَّى الْكَذِبَ’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

৩. - بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ

৩০. পরিচ্ছেদ : ক্রোধের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ফযীলত এবং কিসে ক্রোধ দূর হয় তার বর্ণনা

৬৪.৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الرِّقُوبَ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالرِّقُوبِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا قَالَ فَمَا تَعْدُونَ الصُّرْعَةَ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

৬৪০৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও উসমান ইব্ন আবী শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে 'সন্তানহীন' বলে গণ্য কর? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যার সন্তান হয় না তাকেই সন্তানহীন মনে করি। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি সন্তানহীন নয়, বরং সেই ব্যক্তিই সন্তানহীন, যে তার কোন সন্তানই আগে পাঠায়নি (অর্থাৎ যার জীবদ্দশায় তার সন্তান মৃত্যুবরণ করেনি)। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্যে কাকে পাহলোয়ান বলে গণ্য কর? আমরা বললাম, যাকে লোকেরা কুস্তিতে হারাতে পারে না। তিনি বললেন : তা নয়; বরং (প্রকৃত বীর সে-ই) যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৬৪.৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ -

৬৪০৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আমাশ (র) থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪.৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا كِلَاهُمَا قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

৬৪০৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়। প্রকৃত বীর সে-ই; যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৬৪.৬. حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ قَالُوا فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

৬৪০৬. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তিতে বিজয়ী হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তাহলে প্রকৃত বীর কে? তিনি বললেন : প্রকৃত বীর সে-ই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৬৪.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪০৭. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪.৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا عَرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ وَهَلْ تَرَى وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّجُلُ -

৬৪০৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা (র) ... সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এসে দু'ব্যক্তি ঝগড়া-ঝাটিতে প্রবৃত্ত হল। তখন তাদের একজনের দু'চোখ (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এমন একটি 'কালিমা' জানি, যা পাঠ করলে তার ক্রোধ দূর হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই)। (এ কথা শুনে) সে ব্যক্তি বলল, আপনি কি আমাকে পাগল দেখতে পাচ্ছেন? ইবনুল 'আলা (র) বলেন, 'সে' বলল, অর্থাৎ তিনি الرَّجُلُ শব্দটি বলেন নি।

৬৪.৯- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا عَرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَمَجْنُونًا تَرَانِي -

৬৪০৯. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) ... সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সামনে দু'ব্যক্তি বাকবিতণ্ডা করছিল। তাদের একজন ক্রোধান্বিত হল এবং তার চেহারা রাগে লাল হতে লাগল। তখন নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি এমন একটি কালিমা জানি যা পাঠ করলে তা (ক্রোধ) তার থেকে চলে যাবে। (আর তা হল) **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তখন যারা নবী ﷺ-এর কথা শুনেছেন, তাদের মধ্য থেকে একজন সেই ব্যক্তির দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কি জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাত্র কী বলেছেন? তিনি বলেছেন : অবশ্যই আমি এমন একটি কালিমা জানি, তা যদি সে পাঠ করে তাহলে তার থেকে তা (গোস্তা) চলে যাবে। (আর তা হল) এই- **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** (“আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই”)। তখন সে ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি কি আমাকে পাগল মনে করছ?

৬৪১০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৪১০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১. بَابُ خَلْقِ الْإِنْسَانِ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ

৩১. পরিচ্ছেদ : মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না

৬৪১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ ابْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَأَاهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ -

৬৪১১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতে আদম (আ)-এর আকৃতি সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাকে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা (মা শাআল্লাহ) ফেলে রেখে দিলেন। আর ইবলীস তার চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করতে এবং দেখতে লাগল যে, জিনিসটি কি? সে যখন দেখতে পেল, তার ভেতরটা শূন্য তখন বুঝল যে, (আল্লাহ) তাকে এমন এক মাখলুক রূপে সৃষ্টি করেছেন, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।

৬৪১২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৪১২. আবু বকর ইব্ন নাবি' (র) ... হাম্মাদ (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩২. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

৩২. পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে মারার নিষেধাজ্ঞা

৬৪১৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَمْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

৬৪১৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার (মানুষ) ভাই এর সঙ্গে মারামারি করে তখন সে যেন তার চেহারা থেকে বেঁচে থাকে (চেহারায় না মারে)।

৬৪১৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ -

৬৪১৪. আমর নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু যিনাদ (র) থেকে এই সনদে (অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। আর তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাউকে মারে ...।

৬৪১৫. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ -

৬৪১৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার (মানুষ) ভাইয়ের সাথে মারামারি করে তখন সে যেন চেহারা থেকে আত্মরক্ষা করে (চেহারায় আঘাত না করে)।

৬৪১৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ -

৬৪১৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয আন্বারী (র) .. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইয়ের সাথে মারামারি করে তাহলে সে যেন তার মুখমণ্ডলে চড়-থাপ্পর না মারে।

৬৪১৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ -

৬৪১৭. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর ইব্ন হাতিম বর্ণিত হাদীসে আছে নবী ﷺ থেকে তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার (মানব) ভাইকে প্রহার করে সে যেন তার চেহারা আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৬৪১৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ الْمَرَاعِي (وَهُوَ أَبُو أَيُّوبَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার

১৩৭

৬৪১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইকে প্রহার করে, সে যেন তার চেহারা থেকে বেঁচে থাকে।

২২. بَابُ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোকদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয় তার জন্য কঠোর সতর্কবাণী

৬৪১৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ حِزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنْاسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُؤُسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

৬৪১৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি একবার সিরিয়ায় কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সূর্য তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাদের মাথার উপর গরম তেল ঢালা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, এ কী ব্যাপার? তাকে বলা হল যে, খাজনার জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব লোককে শাস্তি দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে (না হক) শাস্তি দেয়।

৬৪২০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ حِزَامٍ عَلَى أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ قَالُوا حُبِسُوا فِي الْجَزْيَةِ فَقَالَ هِشَامُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا.

৬৪২০. আবু কুরায়ব (র) ... হিশাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিয়াম (র) সিরিয়ায় একদল কৃষকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের তীব্র রৌদ্রতাপে দাঁড় করানো হয়েছিল। তিনি বললেন, এদের কী হয়েছে? তারা বলল, জিয়ার জন্য এদের পাকড়াও করা হয়েছে। তখন হিশাম (র) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দেবেন যারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে শাস্তি দেয়।

৬৪২১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَأَمِيرٌ هُمْ يَوْمئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ جَرِيرٍ سَعْدٍ عَلَى فِلِسْطِينَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا.

৬৪২১. আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... হিশাম (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি জারীর বর্ণিত হাদীসে এইটুকু অধিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সে সময় ফিলিস্তীনে তাদের প্রশাসক (গভর্নর) ছিলেন উমায়র ইব্ন সা'দ। তিনি তাঁর কাছে যান এবং তার সংগে কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি (শাসনকর্তা) তাদের ছেড়ে আদেশ নির্দেশ দিলে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

৬৪২২- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمَصٍ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبْطِ فِي آدَاءِ الْجَزِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا -

৬৪২২. আবু তাহির (র) ... হিশাম ইবন হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হিমস এলাকার আমীরকে দেখতে পান যে, তিনি জিয্যা আদায়ের জন্য কিছু লোককে রৌদ্রতাপে শাস্তি দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, এ কী? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেসব লোককে শাস্তি দেবেন, যারা দুনিয়াতে মনুষ্যকে (না হক) শাস্তি দেয়।

২৪- بَابُ أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سَوْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يَمْسَكَ بِنِصَالِهَا

৩৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোন লোক সমাবেশে অস্ত্রসহ প্রবেশ করে তাকে তার (তীরের) ফলক ধরে রাখার আদেশ

৬৪২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا -

৬৪২৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একব্যক্তি তীরসহ মসজিদে হাঁটছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এর ফলক (ধারাল অংশ) ধরে রাখ।

১/৬৪২৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نِصُولَهَا فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصُولِهَا كَيْ لَا يَخْذِشَ مُسْلِمًا -

৬৪২৩/১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু রাবী' (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিছু তীর নিয়ে মসজিদে এসেছিল। সে এগুলোর ধারালো দিক বের করে রেখেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধারালো দিক আঁকড়ে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, যাতে কোন মুসলমানকে আঘাত না করে বসে।

৬৪২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا -

৬৪২৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তীরসহ মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এর ফলকগুলো (ধারালো দিকটা) আঁকড়ে ধরে রেখো।

৬৪২৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ أَخِذٌ بِنُصُولِهَا وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ كَانَ يَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ -

৬৪২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে তীর দান করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এর (ধারালো দিকটা) আগলে রেখে চলার নির্দেশ দেন। ইবন রুমহ (র) (يتصدق) বলেছেন।

৬৪২৬. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سَوْقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وَجْهِهِ بَعْضٌ -

৬৪২৬. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তার হাতে বর্শা নিয়ে কোন মজলিসে কিংবা বাজারে চলাফেরা করে তাহলে সে যেন এর ফলক (ধারালো দিকটা) আগলে রাখে। এরপরও (আবার বলছি) যেন সে তার ধারালো দিকটা আগলে রাখে। আবারও বলছি যেন সে তার ধারালো দিকটা আগলে রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা একে অপরের উপর বর্শা তাক না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলাম না।

৬৪২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سَوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا -

৬৪২৭. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন সাথে বর্শা নিয়ে আমাদের মসজিদে আসে কিংবা আমাদের বাজারে গমন করে সে যেন এর ফলক (ধারালো দিকটা) নিজের হাতের তালু দ্বারা আগলে রাখে। নতুবা তা দ্বারা কোন মুসলমানের (দেহে) আঘাত লাগতে পারে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন তার ফলক (ধারালো অংশ) নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৩৫. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسَّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ

৩৫. পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা করা নিষিদ্ধ

৬৪২৮. حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ عُمَرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ -

৬৪২৮. আমরা নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাই-এর প্রতি (লৌহ নির্মিত) অস্ত্র উত্তোলন করে সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে লা'নত করতে থাকে, যদিও তার সহোদর ভাই হয়।

৬৪২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

৬৪২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৩০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ -

৬৪৩০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) বলেন, এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তরবারি উঁচিয়ে তার ভাই এর প্রতি ইশারা না করে। কেননা, তোমাদের কেউ জানে না, শয়তান তার হাত নিয়ে টানাটানি করবে এবং সে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে।

৩৬. بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার ফযীলত

৬৪৩১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنًا شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ -

৬৪৩১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন সে রাস্তার উপর একটি কাঁটায়ুক্ত গাছের ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই ভাল কাজটি পছন্দ করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

৬৪৩২. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَنْحِينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَأَيُودِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ -

৬৪৩২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি হেঁটে চলার সময় রাস্তার উপরে একটি গাছের শাখা দেখে বলে, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের (যাতায়াতের পথ) থেকে এটা সরিয়ে ফেলব, যাতে তা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

৬৪৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُوذِي النَّاسَ -

৬৪৩৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে ঘরে বেড়াতে (আনন্দ উপভোগ করতে) দেখেছি। একটি গাছের কারণে যেটি সে রাস্তার উপর থেকে কেটে অপসারণ করেছিল, যেটি লোকদের কষ্ট দিত।

৬৪৩৪. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ شَجَرَةً كَأَنَّهُ تُوذِي الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا أَبِي فَدَخَلَ الْجَنَّةَ -

৬৪৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি গাছ মুসলমানদের (রাস্তায় চলাচল করার সময়) কষ্ট দিত। এক ব্যক্তি এসে সেটি কেটে ফেলে। এর কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

৬৪৩৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَاظِعِ حَدَّثَنِي أَبُو بَرَزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ أَعْزِلِ الْأَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ -

৬৪৩৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু বারযাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যার দ্বারা উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন : মুসলমানদের যাতায়াতের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে।

৬৪২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ حَبَابٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ
بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى عَنْ أَبِي
أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَرَوَدَّنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْعَلْ كَذَا أَفْعَلْ
كَذَا أَبُو بَكْرٍ نَسِيَهُ وَأَمَرَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ -

৬৪৩৬. ইয়াহইয়াহ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু বারযাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানি না, হয়ত আপনি চলে যাবেন। আর আমি বেঁচে
থাকব। কাজেই আমাকে এমন কিছু পাথেয় দিয়ে যান যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ
বললেন : এটি করবে, এটি করবে। আবু বকর (র) তা বিস্মৃত হয়ে গেছেন এবং রাস্তা থেকে
কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলবে।

৩৭. بَابُ تَحْرِيمِ تَغْذِيبِ الْهَرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِي

৩৭. পরিচ্ছেদ : বিড়াল ও এরূপ জন্তু যা মানুষকে কষ্ট দেয় না, তাদের শাস্তি দেওয়া হারাম

৬৪২৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ (يَعْنِي ابْنَ
أَسْمَاءَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ
فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَأَهِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ
الْأَرْضِ -

৬৪৩৭. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা ইবন উবায়দ দুবায়্য (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে এক স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া
হয়। এই বিড়ালটি সে বেঁধে রাখে। অবশেষে সেটি মারা যায়। এরপর সে (স্ত্রীলোকটি) জাহান্নামে প্রবেশ করে।
সে যে (বিড়ালটিকে) বন্দী অবস্থায় খাবারও দেয়নি, পানিও পান করায়নি, এমনকি তাকে ছেড়েও দেয়নি যে,
ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেয়ে সে বাঁচবার সুযোগ পায়।

৬৪২৮. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْنٍ بْنِ
عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ جُوَيْرِيَّةَ -

وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ أَوْثَقْتُهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدْعُهَا
تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ -

৬৪৩৮. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন খালিদ (র) ... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে জুওয়ায়রিয়া বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের জন্য আযাব দেওয়া হয়। সে এটিকে বেঁধে রাখে এবং এটিকে খাবারও দেয়নি এবং পানিও পান করায়নি; এমনকি ভূ-পৃষ্ঠের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ছেড়েও দেয়নি।

৬৪৩৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪৩৯. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَاءِ هِرَّةٍ لَهَا أَوْ هِرٍّ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرْمِمُ (تُرْمِرُ) مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزُلًا -

৬৪৪০. ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইব্ন মুনাবি (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের এসব হাদীস শুনিয়েছেন। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার দরুণ জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে এটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখে এবং বন্দী দশায় সে এটিকে খাবার দেয়নি, পানীয় দেয়নি এবং তাকে বন্ধনমুক্ত করে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুৎপিপাসায় (কাতর হয়ে) মারা যায়।

২৮. بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : অহংকার করা হারাম

৬৪৪১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَغَرِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يَنْزِعُنِي عَذْبَتُهُ -

৬৪৪১. আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আযদী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়্যত-সম্মান তাঁর (আল্লাহর) ভূষণ এবং অহংকার তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এই যাপারে আমার (অর্থাৎ আল্লাহর) সংগে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিব।

২৯. بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

৩৯. পরিচ্ছেদ : মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা নিষিদ্ধ

৬৪৪২. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ -

৬৪৪২. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : কে এমন (দুঃসাহসী ব্যক্তি) যে কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমল বরবাদ করে দিলাম। (কিংবা তিনি এরূপ কিছু বলেছেন।)

৪০. بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ

৪০. পরিচ্ছেদ : অসহায় ও অখ্যাত ব্যক্তিদের ফযীলত

৬৪৪৩. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ -

৬৪৪৩. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন অনেক আলুথালু কেশধারী মলিন চেহারার দরজা থেকে বিতাড়িত (নিগৃহীত অধঃপতিত) হয়েছে, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করে দেন (তার কসম রক্ষা করেন)।

৪১. بَابُ النَّهْيِ مِنْ قَوْلِ هَلْكَ النَّاسُ

৪১. পরিচ্ছেদ : 'মানুষ ধ্বংস হল' বলা নিষিদ্ধ

৬৪৪৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ قَالَ أَبُو اسْحَقَ لَا أَدْرِي أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ -

৬৪৪৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবনুল আ'লা ইবন আবদুর রহমান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি বলে, 'মানুষ ধ্বংস হল' তাহলে সেই তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্তদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি জানি না যে, তিনি 'أَهْلَكُهُمْ' (সেই তাদের ধ্বংস করল) বলেছেন, না 'أَهْلَكُهُمْ' (তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত) বলেছেন?

৬৪৪৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بْنُ مِثْلِهِ -

৬৪৪৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... সুহায়ল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৪. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ

৪২. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে জোরদারের নির্দেশ এবং তার প্রতি সদ্যবহার প্রসংগ

৬৪৪৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كُلُّهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (كَالْلَفْظِ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ (عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِجَازَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لِيُورَثَنَّهُ -

৬৪৪৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবন রুমহ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী (-র অধিকার) সম্পর্কে এমনভাবে জোর দিয়ে নির্দেশ দেন যে, আমি ধারণা করছিলাম তিনি সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

৬৪৪৭. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪৪৭. আমর নাকিদ (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৪৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ -

৬৪৪৮. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এমনভাবে জোরদার নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, আমি ধারণা করছিলাম তিনি সম্ভবত তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।

৬৪৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأِسْحَقُ بْنُ إِظْرَاطِهِمْ (وَاللَّفْظُ لِأِسْحَقَ) قَالَ أَبُو كَامِلٍ دَثَرْنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَزُّ (عَبْدُ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دِمْرُزُ (الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ دَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ هَا. وَيَعْرِثْ هَهُذَا جِيرَانَكَ -

৬৪৪৯. আবু কামিল জাহদারী ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবু যার! যখন তুমি (তরকারী) রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি দিবে যাতে ঝোলের পরিমাণ অধিক হয় এবং তোমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

৬৪৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِيبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ -

৬৪৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে ওসীয়াত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, যখন তুমি ঝোল (তরকারী) রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশি করে দিবে। এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদের পরিজনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তা থেকে তাদের কিছু সৌজন্যমূলক পৌছিয়ে দিবে।

৪৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاةِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْإِقَاءِ

৪৩. পরিচ্ছেদ : সাক্ষাৎকালে হাসি মুখে থাকা মুস্তাহাব

৬৪৫১. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يَعْنِي الْخَزَّازَ) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ -

৬৪৫১. আবু গাস্‌সান মিসমাসি (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি (অপারগতায়) তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও।

৪৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

৪৪. পরিচ্ছেদ : যা হারাম (নিষিদ্ধ) নয় এমন বিষয়ে সুপারিশ করা মুস্তাহাব

৬৪৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ -

৬৪৫২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তাঁর মজলিসের লোকদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ কর, তাহলে সাওয়াব পাবে। আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখে এমন সমাধান দিয়ে দিবেন যা তিনি পছন্দ করেন।

৬৫. - بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَمُجَانَبَةِ قُرْنَاءِ السُّوءِ

৪৫. পরিচ্ছেদ : সৎ লোকের সাহচর্য পছন্দ করা এবং মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা

৬৪৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْسِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَيْسِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً -

৬৪৫৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহম্মদ ইবন আলা হামদানী ... আবু মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ভাল সাথী ও মন্দ সাথীর উপমা মিশ্কধারী (বিক্রেতা) ও হাঁপরে ফুঁৎকার দানকারীর (কামারের) মত। মিশ্কধারী (বিক্রেতা) হয়ত তোমাকে কিছু (সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে) অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছুটা খরিদ করবে কিংবা (অন্তত) তুমি তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুঁকদানকারীরা (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

৬৬. - بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

৪৬. পরিচ্ছেদ : কন্যা সন্তানের প্রতি সদাচরণের ফযীলত

৬৪৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَانَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ

فَخَرَجَتْ وَأَبْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

৬৪৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন বাহরাম ও আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক এল। তখন তার সংগে তার দুটি মেয়ে ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাইল। সে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পেল না। আমি সেই খেজুরটিই তাকে দিলাম। সে সেটি নিয়ে তা তার দু'মেয়েকে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে এবং দু'মেয়ে উঠে চলে গেল। এরপর নবী ﷺ আমার কাছে আসলে তাঁর কাছে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন পালনের পরীক্ষায় নিঃপতিত হয় আর তাদের সংগে সে সদাচরণ করে, তার জন্য এরা জাহান্নামের পর্দা হবে।

٦٤٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنْ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَيَّ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ -

৬৪৫৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানকে বহন করা অবস্থায় আমার কাছে এল। আমি তাদের তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে কন্যা দু'জনের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাওয়ার জন্য তার মুখে তুলল। তখন কন্যা দু'টি এই খেজুরটিও খেতে চাইল। তখন সে নিজে যে খেজুরটি খাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেটি তাদের দুইজনের মধ্যে ভাগ করে দিল। তার এ কাজ আমাকে অবাক করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা এই কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা (বললেন) তিনি তাকে এই কারণে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়েছেন।

٦٤٥٦- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضُمَّ أَصَابِعُهُ -

৬৪৫৬. আমর নাকিদ (র)...আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন (ভরণ-পোষণ) করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, (এই বলে) তিনি তাঁর হাতের আংগুলগুলো একত্র করলেন।

৬৮৫৭. - بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ

৪৭. পরিচ্ছেদ : সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর ফযীলত

৬৮৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

৬৮৫৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমান ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, কসম বাস্তবায়নের পরিমাণ ব্যতীত (অর্থাৎ জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুরসিরাতে পার হওয়ার পরিমাণ)।

৬৮৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

৬৮৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... যুহরী (র) থেকে মালিক (র)-এর সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে স্থলে ফিলজ স্থলে ফতমসেহে النار স্থলে আছে - (সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এমন হবে না, তবে কসম বাস্তবায়ন পরিমাণ ব্যতীত)।

৬৮৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ.

৬৮৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারী মহিলাদের লক্ষ্য করে বলেছেন : তোমাদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে সে যদি (সোওয়াব মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) ধৈর্যধারণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দু'জন হলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও।

৬৮৬০. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ زَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَاتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

৬৪৬০. আবু কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পুরুষ লোকেরাই আপনার হাদীসের ভাগীদার হল। সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের (নারী সমাজের) জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন আমরা আপনার কাছে সমবেত হব এবং আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন। তিনি বললেন : (বেশ তো,) অমুক অমুক দিন তোমরা একত্র হবে। তারা (নির্ধারিত দিনে) সমবেত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক তার জীবদশায় তিনটি সন্তান আগাম পাঠালে (অর্থাৎ তিনটি সন্তান মারা গেলে) তারা কিয়ামত দিবসে তার জন্য আগুন (জাহান্নাম) থেকে পর্দা হবে। তখন এক মহিলা বলল, আর দু'জন, দু'জন। দু'জন (হলে কি হুকুম)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, দু'জন (হলেও), দু'জন (হলেও), দু'জন (হলেও)।

৬৪৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَزَادَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ -

৬৪৬১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন ইসপাহানী (র) এই সনদে তার মর্মার্থের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাবে তারা আবদুর রহমান ইব্ন ইসপাহানী (র) থেকে এইটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হাযিমকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বলতে শুনেছেন, এমন তিনটি সন্তান যারা বয়োঃপ্রাপ্ত বালিগ হয়নি।

৬৪৬২. حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ قَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطِيبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوِيهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا أَخْذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهَى حَتَّى يَدْخُلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ - وَفِي رِوَايَةِ سُؤَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا تُطِيبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ -

৬৪৬২. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (রা) ... আবু হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বললাম, আমার দু'টি ছেলে মারা গিয়েছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরফ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবেন, যা দ্বারা আপনি আমাদের মৃতদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে

সান্ত্বনা দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য তাদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের 'প্রজাপতি'-তুল্য। তাদের কেউ কেউ তার পিতার সংগে মিলিত হবে, অথবা (তিনি বলেছেন পিতামাতার সংগে মিলিত হবে। এরপর তার পরিধানের বস্ত্র কিংবা হাত ধরবে, যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর বিরত হবে না (থামবে না), অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাকে তার বাপ-মা সহ জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। সুওয়ায়দ (র)-এর বর্ণনায় 'আবু সালীল আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,' উল্লেখ আছে।

উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ... তায়মী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছেন, যা দ্বারা আমাদের মৃতদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ....।

৬৪৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاثٍ) ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ احْتَظَرْتُ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِّهِ وَقَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ .

৬৪৬৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ...উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াছ অন্য সনদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক স্ত্রীলোক তার একটি পুত্র সন্তান নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া আল্লাহর নাবী! আপনি তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আমি তো তিনটি সন্তান দাফন করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি তিনটি সন্তান দাফন করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তো অবশ্যই জাহান্নাম থেকে একটি ময়বূত দেয়াল নির্মাণ করেছ। তাদের মধ্য থেকে উমর ইবন হাফস তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অবশিষ্টরা তাল্ক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা দাদার উল্লেখ করেননি।

৬৪৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَشْتَكِي وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ لَقَدْ احْتَظَرْتُ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ .

৬৪৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক তার একটি পুত্র সন্তান নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে অসুস্থ এবং তার ব্যাপারে আশংকা করছি। কেননা আমি তো তিনটি সন্তান দাফন করেছি। তিনি বললেন : তুমি জাহান্নাম থেকে একটি ময়বূত প্রাচীর নির্মাণ করেছ। যুহায়র (র) তাল্ক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি কুনিয়াত উল্লেখ করেননি।

৬৪৬৫. بَابُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَبَبَهُ إِلَى الْعِبَادِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে তাকে প্রিয় করে দেন

৬৪৬৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُوهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوَضَّعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ -

৬৪৬৫. যুহায়র ইবন হার্ব (র) .. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আ) তাকে ভালবাসেন। এরপর তিনি আসমানে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, সুতরাং আপনারাও তাকে ভালবাসুন। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন, এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা (কবুলিয়াত) স্থাপিত হয়, (সে মকবুল বান্দা হিসেবে গণ্য হয়)। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আ) তাকে অপছন্দ করেন। এরপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অমুককে অপছন্দ করেন। সুতরাং আপনারাও তাকে অপছন্দ করুন। তিনি বলেন, তখন তারা তাকে অপছন্দ করুক। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার প্রতি অপছন্দনীয়তা স্থাপিত হয়।

৬৪৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَّاورِدِيَّ) ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ (وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ) كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُغْضِ -

৬৪৬৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, সাঈদ ইবন আমর আশআছী ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লা (র)...সুহায়ল (রা) এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর হাদীসে الْبُغْضُ (অপছন্দ করার) বিষয়টির উল্লেখ নেই।

৬৪৬৭. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَالَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَقَالَ بِأَبِيكَ أَنْتَ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلٍ -

৬৪৬৭. আমর নাকিদ (র) সুহায়ল ইব্ন আবু সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতে (-র মাঠে) অবস্থান করছিলাম। তখন আমীরুল হাজ্জ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) এলেন। লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আব্বাজান! আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে ভালবাসেন। তিনি বলেন, সে কি? অর্থাৎ তুমি কিভাবে বুঝলে? আমি বললাম, এ কারণে যে, মানুষের অন্তরে তার ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমার বাবার কসম! আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর তিনি পূর্বে বর্ণিত সুহায়ল (রা) থেকে জারীর (র) সূত্রে হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৪৬৮. - بَابُ الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

৪৯. পরিচ্ছেদ : আত্মাসমূহ সম্মিলিত (বহুমাত্রিক) দল

৬৪৬৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ -

৬৪৬৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আত্মাসমূহ সম্মিলিত সেনাবাহিনী (তুল্য) (স্বভাবজাত সাদৃশ্যের সংগে সম্পৃক্ত)। এদের মধ্যে যারা পরস্পরের পরিচিত ছিল তারা (পৃথিবীতে) পরস্পরে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যারা (সেখানে) অপরিচিত ছিল তারা (এখানেও) মতভেদে লিপ্ত হয়।

৬৪৬৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ -

৬৪৬৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপমা হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। জাহিলী যুগে যারা উত্তম (সৎ গুণ সম্পন্ন) ছিলেন তারা ইসলামী যুগেও উত্তম (বলে বিবেচিত হবেন), যখন তারা ফিক্হ (দীনের) জ্ঞান সম্পন্ন হয়। (দীনের সম্বন্ধে হয়ে থাকেন)। আর আত্মাসমূহ সম্মিলিত বাহিনীতুল্য, (স্বভাবজাত কারণে পৃথক পৃথক)। (সেখানে) যে সব আত্মা পরস্পরে পরিচিত ছিল (দুনিয়াতে) সেগুলো সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ; আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা মতভেদপূর্ণ অপরিচিত।

৫. - بَابُ الْمَرْءِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

৫০. পরিচ্ছেদ : যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই (থাকবে)

৬৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ -

৬৪৭০. আবদুল্লাহ ইবন কা'নাব (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার (কিয়ামতের) জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন : তুমি তারই সংগী হবে যাকে তুমি ভালবাস।

৬৪৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ كَبِيرًا قَالَ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ * حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي -

৬৪৭১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ, যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও ইবন আবু উমর (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? তিনি বললেন : তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? তখন সে বিরাট কিছু উল্লেখ করলে না। তিনি বলেন, কিন্তু সে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি তার সংগেই (উঠবে) যাকে তুমি ভালবাস।

মুহাম্মাদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। এরপর তার অনুরূপ (বর্ণিত)। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু পার্থক্য রয়েছে : বেদুঈনটি বলল, আমি কিয়ামতের জন্য বড় ধরনের কিছু (সম্বল) যোগাড় করিনি, যার উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি।

৬৪৭২. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعَدَدْتَ لِلْسَّاعَةِ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ

الْإِسْلَامَ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ -

৬৪৭২. আবু রাবী' আতাকী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার সংগে উঠবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরে কোন কিছুতে আমরা এত বেশি খুশি হইনি যতটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী—“তুমি তার সংগেই (থাকবে) যাকে তুমি ভালবাস” দ্বারা আনন্দ লাভ করেছি। আনাস (রা) বলেন, আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে ভালবাসি। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামত দিবসে আমি তাদের সংগে থাকব, যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে পারিনি।

৬৪৭৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَسٍ فَأَنَا أَحِبُّ وَمَا بَعْدَهُ -

৬৪৭৩. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ গুবারী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তবে তিনি (জা'ফর ইবন সুলায়মান (র)) আনাসের উক্তি “আমি ভালবাসি এবং তার পরবর্তী অংশ” উল্লেখ করেননি।

৬৪৭৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ
اللَّهِ ﷺ خَارَجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَتَى
السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ
أَحْبَبْتَ -

৬৪৭৪. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী থেকে বের হচ্ছিলাম। তখন মসজিদের দরযায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিয়ামত কবে (সংঘটিত হবে)? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? রাবী বলেন, তখন লোকটি যেন চূপ হয়ে গেল। এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সালাত, সিয়াম ও সাদাকা-খয়রাত সঞ্চয় করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি তার সংগেই (থাকবে) যাকে তুমি ভালবাস।

৬৪৭৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِنَحْوِهِ -

৬৪৭৫. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবদুল আযীয ইয়াশকুরী (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তার অনুরূপ বর্ণিত।

৬৪৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৬৪৭৬. কুতায়বা, আবু গাস্‌সান মিসমা'ঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণিত।

৬৪৭৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৬৪৭৭. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে একটি কাওমকে ভালবাসে অথচ সে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন মানুষ যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই (থাকবে)।

৬৪৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৪৭৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৬৪৭৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। এরপর তিনি আ'মশ (র) সূত্রে জারীর (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৫১. بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فِيهِ بُشْرَى وَلَا تَضُرُّهُ

৫১. পরিচ্ছেদ : নেককার লোকের প্রশংসা সুসংবাদ স্বরূপ এবং তা তার ক্ষতির কারণ নয়

৬৪৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ -

৬৪৮০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামিমী, আবু রাবী', আবু কামিল (জাহদারী), ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) ... আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বলা হল, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং সে জন্য লোকেরা তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন, এতো মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক (আগাম) সুসংবাদ।

৬৪৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ بِإِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ حَمَّادُ -

৬৪৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ... মুহাম্মদ ইবন মুছান্না অন্য সূত্রে ইসহাক (র) ... হাম্মাদ ইবন যায়দের সনদে আবু ইমরান জাওনী (র) থেকে তার অনুরূপ বর্ণিত। আবদুস সামাদ (র) ব্যতীত শু'বার সূত্রে অন্যান্যদের হাদীসে 'এবং লোকেরা এর জন্য তাকে ভালবাসে' (يُحِبُّهُ) আছে। আর আবদুস সামাদ (র) বর্ণিত হাদীসে হাম্মাদ যেভাবে বলেছেন তদ্রূপ 'লোকেরা তার প্রশংসা করে' (يَحْمَدُهُ) রয়েছে।

كِتَابُ الْقَدْرِ

অধ্যায় : তাকদীর

১- بَابُ كَيْفِيَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

১. পরিচ্ছেদ : মাতৃ উদরে মানুষ সৃষ্টির অবস্থা (ক্রমধারা), তার রিয়ক, তার মৃত্যু, তার আমল এবং তার দুর্ভাগ্য ও তার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ

৬৪৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَيَعُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَكَيَعُ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا -

৬৪৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদুক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত রাসূলুল্লাহ) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (শুক্রে) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন সমান্নত (জমাট) থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ (চল্লিশ) দিনে তা অনুরূপ একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রুহ ফুঁকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহল এই-তার রিয়ক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম, এবং তার (দুর্ভাগ্য) বদকার ও ভাগ্যবান (নেককার) হওয়া। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মত আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও

জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝখানে এক হাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।

৬৪৮৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا هُ. عُبَيْدُ اللَّهِ. بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ (الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِگَا الْأِسْنَادِ يَالِ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْزَمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ فِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً! طَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَمَّا فِي دِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

৬৪৮৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও সাঈদ আশাজ্জু, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... আ'মশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ'মশ) ওয়াকী', বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কারো সৃষ্টি (শুক্র) তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন ও রাত জমাট রাখা হয়। আর তিনি শু'বার সূত্রে মু'আয বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, চল্লিশ রাত কিংবা চল্লিশ দিন। কিন্তু জারীর ও ঈসা (র)-এর হাদীসে 'চল্লিশ দিন' কথা উল্লেখ রয়েছে।

৬৪৮৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلِكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةَ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ أَى رَبِّ أَذْكَرُ أَوْ أُنْثَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَآثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطَوَّى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ.

৬৪৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... হুযায়ফা ইব্ন আসাদ (র) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র স্থির থাকার পর সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদিগার! (সে কি) দুর্ভাগা না ভাগ্যবান? তখন বিষয় দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, হে পালনকর্তা! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন সে দু'টির একটি লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, কর্ম অবদান, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর খাতা (নথিটি) গুটিয়ে ফেলা হয়, পরে তাতে কোন সংযোজন করা হয় না এবং বিয়োজনও নয়।

৬৪৮৫. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرَحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ فَاتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذِيفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشَقَّى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ .

৬৪৮৫. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ... আমির ইবন ওয়াসিলা (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তার মাতৃ উদর থেকে হতভাগ্য (রূপে জন্মগ্রহণ করেছে)। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে। এরপর তিনি (আমির ইবন ওয়াসিলা -র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী হুযায়ফা ইবন আসাদ গিফারী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর উক্তি (হাদীস) বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে দুর্ভাগ্য (গুনাহ্গার) হতে পারে? এরপর তিনি (হুযায়ফা -রা) তাঁকে বললেন, তুমি কি এতে বিশ্বাসবোধ করছ? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : যখন শুক্রের উপর বিয়াল্লিশ রাত (দিন) অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে সেটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করে, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হবে? তখন তোমার রব যা চান নির্দেশ দেন এবং ফেরেশতা (নির্দেশ মুতাবিক) লিপিবদ্ধ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার বয়স (কত হবে)? তখন তোমার রব যা চান তাই বলেন এবং সেই মুতাবিক ফেরেশতা লিখে। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা কি হবে? তখন তোমার রব তাঁর মর্জি মাফিক মীমাংসা করেন এবং ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। এরপর ফেরেশতা তাঁর হাতে লিপিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না।

৬৪৮৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -

৬৪৮৬. আহমাদ ইবন উসমান নাওফালী (র) ... আবু তুফায়ল (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলতে শুনেছেন। এরপর তিনি (পূর্বোক্ত) আমর ইবনুল হারিস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৪৮৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَرِيحَةَ حُذِيفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذْنِي هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ

النُّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ قَالَ زُهَيْرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلُقُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ أَذْكَرُ أَوْ أُنْثَى فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَسْوَى أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ مَا رَزَقُهُ مَا أَجَلُهُ مَا خَلَقَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا -

৬৪৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবু খালাফ (র) ... আবু তুফায়ল (র) আবু সারীহা হুযায়ফা ইব্ন আসীদ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এই দুই কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শুক্র জরায়ুতে চল্লিশ রাত অবস্থান করে। এরপর একজন ফেরেশতা তাকে আকৃতি দান করেন। রাবী যুহায়র (র) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি বলেছেন, (যিনি আল্লাহর হুকুমে) তাকে সৃষ্টি করেন। তখন তিনি বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? এরপর আল্লাহ তাকে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক বানিয়ে দেন। এরপর তিনি (ফেরেশতা) বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পূর্ণাঙ্গ হবে না অপূর্ণাঙ্গ? (ভাগ্যবান না দুর্ভাগা) তখন আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণ করে দেন। এরপর তিনি বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা, তার বয়স, তার চরিত্র কি হবে? এরপর আল্লাহ তাকে দুর্ভাগা কিংবা ভাগ্যবান বানিয়ে দেন।

৬৪৮৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كَلْثُومٍ حَدَّثَنِي أَبِي كَلْثُومٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحِمِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيَضَعَ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৬৪৮৮. আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ (র) ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী হুযায়ফা ইব্ন আসীদ গিফারী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত মারফু' সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একজন ফেরেশতা গর্ভাশয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। যখন আল্লাহ তাঁর নির্দেশক্রমে কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন চল্লিশ দিনের কিছু বেশি অতিক্রান্ত হলে। এরপর তিনি তাদের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৪৮৯. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ نُطْفَةٍ أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٍ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ أَيُّ رَبِّ ذَكَرُ أَوْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ -

৬৪৮৯. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। তখন ফেরেশতা বলতে থাকেন, হে আমার প্রতিপালক! (এখন তো) বীর্য। হে আমার প্রতিপালক! (এখনও) জমাট রক্ত। হে

আমার প্রতিপালক! (এখনও) গোশতের টুকরা। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব! (সে কি) পুরুষ না স্ত্রীলোক, দুর্ভাগা না ভাগ্যবান হবে? তার জীবিকা (কি হবে)? তার আয়ু (কী হবে)? এরপর নির্দেশ মুতাবিক তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই এ সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬৪৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَأْمِنٍ نَفْسٍ مِنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأُوقَدِ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا نَمُكُّثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اْعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ إِمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَإِمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى -

৬৪৯০. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (মদীনার কবরস্থান) বা'কী গারকাদে একটি জানাযায় ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চার পাশে বসলাম। তাঁর সংগে তাঁর একটি ছড়ি ছিল। তিনি মাথা নিচু করে রেখে ছিলেন। সে সময় তিনি তাঁর ছড়ি দ্বারা যমীনে টোকা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করেননি এবং সে দুর্ভাগা (বদকার) হবে না ভাগ্যবান (পুণ্যবান) হবে, তাও লিপিবদ্ধ করেননি এমন কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আমাদের অদৃষ্ট লিপির উপর অবস্থান করে আমল ছেড়ে দেব না? তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি (ভাগ্যবান) নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত সে নেক্কারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগাদের (বদকারদের) অন্তর্ভুক্ত সে বদকারদের আমলের দিকে পরিচালিত হবে। এরপর 'তিনি' পাঠ করলেন : তোমরা আমল করে যাও। প্রত্যেকের পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যবানদের (নেক আমলকারীদের) জন্য নেক আমল করা সহজ করে দেওয়া হবে। আর দুর্ভাগাদের (বদকারদের) জন্য বদকারদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “ فَأَمَّا مَنْ سُوْتَرَاং يَارَا دَان كَرَل, تَاكَوْيَارِ إِيْخْتِيَارِ كَرَلْ وَهَنْ يَأِ إِيْتْمُ تَأِ غِرْهَنْ كَرَلْ (সত্য বাস্তবায়ন করল) আমি তাদের জন্য সুখকর (পরিণামের) পথ সুগম করে দেব এবং যারা কৃপণতা করল এবং নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করল অহংকারবোধে লিপ্ত হল আর যা উত্তম তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, আমি তার জন্য কঠোর (পরিণামের) পথ সুগম করে দেব।” (সূরা লায়ল : ৫ - ১০।)

৬৪৯১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ فَأَخَذَ عُودًا وَلَمْ يَقُلْ مِخْصَرَةً وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৬৪৯১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হান্নাদ ইবন সারী (র) ... মানসূর (র) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মানসূর) বলেন, তিনি একটি কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিলেন এবং ছড়ির কথা তিনি বলেননি। ইবন আবু শায়বা (র) আবুল আহওয়াস (র)-এর সূত্রে তার হাদীসে বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন।

৬৪৯২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ نَعْمَلُ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ قَالَ لَا إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى -

৬৪৯২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব, আবু সাঈদ আশাজ্জ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) .. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একখণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তা দ্বারা যমীনে টোকা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তার মাথা উঠালেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা পরিজ্ঞাত (নির্গীত) নয়। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমরা কেন কাজ-কর্ম করব? আমরা কি (লেখার উপর) ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন, না, বরং আমল করতে থাক। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার জন্য সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “সুতরাং যারা দান করল, পরহিযগার ও তাকওয়ার ইখতিয়ার করল এবং যা ভাল তা প্রত্যাশন (বাস্তবায়ন) করল, কঠোর পরিণামের পথ সুগম করে দেব, পর্যন্ত। (সূরা লায়ল : ৫-১০।)

৬৪৯৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৬৪৯৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আলী (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৯৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ بَيْنَ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ قَالَ لَا بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ قَالَ فَفِيمَا الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ مَا قَالَ فَقَالَ أَعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ -

৬৪৯৪. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমাদের জন্য আমাদের দীন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা এইমাত্র সৃষ্ট হয়েছি। আজকের আমল কি ঐ বিষয়ের সম্পৃক্ত যার সম্পর্কে কলমের লিখন শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর কার্যকরী হয়ে গেছে? নাকি আমরা ভবিষ্যতে যার সম্মুখীন হব? তিনি বললেন, না; বরং ঐ বিষয়ের সম্পৃক্ত যার সম্পর্কে লেখনী শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাকদীর কার্যকরী হয়ে গেছে। সুরাকা (রা) বললেন, তাহলে আমল করার প্রয়োজন কি? যুহায়র বলেন, এরপর আবু যুহায়র কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তখন আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছেন। তখন তিনি বলেছেন, তোমরা আমল করতে থাক; প্রত্যেকের জন্য (সেই পথ) সুগম করা হয়েছে।

৬৪৯৫. আবু তাহির (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল (পথ) সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

৬৪৯৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, তাহলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করবে? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজই সহজ করে দেওয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬৪৯৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, তাহলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করবে? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজই সহজ করে দেওয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬৪৯৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, তাহলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করবে? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজই সহজ করে দেওয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬৪৯৭. শায়বান ইব্ন ফররুখ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইররাহীম, ইব্ন নুমায়র, ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও ইব্ন মুসান্না (র) সব সূত্রেই ইয়াযীদ রিশ্ক (র) থেকে উক্ত সনদে হাম্মাশ্ছের হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল ওয়ারিস বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া-রাসূলুল্লাহ!

৬৪৯৮. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَزْرَةَ بْنُ بَنٍ عُمَرَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَى قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ مَاسْبِقٍ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَتَبَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَى قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا قَالَ فَفَزَعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَرَعًا شَدِيدًا وَقُلْتُ كُلُّ شَى خَلَقَ اللَّهُ وَمَلَكَ يَدِهِ فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ فَقَالَ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزَرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَى قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَتَبَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ لَا بَلْ شَى قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔

৬৪৯৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) ... আবুল আসওয়াদ দুআলী (দীলী) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আজ লোকেরা যে সব আমল করে এবং যে কষ্ট করে, সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? তা কি এমন কিছু যা তাদের উপর ফায়সালা করে দেওয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপি দ্বারা তাদের উপর পূর্ব নির্ধারিত? নাকি ভবিষ্যতে তারা করবে যা তাদের কাছে তাদের নবী ﷺ নিয়ে এসেছেন এবং উপর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন আমি বললাম, বরং ব্যাপারটি তো তাদের উপর অতীতে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, তখন তিনি (ইমরান রা বললেন, তাহলে তা কি জুলুম হবে না।) তিনি বললেন, এতে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম এবং বললাম, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ক্ষমতাধীন। সুতরাং তিনি যা করেন, সে বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না বরং তাদেরই জবাবদিহি করতে হবে। তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করে তোমার জ্ঞানের (ইলমের যথাযথ) আপনার উপলব্ধি অনুমান করতে চেয়েছিলাম। মুযায়না গোত্রের দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা বর্তমানে যে সব আমল করে এবং কষ্ট করে, সেগুলো কি তাদের জন্য ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, আগেই তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত, নাকি ভবিষ্যতে তারা সে সব আমল করবে, যা তাদের নবী ﷺ তাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের উপর দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন তিনি বললেন : না; বরং বিষয়টি তাদের জন্য ফায়সালা করা হয়েছে এবং পূর্ব থেকেই তাদের জন্য তা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে? আল্লাহর কিতাবে তার প্রমাণ : “আর কসম মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে তিনি পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দান করেছেন।”

৬৪৯৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ يَعْمَلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ يَعْمَلُ أَهْلَ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৬৪৯৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর জাহান্নামীদের আমল দ্বারা তার আমল সমাপ্ত করা হয়। আর এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করবে। এরপর জান্নাতীদের আমলের সঙ্গে তার আমল সমাপ্ত করা হয়।

৬৫০০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৬৫০০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)...সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে; অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন ব্যক্তি (সাধারণের দৃষ্টিতে) জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে, অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

২. بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

২. পরিচ্ছেদ : হযরত আদম (আ) ও হযরত মুসা (আ)-এর বিতর্ক

৬৫০১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ دِينَارٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِينَارٍ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خِيبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتْلُومَنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَحَدُهُمَا خَطَّ وَقَالَ الْآخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ -

৬৫০১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, ইব্রাহীম ইবন দীনার, ইবন আবু উমর মাক্কী ও আহমাদ ইবন আব্দা দাব্বীয্য ও (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মুসা (আ)-এর মধ্যে

বিতর্ক হয়। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো মূসা (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে বিশেষ রূপে মনোনীত (সম্মানিত) করেছেন এবং আপনার জন্য তাঁর হাতে লিখে (কিতাব তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আর ইব্ন আবু উমর ও ইব্ন আব্দাহ (র) বর্ণিত হাদীসে তাদের একজন বলেছেন, خُطَّ অন্যজন বলেছেন, كُتِبَ তিনি তাঁর হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৬৫.২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلَوْنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلِ أَنْ أُخْلَقَ -

৬৫০২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যিনি লোকদের পথহারা করেছেন এবং জান্নাত থেকে তাদের বহিস্কার করেছেন। তখন আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি (নবী) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে ইল্ম দান করেছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে ভৎসনা করছেন, যা আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার উপর নির্ধারণ করা হয়েছে ?

৬৫.২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ هُرَيْرٍ) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَا سَمِعْنَا أَبَاهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَابَ فِيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بَارُبَّعِينَ عَامًا قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَتَلَوْنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بَارُبَّعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى -

৬৫০৩. ইসহাক ইবন মূসা ইবন আবদুল্লাহ ইবন মূসা, ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) তাঁদের প্রতিপালকের কাছে তর্কে অবতীর্ণ হলেন। আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মাঝে তিনি তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং তাঁর জান্নাতে আপনাকে বসবাস করিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ভুলের দ্বারা মানুষকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন। আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই মূসা (আ) যাকে আল্লাহ তা'আলা রিসালতের দায়িত্ব ও তাঁর (প্রত্যক্ষ) কালামসহ বিশেষ মর্যাদায় তিনি মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে দান করেছেন ফলকসমূহ, (তাওরাত কিতাব) যাতে সব কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে এবং একান্তে কথোকথনের জন্য অন্যান্যকে নৈকট্যদান করেছেন। আচ্ছা আমার সৃষ্টির কত বছর আগে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন বলে আপনি দেখতে পেয়েছেন? মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ) বললেন, আপনি কি তাতে একথা পেয়েছেন 'আদম তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেছে এবং পথ হারা হয়েছে'? তিনি (মূসা আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, এরপর আপনি আমাকে আমার এমন কাজের জন্য কেন তিরস্কার করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

৬৫০৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَكَ خَطِيئَتِكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلَوْنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَى قَبْلِ أَنْ أُخْلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

৬৫০৪. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম (আ) ও মূসা (আ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তখন মূসা (আ) তাকে বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে তাঁর ভুল জান্নাত থেকে বহিস্কৃত করেছে। তখন আদম (আ) তাকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলা যাকে তাঁর রিসালাত ও কালামের জন্য মনোনীত করেছেন। এরপরও তুমি আমাকে ভৎসনা করছো, এমন একটি বিষয়ের কারণে, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্ধারিত হয়েছিল। ফলে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

৬৫০৫. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ -

৬৫০৫. আমর নাকিদ ও ইবন রাফি (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীসের মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫০৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৬৫০৬. মুহাম্মাদ ইবন মিনহাল দারীর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫০৭. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنُ سَرَحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ -

৬৫০৭. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন সারহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, সে সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।

৬৫০৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقَرِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ (يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هَانِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ -

৬৫০৮. ইবন আবু উমর ও মুহাম্মাদ ইবন সাহল তামিমী (র) ... আবু হানী (রা)-এর সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এইটুকু যে, তারা দুজন “তাঁর আরশ পানির উপর ছিল” কথাটি উল্লেখ করেননি।

২. بَابُ تَصْرِيفِ اللَّهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ

৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চান কলবসমূহ পরিবর্তিত করেন

৬৫০৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقَرِّيِّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مُصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ -

৬৫০৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন নুমায়র (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় (আল্লাহ তা'আলা)-এর দু'আংগুলের মাঝে একটি মাত্র কলবের মত। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা তা ওলট পালট করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কলবসমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।”

৪. بَابُ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

৪. পরিচ্ছেদ : সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় (সৃষ্ট)

৬৫১০. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ وَالْعَجْزُ -

৬৫১০. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে, সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় (সৃষ্ট)। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সকল কিছুই পরিমিত মাত্রায় সৃষ্ট; এমনকি অক্ষমতা ও প্রজ্ঞাও অথবা প্রজ্ঞা ও অক্ষমতাও।

৬৫১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوا قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ : يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ -

৬৫১১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল। তখন এই আয়াত নাযিল হল- “যেদিন তাদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে জাহান্নামের আগুনের দহনস্বাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই আমি সব কিছুই পরিমিত মাত্রায় সৃষ্টি করেছি।”

৫. بَابُ قَدَرٍ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَغَيْرِهِ

৫. পরিচ্ছেদ : বনী আদমের যিনা ইত্যাদির অংশ পূর্ব নির্ধারিত

৬৫১২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللُّمَمِ مِمَّا قَالَ

أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَامَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -

৬৫১২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যা বলেছেন ‘লামাম’ (জাতীয় গুনাহ) সম্পর্কে তার চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কিছু আমি দেখিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা আদম সন্তানের যিনার যে অংশ নির্ধারিত করেছেন, তা সে অবশ্যই পাবে (করবে)। আর দু’চোখের যিনা দৃষ্টিপাত (কুদৃষ্টি করা, জিহ্বার যিনা কথোপকথন করা, অন্তরে বাসনা করে। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

আব্দ (ইবন হুমায়দ (র)) তাউস (র)-এর বর্ণনায় বলেছেন আমি ইবন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি।

٦٥١٣- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مَدْرِكُ ذَلِكَ لَامَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ -

৬৫১৩. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আদম সন্তানের উপর যিনার যে অংশ লিপিবদ্ধ আছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। দু’চোখের যিনা হল দৃষ্টিপাত (কুদৃষ্টি) করা, দু’কানের যিনা হল শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হল কথোপকথন করা, হাতের যিনা হল স্পর্শ করা, পায়ের যিনা হল হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হল আকৃষ্ট হওয়া ও বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٦- بَابُ مَعْنَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُكْمُ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ

৬. পরিচ্ছেদ : ‘প্রত্যেক নবজাতক নিস্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে’-এর অর্থ এবং কাফিরদের ও মুসলিমদের মৃত শিশুদের বিষয়ে হুকুম

٦٥١٤- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ -

৬৫১৪. হাজিব ইবন ওয়ালীদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি নবজাতক 'ফিতরাতে' জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীষ্টান বানায় এবং অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা কি তাতে কোন কর্তিত অঙ্গ (বাচ্চা) দেখ? এরপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তোমরা চাইলে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার : “আল্লাহর ফিতরাতে (অবিচল থাক) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।”

৬৫১৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ -

৬৫১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী [মা'মার (র)] বলেছেন, যেমন চতুষ্পদ জানোয়ার বাচ্চা প্রসব করে ; তিনি (পূর্ণাঙ্গ) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৬৫১৬. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ يَقُولُ اقْرَأُوا : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ -

৬৫১৬. আবু তাহির ও আহমাদ ইবন ইসা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি শিশু ফিতরাতে (একত্ববাদের সঠিক বিশ্বাস নিয়ে নিষ্পাপ অবস্থায়ই) জন্মগ্রহণ করে। এরপর তিনি বলেছেন, তোমরা চাইলে তিলাওয়াত করতে পার : “আল্লাহর ফিতরাতে (স্থির থাক) তাই যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই প্রতিষ্ঠিত দীন।”

৬৫১৭. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬৫১৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশু ফিতরাতে (তাওহীদের উপরে নিষ্পাপ অবস্থায়) ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীষ্টান বানায় এবং মুশরিক বানায়। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি সে এর আগেই মারা যায় তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন বেঁচে থাকলে তারা কি কাজ করত।

৬৫১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَأْمِنٌ مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ -

৬৫১৮. আবু বকর ইবন শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ও ইবন নুমায়র (র) ... আ'মশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন নুমায়র বর্ণিত হাদীসে- “প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে” আর আবু মুআবিয়া (র)-এর সূত্রে আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় “এই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি মুখে স্পষ্ট করে কথা বলা পর্যন্ত (তার উপর বহাল থাকে)” এবং আবু মুআবিয়া (র)-এর সূত্রে আবু কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় “এমন কোন শিশু নেই যা এই ফিতরাতে উপর জন্মগ্রহণ করে না, এমনকি তার জিহ্বা তার সম্পর্কে ব্যক্ত করা পর্যন্ত” রয়েছে।

৬৫১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنْتَجُونَ الْأَبِلَ فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬৫১৯. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই সব হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। সেগুলো একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সে এই ইসলামী ফিতরাতে উপরই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীষ্টান বানায়, যেমন তোমরা উটের বাচ্চা প্রসব করাও। তোমরা কি তাদের মধ্যে কানকাটা দেখতে পাও? বরং তোমরাই সেগুলোর কান কেটে দিয়ে থাক। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে বাচ্চাটি শৈশবেই মারা যাবে, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

৬৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرِيْمَ وَابْنَهَا -

৬৫২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি মানব সন্তানকে তার মা ফিতরাতে উপর জন্মদান করে। পরে তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রীষ্টান বানায় এবং অগ্নি উপাসক বানায়। যদি তার পিতামাতা মুসলিম হয়ে থাকে, তাহলে শিশুটি মুসলিম হবে। প্রত্যেক মানব শিশুকে তার মাতার প্রসবকালে শয়তান তার দু'পাঁজরে খোঁচা দিয়ে থাকে। তবে মারইয়াম ও তার পুত্র ঈসা (আ)-কে শয়তান খোঁচা দিতে পারেনি।

৬৫২১. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬৫২১. আবু তাহির (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুশরিকদের সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : (বেঁচে থাকলে তারা কি আমল করবে) সে সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

৬৫২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذَنْبٍ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ -

৬৫২২. আব্দ ইবন হুমায়দ, আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন বাহরাম ও সালামা ইবন শাবীব (র) যুহরী (র) থেকে ইউনুস ও ইবন আবু যিব (র)-এর সনদে তাদের দুজনের (শু'আয়ব ও মা'কিল) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'আয়ব ও মাকিল (র) বর্ণিত হাদীসে একটু পার্থক্য আছে। **أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ** এর স্থলে **ذُرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ** (মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি) উল্লেখ আছে।

৬৫২৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬৫২৩. ইবন উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের শিশু যারা মারা যায়, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি বললেন : তারা (বেঁচে থাকলে) যা করত সে বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

৬৫২৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَقَهُمْ -

৬৫২৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন : তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা, তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন।

৬৫২৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرَهُقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا -

৬৫২৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই যে বালকটিকে খিযির (আ) (আল্লাহর নির্দেশে) হত্যা করেছিলেন সে জন্মগত কাফির ছিল। যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে সে তার পিতামাতাকে অবাধ্যতা ও কুফরী কাজে বাধ্য করত।

৬৫২৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ تُوْفِي قَالَتْ تُوْفِي صَبِيٌّ فَقُلْتُ طُوْبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عُصَافِيرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ لَا تَذَرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لَهُمْ أَهْلًا وَلَهُمْ أَهْلًا -

৬৫২৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালক মারা গেলে আমি বললাম, তার জন্য সুসংবাদ। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের অন্যতম (অর্থাৎ অবাধে বিচরণ করবে)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন জান্নাত এবং সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। এরপর তিনি এর (জান্নাতের) জন্য তার যোগ্য অধিবাসী এবং এর (জাহান্নামের) জন্য যোগ্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন।

৬৫২৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طُوْبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عُصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَفْعَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ -

৬৫২৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আনসার বালকের জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই বালকটি তো ভাগ্যবান। সে তো জান্নাতেই চড়ুই পাখিদের অন্যতম। সে মন্দকাজ করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এ ছাড়া অন্য কিছু হে আয়েশা! (ভাবো ও বলো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের তার (জান্নাতের) জন্যই পয়দা করেছেন যখন তারা তাদের

বাপ দাদা (পূর্ব পুরুষের) ঔরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য তার যোগ্য অধিবাসীদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের জান্নাতের জন্যই পয়দা করেছেন এবং তাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল।

৬৫২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادٍ وَكَيْعٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৬৫২৮. মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ, সুলায়মান ইবন মা'বাদ, ইসহাক ইবন হাফস, ইসহাক ইবন মানসুর (র) তালহা ইবন ইয়াহইয়া (র) ওয়াকী' (র)-এর সনদে তার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَغَيْرَهَا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ

৭. পরিচ্ছেদ : বয়স, জীবিকা ইত্যাদি নির্ধারিত তাকদীর থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না

৬৫২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ امْتَعِنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِأَبِي أَبِي سَفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ لِأَجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتَ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ قَالَ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرْدَةُ قَالَ مِسْعَرُ وَارَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ كَانَتْ الْقِرْدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ-

৬৫২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) বললেন (দু'আ করলেন), হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুআবিয়া (রা)-এর দ্বারা আমাকে উত্তম সম্পদ দান করুন (তাঁদের দীর্ঘজীবী করুন)। আবদুল্লাহ বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তো আল্লাহর কাছে নির্ধারিত বয়স, সীমিত সময় এবং বণ্টনকৃত জীবিকা সম্পর্কে প্রার্থনা করলে। এগুলো কখনোই তার নির্ধারিত সময় থেকে ত্বরান্বিত করবেন না কিংবা তারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিতও করবেন না। যদি তুমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কিংবা কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করতে তাহলে উত্তম ও শ্রেয় হত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে (বনী ইসরাঈলের) বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হল। মিস'আর বলেন, আমি

মনে করি, শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা যাদের (আকৃতি পরিবর্তন করে) বিকৃত করেছেন তাদের কোন বংশধারা ও বা উত্তরসূরী রাখেননি। (এছাড়া) ঐ বিকৃতির পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

৬৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ بَشْرٍ وَوَكَيْعٍ جَمِيعًا مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ -

৬৫৩০. আবু কুরায়ব (র) মিস'আর থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন বিশ্র ও ওয়াকী' থেকে তাঁর হাদীসে (জাহান্নামের আগুন এবং কবর আযাব থেকে) উল্লেখ রয়েছে।

৬৫৩১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ سَأَلْتَ اللَّهَ لِأَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَثَارٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَا يُعْجَلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ وَلَوْ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقِرْدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقَالَ يَهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ *

حَدَّثَنِيهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَثَارٍ مَبْلُوغَةٍ قَالَ ابْنُ مَعْبُدٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ قَبْلَ حِلِّهِ أَيْ نَزْوِلِهِ -

৬৫৩১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী ও হাজ্জাজ ইবন শাহীর (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে আল্লাহ! আমার স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুআবিয়া (রা) দ্বারা আমাকে উত্তম সম্পদ দান করুন (তাঁদের দীর্ঘজীবী করুন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি তো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে নির্ধারিত বয়স, সীমাবদ্ধ অবকাশ এবং বণ্টিত জীবিকার, যার কিছুই তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ত্বরান্বিত করবেন না এবং নির্ধারিত সময় হওয়ার পরে বিলম্বিত করবেন না। যদি তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতে, যেন তিনি তোমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবর আযাব থেকে রেহাই দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য খুবই ভাল হত। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই বানর ও শূকরগুলোই কি বিকৃতি প্রাপ্ত দল? তখন নবী ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই

আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে ধ্বংস করেন কিংবা যে জাতিকে (বিকৃতি ঘটিয়ে) আযাব দেন, তাদের বংশধর অবশিষ্ট রাখেন না। আর বিকৃতি ঘটান পূর্বেও পৃথিবীতে বানর ও শূকর ছিল।

আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র) সুফিয়ান (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে "أَثَارِ مَبْلُوغَةٍ" (সীমিত সংগতি) রয়েছে। ইব্ন মা'বাদ (র) বলেছেন, কেউ বলেছেন "نَزُولِهِ" (অবতরণের পূর্বে)।

৮. بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لَهُ

৮. পরিচ্ছেদ : কাজকর্মে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা পরিহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ও তাকদীরকে আল্লাহর উপর ভরসা করা

৬৫৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أُخْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرَ اللَّهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفَتَحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ -

৬৫৩২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যাতে তোমার উপকার হবে তার প্রতি তুমি 'লালায়িত' হয়ো এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ে থেকো না। যদি কোন কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি (এরূপ) করতাম তবে 'এরূপ এরূপ' হত। বরং এই বল যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, 'لَوْ' (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দ্বার খুলে দেয়।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইল্ম

১. بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْقُرْآنِ

১. পরিচ্ছেদ : কুরআনের ‘মুতাশাবাহ’ (সদৃশ্যতার জটিলতাপূর্ণ আয়াত)-এর অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়া ও এর অনুসারীদের ভীতি প্রদর্শন এবং কুরআনে (বর্ণিত বিষয়ে) মতভেদ নিষিদ্ধ

৬০২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْ نَبَأَهُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَأَحْذَرُوهُمْ -

৬৫৩৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ “তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন; এইগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ (রূপক)। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা সাদৃশ্যপূর্ণ (রূপক) তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না; আর যারা জানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা (জ্ঞানবানরা) ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না” (৩ : ৭)।

তিনি (আয়েশা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সে সব লোকদের দেখতে পাবে, যারা সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতের অর্থের পিছনে ধাবমান—এরাই সে সব ব্যক্তি, যাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তখন তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (থেকে দূরে থাকবে)।

৬৫৩৪. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ -

৬৫৩৪. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (খুব সকালে অথবা দুপুরে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে দু'ব্যক্তির মতবিরোধের আওয়ায শুনতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আসলেন, তখন তাঁর চেহারায ক্রোধের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহর কিতাবে মতবিরোধ করার দরুন ধ্বংস হয়েছে।

৬৫৩৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَّامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَلَفْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا -

৬৫৩৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের অন্তর অনুকূল থাকে। আর যখন (কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যায়) তোমরা অসঙ্গত বিরোধে লিপ্ত হবে তখন উঠে যাবে।

৬৫৩৬. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَلَفْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا -

৬৫৩৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত কর। আর যখন প্রতিকূলতা এসে পড়ে (বিরোধে লিপ্ত হবে) তখন উঠে যাবে।

৬৫৩৭. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَ لَنَا جُنْدُبُ وَنَحْنُ غُلَمَانُ بِالْكُوفَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا -

৬৫৩৭. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখরি দারিমী (র) আবু ইমরান (রা) বলেন, আমরা কূফাতে কিশোর বয়সের ছিলাম। তখন জুনদুব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক তাঁদের দু'জনের হাদীসের অনুরূপ।

২. بَابُ فِي الْأَلَدِ الْخَصِمِ

২. পরিচ্ছেদ : দুর্বিনীত চরম ঝগড়াটে

৬৫২৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

৬৫৩৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ওয়াকী' (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুর্বিনীত চরম ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয়।

৩. بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

৩. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ

৬৫২৯. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ -

وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ (وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ نَحْوَهُ *

قَالَ أَبُو اسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.

৬৫৩৯. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে (ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে), এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের (শগুর) গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পূর্ববর্তী উম্মাত বলতে তো ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাই উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, তবে আর কারা? আমাদের কতিপয় সংগী (র) য়াদ ইবন আসলাম (র) থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (র) আতা ইবন ইয়াসার (র)-এর সূত্রে য়াদ ইবন আসলাম (র) তাঁর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৪. بَابُ هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

৪. পরিচ্ছেদ : অতিশয়তা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে

৬৫৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا.

৬৫৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কথা ও কাজে অতিশয় (অবলম্বনকারীরা) ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

৫- بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتْنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

৫. পরিচ্ছেদ : আখিরী যমানায় ইল্ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া প্রসঙ্গে

৬৫৪১ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -

৬৫৪১. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম হল ইল্ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটা।

৬৫৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُو الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ وَاحِدٌ -

৬৫৪২. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রা) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে এমন কেউ তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না যে, তা আমি তাঁর কাছে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইল্ম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষ (-এর সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

৬৫৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ وَعَبْدَةُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে আবু কুরায়ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন বিশ্র ও আব্দা (র) বর্ণিত হাদীসে 'তা তোমাদের কাছে আমার পরে কেউ বর্ণনা করবে না।' আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন. ... উল্লেখ আছে। এরপর তিনি (আব্দা) তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৬৫৪৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ -

৬৫৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও আবু সাদ্দ আশাজ্জ (র) ... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে এমন এক সময় আসবে যখন ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় মূর্খতা নেমে আসবে এবং ‘হারাজ’ বৃদ্ধি পাবে। ‘হারাজ’ মানে খুন-খারাবি।

৬৫৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَأَبْنِ نُمَيْرٍ -

৬৫৪৫. আবু বকর ইব্ন নাদর ইব্ন আবু নাদর (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) ... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁরা হাদীস আলোচনা করছিলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ... এরপর তারা ওয়াকী‘ ও ইব্ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৬৫৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (র) ... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫৪৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৫৪৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সংগে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁরা হাদীস আলোচনা করছিলেন। আবু মূসা [আশআরী (রা)] বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তার অনুরূপ।

৬৫৪৮. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ.

৬৫৪৮. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হলে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, কৃপণতা (মানুষের অন্তরে) ঢেলে দেয়া হবে এবং হারাজ বেড়ে যাবে। লোকেরা বলল, ‘হারাজ’ কি? তিনি বললেন, খুন,-জখম।

৬৫৪৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

৬৫৪৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুগ নিকটবর্তী হবে, ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে। ...এরপর তার অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৫৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا.

৬৫৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যুগ নিকটবর্তী হবে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর মা‘মার (র) তাঁদের (ইউনুস ও শু‘আয়ব -র) এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৫৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا وَيُلْقَى الشُّحُّ.

৬৫৫১. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর, ইবন নুমায়র, আবু কুরায়ব ও আমর নাকিদ মুহাম্মাদ ইবন রাফি‘ ও আবু তাহির (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ থেকে, হুমাইদ (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এঁরা সালিম, হাম্মাম ও আবু ইউনুস (র) প্রমুখ ‘يُلْقَى الشُّحُّ’ (কৃপণতা ঢেলে দেয়া হবে) কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৫৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا -

৬৫৫২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন 'আস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্ম হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিম শ্রেণীকে তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাতওয়া দিবে। এতে তারা (নিজেরাও) পথভ্রষ্ট হবে এবং (লোকদেরও) পথভ্রষ্ট করবে।

৬৫৫৩. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -

৬৫৫৩. আবু রাবী 'আতাকী', ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব আবু কুরায়ব, ইবন আবু উমর, মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ও আবু বকর ইবন নাফি' আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে .. জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। হিশাম ইবন উরওয়া (র) উমর ইবন আলী (র) বর্ণিত হাদীসে এইটুকু অধিক বলেছেন- 'এরপর আমি (উরওয়া) এক বছরের মাথায় (পরে)' আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি হাদীসটি যেমন বলেছিলেন, আমাকে অনুরূপ বললেন। তবে এবার তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

৬৫৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي جَعْفَرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—২৪

৬৫৫৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে....
হিশাম ইবন উরওয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৬৫৫৫. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شَرِيحٍ أَنَّ أَبَا
الْأَسْوَدَ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَّغْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرٍو مَارُبْنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهْ فَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَلَقِيتُهُ
فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ إِنْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيُرْفَعُ الْعِلْمُ مَعَهُمْ وَيُبْقَى فِي
النَّاسِ رُؤُسًا جُهَالًا يُفْتُونُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ
أَعْظَمْتُ ذَلِكَ وَأَنْكَرْتُهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلَ
قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهْ ثُمَّ فَاتِحَهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ
قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الْأُولَى قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا
بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ -

৬৫৫৫. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া তুজীবী (র) ... উরওয়া ইবন যুবার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে
আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভগ্নীপুত্র! আমার কাছে খবর এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) আমাদের
সঙ্গে হজ্জ পালন করতে এসেছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর এবং হাদীস জিজ্ঞাসা করতে থাক। কেননা,
তিনি নবী ﷺ-থেকে বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি (উরওয়া) বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে
তাঁর নিকট এমন অনেক বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম, যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।
উরওয়া (র) বলেন, সে সব বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল এই যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মানুষের
কাছ থেকে ইল্ম (হঠাৎ) ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিমদের তুলে নেবেন। সুতরাং তাদের সঙ্গে ইল্মও
উঠে যাবে। আর মানুষের মাঝে অবশিষ্ট রাখবেন জাহিল নেতৃবৃন্দকে। তারা না জেনে লোকদের ফাতওয়া দিবে।
ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন এই হাদীসটি আয়েশা
(রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম তখন তিনি একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন এবং তাতে আপত্তি করে বললেন, তিনি
(আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) কি তোমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটি বলতে
শুনেছেন? উরওয়া (র) বললেন, যখন পরবর্তী বছর এল তখন তিনি (আয়েশা রা) তাকে (উরওয়া -র কে)
বললেন, নিশ্চয়ই ইবন আমর (রা) আগমন করেছেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। এরপর তার কাছে পুনরায় বুঝে
নিবে এবং তাকে সেই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যা ইল্ম বিষয়ে তিনি তোমার কাছে উল্লেখ করেছেন।
উরওয়া (র) বললেন, তখন আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি তা
আমার কাছে উল্লেখ করলেন, যেমন প্রথমবার তা বর্ণনা করেছিলেন। উরওয়া (র) বলেন, যখন আমি তাঁকে
(আয়েশা -রা কে) বিষয়টি অবহিত করলাম তখন তিনি বললেন, আমি মনে করি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)
যখনই বলেছেন এবং তিনি এতে (এই হাদীসে) কিছুমাত্র বেশি কিংবা কম করেননি।

৬. - بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ

৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি কিংবা মন্দ রীতি প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে কিংবা ভ্রান্তির দিকে ডাকে

৬৫৫৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَابْطَوْا عَنْهُ حَتَّى رَأَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ -

৬৫৫৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এল। তাদের পরিধানে ছিল পশমী বস্ত্র। তিনি তাদের দুরাবস্থা দেখলেন। তারা ছিল অভাবে পতিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের (তাদেরকে) দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। লোকেরা সাদাকা দিতে বিলম্ব (ইতস্তত) করছিল। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া তাঁর চেহারায়ে প্রতিভাত হল। রাবী বলেন, এরপর একজন আনসারী ব্যক্তি একটি রূপার (টাকার) থলে নিয়ে এলেন। এরপর আরেকজন এলেন। এরপর একের পর এক আসতে লাগলেন, অবশেষে তাঁর চেহারায়ে খুশীর চিহ্ন ফুটে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে আমলকারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের সাওয়াবের কোন রূপ ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কুরীতির (মন্দ কাজের) প্রচলন করবে এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে ঐ আমলকারীর মন্দ ফলের সমপরিমাণ গুনাহ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র হ্রাস হবে না।

৬৫৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ -

৬৫৫৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্বা দিলেন এবং লোকদের সাদাকা করার জন্য উৎসাহিত করলেন। এরপর জারীর বর্ণিত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী।

৬৫৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسُنُّ عَبْدُ سُنَّةٍ صَالِحَةٍ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ -

৬৫৫৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যে কোন ভাল কাজের প্রচলন করলে, যার উপর তার পরে আমল করা হয়। এরপর তিনি পুরো হাদীসটি উল্লেখ করেন।

৬৫৫৯. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৬৫৫৯. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী, আবু কামিল ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক উমাবী (র) ... জারীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ... অন্য সূত্রে আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আরেক সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ... জারীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসের অনুরূপ।

৬৫৬০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا -

৬৫৬০. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায় তার জন্য তার অনুসারীদের সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সাওয়াব থেকে কিছুমাত্র ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে তার উপর তার অনুসারীদের গুনাহের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।

كِتَابُ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ

অধ্যায় : যিকির, দু‘আ, তাওবা ও ইসতিগফার

১. بَابُ الْحِثِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার যিকিরের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদান

৬৫৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৬১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী, যখন সে আমার যিকির (আমাকে স্মরণ) করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী (তার মনে মনে) স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে আমার যিকির (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী (অগ্রসর) হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক ‘বাগ’ নিকটবর্তী হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি।

৬৫৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا -

৬৫৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আ‘মাশ (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ‘যদি সে আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয় তাহলে আমি তার দিকে এক ‘বাগ’ নিকটবর্তী হই....’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

১. ‘বাগ (بَاغٍ) দুই বাহু ডানে বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব (সাড়ে হাত) সৃষ্টি হয় তাকে বা’ (বাগ) বলে। (এ কারণে মানুষকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান বলা হয়।

৬৫৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرِ تَلَقِّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ تَلَقَّانِي بِبَاعٍ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعٍ -

৬৫৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এইগুলো আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। এরপর তিনি কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন কোন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তার পানে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যখন সে একহাত আগায় তখন আমি এক 'বাগ' আগাই। যখন সে এক 'বাগ' এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি।

৬৫৬৪. حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْغَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ -

৬৫৬৪. উমায়্যা ইব্ন বিসতাম আয়শী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে জুমদান নামক একটি পাহাড়ের নিকটে গেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এই জুমদান পর্বতে পরিভ্রমণ করতে থাক। এ হল জুমদান (পর্বত) আজ তা 'মুফাররিদরা' অগ্রবর্তী হয়ে গেল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'মুফাররিদ' কারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তিনি বললেন : অধিক যিকিরকারী ও অধিক যিকিরকারিণী।

২. بَابُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلٍ مِنْ أَحْصَاهَا

২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর নামসমূহ ও তার সংরক্ষণকারীর ফযীলত

৬৫৬৫. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرُ يُحِبُّ الْوَثَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُمَرَ مِنْ أَحْصَاهَا -

৬৫৬৫. আমর নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তার হিফায়ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। ইব্ন আবু উমর (র)-এর বর্ণনায় 'مَنْ حَفِظَهَا' (হিফায়ত করে) এর স্থলে 'مَنْ أَحْصَاهَا' (যে সংরক্ষণ করে) উল্লেখ আছে।

৬৫৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ.

৬৫৬৬. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাম্মাম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এইটুকু বর্ধিত করে বলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) বেজোড় এবং তিনি বেজোড় ভালবাসেন।

৩. بَابُ الْعَزْمِ بِالْدُّعَاءِ وَلَا يَقُلُ إِنْ شِئْتُ

৩. পরিচ্ছেদ : দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে দু'আ করা এবং এরূপ বলবে না যে, ('আল্লাহ) তুমি যদি চাও'

৬৫৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعِزِّمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ.

৬৫৬৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন দু'আ করবে তখন দৃঢ় আস্থার সাথে দু'আ করবে। আর সে যেন "হে আল্লাহ! যদি আপনি চান তাহলে আমাকে দান করুন" না বলে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

৬৫৬৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعِزِّمْ الْمَسْأَلَةَ وَلِيَعِظِمَ الرُّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

৬৫৬৮. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন দু'আ করে তখন সে যেন না বলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ (হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা করুন)। বরং সে যেন মযবুতভাবে দৃঢ়তার সাথে দু'আ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেন তা তাঁর কাছে বিরাট কিছু নয়।

৬৫৬৯. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعِزِّمْ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعُ مَا شَاءَ لَا مُكْرَهَ لَهُ.

৬৫৬৯. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো না বলে যে, **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ**, (হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন)। সে যেন অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের সাথে দু'আ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁকে বল প্রয়োগকারী কেউ নেই।

৪. **بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنَّى الْمَوْتِ لَضُرِّ نَزَلَ بِهِ**

৪. পরিচ্ছেদ : কোন বিপদ-সংকট আপতিত হলে মৃত্যু কামনা করা মাকরুহ

৬৫৭০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُليَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَابَدُ مُتَمَنَّيَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي -

৬৫৭০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বিপদাক্রান্ত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে সে যেন বলে-“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হায়াত আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর আমাকে মৃত্যুদান করুন যদি আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়।”

৬৫৭১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ) كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ -

৬৫৭১. ইব্ন আবু খালাফ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ‘[لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ]’ (তার উপর পতিত বিপদের কারণে)-এর স্থলে ‘مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ’ (যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা থেকে) বলেছেন।

৬৫৭২. حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَأَنَسٍ يَوْمَئِذٍ حَيُّ قَالَ أَنَسٌ لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَتَمَنَيْتُهُ -

৬৫৭২. হামিদ ইব্ন উমর (র) ... নাযর ইব্ন আনাস ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) তখন জীবিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ “তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না” না বলতেন তাহলে অবশ্যই (বান্ধক্যজনিত কষ্টের কারণে) আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

৬৫৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

৬৫৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... কায়স ইবন আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার পেটে সাতটি (লোহা পোড়ার) দাগ দেখিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন তাহলে অবশ্যই আমি তার জন্য দু'আ করতাম।

৬৫৭৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৬৫৭৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... অন্য সূত্রে ইবন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ইসমাইল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৫৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ آتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عَمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا.

৬৫৭৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই মর্মে, আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বে যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কেননা তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মু'মিন ব্যক্তির বয়স দীর্ঘায়িত হলে এতে তার কল্যাণই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

৫. পরিচ্ছেদ : যারা আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তাদের সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আর যারা আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তাদের সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন

৬৫৭৬. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ﷻ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ﷻ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

৬৫৭৬. হাদাব ইব্ন খালিদ (র) ... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

৬৫৭৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৬৫৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجِيمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكْرَاهِيَةَ الْمَوْتِ فَكُنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রুযী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, ইয়া আল্লাহর নবী! এর দ্বারা কি মৃত্যুর অপসন্দনীয়তা উদ্দেশ্য? তাকে তো আমরা সবাই তা অপছন্দ করি? তিনি বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়। তবে যখন একজন মু'মিনকে আল্লাহর রহমত, তাঁর রিয়ামন্দি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন কাফিরকে আল্লাহর আযাব ও তার অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

৬৫৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৫৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... কাতাদা (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫৮০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ -

৬৫৮০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার পছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আর মৃত্যু তো আল্লাহর সংগে সাক্ষাতের পূর্বে সংঘটিত হয়।

৬৫৮১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِيٍّ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ -

৬৫৮১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রায়ই ইবন হানী (র)-কে অবহিত করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ...তার অনুরূপ।

৬৫৮২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا فَقَالَتْ إِنْ أَلْهَاكَ مِنْ هَذَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَحَشَرَ جِ الصَّدْرُ وَأَقْشَعَرَ الْجِلْدُ وَتَشَنَّجَتِ الْأَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৮২. সাঈদ ইবন আমর আশআসী (র)শুরায়হ ইবন হানী (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ পসন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। তিনি (শুরায়হ) বলেন, এরপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যদি বিষয়টি এরূপ হয় তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। তখন তিনি (আয়েশা -রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মত যে ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, সে বস্তুতঃই ধ্বংস হয়েছে। বিষয়টি কী? তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন। অথচ আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে মৃত্যুকে অপসন্দ করে না। তখন তিনি (আয়েশা -রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাই বলেছেন। তবে তুমি যা বুঝেছ ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। প্রকৃতপক্ষে যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, শ্বাস বন্ধে আটকে যাবে, (চেড়ে যাবে) শরীর শিউরে উঠবে ও লোম দাঁড়িয়ে যাবে এবং আংগুলগুলো সংকুচিত টানটান হয়ে যাবে তখন (ঐ মুহূর্তে) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পসন্দ করবে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পসন্দ করবেন এবং সে সময় যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপসন্দ করবে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন।

৬৫৮৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَثَرٍ -

৬৫৮৩. ইসহাক হানযালী (র) মুতাররিফ (র) থেকে এ সনদে পূর্ব বর্ণিত 'আবছার (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৫৮৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ -

৬৫৮৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু আমির আশআরী ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু মুসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপসন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপসন্দ করেন।

৬. ۱- بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ

৬. পরিচ্ছেদ : যিক্র, দু'আ, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সুধারণা পোষণের ফযীলত

৬৫৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عَبْدُ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي -

৬৫৮৫. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দার আমাকে যে রূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য তেমনই)। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে।

৬৫৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ التَّيْمِيُّ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৮৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ইবন উসমান আব্দী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন : যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে এক 'বাগ'^১ এগিয়ে আসি। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে ছুটে আসি।

১. বাগ- দুই বাহু ডানে-বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয় তাকে 'বাগ' বলে।

৬৫৮৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৮৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা কায়সী (র) ... মু'তামির (র) তার পিতার সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় "..... إِذَا أَتَانِي يَمْشِي" (যখন সে পায়ে হেঁটে আসে) উল্লেখ করেননি।

৬৫৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

৬৫৮৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন : আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী থাকি। যখন সে আমার যিকির (আমাকে স্মরণ) করে তখন আমি তার সংগী হয়ে যাই। যখন সে একাকী (মনে মনে) আমার যিকির করে তখন আমি একাকী তাকে স্মরণ করি। যখন সে কোন মজলিসে আমার যিকির করে তখন আমি তাকে তার চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক বাম (সাড়ে তিন হাত) এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে ছুটে আসি।

৬৫৮৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُهَا سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً * قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৬৫৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব; আর আমি তাকে আরও বাড়িয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ (গুনাহ) করবে তার প্রতিফল সেই কাজের অনুরূপ কিংবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর (নিকটবর্তী) হয় আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে আসি। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি একহাত অগ্রসর (নিকটবর্তী) হয় আমি

তার দিকে এক বাম নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে আসি। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আসে এ অবস্থায় যে, আমার সংগে কাউকে শরীক স্থির করেনি আমি তার সংগে অনুরূপ পৃথিবীতুল্য মাগফিরাত নিয়ে মিলিত হই।

ইবরাহীম (র) বলেন, হাসান ইব্ন বিশর (র) ওয়াকী' (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৫৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ

৬৫৯০. আবু কুরায়ব (র) ... আ'মাশ সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি বলেছেন, তার জন্য রয়েছে দশগুণ সাওয়াব অথবা আমি আরও বাড়িয়ে দেব।

৭- بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

৭. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে শাস্তি ত্বরান্বিত (অগ্রিম) করার দু'আ করা মাকরুহ

৬৫৯১- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ أَيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ -

৬৫৯১. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহুইয়া হাসসানী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন মুসলিমকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখার জন্য গেলেন। সে অসুখে কাতর হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি কোন দু'আ করছিলে কিংবা আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে কিছু কামনা করছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! আপনি আখিরাতে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা এই দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ! তোমার এমন শক্তি নেই যে, তা বহন করবে? অথবা (বললেন,) তুমি তা বরদাশ্ত করতে পারবে না। তুমি এরূপ বললে না কেন? হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ দিন দুনিয়াতে এবং কল্যাণ দান করুন আখিরাতে। আর জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দিন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। তিনি তাকে নিরাময় দান করেন।

৬৫৯২- حَدَّثَنَا هُ عَاصِمُ بْنُ النَّخْزِرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْجَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ -

৬৫৯২. 'আসিম ইব্ন নাযর তায়মী (র) ... হুমায়দ (র) এই সনদে এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের বাঁচান' পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। এর বর্ধিত অংশ তিনি উল্লেখ করেন নি।

৬৫৯৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حُمَيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِدْعَا لَهُ فَشَفَاهُ -

৬৫৯৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক সাহাবীর অসুখে দেখতে যান। সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিল। হুমায়দের হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে (তার বর্ণনায়) তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর আযাব বরদাশ্ত করার মত শক্তি তোমার নেই' আর এরপর 'তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং তিনি তাকে নিরাময় দান করেন' কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি।

৬৫৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৬৫৯৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮. بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

৮. পরিচ্ছেদ : যিকিরের মজলিসের ফযীলত

৬৫৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ فَضْلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْجَتِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونََنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَاجْرَتْهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ -

৬৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার একদল ভ্রাম্যমান বিশেষ (রিজার্ভ) ফেরেশতা আছেন। তারা যিকিরের মজলিসসমূহ অনুসন্ধান করে বেড়ায়। তাঁরা যখন কোন যিকিরের মজলিস পায় তখন সেখানে তাদের (যিকিরকারীদের) সঙ্গে বসে যায়। আর তাঁরা একে অপরকে তাদের পাখা বিস্তার করে বেষ্টন করে রাখে। এমনভাবে তাঁরা তাদের ও নিকটবর্তী আসমানের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করে ফেলে। যিকিরকারীরা যখন (মজলিস শেষে) বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁরা আসমানে আরোহণ করে। তিনি বলেন, তখন মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। তখন তাঁরা বলতে থাকেন, আমরা যমীনে অবস্থানকারী আপনার একদল বান্দাদের নিকট থেকে এসেছি, যারা আপনার তাসবীহ পাঠ করে, তাকবীর পাঠ করে, তাহলীল পাঠ করে 'أَلَا أَلَا أَلَا' এর যিকির করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার কাছে তাদের (কাজ্জিত বস্তু) প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলেন, তারা আপনার কাছে আপনার জান্নাত কামনা করে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তাঁরা বলেন, না; হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি বলেন, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেত (তাহলে কী করত)? তাঁরা বলেন, তাহলে তারা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত। তিনি বলেন, কিসের থেকে তারা আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাঁরা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জাহান্নাম থেকে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না; তারা দেখেননি। তিনি বলেন, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতে পেত (তাহলে কী করত)? তারা বলেন, তাহলে তারা আপনার কাছে মাগফিরাত কামনা করত। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা যা চাইছিল আমি তা তাদের দান করলাম। আর তারা যা থেকে আশ্রয় চাইছিল আমি তা থেকে তাদের নাজাত দিলাম। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে তো অমুক ও ছিল-সে গুনাহগার বান্দা, যে তাদের (যাকিরীদের) সঙ্গে মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বসেছিল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা তো এমন একটি সম্প্রদায় যাদের সঙ্গে উপবেশনকারী ব্যক্তিও দুর্ভাগা হতে পারে না।

৯. بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ أَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

৯. পরিচ্ছেদ : হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ দান করুন দুনিয়াতে এবং কল্যাণ দান করুন আখিরাতে আর জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দিন-এ দু'আর ফযীলত

৬৫৯৬. হুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দু'আ দ্বারা নবী ﷺ অধিক দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি যে দু'আ দ্বারা অধিক দু'আ করতেন তা এই যে, তিনি বলতেন : “হে আল্লাহ! আমাদের দান করুন দুনিয়ায় কল্যাণ

এবং পরকালে কল্যাণ। আর আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের আযাব থেকে।” রাবী বলেন, আনাস (রা) যখন কোন দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তিনি এই দু'আ (পাঠ) করতেন। যখন তিনি কোন কিছুর ব্যাপারে দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখনও এই দু'আ পড়তেন।

৬৫৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

৬৫৯৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন (এই দু'আ পাঠ করতেন) : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কল্যাণ দান করুন পার্থিব জীবনে, কল্যাণ দান করুন আখিরাতে। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

১. - بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالِدُعَاءِ

১০. পরিচ্ছেদ : তাহলীল (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), তাসবীহ (سُبْحَانَ اللَّهِ) ও দু'আর ফযীলত

৬৫৯৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -

৬৫৯৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (আল্লাহ ব্যতীত) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ কোন ইলাহ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই; তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান-) এই দু'আ দিনে একশ' বার পাঠ করে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে, তার আমলনামায় একশ' নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে একশ গুনাহ মুছে দেওয়া হবে। আর তা ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান (তার কুমন্ত্রণা) থেকে তার জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যায়। সেদিন সে যা করেছে তার চেয়ে উত্তম পুণ্য সম্পাদনকারী কেউ হবে না। কিন্তু কেউ তার বেশি আমল করলে (তার কথা ভিন্ন)। আর যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ('আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি') পাঠ করবে, তার যাবতীয় গুনাহ মোচন করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।

৬৫৯৯- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ

يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ -

৬৫৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র) আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ‘سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ’ (আল্লাহ পবিত্র ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই) একশ’ বার পাঠ করে কিয়ামতের দিনে তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ছাড়া, যে ব্যক্তি তদানুরূপ আমল করে কিংবা তার চেয়ে আরও বেশি আমল করে।

৬৬০০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يَعْنِي الْعَقْدِيُّ) حَدَّثَنَا عُمَرُ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِثْنًا وَلَدِ اسْمَاعِيلَ -

وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّبِّيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَيْمُونٍ قَالَ فَاتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ فَاتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৬০০. সুলায়মান ইব্ন উবায়দুল্লাহ আবু আইউব গায়লানী (র) ... আমর ইব্ন মায়মুন (র) বলেন, যে ব্যক্তি দশবার “আল্লাহ (‘‘আল্লাহ পবিত্র ও সবার চেয়ে বড়, তার কোনো শরীক নেই, রাজত্ব (সার্বভৌম ক্ষমতা) তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনি-ই সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান’’)) পাঠ করবে সে যেন ইসমাইল (আ)-এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি দান করল।

সুলায়মান (র) রাবী ইব্ন খুছায়ম (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কার নিকট থেকে তা শুনেছেন? তিনি বললেন, আমর ইব্ন মায়মুন (র) থেকে। তিনি বলেন, তখন আমি আমর ইব্ন মায়মুন (র)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, আপনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৬৬০১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْجَلِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

৬৬০১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ বাজালী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি কালিমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের (পাল্লায়) অত্যন্ত ভারী, রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ)-এর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো- سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ('আমি আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

৬৬.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ -

৬৬০২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই আমার এ (বাক্যে) বলা- سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - ('আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান') যার উপর সূর্য উদিত হয়। সে সব জিনিসের চাইতে, আমার অধিক পসন্দনীয়।

৬৬.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلَّمَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَالِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي قَالَ مُوسَى أَمَا عَافِنِي فَأَنَا أَتَوَهُمُ وَمَا دَرَيْ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى -

৬৬০৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আমাকে একটি কালাম শিক্ষা দিন, যা আমি পাঠ করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ মহান, সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য কারো নেই, তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানবান)। সে বলল, এই সব তো আমার প্রতিপালকের জন্য। আমার জন্য কি? তিনি বললেন, বল, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে

হিদায়াত নসীব করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন)। মূসা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (عَافِنِي) আমাকে ক্ষমা করুনও বলেছেন। তবে আমার তা সঠিক মনে নেই। ইব্ন আবু শায়বা (র) তার হাদীসে মূসা (র)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

৬৬.৪- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي -

৬৬০৪. আবু কামিল জাহদারী (র) ... আবু মালিক আশজাঈ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)।

৬৬.৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي -

৬৬০৫. সাঈদ ইব্ন আযহার ওয়াসিতী (র) ... আবু মালিক আশজাঈ (র)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করত তখন নবী ﷺ তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন। এরপর তিনি তাকে এই কালিমাসমূহ পাঠ করার নির্দেশ দিতেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রোগমুক্ত করে দিন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)।

৬৬.৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ -

৬৬০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) আবু মালিক (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন আমার রবের কাছে প্রার্থনা করব তখন কিভাবে বলব? তিনি বললেন, তুমি বল- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন)। আর (দু'আ করার সময়) বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত সব আংগুল একত্রিত করবে। (তিনি বললেন,) এই শব্দগুলো তোমার দুনিয়া ও আখিরাতকে একত্র করে দেবে।

৬৬.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْنَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتُبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ -

৬৬০৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম? তখন সেখানে উপবিষ্টদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী বলল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে? তিনি বললেন : সে একশ'বার তাসবীহ (سُبْحَانَ اللَّهِ) পাঠ করলে তার জন্য এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে অথবা (এবং) তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

১১- بَابُ فَضْلِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّكْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের জন্য সমাবেশের ফযীলত

৬৬.৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهمداني (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ -

৬৬০৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া তামীমী, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা হামদানী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্শ্ব কোন বিপদ-আপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার বিপদ দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (ক্রেডি) গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে

তার (ক্রেটি) গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন। যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের (শামিয়ানা) তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফেরেশতাগণের) মাঝে তাদের স্বরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।

৬৬০৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُفْسِرِ -

৬৬০৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ... আবু মুআবিয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে আবু উসামার হাদীসে (একটু পার্থক্য আছে। তার হাদীসে) “অভাবগ্রস্তের অভাব লাঘব করার” উল্লেখ নেই।

৬৬১০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ * وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৬১০. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আগারর আবু মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ সম্পর্কে যে, সাক্ষ্য দিয়েছেন : তিনি বলেছেন কোন সম্প্রদায় মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ যিকির করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদের পরিবেষ্টন করেন এবং রহমত তাদের উপর আচ্ছাদন হয়ে যায়। আর তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছের ফেরেশতাগণের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।

যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... শু'বা থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي

لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ -

৬৬১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মসজিদে একটি 'হালকা'য় আসলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাদের এখানে বসিয়েছে (তোমরা এখানে বসেছ কেন)? তারা বলল, আমরা আল্লাহর যিকির করতে বসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ ছাড়া আর কিছু তোমাদের বসায়নি? (তোমরা কি শুধু এই জন্যই বসেছ?) তারা বলল, আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের বসায়নি? তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রতি (মিথ্যার) সন্দেহ পোষণ (করে তা নিরসনের সে উদ্দেশ্যে) কসম করতে বলিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিতে আমার যে মর্যাদা ছিল সে অনুযায়ী আমার চেয়ে কম হাদীস বর্ণনাকারী কেউ নেই। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের একটি 'হালকা'য় যোগ দিয়ে বললেন, কিসে তোমাদের বসিয়েছে? তারা বলল, আমরা বসেছি আল্লাহর যিকির ও তাঁর প্রশংসা করার জন্য। যেহেতু তিনি আমাদের ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন এবং আমাদের উপর তিনি তাঁর অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের কি কেবল এটিই বসিয়েছে? তারা বলল, আল্লাহর কসম! শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যই আমাদের বসিয়েছে। তিনি বললেন : আমি তোমাদের প্রতি মিথ্যার সন্দেহ পোষণ করে (তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের কসম খেতে বলিনি; বরং আমার কাছে জিব্রীল (আ) এসেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ ফেরেশতাগণের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন।

১২. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْتِغْفَارِ وَالْإِسْتِغْفَارِ مِنْهُ

১২. পরিচ্ছেদ : অধিক পরিমাণে ইসতিগফারের ফযীলত

৬৬১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ -

৬৬১২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু রাবী' আতাকী (র) ... রাসূলুল্লাহ ﷺ আগার মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাহচর্যপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার কুলবে (কখনো কখনো) (অলসতা বা অসতর্কতার) আবরণ পড়ে যায়, তাই আমি প্রতিদিন একশ' বার ইসতিগফার পাঠ করে থাকি।

১৩- بَابُ فِي التَّوْبَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : তাওবার বর্ণনা

৬৬১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْرَ بْنَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ -

৬৬১৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু বুরদাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আগারর (রা) থেকে শুনেছি তিনি ইবন উমর (রা) হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশ' বার তাওবা করে থাকি।

৬৬১৪- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬১৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও ইবন মুসান্না (র) ... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

৬৬১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, আবু সাঈদ আশাজ্জ, আবু খায়সামা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন।^১

১৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ

১৪. পরিচ্ছেদ : আস্তে যিকির করা মুস্তাহাব

৬৬১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ

১. কিয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় অর্থাৎ কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত।

النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالُوا أَنَا خَلْفُهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৬৬১৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা নবী ﷺ-এর সংগে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর পাঠ করছিল। নবী ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সদয় হও। কেননা, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা ডাকছ এমন এক সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সংগে আছেন। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। তখন আমি বলছিলাম, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজে উদ্যোগী হওয়ার এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের কোন একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? তখন আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তুমি বল, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজে) উদ্যোগী হওয়ার এবং (মন্দ কাজ থেকে) বিরত থাকার সাধ্য নেই।”

৬৬১৭. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৬১৭. ইবন নুমায়র, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (রা) ... আসিম সূত্রে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬১৮. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلَا ثَنِيَّةٌ نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْيَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৬৬১৮. আবু কামিল, ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা (সাহাবীগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলেন এবং তারা তখন একটি পার্বত্য ঘাঁটিতে (মোড়ে) আরোহণ করছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যখনই কোন পার্বত্য টিলার উপর উঠত তখন উচ্চৈঃস্বরে ‘اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ’ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ মহান’ বলত। তিনি (রাবী) বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ বললেন : হে আবু মূসা

অথবা (বললেন,) হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি কি তোমাকে একটি কালিমা বাতলে দেব, যা জান্নাতের ভাণ্ডার (তুল্য)? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সেটা কি? তিনি বললেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার সাধ্য নেই।'

৬৬১৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৬৬১৯. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল 'আলা (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। এরপর তিনি তার (পূর্ববর্তী হাদীসের) অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৬২০. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ -

৬৬২০. খালাফ ইবন হিশাম ও আবু রাবী' (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূল ﷺ-এর সংগে ছিলাম। এরপর তিনি আসিমের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৬২১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৬৬২১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে কোন এক যুদ্ধে ছিলাম। এরপর তিনি পুরো হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি তার বর্ণনায় বলেছেন, "তোমরা যাকে ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের (উটের) গর্দানের চাইতেও নিকটতর।" তবে তার হাদীসে ' لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ' প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই।

৬৬২২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ) حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

৬৬২২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : আমি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি কালিমার কথা বাতলে দেব না? অথবা তিনি বলেছেন : জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার সম্পর্কে বলব না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : ' لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ '-(আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)।

১৫. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَغَيْرِهَا

১৫. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহর কাছে) ফিতনা ও দুর্বোলের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

৬৬২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا وَقَالَ قُتَيْبَةُ كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ دُعَاءً اَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ظُلْمًا كَثِيرًا -

৬৬২৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন, যা দিয়ে আমি আমার সালাতে দু'আ করব। তিনি বললেন : তুমি বল, اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا, وَقَالَ قُتَيْبَةُ كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থ “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের [পর (সাংঘাতিক) বড় রকমের যুলুম করেছি।” কুতায়বা (রা) বলেন, ‘অত্যধিক’ (জুলুম)। আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

আবু তাহির (র) ... আবুল খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যার দ্বারা আমি আমার সালাতে ও ঘরে দু'আ করতে পারি। এরপর তিনি লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (ظُلْمًا كَثِيرًا) ‘অনেক জুলুম’ উল্লেখ করেছেন।

৬৬২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِوْلَاءِ الدَّعَوَاتِ اَللّٰهُمَّ فَاِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىْ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ

قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

৬৬২৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সব দু'আ করতেন : আরবী দু'আর অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফিতনা (আযাবের সংকট) থেকে আশ্রয় চাই, জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কবরের সংকট, কবর আযাব ও ধন-সম্পদের ফিতনা (বিপদ) এবং দারিদ্রের ফিতনার (যাতনার) অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি বরফ ও শিলা দ্বারা ধুয়ে সাফ করে দিন। আমার কলব পরিচ্ছন্ন করে দিন যেভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ করে দেন। আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে দূরত্ব করে দিন যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, পাপ ও ধার-কর্জ (এর সংকট) থেকে আশ্রয় ও শরণ চাই।”

৬৬২৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬২৫. আবু কুরায়ব (র) ... হিশাম (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১৬. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَغَيْرِ

১৬. পরিচ্ছেদ : অক্ষমতা ও অলসতা ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

৬৬২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

৬৬২৬. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব, জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগের অনিষ্ট থেকে।”

৬৬২৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

৬৬২৭. আবু কামিল ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে,... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে ইয়াযীদ হাদীসে ‘জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগের অনিষ্ট হতে’ কথাটির উল্লেখ নেই।

৬৬২৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا وَالْبُخْلُ -

৬৬২৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আ'লা (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি আশ্রয় চেয়েছেন বর্ণিত বস্তুসমূহ থেকে এবং কৃপণতা হতে।

৬৬২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَعْوَرُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

৬৬২৯. আবু বকর ইবন নাফি' আব্দী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এই দু'আসমূহ দ্বারা দু'আ করতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ : “হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কৃপণতা, অলসতা, বয়সের নিকৃষ্টতম সময় (বার্ধক্যের দৈন্য), কবর আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগ থেকে আশ্রয় চাই।”

১৭. بَابُ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : মন্দ অবস্থা, দুর্ভাগ্যের প্রকোপ ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

৬৬৩০. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَشْكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا -

৬৬৩০. আমর নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আশ্রয় চাইতেন অদৃষ্টের মন্দ অবস্থা থেকে, পাপের প্রাবাল্য থেকে, দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে এবং বিপদের কঠিন সংকট থেকে। আমর তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি সন্দেহ পোষণ করছি, এর থেকে একটি বাড়িয়ে বলতে।

৬৬৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ -

৬৬৩১. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র) ... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (র) সূত্রে খাওলা বিনত হাকীম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মনযিলে অবতরণ করে বলবে, اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ, তবে

“আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।” সে ঐ মানযিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করবে না।

৬৬৩২- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُوْنُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ قَالَ يَعْقُوبُ وَقَالَ الْقُعَقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ -

৬৬৩২. হারুন ইবন মা'রুফ ও আবু তাহির (র) ... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে খাওলা বিনত হাকীম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন কোন মনযিলে অবস্থান করে তখন সে যেন বলে, (এই দু'আ পাঠ করে)-“আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। এতে সে ব্যক্তি এ মনযিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া অবধি কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

ইয়াকুব (র) বলেন, কা'কা' ইবন হাকীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! গত রাতে একটি বিছু আমাকে দংশন করার কারণে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। তিনি বললেন : যদি তুমি সন্ধ্যায় এই দু'আটি পাঠ করতে **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ** তাহলে সে তোমাকে কষ্ট দিতে পারত না।

৬৬৩৩- وَحَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى غُطْفَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَدَغْتَنِي عَقْرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ -

৬৬৩৩. ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি বিছু দংশন করেছে।এরপর ইবন ওহাবের হাদীসের অনুরূপ।

১৮- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخَذِ الْمَضْجَعِ

১৮. পরিচ্ছেদ : নিদ্রা ও বিছানায় শোওয়ার সময় দু'আ

৬৬৩৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْيُمْنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدَتْهُنَّ لَا سَتَذْكُرُهُنَّ فَقُلْتُ أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ -

৬৬৩৪. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে তখন সালাতের ন্যায় তুমি উযু করে নেবে। এরপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। এরপর তুমি বল, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَّدَتْهُنَّ لَا سَتَذْكُرُهُنَّ فَقُلْتُ أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ -

অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে সোপর্দ করলাম, আমার কাজ-কর্ম আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমি পুরস্কার লাভের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম (আপনার উপর ভরসা করলাম)। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনলাম, আপনি যে নবীকে প্রেরণ করেছ তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।” আর এই বাক্যগুলোকে আপনার শেষ কথা বানিয়ে নিন। এরপর যদি তুমি এই রাতে ইন্তিকাল কর তাহলে তুমি ইসলামের উপরই ইন্তিকাল করলে। বারা' (রা) বলেন, আমি এই বাক্যগুলো মুখস্ত করার জন্য পুনর্বার পড়লাম। তখন আমি বললাম, أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (আমি আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি যাকে আপনি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন)। অর্থাৎ ‘نَبِيِّكَ’ স্থলে ‘رَسُولِكَ’ বললাম। তিনি বললেন, তুমি বল, أَمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (আমি ঈমান এনেছি আপনার নবীর প্রতি যাকে আপনি পাঠিয়েছেন)।

৬৬৩৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ) قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ مَنْصُورًا أَتَمَّ حَدِيثًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا -

৬৬৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মানসূর বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ। সা'দ ইব্ন উবায়দা হুসায়নের হাদীসে ‘যদি তার সকাল হয় তাহলে সে কল্যাণ লাভ করবে’ কথাটি অধিক উল্লেখ করেছেন।

৬৬৩৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ مِنَ اللَّيْلِ -

৬৬৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন রাতে শয্যা গ্রহণের সময় সে বলে : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ : অর্থ : “হে আল্লাহ! আমি আমার জীবন আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার মুখমণ্ডল আপনার প্রতি ফিরালাম। আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম, (পুরস্কার লাভের) আশায় ও (আযাবের) ভয়ে; আপনার (অসন্তুষ্টি) হতে আপনারই কাছে ব্যতীত কোন ঠিকানা ও আশ্রয় নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার কিতাবের প্রতি যা আপনি নাযিল করেছেন এবং আপনার রাসূলের প্রতি যাকে আপনি পাঠিয়েছেন।” এরপর যদি সে ঐ রাতে ইন্তিকাল করে তাহলে ইসলামের উপরই ইন্তিকাল করবে (বলে গণ্য হবে)। ইব্ন বাশ্শার (র) তার হাদীসে ‘مِنَ اللَّيْلِ’ ‘রাত্রিকালে’ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৬৬৩৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَافِلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا -

৬৬৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। এরপর ‘আমর ইব্ন মুররা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে (পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন, وَبِنَبِيِّكَ (“এবং আপনার সেই নবীর প্রতি, যাকে আপনি পাঠিয়েছেন)।” যদি তুমি রাতে মারা যাও তাহলে ইসলামের উপরই মারা গেলে। যদি ভোর বেলায় উঠ তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে।

৬৬৩৮. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا -

৬৬৩৮. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন....। এরপর তার অনুরূপ। তবে তিনি “যদি তুমি ভোর বেলায় উঠ তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে” কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৬৩৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ -

৬৬৩৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ, অর্থ : (“হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই জীবিত থাকি আর আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করছি”)। আর যখন তিনি নিদ্রা থেকে উঠতেন তখন বলতেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবনদান করেছেন। আর তার দিকেই প্রত্যাবর্তন।”

৬৬৪০. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسْمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ -

৬৬৪০. উক্বা ইবন মুকরাম ‘আম্মী ও আবু বাকর ইবন নাফি’ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, যখন শয্যাগ্রহণ করবে তখন বলবে, اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ অর্থ : “হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রাণ সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই তার মৃত্যুদানকারী। আপনারই জন্য তার (নফসের) জীবন ও মৃত্যু। যদি আপনি একে জীবিত রাখেন তাহলে এর হিফায়ত করবেন। আর যদি আপনি এর মৃত্যু ঘটান তাহলে একে ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা কামনা করছি”। তখন সে তাকে বলল, আপনি তা উমর (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, উমর (রা)-এর চাইতে যিনি উত্তম (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। ইবন নাফি’ (র) তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন হারিছ (র) থেকে বলেছেন। তিনি “سَمِعْتُ” শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৬৬৪১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْيَمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ أَخِذُ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৪১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... সুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালিহ (র) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যখন আমাদের কেউ নিদ্রায় গমনের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ডান কাত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে। এরপর সে বলবে, اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ, فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ إِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ আসমান, যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালক ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী (সৃষ্টিকর্তা), আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার কাছে এমন সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই, আপনি তার মস্তক ধারণাকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)। হে আল্লাহ! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছু (অস্তিত্ব) নেই এবং আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই যাহির, (স্বপ্নকালে) আপনার উর্ধ্বে কিছু নেই। আপনি বাতিন (সুগোপন) আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের অভাবমুক্ত করে দিন।” তিনি (আবু সালিহ) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করতেন।

৬৬৪২. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا -

৬৬৪২. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান ওয়াসিতী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন যে, যখন আমরা শয্যাগ্রহণ করি তখন যেন আমরা বলি। এরপর জারীরের হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন : সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে যাদের মস্তক ধারণাকারী (নিয়ন্ত্রণকর্তা) আপনিই।

৬৬৪৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ -

৬৬৪৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল ‘আলা (র) ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে একজন খাদিমা চাইলেন। তখন তিনি তাঁকে

বললেন : তুমি বল, رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ بِمِثْلِ (সাত আসমানের মালিক হে আল্লাহ!)" (তারপর) সুহায়লের পিতা থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৬৬৪৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلْفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ -

৬৬৪৪. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন তার বিছানায় আশ্রয় নেয় তখন সে যেন তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয় এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, শয্যা ত্যাগ করার পর তার বিছানায় কি আছে। এরপর যখন সে শয়ন করবে তখন যেন ডান কাত হয়ে শয়ন করে। এরপর সে যেন বলে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ("হে আমার প্রতিপালক! আপনি পবিত্র। আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্ব (পাঁজর) রাখলাম, আপনার নামেই তা উঠাব। আপনি যদি আমার প্রাণ বায়ু রেখে দেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি আপনি তাকে উঠবার অবকাশ দেন তাহলে তাকে হিফায়ত করবেন, যেমন আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফায়ত করে থাকেন।")

৬৬৪৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا -

৬৬৪৫. আবু কুরায়ব (র) ... উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : এরপর সে যেন বলে "হে আমার প্রতিপালক! আপনার নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম। যদি আপনি আমার প্রাণ জীবিত রাখে তাহলে তাকে অনুগ্রহ করুন।"

৬৬৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى -

৬৬৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যাগ্রহণ করতেন তখন তিনি বলতেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا :

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার দিয়েছেন, পানি পান করিয়েছেন, তিনি আমাদের কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেক আছে যাদের জন্য কোন কর্ম সম্পাদক নেই, আশ্রয় দাতাও নেই।”

১৯. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ

১৯. পরিচ্ছেদ : কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া

৬৬৪৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ اللَّهُ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

৬৬৪৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল আশজাজি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে কি কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সে সব কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যা আমি আমল করেছি এবং আমি যা করিনি তা থেকে”।

৬৬৪৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

৬৬৪৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা দিয়ে তিনি দু'আ করতেন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সে সবার কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি।” (পূর্বানুরূপ)

৬৬৪৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

৬৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (র) ... হুসায়ন (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফরের হাদীসে রয়েছে- وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

৬৬৫০. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ -

৬৬৫০. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দু'আয় বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সব আমলের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি (তার অনিষ্ট থেকেও)।”

৬৬৫১. حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ -

৬৬৫১. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করছি, আপনার দিকেই ধাবিত হয়েছি এবং আপনার সাহায্যেই (দুশমনের বিরুদ্ধে) লড়াই করছি। হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আপনি আমাকে পথ ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যার মৃত্যু নেই। আর জিন্ন ও মানব জাতি মারা যাবেই।”

৬৬৫২. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بِلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلَ عَلَيْنَا عَائِذَاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ -

৬৬৫২. আবু তাহির (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে, নবী ﷺ যখন সফরে থাকতেন তখন ভোর রাতে বলতেন, سَمِعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بِلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلَ عَلَيْنَا عَائِذَاً, “শ্রোতা শ্রবণ করুন (শুনিয়েছি) আল্লাহর প্রশংসা আমাদের জন্য তাঁর উত্তম দান বখশিশ, কল্যাণ বয়ে এনেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সঙ্গী হন। আমাদের উপর ফয়ল ও করম করুন। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে।”

৬৬৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

৬৬৫৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) ... আবু মুসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এই দু'আ দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতেন : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ, আমার মূর্খতা ও আমার কাজের সীমালংঘন এবং যে বিষয়ে আমার চাইতে আপনিই অধিক জানেন। তা ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন অপরাধ এবং আমার অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত সব রকমের অপরাধ যা সবই আমার আছে (যা আমি করেছি)। হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দিন যা আমি আগে করে ফেলেছি এবং যা আমি পরে করেই, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। আর আপনি আমার চাইতে আমার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। আপনিই অগ্রবর্তী এবং আপনিই পরবর্তী। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

৬৬৫৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬৫৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬৫৫. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْقُطَيْعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنْ قُدَّامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ -

৬৬৫৫. ইবরাহীম ইবন দীনার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি আমার দীন ইসলাম (পরিপূর্ণ) করে দিন, যে দীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা (রয়েছে)। আপনি ইসলাম (কল্যাণ কর) করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রতিটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক বানিয়ে দিন সব মন্দ থেকে।"

৬৬৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى -

৬৬৫৬. মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এই বলে দু'আ করতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা ও সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি।”

৬৬৫৭. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعِفَّةَ -

৬৬৫৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... ইবু ইসহাক (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (পার্থক্য এইটুকু যে,) ইবন মুসান্না তার বর্ণনায় (‘الْعَفَافُ’-এর স্থলে) ‘الْعِفَّةُ’ (হারাম থেকে ও চারিত্রিক পবিত্রতা) উল্লেখ করেছেন।

৬৬৫৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّقِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا -

৬৬৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে তেমনই বলছি যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলতেন : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّقِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا “হে আল্লাহ! আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্বাক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসে (অন্তর) তাকওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনি এ সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, আপনিই এর মালিক ও এর অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইল্ম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফস থেকে ও এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।”

৬৬৫৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُؤَيْدٍ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْدُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ -

৬৬৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ : “আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় পৌছেছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ব্যতীত ইলাহ নেই, তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই।” হাসান (র) বলেন, আমাকে যুযায়দ (র) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম (র) থেকে এ বিষয়ে মুখস্ত করেছেন : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ “রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ রাতের কল্যাণ কামনা করি এবং এ রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই এবং এর পরবর্তী (রাত) থেকেও। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে ও বাধ্যক্যের মন্দ অবস্থা (অহংকারের অনিষ্ট) থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

৬৬৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ اسْأَلْكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ -

৬৬৬০. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হত তখন আল্লাহর নবী ﷺ বলতেন : **اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ** : “আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই।” রাবী মনে করেন যে, তিনি তার দু'আর মধ্যে বলেছেন, “রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের এবং তার পরবর্তী রাতেরও। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের অনিষ্ট থেকে এবং এর পরবর্তী রাতের অনিষ্ট থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অলসতা, বার্ধক্যের (অহংকারের) মন্দ পরিণাম থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবর আযাব থেকে।” আর যখন সকাল হতো, তিনি বলতেন : “আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহর জন্য সকালে পৌঁছেছে।”

৬৬৬১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

৬৬৬১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হতো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : **اَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ** “আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক (সত্তা) তাঁর কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার (কল্যাণ) এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই রাতের অনিষ্ট ও এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই। অলসতা, বার্ধক্য, অহংকারের অনিষ্ট, দুনিয়ার ফিতনা ও কবর আযাব থেকে।”

হাসান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেছেন, যুবায়েদ ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে মারফু সনদে অধিক বলেছেন। তিনি বলেন, **اَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** “আল্লাহ্

ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক (সত্তা), তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।”

৬৬৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ -

৬৬৬২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক (সত্তা), তিনি তাঁর বাহিনীকে শক্তিমত্তা দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্যে করেছেন, আর তিনি একাই (কাফির) সকল বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর পরে আর কোন কিছু নেই।”

৬৬৬৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتِكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادَ سَدَادَ السُّهُمِ -

৬৬৬৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল ‘আলা (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি বল- اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى “হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।” তিনি আমাকে আরও বলেছেন, (এ দু‘আর সময়) هِدَايَتِكَ “তোমার সোজা রাস্তায় চলার মত হিদায়াত এবং তীর সোজা করার মত সঠিকতার সাথে তুমি স্মরণ করবে।”

৬৬৬৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتِكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادَ سَدَادَ السُّهُمِ -

৬৬৬৪. ইবন নুমায়র (র) ... আসিম ইবন কুলায়ব (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এভাবে বলতে বলেছেন : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিদায়াত ও সঠিকতা কামনা করছি।” এরপর তিনি তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

২. بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ

২০. পরিচ্ছেদ : দিনের প্রথম ভাগে ও শোওয়ার সময় তাসবীহ পাঠ

৬৬৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ زُنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

৬৬৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আমর নাকিদ, ইবন আবু উমর (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যুষে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন তখন তিনি তার সালাতের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি 'দুহা'-র (চাশতের সময়ের) পরে ফিরে এলেন। তখনও তিনি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি সেই অবস্থায়ই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন : আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওয়ন করলে এই কালিমাগুলোর ওয়নই বেশি হবে। কালিমাগুলো এই-
 অর্থ : “আমি সُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ- এই আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর (অগণিত) সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তার সত্ত্বষ্টি, তার আরশের ওয়নের পরিমাণ ও তার কালিমার (কালির) পরিমাণ।”

৬৬৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন অথবা ফজরের সালাতের পরে আসলেন। এরপর বর্ণনাকারী তার (পূর্ববর্তী রিওয়াযাতের) অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে (এতে পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন,
 অর্থ : “আমি আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তার সত্ত্বষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওয়ন পরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের (কালির) পরিমাণ।”

৬৬৬৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন অথবা ফজরের সালাতের পরে আসলেন। এরপর বর্ণনাকারী তার (পূর্ববর্তী রিওয়াযাতের) অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে (এতে পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন,
 অর্থ : “আমি আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তার সত্ত্বষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওয়ন পরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের (কালির) পরিমাণ।”

৬৬৬৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক (র) ... জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন অথবা ফজরের সালাতের পরে আসলেন। এরপর বর্ণনাকারী তার (পূর্ববর্তী রিওয়াযাতের) অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে (এতে পার্থক্য এই যে,) তিনি বলেছেন,
 অর্থ : “আমি আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তার সত্ত্বষ্টির সমান, তাঁর আরশের ওয়ন পরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের (কালির) পরিমাণ।”

تُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ خَادِمٍ -

৬৬৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) যাঁতা পিষতে গিয়ে তাঁর হাতে ব্যথা পাওয়ার অভিযোগ জানালেন। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে কিছু বন্দিনী এসেছিলেন। তিনি (একটি খাদিম চাওয়ার জন্য) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি এসে নবী ﷺ-কে পেলেন না। তিনি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। এরপর যখন নবী ﷺ আসলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে ফাতিমা (রা)-এর আগমনের বিষয় জানালেন। এরপর নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা আমাদের শয্যাগ্রহণ করেছিলাম। আমরা আমাদের শয্যা থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম। নবী ﷺ বললেন : “তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক। এরপর তিনি আমাদের মাঝে বসলেন। তখন আমি তাঁর কদম মুবারকের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দেব না, যা তোমরা যা চেয়েছিলে তার চাইতে উত্তম? যখন তোমরা তোমাদের শয্যাগ্রহণ করবে তখন চৌত্রিশ বার اللَّهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ্ আকবার), ৩৩ বার سُبْحَانَ اللَّهِ (সুবহানাল্লাহ্) এবং ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদুলিল্লাহ্) পড়বে। এটি তোমাদের জন্য খাদিমার চাইতে উত্তম।”

৬৬৬৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ -

৬৬৬৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয ও ইব্ন মুসান্না (র) শু'বা সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মুআযের হাদীসে 'مِنَ اللَّيْلِ' (রাতে) শব্দটি অধিক উল্লেখ আছে।

৬৬৬৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَبِي طَالِبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهُ مِنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صَفِيْنِ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صَفِيْنِ وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صَفِيْنِ -

৬৬৬৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও উবায়দ ইব্ন ইয়াঈশ (র) ... আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্ন আবু লায়লা (র) সূত্রে হাকাম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাকাম (র) হাদীসে এইটুকু অধিক বলেছেন যে, আলী (রা) বলেছেন, নবী ﷺ থেকে শোনার পর থেকে কখনো আমি তা ছাড়িনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সিয়ফীনের রাতেও নয়? তিনি বললেন, সিয়ফীনের রাতেও নয়। ইব্ন আবু লায়লা সূত্রে আতা বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, ‘আমি’ তাকে বললাম, “সিয়ফীনের রাতেও নয়?”

৬৬৭০. حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحُ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَمَّتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا قَالَ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكَ * وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬৭০. উমায়্যা ইবন বিসতাম আয়শী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রা) একজন খাদিমার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং কাজের (কষ্টের) অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন : “আমার কাছে তো কোন খাদিমা নেই। তিনি বললেন : তবে আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা বলব না, যা তোমার খাদিমা থেকে উত্তম? তা হল রাতে শয্যাগ্রহণের সময় তুমি তেত্রিশ বার **اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ**, ৩৩ বার **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (আল-হামদুলিল্লাহ) এবং ৩৪ বার **اللَّهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহু আকবর) পাঠ করবে।”

আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র) ... সুহায়ল (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১. بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاكِ الدِّيكِ

২১. পরিচ্ছেদ : মোরগ ডাকার সময় দু'আ করা মুস্তাহাব

৬৬৭১. حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاكِ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا -

৬৬৭১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে কোন ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার বিকট আওয়ায শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে কোন শয়তান দেখেছে।

২২. بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ

২২. পরিচ্ছেদ : কঠিন মুসীবতের (সময়ের) দু'আ

৬৬৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ) قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

৬৬৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ সাঈদ (র) ...ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী ﷺ কঠিন বিপদের সময় বলতেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : অর্থ : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ “মহান, সহনশীল আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আসমানের রব ও যমীনের রব এবং সম্মানিত আরশের সম্মানিত অধিপতি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

৬৬৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَيْمٌ -

৬৬৭৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... হিশাম (র)-এর সূত্রে এই সনদে (অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। তবে মুআয ইব্ন হিশামের হাদীস অধিক পূর্ণাঙ্গ।

৬৬৭৪. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرَّيَّاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِمْ وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

৬৬৭৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বাক্যগুলো দ্বারা দু‘আ করতেন এবং কঠিন বিপদের সময় এইগুলো বলতেন। এরপর তিনি কাতাদা (র) সূত্রে মুআয ইব্ন হিশাম (র) তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। এই বর্ণনায় رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ স্থলে আছে।

৬৬৭৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ مَعَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

৬৬৭৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে যখন কোন কঠিন সংকট আগত হত তখন তিনি বলতেন। এরপর তিনি মুআযের পিতার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ অর্থ : “আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই” অধিক উল্লেখ করেছেন।

২২. بَابُ فَضْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

২২. এর ফযীলত - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ : পরিচ্ছেদ

৬৬৭৬. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجِسْرِيِّ عَنْ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَا صُطِفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ -

৬৬৭৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন্ কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতা অথবা (বললেন) তাঁর বান্দাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেছেন, তা হল, 'سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ' (আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

৬৬৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجِسْرِيِّ مِنْ عَنَزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ -

৬৬৭৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু যার! আমি কি তোমাকে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম বাতলে দেব না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালামটি আপনি আমাকে বাতলে দিন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম হল, 'سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ' “আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি।”

২৩. بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

২৩. এর ফযীলত : মুসলমানদের জন্য তাদের অনুপস্থিতিতে দু'আর পরিচ্ছেদ

৬৬৭৮. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوُكَيْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

৬৬৭৮. আহমাদ ইবন উমর ইবন হাফস ওয়াকীঈ (র) ... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান বান্দা তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে ফেরেশতা তা বলেন, “আর তোমার জন্যও অনুরূপ”।

৬৬৭৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلَّمُ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنُ كَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ -

৬৬৭৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব (স্বামী) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে, তার জন্য একজন নিয়োজিত ফেরেশতা বলতে থাকে 'আমীন' এবং বলে, তোমার জন্যও অনুরূপ।

৬৬৮০. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ) وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَاتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرَوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৮০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) দারদা (র)-এর স্বামী সাফওয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে গোলাম এবং (সেখানে) আবু দারদা (রা)-এর ঘরে গেলাম। আমি তাকে ঘরে পেলাম না; বরং সেখানে উম্মু দারদা (রা)-কে পেলাম। তিনি বললেন, আপনি কি এ বছর হজ্জ পালন করবেন? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করবেন। কেননা, নবী ﷺ বলতেন : একজন মুসলমান বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকেন “আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ”। তিনি বলেন, এরপর আমি বাজারের দিকে বের হলাম। আর আবু দারদা (রা)-এর দেখা পেলাম, তখন তিনি আমাকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা তার অনুরূপ প্রদান করে বললেন।

৬৬৮১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ -

৬৬৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) ... আবদুল মালিক ইবন আবু সুলায়মান (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সাফওয়ান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান (র)-এর সূত্রে।

২৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

২৪. পরিচ্ছেদ : পানাহারের পর 'الْحَمْدُ لِلَّهِ' বলা মুস্তাহাব

৬৬৮২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে খাওয়ার পরে তার জন্য 'الْحَمْدُ لِلَّهِ' বলে এবং পানীয় পান করার পরে তার জন্য (শুকরিয়া স্বরূপ) 'الْحَمْدُ لِلَّهِ' বলে। যুহায়র ইবন হারব (র) ... যাকারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনুরূপ বলেছেন।

২৫. بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

২৫. পরিচ্ছেদ : দু'আকারী "আমি কত দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হল না" এরূপ উক্তি করে তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবুল হয়

৬৬৮৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَا أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي -

৬৬৮৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর দু'আ (তখনই) কবুল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে (তাড়াহুড়া করে দু'আ করার পর) এরূপ না বলতে থাকে যে, আমি আমার প্রতিপালকের সকাশে দু'আ করলাম; অথচ তিনি আমার দু'আ কবুল করেছেন না অথবা (বললেন,) কবুল করা হয়নি।

৬৬৮৪. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ لَيْثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي -

৬৬৮৪. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারোর দু'আ তখনই কবুল করা হয় যখন সে তাড়াহুড়া না করে। এভাবে বলতে না থাকে যে, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করলাম। তিনি আমার দু'আ কবুল করলেন না।

৬৬৮৫. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْأَسْتَعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ -

৬৬৮৫. আবু তাহির (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বান্দার দু'আ হরহামেশা কবুল করা হয় যদি না সে পাপ কর্মের জন্য কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করে এবং (দু'আয়) তাড়াহুড়া না করে। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! (দু'আয়) তাড়াহুড়া করা কি? তিনি বললেন, সে বলতে থাকে, আমি দু'আ করছি, আমি দু'আ করছি; কিন্তু তা কবুল হল বলে দেখতে পেলাম না। তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং (ক্লান্তি হয়ে) দু'আ করা ছেড়ে দেয়।

২৬. بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانُ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ

২৬. পরিচ্ছেদ : জান্নাতবাসী অধিকাংশই দরিদ্র এবং জাহান্নামবাসী অধিকাংশই নারী এবং নারী সম্পর্কিত ফিতনার বর্ণনা

৬৬৮৬. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬৬৮৬. হাদ্দাব ইবন খালিদ, যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) ... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়লাম। দেখলাম, অধিকাংশই যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, মিসকীন আর সম্পদশালীরা আটক অবস্থায়। যারা জাহান্নামী তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়লাম। দেখলাম যে, অধিকাংশই যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, নারী।

৬৬৮৭. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬৬৮৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিলাম, দেখতে পেলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই ফকীর। এরপর আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

৬৬৮৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৬৮৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আইউব (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬৮৯. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِطْلَعَ فِي النَّارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَيُّوبَ -

৬৬৮৯. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। এরপর আইউব (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

৬৬৯০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৬৬৯০. আবু কুরায়ব (র) ... আবু রাজা' (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ... এরপর সাঈদ (র) তার (পূর্বোক্তের) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৬৬৯১. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَانِ فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ الْأُخْرَى جِئْتُ مِنْ عِنْدِ فُلَانَةٍ فَقَالَ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَقْلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءَ -

৬৬৯১. উয়ায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... আবু তায়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর দুই স্ত্রী ছিল। তিনি (একদা) তাদের একজনের কাছ থেকে এলেন। তখন অন্যজন বলল, আপনি তো অমুকের নিকট থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর কাছে থেকে এসেছি। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের অল্প সংখ্যক অধিবাসী নারী সমাজ।

৬৬৯২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ -

৬৬৯২. মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবন আবদুল হামীদ (র) ... আবু তায়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি মুতাররিফকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তার দু'জন স্ত্রী ছিল ...। মুআযের হাদীসের মর্মের অনুরূপ।

৬৬৯২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ -

৬৬৯৩. উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল করীম আবু যুরআ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর মধ্যে একটি ছিল এই : “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আপনার নিয়ামত সেরে যাওয়া, আপনার ক্ষমা নিরাপত্তা স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া, আপনার আকস্মিক প্রতিশোধ এবং আপনার সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে।”

৬৬৯৪- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৬৬৯৪. সাঈদ ইবন মানসূর (র) ... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার (ওফাতের) পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।

৬৬৯৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى جَمِيعًا عَنْ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৬৬৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আশ্বারী, সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আলা (র) ... উসামা ইবন যায়দ ইবন হারিছা ও সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আমার (ওফাতের) পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি।

৬৬৯৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৬৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... সুলায়মান তায়মী থেকে এই সনদে তার অনুরূপ বর্ণিত।

৬৬৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوءٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَأَتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ -

৬৬৯৭. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্টি সবুজ (সুস্বাদু দর্শনীয় ও) আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কি কর? তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে। ইবন বাশ্শার (র) বর্ণিত হাদীসে (لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ এর স্থলে) (তোমরা কি কর তা দেখার জন্য তিনি তোমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন)।

২৮. بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ

২৮. পরিচ্ছেদ : গুহাবাসী তিন ব্যক্তির কিসসা এবং নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা

৬৬৯৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَأُمْرَأَتِي وَلِي صَبِيَّةٌ صِغَارُ أَرَعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ فَلَمْ أَتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّةَ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ

بِتَغَاءِ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا
 مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمَّ أَحْبَبْتُهَا كَاشِدَ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ
 لِنِسَاءٍ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَتَعَبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ
 دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا
 بِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً
 نَفْرَجَ لَهُمْ وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقٍ أَرِزْ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ
 أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرِعَاءً
 هَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي حَقِّي قُلْتُ أَذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا
 نَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرِعَاءَهَا فَاخْذْهُ
 نَذْهَبَ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ
 مَا بَقِيَ -

৬৬৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদা) তিন ব্যক্তি পথে হেঁটে চলছিল। পথে তাদের উপর বৃষ্টি নামল। তখন তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তখন পর্বতগাত্র থেকে একটি পাথর খণ্ড খসে তাদের গুহার মুখে গড়িয়ে পড়ল এবং সেটি গুহার মুখে আটকে গেল (গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল)। তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, নিজ নিজ নেক আমলের প্রতি লক্ষ্য কর, যা তোমরা আল্লাহর (দরবারে সন্তুষ্টি লাভের) জন্য করেছ এবং তার ওয়াসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাক। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে সেটি (পাথরটি) সরিয়ে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামাতা। আর ছিল আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তানাদি। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য (মেষ-বকরী মাঠে) চরাতাম। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়ে এনে আমি সেগুলোর দুধ দোহন করতাম এবং আমি আমার পুত্র কন্যাদের আগে প্রথমেই আমার পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন একটি গাছ আমাকে দূরে নিয়ে গেল (অর্থাৎ চারণভূমি দূরে ছিল)। এতে আমার ফিরতে রাত হয়ে গেল। আমি তাদের (পিতামাতা) উভয়কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। এরপর আমি পূর্বের মতই দুধ দোহন করলাম। আমি দুধ নিয়ে আমার পিতামাতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করা পসন্দ করলাম না এবং তাদের আগে সন্তানদের দুধ পান করানোও পসন্দ করলাম না। তখন আমার সন্তানরা ক্ষুৎপিপাসায় আমার দুই পায়ের কাছে কাতরাচ্ছিল। তাদের ও আমার এই অবস্থা চলল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। যদি আপনি জানেন যে, আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি, তাহলে আমাদের জন্য এতে পাথরে একটা ফাঁকড় করে দিন, যদ্বারা আমরা আসমান দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাতে একটি ফাঁক করে দিলেন। তা দিয়ে তারা আসমান দেখতে পেল।

আরেক জন বলল, হে আল্লাহ! আমার ঘটনা এই, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ যেভাবে নারীকে প্রচণ্ডরূপে ভালবাসে আমি তাকে তেমন ভালবাসতাম। আমি তাকে একান্ত কাছে পেতে চাইলাম। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং একশ' দীনার বায়না ধরল। আমি চেষ্টা করে একশ' দীনার সঞ্চয় করলাম। এরপর সেগুলো নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ে মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে ছিপি খুলো না (কুমারিত্ব নষ্ট করো না)। একথা শুনে আমি তার উপর থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আপনি যদি জানেন যে, একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি একাজ করেছি তাহলে আমাদের জন্য একটি ফাঁকড় করে দিন। তখন তিনি তাদের জন্য আরেকটু ফাঁক করে দিলেন।

অপর ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক 'ফারাক'^১ চালের (শস্যের) বিনিময়ে একজন মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করে তার প্রাপ্য মজুরী দাবী করল। আমি এক ফারাক (শস্য) তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা নিল না। আমি সে শস্য (যমীনে) চাষ করতে (বর্ধিত করতে) থাকলাম। পরিশেষে তা দিয়ে গরু-বকরী ও রাখাল সংগ্রহ করলাম। পরে সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর। আর আমার প্রাপ্যের ব্যাপারে আমার উপর জুলুম করো না। আমি বললাম, তুমি এই গরু ও রাখালের কাছে গিয়ে সেগুলো নিয়ে যাও। তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার সংগে ঠাট্টা-মশকরা কর না। আমি বললাম, আমি তোমার সংগে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও তার রাখালদের নিয়ে যাও। তখন সে তা নিয়ে চলে গেল। যদি আপনি জানেন যে, আমি এ কাজটি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছি তাহলে অবশিষ্ট অংশ খুলে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা গুহা মুখের অবশিষ্ট অংশ খুলে দিলেন।

৬৬৯৭- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَزَادُوا فِي حَدِيثِهِمْ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ يَتَمَشَّوْنَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ وَخَرَجُوا وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا شَيْئًا -

৬৬৯৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ বাজালী, যুহায়র ইব্ন হার্ব, হাসান হুলওয়ানী, আবদ ইব্ন হুমায়দ ... (সকলে) ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, মূসা ইব্ন উক্বা (র) সূত্রের আবু যামরা (র)-এর হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের হাদীসে এটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন خَرَجُوا يَمْشُونَ তারা (হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেল, সালিহ (র)-এর

১. প্রায় দশ কিলোগ্রাম।

হাদীসে يَتَمَاشُونَ শব্দ আছে। উবায়দুল্লাহর হাদীসে خَرَجُوا (তারা বের হলো)। এরপর তিনি কোন শব্দ উল্লেখ করেননি।

৭৬... - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (قَالَ ابْنُ سَهْلٍ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ : أَخْبَرَنَا) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ ! كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا وَقَالَ فَاْمْتَنَعْتُ مِنِّي حَتَّى اَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السَّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ وَقَالَ فَثَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَارْتَعَجْتُ وَقَالَ فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِ يَمْشُونَ -

৬৭০০. মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন বাহরাম, আবু বাকর ইব্ন ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। ‘তোমাদের পূর্বকার যুগের তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। অবশেষে রাত যাপন (এর প্রয়োজন) তাদের এক গুহায় আশ্রয় দিল। ইব্ন উমর (রা) থেকে নাবি’ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের মর্মানুসারে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি (রাবী) বলেছেন। “তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ পিতামাতা। আমি পরিবার পরিজনের কাউকেই তাদের আগে বিরোলের (বরাদ্দ পানীয়) দুধ পান করতাম না।” এবং অন্য (দ্বিতীয়) একজন বলেছেন “সে (চাচাতো বোন) আমার হতে আত্মরক্ষা করল। অবশেষে সে (কোন এক) দুর্ভিক্ষের শিকার হল। তখন সে আমার কাছে এলে আমি তাকে একশত বিশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম এবং (তৃতীয়) একজন বলেছেন, আমি তার (প্রাপ্য) মজুরী উৎপাদনে বিনিয়োগ করলাম। অবশেষে তাতে সম্পদ (উট, গরু, ছাগল) অনেক হল এবং তা (এত অধিক হল যে, তা) নড়াচড়া ও ছুটাছুটি করতে লাগল। এতে রাবী বলেছেন, তারা হাঁটতে হাঁটতে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

كِتَابُ التَّوْبَةِ

অধ্যায় : তাওবা

১. بَابُ فِي الْحَضَرِ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

১. পরিচ্ছেদ : তাওবার ব্যাপারে উৎসাহদান ও তাতে আনন্দিত হওয়া

৬৭০০. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَى يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً -

৬৭০০. সওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন : আমি আমার প্রতি আমার বান্দার বিশ্বাসের অনুরূপই। (আমার প্রতি বান্দার ধারণা মুতাবিক আমি তার সঙ্গে আচরণ করি)। সে যখন যেখানে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে আছি। মরু বিয়াবানে তোমাদের কেউ হারানো (বাহন) পশু ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবায় এর থেকেও অধিক খুশি হন। যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয় (দিকে এগিয়ে আসে) তবে আমি তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হই (এগিয়ে যাই)। যদি কেউ একহাত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে, তবে আমি এক 'বাগ' (দু' বাহু ডানে বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয়) পরিমাণ তার দিকে এগিয়ে যাই। যদি কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে ছুটে যাই।

৬৭০১. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا -

৬৭০১. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব কা'নাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার কারণে যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের কারোর তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও অধিক খুশি হন।

৬৭০২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ -

৬৭০২. মুহাম্মদ ইব্ন রাকি (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭০৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَعُوذُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ حَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى ادْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَنَامَ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَالَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ -

৬৭০৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... হারিস ইব্ন সুওয়ায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য (একদা) আমি তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে দু'টি হাদীস শোনালেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে (নিজের সম্পর্কে) এবং অপরটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ছায়া-পানিহীন আশংকাপূর্ণ প্রান্তরে রয়েছে এবং তার সাথে আছে তার বাহন সাওয়ারী, যার পিঠে রয়েছে তার পানাহার সামগ্রী সে (সাময়িক বিশ্রামের জন্য) ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘুম থেকে জেগে দেখে যে, সাওয়ারীটি সেখানে নেই। এরপর সে সেটি তালাশ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আমার আগের জায়গায়ই ফিরে যাই এবং ঘুমাতে ঘুমাতে মরে যাই। (এ কথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। (কিছুক্ষণ পর) জাগ্রত হয়ে সে দেখল, সাওয়ারীটি তার কাছেই রয়েছে এবং (যথারীতি) তার উপর রয়েছে পানাহার সামগ্রী এবং (সাওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ এর চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

৬৭০৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ رَجُلٍ بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ -

৬৭০৪. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র) উক্ত-সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (فِي أَرْضٍ)

বলেছেন। (বদাউয়া مِنَ الْأَرْضِ স্থলে) দৌয়া

৬৭.৫- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ -

৬৭০৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) উমারা ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হারিস ইব্ন সুওয়ায়দকে একথা বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ্ (রা) আমার নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এবং অপরটি তার নিজের পক্ষ থেকে (নিজের সম্পর্কে)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে অধিক আনন্দিত হন জারীরের হাদীসের অনুরূপ।

৬৭.৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَادْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَأَنْسَلَ بِعِيرُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرْفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَى شَرْفًا ثَانِيًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَى شَرْفًا ثَالِثًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ فَالَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ سِمَاكِ فَرَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ -

৬৭০৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয আনবারী (র) ... সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) খুত্বা (ভাষণ) দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিকতর খুশি হন, যে তার (প্রয়োজনীয়) পাথের ও (পানির) মশক একটি উটের উপর তুলে দিয়ে চলতে থাকে এবং অবশেষে এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন তার দুপুরের বিশ্রামের সময় হয়ে যায়। তখন সে নেমে কোন গাছের নীচে দিবা নিদ্রা (قيلولة) যায়। সে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার উটটি সন্তর্পণে চলে যায়। সে জাগ্রত হয়ে একটি টিলায় দৌড়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এরপর সে (দ্বিতীয়) টিলায় দৌড়ে গেল কিন্তু (সেখানেও) সে কিছু দেখতে পেল না। তারপর সে তৃতীয় এক টিলায় দৌড়ে যায়, কিন্তু (ওখানেও) সে কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে সে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল সেখানে এসে বসে থাকে। এ সময় হঠাৎ হাঁটতে হাটতে উটটি তার নিকট চলে আসে। অমনি সে তার হাতে এর লাগাম চেপে ধরে। আল্লাহ্ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে যথাবস্থায় তার উট ফিরে পাওয়ার সময়ের (আনন্দের) চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। বর্ণনাকারী সিমাক (র) বলেন, শা'বী (র) বলেছেন, নু'মান এ হাদীসটি নবী ﷺ-থেকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে আমি নু'মান (রা)-কে হাদীসটি মারফু'ভাবে বর্ণনা করতে শুনি নি।

৬৭.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَقُولُونَ

بِفَرَحٍ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتْ بِجَذَلٍ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ قُلْنَا شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ قَالَ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَادٍ عَنْ أَبِيهِ -

৬৭০৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও জা'ফর ইব্ন হুমায়দ (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তির আনন্দ তোমরা কী বল, মরু বিয়াবানে যার উট চলে যায় এবং এর লাগাম মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলতে থাকে, অথচ সেখানে কোন খাদ্য পানীয় নেই সে উটের উপর রয়েছে সে ব্যক্তির পানাহারের সামগ্রী। তখন সে তা তালাশ করে ক্লান্ত হয়ে যায়। আর এ সময় উক্ত সাওয়ারী কোন গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি এর লাগাম উক্ত গাছের গোড়ায় আটকে যায়, আর সেটি তাঁর সাথে আটকানো অবস্থায় যদি সে সেটি পেয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তি কি পরিমাণ আনন্দিত হবে? (রাবী বলেন :) আমরা (সাহাবিগণ) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো প্রচণ্ড রূপে আনন্দিত হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : স্বীয় বান্দার তাওবার কারণে-সাওয়ারী পাওয়ার কারণে উক্ত ব্যক্তির (আনন্দের) চেয়েও আল্লাহ তা'আলা অধিকতর আনন্দিত হন। জা'ফর (র) ('عبد الله بن اياد عن اياد') এর স্থলে 'اياد عن ابيه' বলেছেন।

৬৭.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَاَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَرَ مِنْهَا فَاتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَرَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ -

৬৭০৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশী হন, যে মরু-বিয়াবানে তার সাওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারীটি তার থেকে পালিয়ে গেল। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে শুয়ে পড়ে এবং তার সাওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সাওয়ারীটি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন (অমনিই) সে উহার লাগাম ধরে ফেলে। তারপর সে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, “হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব।” আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে।

৬৭.৯ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقِظَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ *

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৭০৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবার কারণে তোমাদের ঐ ব্যক্তি থেকেও অধিক আনন্দিত হন, যে জেগেই তার ঐ উটটি পেয়ে যায়, যা সে মরু-বিয়াবানে হারিয়ে ফেলেছিল।

আহমাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২. بَابُ سُقُوطِ الذُّنُوبِ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : ইস্তিগফার ও তাওবা দ্বারা গুনাহ ঝরে যাওয়া

৬৭১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَذُنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ -

৬৭১০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত একটি হাদীস আমি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা গুনাহ না করতেন তবে আল্লাহ তা'আলা এমন মাখলুক সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

৬৭১১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَّاضُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ -

৬৭১১. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের গুনাহ না থাকতো যা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যাদের গুনাহ হতো এবং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন।

৬৭১২. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَذُنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

৬৭১২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, (আমি) তাঁর শপথ (করে বলছি), যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের শেষ করে এমন জাতি (সৃষ্টি করতেন) যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

৩. بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالِاسْتِغْثَالِ بِالدُّنْيَا

৩. পরিচ্ছেদ : সর্বদা আল্লাহর যিক্র ও পরকালের বিষয়ে চিন্তা ও মুরাকাবা করা এবং কখনো কখনো তা থেকে বিরত থাকা ও পার্থিব কাজে মশগুল হওয়া প্রসংগ

৬৭১৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكُونُ عِنْدَكَ تَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৬৭১৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও কাতান ইবন নুসায়র (র) ... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম (ওয়াহী) কাতিব হানযালা আল্ উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, তুমি কেমন আছ, হে হানযালা? তিনি বলেন, আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ তুমি কি বলছ? তাকে (হানযালা (রা)) বলেন, আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসি, অবস্থান করি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন চোখ দিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবার থেকে বের হয়ে নিজেদের স্ত্রী, সন্তান অন্তত এবং ধন-সম্পদের মাঝে ডুবে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমারও তো এই অবস্থা। তারপর আমি এবং আবু বকর (রা) রওনা হলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হানযালা

মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা কী? আমি বললাম, আমরা আপনার নিকট থাকি, আপনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। কিন্তু এরপর আমরা যখন আপনার কাছ থেকে বের হই এবং স্ত্রী-সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদের মাঝে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁর শপথ (করে বলছি)! আমার নিকট থাকা কালে তোমাদের যে হাল হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায় থাকতে এবং সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতে তবে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালা! ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে (ধীরে ধীরে) হবে-(পার্থিব) ব্যয় করবে। কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন।

৬৭১৪. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَعظَنَا فَذَكَرَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصَّبَّيَّانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذَكَّرُ فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ مَهْ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذَّكَرِ لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّرْقِ -

৬৭১৪. ইসহাক ইবন মানসুর (র) হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের ওয়ায নসীহত করলেন এবং জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি বাড়িতে আসলাম এবং ছেলে-মেয়েদের সাথে হাসি-খুশি করলাম এবং স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করলাম। এরপর আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। তখন আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আমিও তো এরূপ করেছি, যেমন তুমি বললে। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন : তা কী? তখন আমি আমার পুরা অবস্থা বর্ণনা করলাম। এরপর আবু বকর (রা) বললেন, আমিও তো এরূপ করেছি যেমন হানযালা করেছে। তিনি বললেন, হে হানযালা! ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে ওয়ায-নসীহতের সময় তোমাদের হৃদয় যেমন থাকে, সর্বদাই যদি তা এ অবস্থায় থাকতো তবে ফেরেশতাগণ অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতো। এমনকি পথে-ঘাটে তারা তোমাদের সালাম করতো।

৬৭১৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأَسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا -

৬৭১৫. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... (ওয়াহীর) কাতিব হানযালা তায়মী উসায়দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর সুফিয়ান (রা) হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬- بَابُ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রশস্ততা-বিশালতা এবং তাঁর গযবের উপর তাঁর রহমতের প্রাধান্য

৬৭১৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي -

৬৭১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মাখলুক সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং তা (সে লিপি) তাঁর কাছে আরশের উপরে রয়েছে। তা হল আমার রহমাত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।

৬৭১৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي -

৬৭১৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার রহমত আমার গযবের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে।

৬৭১৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي -

৬৭১৮. আলী ইবন খাশরাম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাখলুক সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের উপরে (করণীয় রূপে) লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা তাঁর কাছেই রক্ষিত রয়েছে। (তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন) আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করবে।

৬৭১৯- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَأَى خَلْقُ حَتَّى تَرْفَعُ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ -

৬৭১৯. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ 'রহমতকে' একশ' ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট রেখেছেন এবং একভাগ পৃথিবীতে নাযিল করেছেন। রহমতের এ অংশ থেকেই সৃষ্টজীব (পরস্পর) একে অন্যের প্রতি দয়া করে, এমনকি প্রাণী পর্যন্ত এ কারণে তার সন্তান থেকে তুলে উঁচু করে রাখে এ ভয়ে, যাতে তা তার (সন্তানের গায়ে) না লাগে।

৬৭২০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةَ الْآ وَاحِدَةً -

৬৭২০. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা একশ' (ভাগ) রহমত সৃষ্টি করে একভাগ সৃষ্টির মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং (একশ' কম এক) নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট গোপন রেখেছেন।

৬৭২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخَرُ اللَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৭২১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর একশ' (ভাগ) রহমত আছে। তন্মধ্যে একভাগ রহমত তিনি জিন্ন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন। এ এক ভাগ রহমতের কারণেই সৃষ্ট জীব একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং এ এক ভাগ রহমতের ভিত্তিতেই বন্য পশু নিজ সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ তাঁর একশ' ভাগ রহমতের নিরানব্বই ভাগ রহমত নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন।

৬৭২২. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتَسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৬৭২২. হাকাম ইবন মুসা (র) .. সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার একশ' ভাগ রহমত আছে। তন্মধ্যে একভাগ রহমতের দ্বারাই সৃষ্ট জীব পরস্পর (একে অন্যের প্রতি) অনুকম্পা প্রদর্শন করে। বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত রাখা হয়েছে কিয়ামত দিবসের জন্য।

৬৭২৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৭২৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (রা) ... মু'তামিম (র)-এর পিতা থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭২৪. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ

رَحْمَةً طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَغْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ.

৬৭২৪. ইবন নুমায়র (র) ... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন আল্লাহ তা'আলা একশ' রহমত সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি রহমত আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমপরিমাণ। এ (একশ' রহমত) হতে একভাগ রহমত পৃথিবীর জন্য নির্ধারণ (বরাদ্দ) করেছেন। এর কারণেই মা সন্তানের প্রতি দয়া করে এবং বন্য পশু ও পাখীরা পরস্পরে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা এ রহমত দ্বারা তা (রহমত) পূর্ণ করবেন।

৬৭২৫. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ (وَاللَّفْظُ لِحَسَنِ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْصَقَّتْهُ بِبَطْنِهَا وَارْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا.

৬৭২৫. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী এবং মুহাম্মদ ইবন সাহল তায়মী (র) ... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদা) তিনি কয়েকজন কয়েদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল। কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন মহিলা কেবলই খোঁজাখুঁজি করছিল। সে বন্দীদের মাঝে কোন শিশুকে পাওয়া মাত্র তাকে কোলে নিয়ে তার পেটের সাথে লাগিয়ে ধরে তাকে দুধ পান করাতো। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা বল তো এ স্ত্রীলোকটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে রাজি হবে? আমরা বললাম, না। আল্লাহর কসম! সে কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সন্তানের প্রতি এ স্ত্রীলোকটি থেকেও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অধিক দয়ালু।

৬৭২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.

৬৭২৬. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট যে পরিমাণ আযাব ও শাস্তি রয়েছে, যদি তা মু'মিন ব্যক্তি জানতো তবে কেউ

তাঁর জান্নাতের আশা পোষণ করতো না। (অনুরূপভাবে) আল্লাহর নিকট যে পরিমাণ রহমত আছে, কাফির ব্যক্তি যদি তা জানতো তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হতো না।

৬৭২৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ بْنُ بِنْتِ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَفْعَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَرْوُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنُنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ -

৬৭২৭. মুহাম্মাদ ইবন মারযুক বিন্ত মাহ্দী ইবন মায়মুন (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি যে জীবনে কখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি, (মৃত্যুর সময়) তার পরিবার পরিজনকে বলল, মৃত্যুর পর তোমরা তাকে (আমাকে) পুড়িয়ে (ভস্মীভূত করে) তার অর্ধাংশ স্থলে এবং অর্ধাংশ পানিতে উড়িয়ে দিবে। কারণ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে পারেন তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতবাসীর অন্য কাউকে তিনি দেবেন না। তারপর লোকটি যখন মারা গেল তখন তার পরিবারের লোকেরা সে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছিল সেরূপ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা স্থল ভাগকে আদেশ করলে সে তার মধ্যস্থিত সবকিছু (ছাই) একত্রিত করে দিল। এরপর জলভাগকে আদেশ করলে। সেও তার মধ্যস্থিত সব কিছু একত্রিত করে দিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, তুমি এমন করলে কেন? সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়ে। আপনি তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

৬৭২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنُنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّي لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدْبَى مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ -

৬৭২৮- قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنَ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا قَالَ الزُّهْرِيُّ ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْئَسَ رَجُلٌ -

৬৭২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার নিজের প্রতি (শরীআত অমান্য করে) বাড়াবাড়ি করল। এরপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সে তার সন্তানদেরকে ওয়াসিয়াত করল এবং বলল, আমি মরে যাওয়ার পর তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলোকে উত্তমরূপে পিষবে। তারপর আমাকে সমুদ্রের মাঝে বায়ুতে উড়িয়ে দিবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে পান, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যা তিনি আর কাউকে দেননি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন : তারা তাই (সন্তানরা) করল। এরপর আল্লাহ তা'আলা মাটিকে বললেন, তুমি তার যে ছাই গ্রাস করেছে তা একত্রিত করে দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ তাকে বললেন, এ কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে উদ্ধুদ্ধ করেছে? সে বলল, 'خَشِيتُكَ يَا رَبِّ' অথবা 'مَخَافَتُكَ' -আপনার ভয়ে। তারপর এ কথার বিনিময়ে তিনি (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করে দেন।

অপর এক সূত্রে যুহরী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন এক স্ত্রীলোক বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল; কিন্তু তাকে কোন খাদ্য প্রদান করেনি এবং জমি থেকে কীট পতঙ্গ খাবার জন্য তাকে ছেড়েও দেয়নি। এমনভাবে বিড়ালটি মরে যায়। যুহরী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীস দু'টো এ জন্যই বয়ান করা হয়েছে, যেন কোন মানুষ (আমল বর্জন করে আল্লাহর উপর) নির্ভর করে বসে না থাকে এবং যেন মানুষ (আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে) নিরাশ না হয়ে যায়।

৬৭২৯. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِنَحْوِ حَدِيثٍ مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمَرْأَةِ فِي قِصَّةِ الْهَرَّةِ وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ -

৬৭২৯. আবু রাবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এক বান্দা তার নিজের আত্মার প্রতি (পাপে) বাড়াবাড়ি করল। তারপর তিনি 'فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ' পর্যন্ত মা'মারের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বিড়ালের ঘটনার নারী সম্পর্কিত হাদীসটির উল্লেখ করেননি। আর যুযায়দী (র)-এর হাদীসে আছে, এরপর আল্লাহ তা'আলা -যারা তার (শরীরের) অংশ গ্রাস করেছে, তাদের প্রত্যেককে বললেন, তার যে যে অংশ তুমি গ্রাস করেছে, তা দিয়ে দাও।

৬৭৩. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَفَارِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَى اللَّهَ مَا لَا وَوَلَدًا فَقَالَ لِوَالِدِهِ لَتَفْعَلَنَّ مَا أَمْرُكُمْ بِهِ أَوْ لِأَوْلِيِّنَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْحَقُونِي فِي الرِّيحِ فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي قَالَ فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّي فَقَالَ اللَّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلَفَاهُ غَيْرُهَا -

৬৭৩০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আল-আনবারী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ এবং বহু সন্তান দিয়েছিলেন। সে তার সন্তানদের বলল, আমি যা তোমাদের আদেশ দিব অবশ্যই তোমরা তা পূর্ণ করবে অন্যথা আমি তোমাদের ব্যতীত (অন্য কাউকে) আমার সম্পদের উত্তরাধিকার করে দিব। আমি মরে গেলে আমাকে পোড়াবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, সে এও বলেছে যে, তারপর পিষে আমাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবে। কেননা আল্লাহর নিকট অগ্রে আমি কোন নেকী প্রেরণ করিনি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতাশালী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ বিষয়ে সে তার সন্তানদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করল। তারপর তারা তার (পিতার) ব্যাপারে সেরূপ করল, আমার প্রতিপালকের শপথ! তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে? সে বলল, আপনার ভয়। এ কথা শুনে আল্লাহ তাকে আর কোন বিচার ব্যবস্থা (শাস্তি) দেননি।

৬৭৩১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادٍ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَالَ فَسَرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدْخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَئَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَا ابْتَئَرَ بِالْمِيمِ-

৬৭৩১. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিছী, কাতাদা, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, শায়বান ইবন আবদুর রহমান ও ইবনুল মুছান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তারা সকলেই শু'বা (র)-এর সনদে মত উক্ত হাদীছটি শু'বার হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে (' رَغَسَهُ اللَّهُ ' -এর স্থলে) ' رَغَسَهُ ' (আল্লাহ তাকে অটেল দান করেছেন)- বর্ণিত আছে। এবং তায়মীর হাদীসে (لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا) -এর স্থলে) ' لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا ' -বর্ণিত আছে। কাতাদা (র)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে আল্লাহর নিকট কোন কিছুই সঞ্চয় করেনি। শায়বানের হাদীসে আছে, ' مَا ابْتَئَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا ' -এবং আবু আওয়ানার হাদীসে আছে ' مَا ابْتَئَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا ' (এর স্থলে) ' مِيم ' এর সংযোগে।

৫- بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ وَالتَّوْبَةُ

৫. পরিচ্ছেদ : গুনাহের কারণে তাওবা কবুল হয়, এমন কি বারবার গুনাহ ও বার বার তাওবা করলেও

৬৭৩২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَذْنِبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنِبَ عَبْدِي ذَنْبًا

فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَادْنَبَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَادْنَبَ فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنْبِ أَعْمَلَ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أَعْمَلَ مَا شِئْتَ -

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْةَ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ جَمَادٍ النَّرْسِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৭৩২. আবদুল 'আলা ইবন হাম্মাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে যা তিনি তার প্রতিপালক মহিয়ান গরিয়ান প্রতিপালক (আল্লাহ রাব্বুল আলামীন) থেকে (উদ্ধৃত করে) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক বান্দা গুনাহ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এ কথা বলার পর সে পুনরায় গুনাহ করল এবং বলল, হে আমার মনিব! আমার গুনাহ মা'ফ করে দাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রতিপালক আছে যিনি গুনাহ মা'ফ করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর সে আবারও গুনাহ করে বলল, হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। একথা শুনে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আবারও বললেন, আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন মালিক আছে, যিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গুনাহ মা'ফ করে দিয়েছি। বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, “এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর” কথাটি (আল্লাহ তা'আলা) তৃতীয়বারের পর বলেছেন, না চতুর্থবারের পর বলেছেন, তা আমি জানি না। আবু আহমাদ (র)... আবদুল 'আলা ইবন হাম্মাদ নার্সী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৩৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'এক ব্যক্তি গুনাহ করল' এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর রাবী হাম্মাদ ইবন সালামার অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে 'اذنب ذنبًا' -কথাটি তিনবার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয়বারের পর রয়েছে- 'আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।' সুতরাং এখন সে যা ইচ্ছা তাই আমল করুক।

৬৭৩৩. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'এক ব্যক্তি গুনাহ করল' এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এরপর রাবী হাম্মাদ ইবন সালামার অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে 'اذنب ذنبًا' -কথাটি তিনবার বর্ণিত আছে এবং তৃতীয়বারের পর রয়েছে- 'আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।' সুতরাং এখন সে যা ইচ্ছা তাই আমল করুক।

৬৭৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

৬৭৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, রাতে আল্লাহ তা'আলা তার করুণার হাত সম্প্রসারিত করেন যেন দিবসের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয়ে তার নিকট তাওবা করে। অনুরূপভাবে দিবসে তিনি তার হাত সম্প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তার প্রতি ধাবিত হয় ও তার নিকট তাওবা করে। এমনিভাবে প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

৬৭৩৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৭৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬. بَابُ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ

৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদা এবং অশ্লীলতা হারাম হওয়া

৬৭৩৬. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ -

৬৭৩৬. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর চেয়ে আত্মপ্রশংসা অধিক পসন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্নও (অশ্লীলতার প্রতি চরম ঘৃণা পোষণকারী) কোন সত্তা নেই। এ কারণেই (প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য) সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন।

৬৭৩৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ -

৬৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, আবু কুরায়ব ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা

নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা অধিক পসন্দকারী আর কোন সত্তা নেই।

৬৭৩৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ -

৬৭৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নেই। এ জন্যই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতাকে তিনি হারাম করে দিয়েছেন। এমনভাবে আল্লাহর চেয়ে থেকে প্রশংসা অধিক পছন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজ নিজের প্রশংসা করেছেন।

৬৭৩৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ -

৬৭৩৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর চেয়ে আত্মপ্রশংসা অধিক পছন্দকারী কেউ নেই। এ জন্যই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ নেই। এ কারণেই তিনি সমস্ত অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আল্লাহর তুলনায় অধিক পরিমাণে ওয়র গ্রহণকারী (দায়মুক্তি পসন্দকারী) আর কোন সত্তা নেই। এ কারণেই তিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন।

৬৭৪০. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغَارُونَ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ * قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৬৭৪০. আমর নাকিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মু'মিনগণও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ উজ্জীবিত হয় যখন মু'মিন তা করে যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন।

ইয়াহুইয়া (র) ... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কোন সত্তা নেই।

৬৭৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ يَزِيدَ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ -

৬৭৪১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজের বর্ণনার অনুরূপ শুধু আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করেন নি।

৬৭৪২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৬৭৪২. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কিছুই নেই।

৬৭৪৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَفَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا -

৬৭৪৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

৬৭৪৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৬৭৪৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... 'আলা (র) থেকে এ সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

৭. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : পুণ্যসমূহ পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। (সূরা হুদ : ১১৪)

৬৭৪৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ : أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَيْ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي -

৬৭৫১- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ قَعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ فَسَكَتَ عَنْهُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ -

৬৭৫১. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘হদ্’ প্রযোজ্য হওয়ার অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার উপর ‘হদ্’ বাস্তবায়িত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন। সে পুনরায় বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দ্বারা ‘হদ্’ প্রযোজ্য হওয়ার মত অপরাধ হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমার উপর ‘হদ্’ বাস্তবায়িত করুন। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন। এমতাবস্থায় সালাত শুরু হল। আল্লাহর নবী ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করলেন,। রাবী আবু উমামা (রা) বলেন, সালাত শেষে লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে লাগল। [আবু উমামা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে কি উত্তর দেন তা দেখার জন্য আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। এরপর প্রশ্নকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে আবার বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার উপর ‘হদ্’ হওয়ার মত অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আমার উপর ‘হদ্’ বাস্তবায়িত করুন। আবু উমামা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তুমি কি উত্তমরূপে উযু করোনি? সে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করোনি? সে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : আল্লাহ তা‘আলা তোমার ‘হদ্’ ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথবা বললেন : তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৪- بَابُ قُبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

৮. পরিচ্ছেদ : হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করে থাকে

৬৭৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ

كَانَ فَيَمْنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ أَدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ -

৬৭৫২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর জিজ্ঞাসা করল, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলিম ব্যক্তি কে? তাকে এক রাহিবের (খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের) সন্ধান দেওয়া হয়। সে তার কাছে এসে বলল, যে, সে আগন্তুক নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তাওবা আছে? সে (রাহিব) বলল, না। তখন সে রাহিবকেও হত্যা করে ফেলল এবং এর (রাহিবের হত্যা) দ্বারা সে একশ' পূর্ণ করল। তারপর সে আবার প্রশ্ন করল এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলিম কে? তখন তাকে এক আলিম ব্যক্তির সন্ধান দেওয়া হল। (সে আলিমকে) সে বলল যে, সে একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তাওবা আছে? আলিম ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ। এর তাওবার মধ্যে কে অন্তরায় হতে পারে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত আছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যাও। নিজের দেশে আর কখনো ফিরে যেয়ো না। কেননা এ দেশটি বড় মন্দ। তারপর সে চলতে লাগল। এমন কি যখন সে অর্ধ পথে পৌঁছল তখন তার মৃত্যু এল। এরপর রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে তার সম্পর্কে বিবাদ লেগে গেল। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, সে অন্তরের আবেগ নিয়ে আল্লাহর দিকে তাওবার জন্য ধাবিত হয়ে এসেছে। আর আযাবের ফেরেশতারা বললেন, সে তো কখনো কোন নেক আমল করেনি। এ সময় মানুষের সুরতে এক ফেরেশতা এলেন। তারা তাঁকে তাঁদের মধ্যে মীমাংসাকারী নির্ধারণ করলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা দুই দেশের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে নাও। দুই স্থানের মধ্যে যে স্থানের দিকে সে অধিক নিকটবর্তী হবে তাকে সে স্থানেরই গণ্য করা হবে। তারা মাপলেন। তখন তাঁরা তাকে উদ্দিষ্ট স্থানের দিকে অধিক নিকটবর্তী পেলেন। তখন রহমতের ফেরেশতা তাকে তাদের আয়ত্তে নিলেন। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যু এল, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়ে (কিছু এগিয়ে) গেল।

৬৭৫৩. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَ الرَّاهِبَ ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا -

৬৭৫৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আন্বারী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগল, তার কি তাওবা আছে? অবশেষে সে এক পাদরীর নিকট এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। পাদরী বলল, তোমার জন্য কোন তাওবা নেই। তখন সে পাদরীকে হত্যা করল। এরপর সে আবারো লোকদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর সে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদের উদ্দেশ্যে রওনা হল যেখানে কিছু নেক লোকের বসবাস ছিল। রাস্তার এক অংশে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসল। তখন সে বুকের উপর ভর করে সামনের দিকে অগ্রসর হল। তারপর সে মারা গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা তার সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হল। তখন দেখা গেল যে, সে নেক লোকদের জনপদের দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী রয়েছে। তাই তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হল।

৬৭৫৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَزَادَ فِيهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرُبِي -

৬৭৫৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... কাতাদা (র)-এর সূত্রে মুআয ইবন মুআয (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অধিক অতিরিক্ত আছে যে, তখন আল্লাহ এ ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে, তুমি দূরবর্তী হয়ে যাও এবং ঐ ভূমির প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন যে তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও।

৬৭৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَأُكَ مِنَ النَّارِ -

৬৭৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত দিবসে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার জন্য আগুন জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ।

৬৭৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قَالَ

فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ -

৬৭৫৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু বুরদা (র)-এর পিতা আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখনই কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা যায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার স্থলে একজন ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানকে জাহান্নামে দাখিল করেন। তারপর উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আবু বুরদা (র)-কে আল্লাহর নাম দিয়ে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনবার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার পিতা কি সত্যিই এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন? তিনি কসম খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বর্ণনাকারী (কাতাদা) বলেন, “উমর ইবন আবদুল আযীয (র) তাকে কসম দিয়েছেন এবং আউন এর বর্ণনা অস্বীকার করেননি।” এরূপ কথা সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করেনি।

৬৭৫৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَفَّانَ وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عُثْبَةَ -

৬৭৫৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে আফফানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে রয়েছে ‘আউন ইবন উতবা (অর্থাৎ পিতার উল্লেখ সহ)।

৬৭৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادٍ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِيمَا أَحْسَبُ أَنَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ لَا أَدْرِي مِمَّنِ الشُّكُّ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَبُوكَ حَدَّثَكَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ -

৬৭৫৮. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আব্বাদ ইবন জাবালা ইবন আবু রাওয়াদ (র) ... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিছুসংখ্যক মুসলমান পাহাড় সমান গুনাহ নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে আসবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর চড়িয়ে দিয়ে দিবেন। আমার মনে হয় এ রূপই বর্ণনাকারী হাদীসের শেষোক্ত কথাটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। রাবী আবু রাওহ (র) বলেন, কার পক্ষ থেকে সন্দেহের উদ্বেক হয়েছে, তা আমার জানা নেই। আবু বুরদা (র) বলেন, এ হাদীসটি আমি উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে সরাসরি (শুনে) তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ।

৬৭৫৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ

فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ -

৬৭৫৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... সাফওয়ান ইবন মুহরিয় (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নাজওয়া (আল্লাহ ও বান্দার গোপন পরামর্শ) সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিরূপ শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে তার রবের নিকটবর্তী করা হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার উপর পর্দা রেখে দিবেন। এবং তার গুনাহ সম্পর্কে তার থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি (তোমার গুনাহ) স্বীকার কর কি? সে বলবে, আয় রব! আমি স্বীকার করছি। তারপর তিনি বলবেন, তোমার এগুলো (গুনাহ) দুনিয়ায় আমি গোপন রেখেছিলাম। আজ তোমার এ (গুনাহ)-গুলোকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর তার (নেকীর) আমলনামা তাকে দেয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে উপস্থিত সমস্ত মানুষের সামনে ডেকে ঘোষণা দেওয়া হবে, 'এরাই তারা যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করেছে।'

৯. بَابُ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

৯. পরিচ্ছেদ : কা'ব ইবন মালিক (রা) ও তাঁর দুই সঙ্গীর তাওবার বিবরণ

৬৭৬. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنُ سَرَحٍ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهُ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَأَسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا

وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزَوْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ الدِّيَّانَ قَالَ كَعْبٌ فَقُلْ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحَى مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالْظَّلَالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا وَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَادِي بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَادِي بِي حَتَّى اسْرِعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ فَيَالِيَتَنِي فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يَقْدَرْ ذَلِكَ لِي فَطَفِقتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْزَنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي الْبِفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ يَتَبُوكُ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفِيهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بئسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مَبِیضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ -

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بِشَىْءٍ فَطَفِقتُ أَتَذْكُرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمِ أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ لِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَ قَادِمًا زَا حَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَىْءٍ أَبَدًا فَاجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضَعَةٍ وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمُ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتِغْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَاخِرُجٌ مِنْ سَخَطِهِ

بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْذَبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكِّرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَّرُوهُمَا لِي قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ وَقَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بَرْدَ السَّلَامِ أَمْ لَا ثُمَّ أَصِلِي قَرِيبًا مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا التَفْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ إِنِّي أَحَبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِيٍّ مِنْ نَبْطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا

نَوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَّتْهَا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَّامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلَبْتُ الْوَحْيَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أَطْلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِمَ رَأَيْتِي الْحَقِي بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ شَيْخُ ضَائِعٍ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أُخْدِمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِنَ لِمَرْأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَا اسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَدْرِي نِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابُّ قَالَ فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمَلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحِبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ قَالَ فَاذْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا فَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَى فَرَسٍ وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهْنِئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي تَهْنِئُكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ قَالَ فَكَانَ كَعْبُ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتُكَ أُمُّكَ قَالَ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةٌ

قَمَرٍ قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ
 أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ
 خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِنَّمَا
 أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَابَقِيْتُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنْ أَحَدًا
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا
 أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ بِهِ وَاللَّهُ مَا تَعَمَّدَتْ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي
 هَذَا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
 وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
 بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ حَتَّى بَلَغَ يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
 ، قَالَ كَعْبٌ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ
 صِدْقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبْتُهُ فَأَهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنْ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ
 كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَاقَالَ لِأَحَدٍ وَقَالَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
 لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ
 لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ، قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خَلَفْنَا
 أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَعَلَى
 الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خَلَفْنَا تَخَلُّفًا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا
 وَارْجَاؤُهُ أَمْرًا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ *

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 بِإِسْنَادٍ يُؤْنَسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَوَاءً -

৬৭৬০. বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ইবন শিহাব (র)
 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... এর পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের অভিযানে রওনা হন। তাঁর লক্ষ্য ছিল,
 সিরিয়ার আরব খ্রিস্টান ও রোমকরা। ইবন শিহাব বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব
 ইবন মালিক (র) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন কা'ব বলেছেন, কা'ব ইবন মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর

তার সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁর চালক -আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ইতিবৃত্ত (নিজ মুখে) বর্ণনা করতে শুনেছি। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন, তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত এর সব ক'টির মধ্যেই আমি তাঁর সঙ্গে শরীক ছিলাম। তবে বদর যুদ্ধে আমি তাঁর সাথে শরীক হতে পারিনি। আর যারা এ (বছর) থেকে পশ্চাতে রয়েছে তাদের কাউকেও অভিযুক্ত করেননি। তখন তো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ শুধুমাত্র কুরায়শ কাফিলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ও কাফিরদের অনির্ধারিত রূপে সমবেত (মুখোমুখি) করে দেন। আকাবার (বায়আতের) রাতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে ইসলামের উপর অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন, সে রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। বদর যুদ্ধ যদিও মানুষের নিকট অধিক প্রসিদ্ধ, তথাপি আকাবা রজনীর পরিবর্তে বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয় নয়।

তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ব্যাপারে আমার ঘটনা হচ্ছে এই যে, যখন এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তখন আমি যেমন শক্তিশালী ও স্বচ্ছল ছিলাম, তেমন আর কখনো ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে দু'টি সাওয়ারী আমি আর কখনো একত্রে জমা করতে পারিনি। কিন্তু এ যুদ্ধের সময় দু'টি সাওয়ারীর অধিকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অভিযানে যান প্রচণ্ড গরমকালে। সফর ছিল দূর মরু প্রান্তরের। বহু সংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন। তাই তিনি বিষয়টি মুসলমানদের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিতে পারে। যুদ্ধের অভিমুখে সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না কোন সংরক্ষণকারীর কিতাব অর্থাৎ রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করছিল না। কা'ব বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতে ইচ্ছা করে সে কমপক্ষে এ ধারণা করতে পারত যে, তার অনুপস্থিতি গোপন থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যখন গাছের ফল (খেজুর) পাকছিল এবং গাছের ছায়া ছিল সুখকর। আর আমিও ছিলাম এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। আমিও তাঁদের সাথে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বাড়ি থেকে সকালে বের হতাম, কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম, আমি তো যুদ্ধে যেতে সক্ষম, যখনই ইচ্ছা করি। আমার ব্যাপার এভাবেই চলতে লাগল। এদিকে লোকজন বাস্তব প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে রওয়া হলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিমগণও রওয়া হয়ে গেল। কিন্তু আমি কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করিনি। পরদিন সকালে আমি বের হলাম। কিন্তু কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই ফিরে এলাম। এভাবে আমার সময় দীর্ঘায়িত হতে লাগল। এদিকে লোকজন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় আর মুজাহিদীদের দল বহু দূরে চলে যায়। তখন আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমিও রওনা হয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাই। আফসোস! আমি যদি তাই করতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা হয়নি।

পরবর্তী অবস্থা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর আমি যখন রাস্তায় বের হতাম তখন এ ব্যাপার আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করত যে, আমি অনুসরণীয় কাউকে দেখতে পেতাম না, শুধু এমন লোক যাদের সম্পর্কে নিফাকের অভিযোগ রয়েছে অথবা সে সকল অক্ষম লোক যাদের আল্লাহ তা'আলা মা'যুর হিসেবে অবকাশ দিয়েছেন। এদিকে তাবুক পৌছার পূর্বে রাস্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথা মোটেই আলোচনা করেননি। কিন্তু তাবুক পৌছার পর লোকদের মাঝে বসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কা'ব ইব্ন মালিক কি করেছে? তখন বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তার লাল (জোড়া) পোশাক এবং তার দেহের দু'পাশের প্রতি দৃষ্টি তাকে বিরত রেখেছে। তখন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বললেন, তুমি বড় মন্দ

কথা বলছ। ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে ভাল বলেই জানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুভ বসন পরিহিত এক ব্যক্তিকে (ধূলা উড়িয়ে) আসতে দেখলেন, মরীচীকা তাকে দেখার ব্যাপারে অন্তরায় হচ্ছিল। তিনি বললেন, আবু খায়ছামাই হও। দেখা গেল, তিনি আনসারী সাহাবী আবু খায়ছামা (রা) আর তিনি সে ব্যক্তি যিনি এক সা' খেজুর সাদাকা করেছিলেন, যাতে মুশরিকরা বিরূপ সমালোচনাই করেছিল।

কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা'বুক থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সংবাদ আমার নিকট পৌঁছার পর আমার উপর চিন্তার বোঝা নেমে এল। আমি মনে মনে মিথ্যা ওয়র কল্পনা করতে লাগলাম এবং এমন কথা ভাবতে লাগলাম যা বলে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। আর এ ব্যাপারে আমি বুদ্ধিমান আপন জনেরও সাহায্য নিতে লাগলাম। অবশেষে যখন আমাকে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌঁছেই যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত বাতিল পরিকল্পনা দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি অনুভব করলাম যে, কোন কিছুতেই আমি তাঁর কাছ থেকে অব্যাহতি পাব না। তাই আমি তাঁর কাছে সত্য বলারই সংকল্প করে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর বেলা সফর থেকে আগমন করলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে তিনি মসজিদে আসতেন এবং তথায় দু'রাকআত (সালাত) আদায় করে মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসতেন। এবারও যখন তিনি বসলেন, তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে অজুহাত পেশ করতে শুরু করল এবং এর উপর কসম খেতে লাগল। এ সকল লোক সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রকাশ্য অজুহাত গ্রহণ করলেন এবং তাদের থেকে বায়আত নিয়ে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলেন। অবশেষে আমি উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হাসির ন্যায় অস্পষ্ট হাসলেন। তারপর তিনি বললেন, এস। আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, কিসে তোমাকে পশ্চাতে রেখেছিল? তুমি কি সাওয়ারী ক্রয় করনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আমি যদি আপনি ছাড়া কোন দুনিয়াদার মানুষের (নেতার কাছে) নিকট বসতাম তবে আপনি দেখতেন যে, অবশ্যই আমি কোন ওয়র পেশ করে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে যেতাম। কারণ আমাকে তর্ক প্রতিভা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস, আজ যদি আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে আমার প্রতি রাযী করে নেই, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি এবং এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবে এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি কল্যাণজনক পরিণামের আশা রাখি। আল্লাহর কসম! আমার কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার (অভিযান) থেকে পিছনে থাকার সময়ের তুলনায় অন্য কোন সময় আমি অধিক শক্তি সম্পন্ন ও অধিক প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অবশ্যই এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। তারপর তিনি বললেন : তুমি চলে যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্বন্ধে ফয়সালা দেন। তারপর আমি উঠে গেলাম।

তখন সালিমা গোত্রের কতিপয় লোক দৌড়িয়ে আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো ইতোপূর্বে তোমাকে আর কোন অন্যায় করতে দেখিনি। যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তারা যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ওয়র পেশ করেছে সেভাবে ওয়র পেশ করতে কি তুমি অপারগ ছিলে? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইস্তিগফারই তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হতো। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম। এভাবে তারা আমাকে এত ভৎসনা করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আবার গিয়ে আমার নিজের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা হতে লাগল। আমি লোকদের বললাম, আমার মত আর কারো এমন অবস্থা হয়েছে কি? তারা বলল,

অধ্যায় : তাওবা

হ্যাঁ, আরো দুই জন তোমার মত করেছেন। তুমি যা বলেছ তারাও অনুরূপ বলেছেন এবং তোমাকে যা বলা হয়েছে তাদেরও তাই বলা হয়েছে। আমি বললাম, তারা কারা? তারা বলল, তাঁরা হলেন, মুরারা ইব্ন রাবীআ আমিরী এবং হিলাল ইব্ন উমায়্যা ওয়াকিফী (রা)। কা'ব বলেন, তাঁরা আমার নিকট এমন দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করল, যাঁরা ছিলেন নেক্কার, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী। এঁরা দুইজনই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। কা'ব (রা) বলেন, যখন তারা ঐ দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করল, তখন আমি চলে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মধ্য থেকে শুধু আমাদের এই তিন জনের সাথে মুসলমানদের কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এরপর লোকেরা আমাদের পরিহার করল অথবা বলেছেন, আমাদের সাথে তাদের ব্যবহার বদলে গেল।

এমনকি যমীনও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল, (মনে হল) যে ভূমি আমি চিনতাম, এ যেন তা নয়। এমনি করে পঞ্চাশ রাত্র কাটালাম। আর আমার দুই সাথী ছিলেন দুর্বল, তাই তাঁরা নিজ নিজ ঘরে চুপচাপ বসে রইলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আর আমি তাদের মধ্যে যুবা বয়স্ক ও সবল ছিলাম। আমি রাস্তায় বের হতাম, সালাতে শরীক হতাম এবং বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কোন কথা বলতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের পর নিজ স্থানে বসা ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট এলাম, তাকে সালাম করলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, তিনি (সালামের জবাব প্রদান করে) তাঁর ওষ্ঠযুগল নাড়িয়েছেন কি না? তারপর আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম এবং গোপন চাহনির মাধ্যমে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম যখন আমি সালাতে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার প্রতি নয়র দেন। কিন্তু আমি যখন তাঁর দিকে তাকাই তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার প্রতি মুসলমানদের এ কঠোর আচরণ যখন দীর্ঘায়িত হয়ে গেল তখন আমি একদিন গিয়ে আবু কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীরের উপর উঠলাম। তিনি ছিলেন আমার চাচাতো ভাই এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাঁকে সালাম করলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসি? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবারো আমি তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভাল জানেন। এ কথা শুনে আমার দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অবশেষে পিছন ফিরে আমি আবার দেয়ালের উপর চড়লাম।

তারপর আমি কোন একদিন মদীনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম, এ সময় মদীনার বাজারে খাদ্য সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে আগত সিরিয়ার কৃষকদের একজন বলতে লাগল, কে আমাকে কা'ব ইব্ন মালিকের সন্ধান দিতে পারে? লোকেরা ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিলে সে আমার নিকট আসল এবং গাস্‌সান রাজার পক্ষ হতে আমাকে একটি পত্র দিল। আমি লেখাপড়া জানতাম। তাই আমি তা পাঠ করলাম। এতে লেখা ছিল, “আমি জানতে পারলাম যে, তোমার সঙ্গী (মুহাম্মদ সা) তোমার প্রতি জুলুম করছে। অথচ আল্লাহ পাক তোমাকে লাঞ্ছনার অবস্থানে রাখেন নি এবং ধ্বংসের স্থানেও নয়। সুতরাং তুমি আমাদের নিকট চলে এসো। আমরা তোমাদের সহমর্মীতা প্রদান করবো।” এ পত্র পাঠমাত্র আমি বললাম, এ-ও আরেক ধরনের পরীক্ষা। তখন এ পত্রটি নিয়ে আমি উনানের নিকট গেলাম এবং তা আগুনে জ্বালিয়ে দিলাম।

চল্লিশ দিন অতিবাহিত হল। কিন্তু কোন ওহী আসছে না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক বার্তাবাহক আমার নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন আকার আদেশ দিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন, না তালাক দিতে

হবে না। বরং তুমি তার থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তার সাথে সহবাস করো না। তিনি বলেন, আমার অন্য দুই সঙ্গীর নিকটও অনুরূপ বার্তা প্রেরণ করা হল। কা'ব (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা না করেন ততদিন সেখানেই অবস্থান করবে। কা'ব (রা) বলেন, তারপর হিলাল ইবন উমায়্যা (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! হিলাল ইবন উমায়্যা একজন বৃদ্ধ-অকেজো ব্যক্তি। তাঁর কোন খাদিম নেই। যদি আমি তাঁর খিদমত করি, আপনি কি তা অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন, না। তবে সে তোমার সাথে সহবাস করতে পারবে না। সে (হিলাল (রা)-এর স্ত্রী) বলল, আল্লাহর কসম! (কোন ব্যাপারেই) তার কোন স্পন্দন নেই এবং আল্লাহর কসম! ঐ ঘটনার পর থেকে অদ্যাবধি সে কেঁদেই দিনাতিপাত করছে। তিনি (কা'ব রা.) বলেন, আমার পরিবারের কেউ কেউ বললেন, আচ্ছা তুমিও যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে নিতে। তিনি তো হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর খিদমতের অনুমতি দিয়েছেন। কা'ব বলেন, আমি বললাম, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব না। কারণ আমি যুবক মানুষ। আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলে না জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেন। এ অবস্থায় আরো দশ রাত কাটলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন থেকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন, তখন থেকে আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়।

কা'ব বলেন, পঞ্চাশতম রাতের ফজরের সালাত আমি আমার ঘরের ছাদের উপর আদায় করলাম। এরপর যখন আমি ঐ অবস্থায় বসা ছিলাম, যা আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, “অর্থাৎ আমার জীবন আমার জন্য সংকটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়ার সত্ত্বেও আমার কাছে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল”, তখন আমি একজন ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনলাম, যিনি সালা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, হে কা'ব ইবন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। কা'ব বলেন, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং আমি বুঝতে পারলাম যে, সংকট মুক্তি এসে গেছে। কা'ব বলেন, এদিকে ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবা কবুল করেছেন। তখনই লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে চলল এবং আমার সাথীদ্বয়কে খোশখবরী পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন লোক তাদের নিকট গেল। আর আমার দিকে একজন ঘোড়ার উপর সাওয়ার হয়ে রওনা হলেন এবং আসলাম গোত্রের আর এক ব্যক্তিও রওনা হলেন। তিনি পাহাড়ের উপর আরোহণ করে ঘোষণা দিলেন। ঘোড়ার চেয়ে আওয়াজের গতি দ্রুত এর তারপর যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম- তিনি আমার নিকট আসলে আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র দু'টো সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ তাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সেদিন ঐ দু'টো কাপড় ব্যতীত আমি আর কোন কাপড়ের মালিক ছিলাম না। অতএব আমি দু'টো কাপড় ধার করে নিয়ে পরিধান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি রওনা দিলাম। আমার তাওবা কবুলের মুবারকবাদ জানানোর জন্য লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, আল্লাহর ক্ষমা তোমার জন্য মুবারক হোক। এমতাবস্থায় আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদেই উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁর পাশে লোকজন রয়েছে। তখন তাল্হা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তখন তিনি ছাড়া আর কেউ (আমাকে দেখে) দাঁড়াননি। রাবী বলেন, কা'ব তালহার এ সদাচরণের কথা ভুলেননি। কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, তারপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলাম তখন তাঁর চেহারা খুশীতে চমকাছিল। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার পর থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে তোমার জন্য এ মুবারক দিনটির সুসংবাদ।

কা'ব (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি আপনার পক্ষ থেকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! না মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক এমনভাবে প্রদীপ্ত হতো যেন তা এক খণ্ড চাঁদ। কা'ব (রা) বলেন, আমরা তাঁর চেহারা দেখেই তা বুঝতে পারতাম। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সামনে বসলাম তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার তাওবার শুকরিয়া হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা স্বরূপ দান করে আমার সমস্ত মাল থেকে মুক্ত হতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রেখে দাও। এ-ই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, তাহলে আমি খায়বরে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব। কা'ব (রা) বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সত্য কথাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে; তাই যতদিন জীবিত থাকি আমি সত্য ছাড়া বলব না। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সে সত্য কথা বলার পর, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন; আল্লাহ তা'আলা আর কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রতি এরূপ করেছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ আলোচনা করার পর অদ্যাবধি ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আমার আশা, অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কা'ব (রা) বলেন, (আমাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে) আল্লাহ তা'আলা তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছিলেন : “আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। তিনি তাদের প্রতি দয়র্দ্র-পরম দয়ালু। এবং তিনি তওবা কবুল করলেন অপর তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (সূরা তাওবা : ১১৭ - ১১৯)

কা'ব (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সেদিন সত্য কথা বলার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপ অনুগ্রহ ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি আর কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সেদিন আমি মিথ্যা বলিনি। যদি বলতাম তবে অবশ্যই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মিথ্যাবাদীরা। ওহী অবতরণ কালে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদীদের এমন কঠোর সমালোচনা করেছেন, যা আর কাউকে করেননি। তিনি বলেছেন : তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা আল্লাহর শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাস স্থল। তারা তোমাদের নিকট হলফ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ ফাসিক (সত্যত্যাগী) লোকদের প্রতি তুষ্ট হবেন না (সূরা তাওবা : ৯৫ ও ৯৬)। কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শপথ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের ওয়র গ্রহণ করেছিলেন, যাদের বায়'আত করেছিলেন এবং যাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাদের থেকে আমাদের তিনজনের বিষয়টিকে বিলম্বিত (মূলতবী) করা হয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিষয়টিকে স্থগিত রেখেছিলেন। তাই আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আর তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এখানে 'خُفُوا' অর্থ “যুদ্ধ হতে আমাদের পেছনে থাকা” নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ কর্তৃক “আমাদের মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—৩৫

বিষয়টিকে স্থগিত রাখা।” ঐ লোকদের বিপরীতে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে (মিথ্যা) শপথ করেছিল এবং ওয়র পেশ করেছিল; অতঃপর তিনি তা কবুল করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... ইব্ন শিহাব (র)-এর সূত্রে ইউনুস (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭৬১- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ عَلَى يُونُسَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَمًا يُرِيدُ غَزْوَةَ الْإِلاَّ وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ أَبَا خَيْثَمَةَ وَلُحُوقَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ -

৬৭৬১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) যিনি অন্ধ হয়ে যাবার পর কা'ব (রা)-এর চালক ছিলেন, বলেছেন, তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক না হয়ে ঘরে বসে থাকার সময় সম্পর্কে কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিকে যুদ্ধ করার জন্য যেতেন সাধারণতঃ অন্য স্থান দিয়ে প্রচ্ছন্ন করতেন (তিনি আলোচনায় ঐ জায়গার কথা উল্লেখ না করে অন্য জায়গার কথা উল্লেখ করতেন)। তবে এ যুদ্ধের কথা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছিলেন। যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্রের এ হাদীসের মধ্যে আবু খায়ছামার কথা এবং নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর মিলিত হওয়ার কথা উল্লেখ নেই।

৬৭৬২- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ أُصِيبَ بَصَرُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ قَوْمِهِ وَأَوْعَاهُمْ لِاحْدَاثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيَّبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزَوَتَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَاسٍ كَثِيرٍ يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَلَا يَجْمَعُهُمْ دِيْوَانٌ حَافِظٌ -

৬৭৬২. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... উবায়দুল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রা) চক্ষু রোগে আক্রান্ত হবার পর উবায়দুল্লাহ তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে যেতেন। উবায়দুল্লাহ (রা) তাঁর কাওমের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের হাদীস অধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিন ব্যক্তির তাওবা আল্লাহ কবুল করেছিলেন, আমার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন এর মধ্যে তিনি দু'টি ব্যতীত আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ

থেকে পেছনে থাকেননি। তারপর তিনি আগের অনুরূপ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সংখ্যা দশ হাজারের চেয়েও অধিক ছিল। কোন তালিকায় তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করার অবকাশ ছিল না।

১. - بَابُ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَافِ

১০. পরিচ্ছেদ : অপবাদ রটনার ঘটনা এবং অপবাদ রটনকারীর তাওবা কবুল হওয়া

٦٧٦٣- حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْإِيلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالسِّيَاقُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ وَابْنِ رَافِعٍ قَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَايْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ -

قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوِهِ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَذِنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ أَذْنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ فَارْجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ قَالَتْ وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِيفًا لَمْ يَهْبَلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهُودَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ

فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ ابْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ الذُّكْوَانِي قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاتَّانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَانِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْخِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئْتُ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُنِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سُلُولٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيْبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَيْكُمُ فَذَكَ يَرِيْبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ وَخَرَجْتُ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرِّزُنَا وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا وَأَمَرْنَا أُمَّ الْعَرَبِ الْأُولَى فِي التَّنْزِهِ وَكُنَّا نَتَّأَذِي بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بَيْوتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رَهْمٍ بِنْتُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرٍ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رَهْمٍ قَبْلَ بَيْتِي حِينَ فَرَعْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرْتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتُ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ أَيْ هَنَاتَاهُ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَتْ قُلْتُ وَمَاذَا قَالَ قَالَتْ فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ يَتَيْكُمُ قُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَتِيَ أَبَوِي قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَنَّ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَآذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبَوِي فَقُلْتُ لَأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بِنْتِي هُوَنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرَقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَاحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي

طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحَىٰ يُسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلَىُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسَأَلَ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقْ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَى بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمَصَهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ فَاسْتَغْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرْبِنَا عَنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ اجْتَهَلْتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّكَ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَتُثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمُنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ قَالَتْ فَتَشْهَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذًا وَكَذًا فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيَبْرُوكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسَرُ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نَفُوسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ وَلَكِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لِتُصَدِّقُونَنِي وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا أَجْدَلِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَصَبْرُ جَمِيلٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَأَنَا وَاللَّهُ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئُنِي بِبِرَائَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحَى يُتْلَى وَلِشَأْنِي كَانَ أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّكَ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قَوْمِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهُ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَأَتِي قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ عَشْرَ آيَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ بَرَاءَتِي قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقَرَهُ وَاللَّهُ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ -

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذِهِ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفْقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْمِي سَمِيَّ وَبَصْرِي وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ إِلَّا

خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفَقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يُؤْنَسُ إِحْتِمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ -

৬৭৬৩. হিব্বান ইব্ন মুসা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-হান্‌যালী, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র), সাঈদ ইব্ন মুসায়াব, উরওয়া ইব্ন যুবার, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই আয়েশা (রা)-এর ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে অপবাদ রটনা করে বলেছিল, তারপর রটানো অপবাদ থেকে আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, তাঁরা সকলেই আমার নিকট হাদীসের এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় উক্ত হাদীসের সুদৃঢ় হাফিয ছিলেন এবং তা উত্তমরূপে বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁরা আমার নিকট যা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা আমি যথাযথভাবে মুখস্থ করে রেখেছি। একের হাদীস অন্যের হাদীসকে সত্যায়ন করে। তাঁরা সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। যার নাম আসত তাঁকেই তিনি তাঁর সঙ্গে সফরে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এক যুদ্ধ-সফরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ লটারী করলেন এবং এতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। পর্দার হুকুম নাযিল হবার পর এ যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সাওয়ারী অবস্থায় আমি হাওদার ভিতরে থাকতাম এবং আমি হাওদার ভিতরে থাকা অবস্থায় হাওদা নামানো হত। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধাভিযান সমাপ্তির পর প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছার পর এক রাতে তিনি রওনা হবার নির্দেশ দিলেন। লোকজন যখন রওনা হবার ব্যাপারে ঘোষণা দিল, তখন আমি উটে (আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) চলতে লাগলাম; এমনকি আমি সৈন্যদের অবস্থান ক্ষেত্র ছাড়িয়ে চলে গেলাম। এরপর আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন (প্রস্রাব পায়খানা) সেরে সাওয়ারীর নিকট এলাম এবং আমার বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, যিফারী পুঁতি দিয়ে তৈরি আমার হারটি হারিয়ে গিয়েছে। তাই পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে আমি আমার হারটি তালাশ করলাম। এতে আমার বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে হাওদা বহনকারী লোকজন এসে হাওদা উঠিয়ে আমাকে বহনকারী উটের উপর রেখে দিল। তারা মনে করেছিল, আমি হাওদার ভিতরেই আছি।

আয়েশা (রা) বলেন, তখনকার মহিলারা হালকা-পাতলা গড়নেরই হতো। তারা অধিক ভারী হত না এবং অধিক গোশত মেদবহুল হত না। কারণ তারা সামান্য পরিমাণ খানা খেত। তাই উত্তোলনকালে হাওদার ওয়ন তাদের নিকট সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম মনে হয়নি। অধিকন্তু তখন আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম। অবশেষে লোকেরা উট দাঁড় করিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করে দিল। সৈন্যদের রওনা হয়ে যাবার পর আমি আমার হার পেলাম। তারপর আমি পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে দেখলাম, তথায় কোন জন-মানুষের আওয়াজ নেই আর সাড়া দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিও তথায় নেই। তখন আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকার ইচ্ছা করলাম এবং আমি ভাবলাম, লোকেরা যখন খুঁজে আমাকে পাবে না তখন অবশ্যই তারা আমার সন্ধানে আমার নিকট ফিরে আসবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার জায়গায়, উপবিষ্ট অবস্থায় আমার ঘুম চেপে এল আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল আস-সুলামী আয-যাকওয়ানী (রা) নামক এক ব্যক্তি ছিল। (বিশেষ দায়িত্ব পালনে সে) সৈন্যদের পেছনে শেষ রাতে সে আগের জায়গায়ই রয়ে গিয়েছিল। পরে সে প্রত্যুষে আমার স্থানে পৌঁছল। দূর থেকে সে একটি মানুষ দেখতে পেয়ে আমার নিকট এলো এবং আমাকে দেখে সে চিনে ফেলল। কেননা পর্দার হুকুম নাযিল

হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখেতো। আমাকে চিনে সে “ইন্না লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন” পড়লে তাঁর ইন্না লিল্লাহ্ ... পড়ার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি আমার চাদর দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করে নিলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সাথে কোন কথা বলেনি এবং “ইন্না লিল্লাহ্ ...” পাঠ ছাড়া তার কোন কথাই আমি শুনিনি। তারপর সে তার বাহন (উট) বসিয়ে তার হাত (সামনের পা) ধরে রাখলে আমি তার উটের পৃষ্ঠে উঠলাম। আর সে পায়ে হেঁটে আমাকে সহ উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে আমরা সৈন্য দলের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তারা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের মাঝে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে অবস্থান করছিল।

পরে আয়েশা (রা) বলেন, আমার বিষয়ে যারা ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে গেল। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনায় পৌঁছার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম। এদিকে মদীনার লোকজন অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে নিমগ্ন ছিল। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি। তবে এ রুগ্ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে পূর্বের ন্যায় মমতা না পাওয়ার ফলে আমার জন্য কষ্টদায়ক হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে কেবল সালাম করে বলতেন, তোমাদের ‘সে’ (আয়েশা) কেমন আছে? এ আচরণ আমাকে সন্দেহান করে তুলল। আমি সে (মন্দ) বিষয়টি সম্বন্ধে জানতাম না। অবশেষে অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমি (এক রাতে) বের হলাম। আমার সাথে মিসতাহ্ এর আশ্মাও ‘মানাসি’ প্রান্তরের দিকে বের হল। সেটি ছিল আমাদের শৌচাগার। আমরা এ রাতে বের হতাম এবং আমরা পরে রাতে বের হতাম। এ হল আমাদের ঘরের কাছে শৌচাগার তৈরীর পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা। তখন আগের দিনের আরব লোকদের মত ময়দানে গিয়ে আমরা শৌচকার্য সম্পন্ন করতাম। আর আমরা ঘরের কাছে শৌচাগার তৈরী করা কষ্টকর অনুভব করতাম।

আমি এবং মিসতাহ্-এর আশ্মা যেতে লাগলাম। সে ছিল আবু রুহম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা এবং তার মা ছিলেন সাখর ইব্ন আমির এর কন্যা, আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা। তাঁর সন্তানের নাম ছিল মিসতাহ্ ইব্ন উসাসা ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব। মোটকথা, আমি ও বিন্ত আবু রুহম (মিসতাহ্-এর আশ্মা) কাজ সেরে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। এমন সময় মিসতাহ্-এর আশ্মা তার চাদরে পেঁচ খেয়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর সে বলে উঠে মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, তুমি অন্যায় কথা বলেছ। তুমি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বকছ? সে বলল, হে অবলা নারী! মিসতাহ্ কি বলেছে তুমি কি শোননি? আমি বললাম, সে কি বলেছে? আয়েশা (রা) বলেন, তারপর সে অপবাদ রটনাকারীরা কি বলেছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করল। এতে আমার রোগ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আমি যখন বাড়িতে ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, তোমাদের ‘সে’ কেমন আছে? তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি আমার বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়ে এ বিষয়টি (যাচাই করে) নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার মাতা-পিতার নিকট চলে এলাম। তারপর আমি আমার আশ্মাকে বললাম, আশ্মাজান! লোকেরা কী কথা বলেছে? তিনি বললেন, মা! (এদিকে কান দিয়ে না এবং) নিজের জন্য সহজভাবে গ্রহণ কর (শান্ত থাক)। আল্লাহর কসম! কারো যদি কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকে, (স্বামী) সে তাকে ভালবাসে আর তার সতীনও থাকে তবে তারা তার দোষচর্চা করবে না এরূপ খুব কমই হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! লোকেরা এ কথা রটাতে আরম্ভ করেছে? তারপর কেঁদে কেঁদে আমি সারা রাত কাটলাম। এমনকি ভোর পর্যন্ত এবং একফোটাও অশ্রু বন্ধ হলো না।

আমি এক ফোটাও ঘুমাতে পারলাম না। সকালেও আমি কাঁদছিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সংগে বিচ্ছেদ ঘটাবার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে ডাকলেন। তখন ওহী স্থগিত ছিল। তিনি বলেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের সতীত্ব এবং তাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানতেন সে দিকেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাঁরা (আয়েশা) আপনার স্ত্রী, ভাল ব্যতীত কোন কথাই আমাদের জানা নেই। আর আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) বললেন, আল্লাহ তো আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। সর্বোপরি আয়েশা (রা) ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক আছে। আপনি যদি দাসী (বারীরা)-কে জিজ্ঞাসা করেন তবে সে আপনাকে সত্য কথা বলে দিবে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা! সন্দেহমূলক কোন কিছু আয়েশার ব্যাপারে তুমি কখনো দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন, সে একজন অল্প বয়স্কা মেয়ে, পরিবারের জন্য আটার খামীর রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়তো আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো। আমি তো তার মাঝে এ দোষ ব্যতীত আর কিছু দেখিনি যে (এ দোষ ব্যতীত অধিক কোন দোষ আয়েশার মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই)। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশ্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই, ইব্ন সালুল এর আচরণের ব্যাপারে কে আমাকে সহায়তা করবে এবং শাস্তি দিলে কে আমাকে সমর্থন করবে----। তিনি মিশ্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমার পরিবার সম্পর্কে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক কথা পৌঁছেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে কে আমাকে সহায়তা প্রদান (সমর্থন) করবে? আমি তো (তদন্ত করে) আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত অন্য কোন কথা জানি নি এবং যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা অপবাদ রটনা করছে তাকেও আমি নেক্কার বলেই জানি। সে তো আমার সংগে ব্যতীত আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করতো না।

এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন মুআয আনসারী (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব (আপনার পক্ষে থাকব)। অপবাদ রটনাকারী ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হয় তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি সে আমাদের ভ্রাতা খায়রাজ গোত্রের হয় তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, তখন খায়রাজ সর্দার সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) দাঁড়ালেন। তিনি একজন নেক্কার লোক ছিলেন। তবে তখন বংশীয় অহমিকা তাঁকে মূর্খতার আচরণে উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছিল। তাই তিনি সা'দ ইব্ন মুআযকে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবেনা। একথা শুনে সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর চাচাতো ভাই উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) দাঁড়িয়ে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। অবশ্যই তুমি মুনাফিক। (তাই) মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছো। এ সময় আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রের লোকেরা পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তারা হানাহানির সংকল্প করে বসলো। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও তাদের সামনে মিশ্বরে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে থামিয়ে শান্ত করতে থাকলেন। তারা চুপ হলো এবং তিনি (নিজে)-ও নীরবতা অবলম্বন করলেন। আর কোন কথা বললেন না।

আয়েশা (রা) বলেন, সেদিন আমি স্মারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিল। রাতে একটুও আমার ঘুম আসল না। অতঃপর দ্বিতীয় রাতেও আমি কেঁদে কাটালাম। এরাতেও অবিরত আমার অশ্রুপাত হল এবং একটুকুও ঘুমাতে পারলাম না। এ দেখে আমার আব্বা-আম্মী মনে করছিলেন যে, কান্নায় মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৬

আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম, আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী স্ত্রীলোক আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসে কাঁদতে লাগল। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের যখন এ অবস্থা এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমাদেরকে সালাম করে বসলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ আমার সম্বন্ধে যা বলাবলি হচ্ছিল তারপর থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এভাবে এক মাস চলে গেল। আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী এল না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে ‘তাশাহুদ’ (হামদ ও সানা) পাঠ করলেন। তারপর বললেন, ‘অতঃপর হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি এ ব্যাপারে নির্দোষ (এবং পবিত্র হও) তবে শীঘ্রই আল্লাহ তা‘আলা তোমার দোষমুক্ত হওয়ার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে থাকে তবে তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এরপর আর এক ফোটা অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। এরপর আমি আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বললেন, আমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি জবাব দিব, আমি তা জানি না। তারপর আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি জবাব দিব, আমি তা জানি না (বুঝতে পারছি না)। আমি বললাম, তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআন শরীফও খুব বেশি পড়িনি। এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা এ অপবাদের কথা শুনেছেন, মনে তা গোঁথে গিয়েছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি, আমি নিষ্কলুষ তবে এ বিষয়ে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি স্বীকার করি, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, “সুতরাং অখণ্ড ধৈর্য ধারণই (আমার করণীয়), তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমার সাহায্যপ্রার্থনা।” এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তো ঐ মুহূর্তেও জানেন যে, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ এবং অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি ধারণা করিনি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমার এ বিষয়ে ওহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক আমার সম্বন্ধে পঠিত হবার মত কোন আয়াত নাযিল করবেন আমার নিজের কাছে আমার অবস্থা এর চেয়ে তুচ্ছতর ছিল। তবে আমি আশা করেছিলাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন কোন বিষয় দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা আমার পবিত্রতা জানিয়ে দিবেন।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো তাঁর স্থান ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ির লোকও কেউ বাইরে যায়নি। এ সময় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর উপর ওহী নাযিল করেন। ওহী নাযিলের সময় নবী ﷺ-এর উপর যে কষ্টকর অবস্থা দেখা দিত সে অবস্থা দেখা দিলো। এমনকি তাঁর প্রতি নাযিলকৃত বাণীর ওয়নের কারণে প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কষ্টকর অবস্থা চলে গেলে তিনি হাসতে লাগলেন এবং প্রথমে যে কথাটি বললেন তা হলো : হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর কাছে যাও। আমি বললাম, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না এবং মহিয়ার গরিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করবো না। তিনিই আমার পবিত্রতা

সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা সম্বন্ধে দশটি আয়াত নাযিল করলেন।

“যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল, একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (সূরা নূর : ১১-২১) আয়েশা (রা) বলেন, আত্মীয় বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) মিসতাহকে আর্থিক সহযোগিতা করতেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আয়েশা সম্পর্কে সে যা বলেছিল আমি আর কখনো তাকে (মিসতাহকে) আর্থিক সাহায্য দিব না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “তোমাদের মধ্যে যারা মাহাত্ম ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা দান করবে না আত্মীয়-স্বজনকে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন”, পর্যন্ত। হিব্বান ইবন মূসা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) বলেছেন, আল-কুরআনের মাঝে এ আয়াত বড়ই আশাব্যঞ্জক। সুতরাং আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পসন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রা)-এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তা পুনরায় ব্যয় করতে আরম্ভ করলেন। আর বললেন, তাকে আমি এ অর্থ দেওয়া কখনো বন্ধ করবো না।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রী যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (র)-কে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যয়নাবকে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জানো বা দেখেছো? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর কসম! তাঁর সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ভীতির কারণে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। অথচ তাঁর বোন হামানা বিন্ত জাহ্শ তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বিবাদ-বিতণ্ডা করে, আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়।

রাবী ইবন শিহাব (র) বলেন, ঐ লোকদের কাছ থেকে আমার নিকট যা পৌঁছেছে তা এই হাদীস। তবে রাবী ইউনুসের হাদীসের মধ্যে **اجْتَمَلَتْهُ** এর স্থলে **احْتَمَلَتْهُ** রয়েছে, ‘(গোত্রীয় অহমিকা তাকে উত্তেজিত করে)।’

٦٧٦٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِمَا وَفِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ اجْتَهَلَتْهُ الْحِمِيَّةُ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ احْتَمَلَتْهُ الْحِمِيَّةُ كَقَوْلِ يُونُسَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ فَإِنَّهُ قَالَ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعَرَضِي * لِعَرَضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

وَزَادَ أَيْضًا قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لِيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنْفِ أَنْثَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مُوَعَّرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهْيَرَةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُوَعَّرِينَ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مَا قَوْلُهُ مُوَعَّرِينَ قَالَ الْوَعْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِّ.

৬৭৬৪. আবু রাবী' আল-আতাকী (র) অন্য সনদে হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (রা) ... যুহরী (র) হতে ইউনুস এবং মা'মার (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী ফুলায়হ (র)-এর হাদীসে আছে, গোত্রীয় অহমিকা তাকে মূর্খতা সুলভ আচরণ করতে উৎসাহিত করেছিলো। মা'মার (র) তাঁর বর্ণনায় যেমন বলেছেন। আর সালিহ (র)-এর হাদীসের মধ্যে ইউনুসের বর্ণনার মত এতে রয়েছে 'احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ' - অর্থাৎ 'গোত্রী অহমিকা তাকে উস্কিয়ে দিল।' সালিহের হাদীসে এও রয়েছে যে, উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) হাসান ইবন সাবিত (রা)-কে গাল-মন্দ করার বিষয়টিকে অপসন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি বলতেন, হাসান তো নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছেন, "আমার পিতা-মাতা, আমার ইয্যত সব কিছুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইয্যত-সম্মানের জন্য রক্ষাকবচ।" এতে আরও রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি (সাফওয়ান রা) সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছে তিনি বলতেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি কখনো কোন মহিলার-আবরণ উন্মোচন করিনি। অতঃপর তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। ইয়াকুব ইবন ইবরাহীমের হাদীসে রয়েছে 'مَوْعِزِينَ فِي' - 'نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ'। কিন্তু আবদুর রায্যাক (র) বলেন, 'مَوْغِرِينَ' আব্দ ইবন হুমায়দ (র) বলেন, আমি আবদুর রায্যাককে 'مَوْغِرِينَ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'الْوَغْرَةُ' অর্থ প্রচণ্ড গরম।

৬৭৬৫. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنْاسِ ابْنُوا أَهْلِي وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَأَبْنَوْهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غَيْبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي فَسَأَلَ جَارِيَتِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلُ عَجِينَهَا أَوْ قَالَتْ خَمِيرَهَا شَكَّ هِشَامُ فَانْتَهَرَهَا بِغَضٍ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْقُطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ وَقَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْثَى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَتْلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وَحَمْنَةُ -

৬৭৬৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে আরম্ভ করল, যা আমি জানতাম না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে (দু'আ) হাম্দ-সানা পাঠ করলেন এবং আল্লাহর শানে যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা

করলেন। তারপর বললেন, অতঃপর যারা আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কখনো মন্দ কিছুই জানি নি এবং তারা যার ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাঁর সম্বন্ধেও খারাপ কিছু আমি জানি নি। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করেনি এবং আমি যখন সফরে বের হয়েছি সেও তখন আমার সাথে সফরে বের হয়েছে। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ কাহিনী সহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এতে অধিক রয়েছে যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে আমার বাঁদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা (রা)-এর মধ্যে আমি এছাড়া কোন দোষ দেখিনি যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে মথিত আটা খেয়ে ফেলতো। অথবা বললেন, ঋমীর খেয়ে ফেলতো। বর্ণনাকারী হিশাম عَجِين অথবা خَمِير সন্দেহ করেছেন। তখন নবী ﷺ-এর কোন সাহাবী তাকে (বারাকা রা)-কে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তার সামনে সৃষ্ট কথা তুলে ধরলেন। তখন বারীরা বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম! স্বর্ণকার খাঁটি স্বর্ণের টুকরা সম্বন্ধে যেমন জানে আমিও আয়েশা সম্পর্কে সেরূপ জানি। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে এ অপবাদ রটানো হচ্ছিল তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ্‌র কসম! কোন মহিলার আবরণ আমি কখনো উন্মোচন করিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হন। এতে আরো অধিক রয়েছে যে, অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মিসতাহ, হামনা ও হাসসান। আর মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে নেপথ্য থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে এসব ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করতো। সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

১১- بَابُ بَرَاءَةِ حَرَمِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرِّيْبَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হেরেম সন্দেহমুক্ত হওয়া

১৭৬৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِإِمٍّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ أَذْهَبَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَاتَّاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَخْرِجْ فَنَاولَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَالَهُ ذَكَرٌ -

৬৭৬৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মু ওয়ালাদের ব্যাপারে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ (অপবাদ) উত্থাপিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বললেন, যাও। তার গর্দান উড়িয়ে দাও। আলী (রা) তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে কূপের মধ্যে শরীর শীতল করছে। আলী (রা) তাকে বললেন, বেরিয়ে আস। সে আলী (রা)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি তাকে বের করলেন এবং দেখলেন, তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত, তার লিঙ্গ নেই। তখন আলী (রা) তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সে তো লিঙ্গ কর্তিত, তার তো লিঙ্গ নেই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ

অধ্যায় : মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের সম্পর্কে বিধান

১৭১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ قَالَ زُهَيْرٌ وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ وَقَالَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَسَأَلَهُ فَأَجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ فَلَوْوَا رُؤُسَهُمْ وَقَوْلُهُ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ-

৬৭৬৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। এ সফরে লোকজন ভীষণ কষ্টে পড়ে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তার সঙ্গীদেরকে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গীদের জন্য তোমরা কিছু ব্যয় করো না, যাতে তারা তাঁর চারপাশ থেকে সরে পড়ে। [যুহায়র (র) বলেন, এ হলো ঐ ব্যক্তির কিরাআত যে, ‘حَوْلَهُ’-কে যের দিয়ে পড়ে।] আর সে এ-ও বললো, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। এ কথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তার এ কথাবার্তা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে জোরদার কসম খেয়ে বললো যে, সে এমন কাজ করেনি। আর বলল, যায়দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মিথ্যা কথা বলেছে। যায়দ (রা) বলেন, তাদের এ কথায় আমি মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম। তখন আল্লাহ তা‘আলা আমার সত্যবাদিতার পক্ষে নাযিল করেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (সূরা মুনাফিকুন) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ডাকলেন যাতে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, তখন তারা তাদের মাথা ঘুরিয়ে নিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন : كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ - তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। যায়দ (রা) বলেন, বাহ্যত তারা ছিল খুবই সুন্দর চেহারার মানুষ।

৬৭৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ -

৬৭৬৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব ও আহমাদ ইবন আব্দা দাবিয়্য (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর কবরের নিকট আসলেন এবং তাকে তার কবর হতে উঠিয়ে তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তিনি তার উপর তাঁর থুথু দিলেন এবং তাকে তাঁর জামা পরালেন। আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

৬৭৬৯. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْإَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ جُفْرَتَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ -

৬৭৬৯. আহমাদ ইবন ইউসূফ আয্দী (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তার গর্তে (কবরে) ঢুকানোর পর নবী ﷺ তার নিকট আসলেন। পরবর্তী অংশ সুফিয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يَكْفَنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُصَلِّيُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقُ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ -

৬৭৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তাঁর পিতার কাফনের জন্য তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) জামাটি চাইলেন। তিনি তাঁকে জামাটি দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর পিতার জানাযা সালাত পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালাত (জানাযা) আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। এমতাবস্থায় উমর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় চেপে ধরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার জানাযা কি আপনি পড়বেন? আর আল্লাহ তা'আলা তার সালাতে (জানাযা)

পড়াতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বিষয়ে তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং বলেছেন : “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন- উভয়ই সমান, আপনি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি সত্তরেরও অধিকবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো মুনাফিক ছিল। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালাত (জানাযা) আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরে পাশে দাঁড়াবেনও না।”

৬৭৭১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ -

৬৭৭১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে অধিক রয়েছে যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের (মুনাফিকদের) সালাত (জানাযা) আদায় করা (সম্পূর্ণরূপে) ত্যাগ করলেন।

৬৭৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ قَلِيلٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ شَحْمٌ بَطُونُهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ وَقَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ الْآيَةُ -

৬৭৭২. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র) ... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি একত্রিত হলো। এদের দু'জন ছিল কুরায়শী এবং একজন ছিল সাকারী অথবা দু'জন ছিল সাকারী এবং একজন ছিল কুরায়শী। তাদের হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা খুব সামান্যই ছিল। তবে পেটে যথেষ্ট চর্বি ছিল। তাদের একজন বললো, তোমরা কি মনে কর- আমরা যা বলি আল্লাহ সব শুনে? তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে (আল্লাহ) তা শুনতে পান। তবে আস্তে কথা বললে তিনি (আল্লাহ) তা শুনে না। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বললো, উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে যদি তিনি শুনতে পান তবে আস্তে কথা বললেও তিনি তা শুনতে পাবেন। এখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “তোমরা গোপন করতে না এই (চিন্তার) কারণে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (কিন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা কর এর অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না)।”

৬৭৭৩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَحْوِهِ -

৬৭৭৩. আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) ও ইয়াহইয়া (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَحَدٍ فُرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَقَتْلُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ -

৬৭৭৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আল-আনবারী (র) ... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে এলো। তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউ বললো, আমরা তাদের হত্যা করে ফেলবো, আর কেউ বললো, না (আমরা তাদের হত্যা করব না)। তখন নাযিল হল, “তোমাদের কি হলো, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে, (যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎ পথে পরিচালিত করতে চাও এবং আল্লাহ কাকেও পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না)।”

৬৭৭৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৭৭৫. যুহায়র ইবন হারব ও আবু বাকর ইবন নাফি' (র).... শু'বা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৭৭৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرَحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحْبَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ : لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

৬৭৭৬. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন সাহল তামীমী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকালে কিছু মুনাফিকের ব্যক্তির অভ্যাস এই ছিল যে, নবী ﷺ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন তারা পশ্চাতে থাকতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতোই তারা আনন্দ লাভ করতো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যগমন করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে অজুহাত পেশ করতো, শপথ করতো এবং আশা করতো যেন তারা যা করেনি এমন কাজের জন্য ও তাদের প্রশংসা করা হয়। তখন নাযিল হল : “যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে-আপনি কখনো এরূপ মনে করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।”

৬৭৭৭- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ أَذْهَبُ يَارَافِعُ لِبَوَائِبِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لِيَنَّ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرَحَ بِمَا أَتَى وَاحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا لِنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَفَرَحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ -

৬৭৭৭. যুহায়র ইবন হার্ব ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তার দারোয়ান রাফি'কে বললেন, তুমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং বল, কেউ নিজে যা করেছে তাতে আনন্দিত হলে এবং যা করেনি তাতে প্রশংসিত হতে চাইলে আমাদের কেউ যদি শাস্তি পায় তবে আমরা সকলেই শাস্তি পাব। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এ আয়াতের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এ আয়াত তো আহলে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর ইবন আব্বাস (রা) এ আয়াত পাঠ করলেন-“স্মরণ কর, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা মানুষের নিকট তা (অর্থাৎ নবুওয়াতের সত্যতা) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।” এরপর ইবন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন, “তিনি যা দিয়েছেন তাকে যারা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!” অতঃপর ইবন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন, “যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করে নাই তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্য মর্মভুদ শাস্তি রয়েছে।” অতঃপর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ কিতাবীদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পর তারা তা গোপন করে এবং পরিবর্তে তারা তাঁকে অন্য কথা বলে দিল। এরপর তারা এমন ভান করে বের হল যে, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর তারা নবী ﷺ-কে প্রদান করেছে। এ কারণে তারা নবী ﷺ-এর নিকট প্রশংসা কামনা করল এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়টি গোপন করার মাধ্যমে তারা যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছে এতে খুবই আনন্দিত হল। (এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা মর্মভুদ শাস্তির কথা ঘোষণা দিয়েছেন।

৬৭৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعِمَّارٍ أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ أَرَأَيْتُمْ هَذَا عَهْدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَهْدَ الْيَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَلَكِنْ حُذِيفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

ﷺ فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكُهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهِمْ -

৬৭৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার (রা)-কে বললাম, আলী (রা)-এর বিষয়টিতে আপনারা যে পন্থা অবলম্বন করলেন, একি আপনাদের (নিজস্ব) রায় না এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ আপনাদের কোন নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসাধারণকে যে কথা বলেননি, এমন কোন কথা তিনি আমাদেরও বলে যাননি। তবে হুযায়ফা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার সাহাবীদের মধ্যে বারজন মুনাফিক আছে। এদের আটজন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। 'দুবায়লা' (আগুনের পলিতা) আট ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। আসওয়াদ (র) বলেন, অবশিষ্ট চার ব্যক্তি সম্বন্ধে শু'বা কি বলেছেন, আমার তা মনে নেই।

৬৭৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ قُلْنَا لِعِمَّارٍ أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ أَرَأَيْتَ رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأْيَ يَخْطِئُ وَيُصِيبُ أَوْ عَهْدًا عَهْدُهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ وَقَالَ غُنْدَرٌ أَرَاهُ قَالَ فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيهِمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِّنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ -

৬৭৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... কায়স ইবন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এ লড়াই সম্পর্কে বলুন তো, তা কি আপনাদের (নিজস্ব) মতের ভিত্তিতে? তবে মত তো ভুলও হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আপনাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসাধারণকে যে নির্দেশ দেননি, এমন কিছু তিনি বিশেষভাবে আমাদেরও দেননি। তিনি বলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে বারজন মুনাফিক হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করবে। তাদের মধ্যে আট জনের (ধ্বংসের) জন্য 'দুবায়লা' যথেষ্ট হবে। 'দুবায়লা' হল আগুনের পলিতা, যা কাঁধের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে বুক ভেদ করে বেরোবে।

৬৭৮০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْعَقْبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقْبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ قَالَ كُنَّا نَخْبِرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَشْرٌ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشْرٍ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَى عَشَرَ

مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَعَذَرَ ثَلَاثَةً قَالُوا مَأْسَمِعُنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَثَى فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلَا يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ -

৬৭৮০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাবায় উপস্থিত এক জনও হুযায়ফা (রা)-এর মধ্যে মানুষের মাঝে যেমন মনোমালিন্য হয়ে থাকে তেমন কিছু ছিল। সে তাঁকে প্রশ্ন করলো, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, বল, আকাবায় (তাবুক থেকে ফেরার পথে বিদ্যমান) উপস্থিত লোকদের সংখ্যা কত ছিল? হুযায়ফা (রা)-কে লোকেরা বলল, সে যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছে, তাই আপনি বলে দিন। তিনি বললেন, আমাদের অবহিত করা হত যে, তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। আর যদি তুমিও তাদের মধ্যে হয়ে থাক, তবে তাদের সংখ্যা হবে পনের। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, এদের বারজন পার্থিব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী শত্রু ছিল এবং যেদিন সাক্ষিগণ দাঁড়াবে সেদিনও (কিয়ামতেও)। বাকী তিনজন ওয়র পেশ করে বলেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানকারীর আওয়াজ আমরা শুনি নি এবং কাওমের লোকদের ইচ্ছাও আমাদের জানা ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তরময় ময়দানে ছিলেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে এগিয়ে চললেন এবং বললেন, (আমাদের গন্তব্যস্থলের) পানি অতি সামান্য। কেউ আমার আগে সেখানে যাবে না। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, কতিপয় লোক তার আগেই চলে এসেছে। সেদিন তিনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করলেন।

৬৭৮১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمَرَارِ فَإِنَّهُ يُحِطُّ عَنْهُ مَا حُطُّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدُ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ -

৬৭৮১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয আন্বারী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুরার ঘাঁটিতে কে আরোহণ করবে? যে আরোহণ করবে, তার গুনাহ তদ্রূপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যেমন বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। জাবির (রা) বলেন, প্রথমে ঐ ঘাঁটিতে আরোহণ করলো আমাদের বনী খায়রাজের ঘোড়াগুলো। তারপর লোকেরা পিছনে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, লাল উটের মালিক ব্যতীত। তখন আমরা ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললাম, এস, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে বললো, আমি যদি আমার হারানো উটটি পেয়ে যাওয়া অবশ্যই আমার জন্য তোমাদের সঙ্গীর দু'আর থেকে শ্রেয়। জাবির (রা) বলেন, এ লোকটি তার হারানো উটের তালাশে ছিল।

৬৭৮২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ أَوْ الْمُرَارِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ -

৬৭৮২. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মুরার ঘাঁটিতে কে আরোহণ করবে ? পরবর্তী অংশ মুআয (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, তখন তিনি এক বেদুঈনকে দেখলেন, সে তার হারানো উট সন্ধান করছিল।

৬৭৮৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِسْرَاءَ وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوهُ قَالُوا هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأَعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فَيَهْمُ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا فَتَرَكَوهُ مَنبُودًا -

৬৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের এক ব্যক্তি আমাদের মাঝে ছিল। সে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান পড়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য লেখার দায়িত্ব পালন করতো। পরে পালিয়ে সে কিতাবীদের সাথে মিলে যায়। রাবী বলেন, তারা তাকে খুব সম্মান করল এবং বললো, এ লোকটি মুহাম্মদ ﷺ-এর কাতিব ছিল। এতে তারা খুবই আনন্দিত হলো। তারপর অবিলম্বে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যেই তাকে ধ্বংস করে দিলেন। এরপর তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে তাকে গেড়ে দিল। সকালে দেখা গেল যে, যমীন তার লাশ উপরে নিক্ষেপ করেছে। এরপর আবার তারা গর্ত করে তাকে পুঁতে দিল। সকালে এবার দেখা গেল যে, যমীন তার লাশ মাটির উপর নিক্ষেপ করেছে। তারপর আবার তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে তাতে গেড়ে রাখলো। সকালে দেখা গেল, এবারও যমীন তার লাশ মাটির উপর ছুঁড়ে দিয়েছে। কাজেই তারা তাকে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দিল।

৬৭৮৪. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ) عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّكَّابَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ -

৬৭৮৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর হতে প্রত্যাগমন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে এমনভাবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় যে, মনে হচ্ছিল যেন আরোহীকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল, এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে।

৬৭৮৫. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী (র) ... আয়াস (র) বলেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুরে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। আমি আমার হাত তার শরীরে রেখে বললাম, কসম! আজকের মত এমন তাপমাত্রা আমি আর কোন ব্যক্তির দেখিনি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন : কিয়ামতের দিন এর থেকেও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তির সংবাদ আমি কি তোমাদের দিব না? তারা ঐ দুই সওয়ার ব্যক্তি যারা ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। একথা তিনি বললেন, সে সময়কার তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে দুইজনের প্রতি লক্ষ্য করে।

৬৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : মুনাফিকের উপমা ঐ অস্থির বকরীর ন্যায়, যা দুই পালের মাঝে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। একবার এ দিকে আবার ঐ দিকে।

৬৭৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে, একবার আসে এ পালে আবার যায় ঐ পালে।

৬৭৮৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর হতে প্রত্যাগমন করে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে এমনভাবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় যে, মনে হচ্ছিল যেন আরোহীকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল, এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে।

৬৭৮৯. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী (র) ... আয়াস (র) বলেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুরে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। আমি আমার হাত তার শরীরে রেখে বললাম, কসম! আজকের মত এমন তাপমাত্রা আমি আর কোন ব্যক্তির দেখিনি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন : কিয়ামতের দিন এর থেকেও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন ব্যক্তির সংবাদ আমি কি তোমাদের দিব না? তারা ঐ দুই সওয়ার ব্যক্তি যারা ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। একথা তিনি বললেন, সে সময়কার তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে দুইজনের প্রতি লক্ষ্য করে।

كِتَابُ صِفَاتِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

১. بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

১. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

১৭৮৮- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ أَقْرَأُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا-

৬৭৮৮. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিনে হুটপুট মোটাতাজা ব্যক্তি উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার ওয়ন মশার ডানার বরাবরও হবে না। তোমরা পড়ে নাও “কিয়ামতের দিন আমি ওদের জন্য কোন ওয়ন স্থাপন করব না।”

১৭৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إصْبَعٍ وَالثَّرَى عَلَى إصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إصْبَعٍ ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ-

৬৭৮৯. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক (ইয়াহুদী) আলিম নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মদ! অথবা (বললো) হে আবুল

কাসিম “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা আকাশকে এক আঙ্গুলে, যমীনকে এক আঙ্গুলে, পর্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে; পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর এগুলো দোলা দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ্, আমিই অধিপতি।” পাদরীর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বয়ের সাথে তার সত্যায়নে হাসলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন : “তারা আল্লাহর (বিশালত্ব ও বড়ত্বের) অবস্থা যথাযথরূপে অনুধাবন করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতের আয়ত্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে।”

৬৭৭৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَضِيلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعْجِبًا لِمَا قَالَ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَتَلَا الْآيَةَ

৬৭৯০. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... মানসূর (র) থেকে উক্ত সূত্রে বলেছেন যে, জনৈক ইয়াহুদী আলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল, পরবর্তী অংশ ফুযায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। ‘এগুলো দোলা দিয়ে’ কথাটির উল্লেখ করেননি। এতে এ-ও রয়েছে যে, তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশ পায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘তাঁরা আল্লাহকে যথোচিত অনুধাবন করেনি’ আয়াত পাঠ করেন।

৬৭৭৯. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى أَصْبَعٍ وَالشَّجَرِ وَالنُّرَى عَلَى أَصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى أَصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -

৬৭৯১. উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কিতাবী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আবুল কাসিম! আল্লাহ তা‘আলা আকাশমণ্ডলী এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডল এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ্, আমিই অধিপতি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখি যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁতগুলো প্রকাশ পায়। এরপর বললেন, “তাঁরা আল্লাহর যথোচিত অনুধাবন করেনি।”

৬৭৭২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا وَالشَّجَرِ عَلَى اصْبَعٍ وَالثَّرَى عَلَى اصْبَعٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَالْخَلَائِقُ عَلَى اصْبَعٍ وَلَكِنْ فِي حَدِيثِهِ وَالْجِبَالُ عَلَى اصْبَعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ تَصَدِّقًا لَهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ -

৬৭৯২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আলী ইবন খাশরাম ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের সকলের বর্ণনায়ই রয়েছে যে, 'বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে এবং ভূমি এক আঙ্গুলে'। তবে জারীরের হাদীসে "সমস্ত সৃষ্টি এক আঙ্গুলে" কথাটি নেই। অবশ্য তাঁর হাদীসে "পর্বতমালা এক আঙ্গুলে" কথাটি রয়েছে। জারীর (রা)-এর হাদীসে অধিক রয়েছে যে, তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সমর্থনে পাঠ করেন।

৬৭৯৩. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ -

৬৭৯৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে নিয়ে নিবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হস্তে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ্। পৃথিবীর বাদশাহ্গণ কোথায়?

৬৭৯৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَيْنِ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ -

৬৭৯৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে তাঁর ডান হাত ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ্। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি তার বাম হাতে সমস্ত পৃথিবী গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ্। কোথায় প্রতাবশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?

৬৭৯৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا أَنَا الْمَلِكُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمُنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৭৯৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করেছেন, কিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুই হাতে তুলে ধরবেন এবং বলবেন, আমিই আল্লাহ। এসময় তিনি (নবী ﷺ) তাঁর আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে ও খুলে দেখলেন। (তারপর বলবেন) 'আমিই বাদশাহ্।' আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, এমনকি তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, বিশ্বের নিম্ন থেকে (উপর পর্যন্ত)। তখন আমি ভাবছিলাম, হয়তো বিশ্বটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে পড়ে যাবে।

৬৭৯৬. ৬৭৯৬. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ عِزًّا وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ يَعْقُوبُ -

৬৭৯৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশ্বের উপর দেখেছি যে, তিনি বলছিলেন: মহাপরাক্রমশালী মহিয়ান গরিয়ান সত্তা আকাশ ও সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুই হাতে তুলে ধরবেন। পরবর্তী অংশ ইয়াকূবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২. بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

২. পরিচ্ছেদ : সৃষ্টির সূচনা এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টি

৬৭৯৭. حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْلى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْآحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْآرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ * قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ (وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى) وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

৬৭৯৭. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশুকুল ছড়িয়ে দেন এবং জুমু'আর

দিন আসরের পর সৃষ্টির শেষ প্রান্তে তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুম্মা'র দিনের সময়সমূহের শেষ মুহূর্তে (মাখলুক) আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৩. بَابُ فِي الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَصِفَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর অবস্থা

৬৭৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النِّقْيِ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ -

৬৭৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির ন্যায় (বৃত্তাকার) লালচে সাদা যমীনের উপরে লোকদের একত্রিত করা হবে। সেখানে কারো কোন বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে না।

৬৭৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ فَيُنْزِلُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ -

৬৭৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর বাণী “যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে এবং আকাশ মণ্ডলীও” - সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে সে দিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের উপর।

৪. بَابُ نُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৪. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীদের মেহমানদারী

৬৮০০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةً وَاحِدَةً يَكْفُوها الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفُو أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَاتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ أبا الْقَاسِمِ الْآ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى يَدَتْ نَوَاحِذَهُ قَالَ الْآ أُخْبِرُكَ

بَادَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ اِدَامُهُمْ بِالْأَمِّ وَنُونٌ قَالُوا وَمَاهَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا -

৬৮০০. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ছ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন একটি রুটির ন্যায় হয়ে যাবে। আল্লাহ সেটি নিজ হাতে ওলট-পালট করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় তার রুটি ওলট-পালট করে। এ দিয়ে হবে জান্নাতবাসীর মেহমানদারী। এ সময় এক ইয়াহুদী ব্যক্তি এসে বললো, হে আবুল কাসিম! 'রহমান' আপনার প্রতি বরকত দান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারী সম্পর্কে আপনাকে জানানো কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যে (ইয়াহুদী) বললো, 'এ পৃথিবীটি একটি রুটিতে পরিণত হয়ে যাবে,' যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। (ইয়াহুদী) সে বললো, তাদের তরকারী (ব্যঞ্জন) কি হবে তাকি আপনাকে বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, 'বালাম' এবং নূন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি? সে বলল, ষাঁড় এবং মাছ -যাদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

৬৮০১. ১৮.১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوَتَابَعَنِي عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ

৬৮০১. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দশজন ইয়াহুদী যদি আমার অনুসরণ করতো (মুসলমান হয়ে যেতে) তবে এ ভূ-পৃষ্ঠে কোন ইয়াহুদী মুসলমান হওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট থাকত না।

৫. بَابُ سُؤَالِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ الْآيَةِ

৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-কে ইয়াহুদীদের রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও আল্লাহর বাণী : ওরা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে

৬৮০২. ১৮.২ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى عَسِيْبٍ إِذْ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالُوا مَا رَأَيْنَاكَ إِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৬৮০২. উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক শস্যক্ষেত্রে চলছিলাম। সে সময় তিনি একটি খেজুর শাখার (ছড়ির) উপর ভর দিচ্ছিলেন। এ

সময় তিনি কয়েকজন ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, ‘রুহ’ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। তাদের কেউ কেউ বললো, কি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে (কি প্রয়োজন পড়েছে) তোমাদের যে, তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে? সে তোমাদের যেন এমন কথার সম্মুখীন না করে দেয়, যা তোমরা পছন্দ কর না। এরপরও তারা বললো, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করো। অবশেষে তাদের কেউ উঠে গিয়ে তাঁকে ‘রুহ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী ﷺ নীরব রইলেন এবং তার কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ওহী নাযিল শেষ হলে তিনি বললেন, “তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা অতি সামান্য।”

৬৮.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ بِنَحْوِ حَدِيثٍ حَفْصٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي حَدِيثٍ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَمَا أُوتُوا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ-

৬৮০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী এবং আলী ইবন খাশরাম (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার একটি ক্ষেতে হাটছিলাম। এরপর তিনি হাফসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকী‘ (র)-এর হাদীসে আছে ‘وَمَا’ -। ‘وَمَا أُوتُوا’ -এর হাদীসে রয়েছে- ‘أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا’ আর খাশরা সূত্রে বর্ণিত ইসা (র)-এর হাদীসে রয়েছে-

৬৮.৪- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرَوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَخْلٍ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৬৮০৪. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ কোন এক খেজুর বাগানে খেজুর শাখার লাঠির উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি আ‘মাশ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনা রয়েছে ‘وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا’।

৬৮.৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ) قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَنْ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبَعْتُ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ وَكِيعٌ كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِينَا فَرْدًا -

৬৮০৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আশাজ্জ (র) ... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আস ইবন ওয়াইলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। এর তাগাদায় আমি তার নিকট গেলাম। সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তোমার পাওনা দিব না। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি কখনো মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করবো না, যতক্ষণ না তুমি মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবো? তাহলে তখনই আমি আমার মাল এবং সন্তানাদি লাভ করে তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী।” (পর্যন্ত)

৬৮.৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ وَكَيْفٍ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَلًا فَاتَّيْتُهُ اتَّقَاضَاهُ -

৬৮০৬. আবু কুরায়ব, ইবন নুমায়র, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর, ... আ‘মাশ (র)-এর সূত্রে এ সনদে ওয়াকী‘ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, খাব্বাব (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। তখন ‘আস ইবন ওয়াইলকে আমি একটি কাজ করে দিয়েছিলাম। তারপর আমি তা তাগাদা করার জন্য তার নিকট গেলাম।

৬. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُ الْآيَةُ

৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না”

৬৮.৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزَّيْنَابِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا نَبِئْنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَالَهُمْ إِلَّا يَعْذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى آخِرِ آيَةٍ -

৬৮০৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আনবারী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু জাহ্ল বলল, “হে আল্লাহ! এ যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের মর্মভুদ শাস্তি দাও।” তখন নাযিল হল : “আল্লাহ এমন নন যে, (হে নবী!) আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থন করতে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন এবং তাদের কি বা (অধিকার বা যোগ্যতা) আছে যে, আল্লাহ তাদের শাস্তি-দিবেন না, অথচ তারা লোকদের মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা প্রদান করে ?” ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে? আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদিও সে (সালাত আদায় করে) সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার আদেশ দেয়, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে (বাধাদানকারী) মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, (অর্থাৎ আবু জাহল) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন? সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব বৈঠকীদের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠ কেশগুচ্ছ। অতএব সে তার 'নাদিয়া' অর্থাৎ তার সম্প্রদায়কে আহ্বান করুক।”

উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসে অধিক আছে তাকে যা আদেশ দেয়ার তা আদেশ দিলেন। (অর্থাৎ তা ছিল হুমকী।) ইবন আবদুল আ'লা অধিক বলেছেন, نَادِيَهُ অর্থ তার স্বসম্প্রদায় 'দলবল'।

۸- بَابُ الدُّخَانِ

৮. পরিচ্ছেদ : ধূম প্রসঙ্গে

৬৮০৯- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقْصُ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيئُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضَبَانُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَنْ عِلْمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا فَقَالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ كَسْبَعٍ يُوسُفُ قَالَ فَآخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوعِ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْئَةَ الدُّخَانِ فَاتَاهُ أَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ-

৬৮০৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে কাত হয়ে শুয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! কিনদা তোরণের (রুফা গেইটের) কাছে এক ওয়ায়েয বলছেন : (কুরআনে বর্ণিত) ধোয়ার নিদর্শনাটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তা (প্রবাহিত হয়ে) কাফিরদের শ্বাস রুদ্ধ করে দিবে এবং এতে মু'মনিদের সর্দির মত অবস্থা হবে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বসলেন এবং বললেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের কেউ কোন কথা জানলে সে যেন তা-ই বলে। আর যে না জানে সে যেন বলে-আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বলবে, আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা

তার নবী ﷺ-কে বলেছেন : “বল, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি (ইলমের) কপট দাবীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই।” প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লোকদের মধ্যে দীনবিমুখতা দেখলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ)-এর (সময়ের) মত (দুর্ভিক্ষের) সাতটি বছর তাদের উপর চাপিয়ে দিও। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এমনভাবে আপতিত হল যে, তা সব কিছুকে শেষ করে দিল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় তারা চামড়া ও মৃত পশু খেতে শুরু করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে (প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে) শুধু ধোয়ার ন্যায়ই দেখতে পেতো। অতঃপর আবু সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আত্মীয়তা সংযোগ রক্ষা করার আদেশ দেয়া জন্যই এসেছেন, অথচ আপনার কাওম তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন। (এ প্রসঙ্গে) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : “অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং উহা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভুদ শাস্তি। তোমরা তো পুনরায় (অনুরূপই) করবে। -পর্যন্ত। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আখিরাতের আযাব কি তুলে নেয়া হবে? (আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন), “যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।” ‘বাতশার’ (প্রবল পাকড়াও) দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ধোয়ার নিদর্শন, পাকড়াও, অপ্রতিরোধ্য শাস্তি ও রোমের ঘটনা তো অতীত হয়ে গিয়েছে।

৬৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَآبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يَفْسِرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يَفْسِرُ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قَالَ يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا أَنْ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَمَتْ عِلْمَ النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسَنِي يُوسُفُ فَاصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَحَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِمُضَرٍّ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ لِمُضَرٍّ أَنْكَ لَجَرِيئُ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَّةُ قَالَ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ -

৬৮১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু সাঈদ আশাজ্জ, উসমান ইবন আবু শায়বা, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি, সে কুবআনের মনগড়া তাকসীর করছে। সে 'يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে যে, কিয়ামতের (কাছাকাছি) দিন ধোঁয়া এসে লোকদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাদের শ্বাসরোধ করে ফেলবে, এমনকি এতে লোকদের সর্দির মত অবস্থা হয়ে যাবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে তার বলা উচিত, আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, একথা বলাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচালক। মূলত: এ বিষয়টি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন কুরায়শরা নবী ﷺ-এর অবাধ্যতা করেছিল। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন যেন ইউসূফ (আ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর আপতিত হয়। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, কেউ আসমানের দিকে তাকালে সে ক্ষুধার কষ্টের কারণে ধোঁয়ার মত দেখত, এমনকি তারা হাড়ি খাওয়া শুরু করল। তখন এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি বললেন, মুযায়-এর জন্য? তুমি তো বড় দুঃসাহসী। রাবী বলেন, এরপর নবী ﷺ তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিচ্ছি। তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে (পুনরায় অবাধ্যতা হবে।)" বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দেয়া বৃষ্টি হলো। অতঃপর তাদের যখন প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা ফিরে এল তখন তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আপনি অপেক্ষা কর সেদিনের, যে দিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিবে তোমরা তো পুনরায় এটি (অবাধ্যতা) করবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি প্রতিশোধ নিবই (শাস্তি দিবই)।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অর্থাৎ বদরের দিন।

৬৮১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ -

৬৮১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... মাসরুক (র) সূত্রে, আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়ে গিয়েছে : ধোঁয়া, অনিবারনীয় শাস্তি, রোম (এর পরাজয়,) পাকড়াও এবং চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন)।

৬৮১২. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ -

৬৮১২. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আ'মশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬৮১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ

৬৮১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু সাঈদ আশাজ্জ, উসমান ইবন আবু শায়বা, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি মসজিদে এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি, সে কুরআনের মনগড়া তাফসীর করছে। সে 'يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে যে, কিয়ামতের (কাছাকাছি) দিন ধোঁয়া এসে লোকদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাদের শ্বাসরোধ করে ফেলবে, এমনকি এতে লোকদের সর্দির মত অবস্থা হয়ে যাবে। একথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে তার বলা উচিত, আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন, একথা বলাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচালক। মূলত: এ বিষয়টি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন কুরায়শরা নবী ﷺ-এর অবাধ্যতা করেছিল। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন যেন ইউসূফ (আ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর আপতিত হয়। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, কেউ আসমানের দিকে তাকালে সে ক্ষুধার কষ্টের কারণে ধোঁয়ার মত দেখত, এমনকি তারা হাড়ি খাওয়া শুরু করল। তখন এক ব্যক্তি এসে নবী ﷺ-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি বললেন, মুযায়-এর জন্য? তুমি তো বড় দুঃসাহসী। রাবী বলেন, এরপর নবী ﷺ তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিচ্ছি। তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে (পুনরায় অবাধ্যতা হবে।)" বর্ণনাকারী বলেন, তাদের দেয়া বৃষ্টি হলো। অতঃপর তাদের যখন প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতা ফিরে এল তখন তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, "আপনি অপেক্ষা কর সেদিনের, যে দিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আচ্ছাদিত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য তুলে নিবে তোমরা তো পুনরায় এটি (অবাধ্যতা) করবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি প্রতিশোধ নিবই (শাস্তি দিবই)।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অর্থাৎ বদরের দিন।

৬৮১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ -

৬৮১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... মাসরুক (র) সূত্রে, আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়ে গিয়েছে : ধোঁয়া, অনিবারনীয় শাস্তি, রোম (এর পরাজয়,) পাকড়াও এবং চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন)।

৬৮১২. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ -

৬৮১২. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬৮১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ

عَزَّ وَجَلَّ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّخَانُ شُعْبَةُ الشَّكَ فِي الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّخَانُ -

৬৮১৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেছেন : আল্লাহর বাণী “গুরু শাস্তির পূর্বে তাদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আন্বাদন করাব” এর উদ্দেশ্য হল পার্থিব বাল্য-মুসীবত, রোমের পরাজয়, পাকড়াও অথবা ধোঁয়া। পাকড়াও অথবা ধোঁয়া এ বিষয়ে শু'বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৯. بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

৯. পরিচ্ছেদ : চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিবরণ

৬৮১৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَقَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَشْهَدُوا -

৬৮১৪. আমর নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক (দেখো)।

৬৮১৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةً وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةً دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَشْهَدُوا -

৬৮১৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, উমার ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস, ও মিনজাব ইব্ন হারিছ তামিমী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় (হঠাৎ করে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক খণ্ড পাহাড়ের এ পাশে পড়ল এবং অপর খণ্ড পড়ল পাহাড়ের ওপাশে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক।

৬৮১৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِلْقَتَيْنِ فَسُتِرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَكَانَتْ فِلْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اشْهَد -

৬৮১৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আনবারী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর এক খন্ড পাহাড় ঢেকে ফেলল এবং অপর এক খণ্ড পাহাড়ের উপরে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন।

৬৮১৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -

وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فَقَالَ اشْهَدُوا اشْهَدُوا -

৬৮১৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ... ইবন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বিশ্র ইবন খালিদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... শু'বা (র) থেকে ইবন মু'আয (রা)-এর সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন আবু আদী (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, তারপর তিনি বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

৬৮১৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَارَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ -

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ -

৬৮১৮. যুহায়র ইবন হারব ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীর লোকেরা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের একটি নিদর্শন (মু'জিযা) দেখানোর দাবী করল। তিনি তাদের (দু'বার) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... আনাস (রা) থেকে শায়বানের হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৮১৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৮১৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল। তবে আবু দাউদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে)।

৬৮২০. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৮২০. মুসা ইবন কুরায়শ তামিমী (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

১. بَابُ لَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى آذَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১০. পরিচ্ছেদ : কষ্টদায়ক কথার ব্যাপারে— মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা‘আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই

৬৮২১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرِكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ -

৬৮২১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর (প্রতিশোধ গ্রহণে) আল্লাহ তা‘আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর সঙ্গে শরীক করা হয় এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা হয় এর পরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জীবিকার প্রদান করেন।

৬৮২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ الْأَقْوَلُ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ -

৬৮২২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) আবু মুসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ‘وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৮২৩. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدَاءً وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ -

৬৮২৩. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বিন্দায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। কেননা তারা আল্লাহর সমকক্ষ (শরীক) নির্ধারণ করে এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এতদসত্ত্বেও তিনি তাদের জীবনোপকরণ দান করেন, তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে (প্রয়োজনীয় সব কিছু) দান করেন।

১১. بَابُ طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْأِ الْأَرْضِ ذَهَبًا

১১. পরিচ্ছেদ : কাফিরের কাছে পৃথিবী ভরা স্বর্ণ মুক্তিপণ দিতে চাওয়া

৬৮২৪. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَاهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَلَا أُدْخِلُكَ النَّارَ فَابْيَتِ إِلَّا الشِّرْكَ.

৬৮২৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আনবারী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে যার শাস্তি সর্বাধিক লঘু হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু যদি তোমার হয়ে যায়, তবে কি তুমি এ সব কিছু মুক্তিপণ স্বরূপ দান করে নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে? সে বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বলবেন, তুমি আদমের পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আমি তো তোমার নিকট এর থেকেও সহজ জিনিস দাবী করেছিলাম। তা হল, তুমি শিরক করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : তাহলে আমি তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করবো না। কিন্তু তুমি (তা না মেনে) শিরকেই লিপ্ত হয়েছ।

৬৮২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا أُدْخِلُكَ النَّارَ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

৬৮২৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'وَلَا أُدْخِلُكَ النَّارَ' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৬৮২৬. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سَأَلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ.

৬৮২৬. উবায়দুল্লাহ ইবন কাওয়ারিরী, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে, তুমি কি বল, যদি তুমি পৃথিবী ভর স্বর্ণের মালিক হও, তাহলে মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করে তুমি কি নিজেকে আযাব থেকে রক্ষা করবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে, তোমার কাছে তো এর থেকে সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল।

৬৮২৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

৬৮২৭. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আমর ইব্ন যুরারা (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, তাকে বলা হবে, তুমি মিথ্যা বলেছ! তোমার নিকট তো এর থেকে সহজ বস্তু চাওয়া হয়েছিল।

১২. بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : কাফিরদের অধোমুখী করে হাশর করা হবে

৬৮২৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةُ رَبَّنَا -

৬৮২৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে অধোমুখী করে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বললেন : যিনি দুনিয়াতে তাকে দুই পায়ের উপর চালিয়েছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাদেরকে মুখের উপর (ভর করে) চালাতে সক্ষম হবেন না? (এ হাদীস শুনে) কাতাদা (রা) বললেন, আমার প্রতিপালকের ইচ্ছাতের কসম! নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম হবেন।

৬৮২৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا مَرَّبِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ -

৬৮২৯. আমর নাকিদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জাহান্নামের তালিকাভুক্ত (উপযোগী)-দুনিয়ায় সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আনা হবে। তারপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে একটি ডুব দেখানোর বলা হবে, হে আদম সন্তান! দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ

কখনো তুমি দেখেছো কি, কখনো তুমি স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছো কি? সে বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক! না, কখনো দেখিনি। তারপর জান্নাতের তালিকাভুক্ত (উপযোগী) দুনিয়ায় সর্বাধিক দুরাবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনো তুমি কষ্ট দেখেছো কি, কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছো কি? সে বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! কখনো আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং দুঃখ কখনো দেখিনি।

১২. بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَفْجِيلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا

১৩. পরিচ্ছেদ : নেকীর প্রতিদান মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রদান করা হয় এবং কাফিরের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই আগে ভাগে দিয়ে দেয়া হয়

৬৮৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيُزْهِرُ) قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

৬৮৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা কোন মু'মিন বান্দার প্রতি যুলুম করবেন না। বরং এর বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হবে এবং আখিরাতেও প্রদান করা হবে। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে' যে ভাল কাজ করে এর বিনিময়ে তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে যখন সে আখিরাতে যাবে তখন প্রতিদান দেয়ার মত তার নিকট কোন নেকীই থাকবে না।

৬৮৩১. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ.

৬৮৩১. আসিম ইবন নাযর তামিমী (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাফির যখন পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করে তবে এর বিনিময়ে পৃথিবীতেই তাকে জীবিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর মু'মিনদের নেকী আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের সঞ্চয় হিসাবে রেখে দেন এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেও রিযিক প্রদান করে থাকেন।

৬৮৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

৬৮৩২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ রুযযী (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত দু'জনের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬. بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ وَمَثَلِ الْكَافِرِ كَشَجَرِ الْأَرْزِ

১৪. পরিচ্ছেদ : মু'মিনের উপমা শস্যক্ষেত্রের ন্যায় এবং মুনাফিক ও কাফিরের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়

৬৮৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَرُ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ -

৬৮৩৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মিনের উপমা শস্য জাতীয় গাছ-এর ন্যায়। বাতাস সর্বদা তাকে আন্দোলিত করে। অনুরূপভাবে মু'মিনের উপরও সর্বদা বিপদ-আপদ আসতে থাকে। আর মুনাফিকের উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। মূল না কাটা পর্যন্ত তা প্রকম্পিত হয় না।

৬৮৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيلُهُ تَفِيئُهُ -

৬৮৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুর রাযযাকের হাদীসের মধ্যে 'تُمِيلُهُ' এর স্থলে 'تَفِيئُهُ' (অর্থ অভিন্ন) রয়েছে।

৬৮৩৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِيئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهَيِّجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يَفِيئُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَنْجَعًا مَرَّةً وَاحِدَةً -

৬৮৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মিনের উপমা নরম চারাগাছের ন্যায়। বাতাস তাকে আন্দোলিত করে কখনো তাকে নুইয়ে ফেলে আবার কখনো একেবারে সোজা করে। এমনভাবে অবশেষে উহা শুকিয়ে যায়। আর কাফিরের উপমা হচ্ছে নিজ কাণ্ডে দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়। কোন কিছুই তাকে নাড়তে পারে না। যতক্ষণ না একেবারেই মূলোৎপাটিত হয়ে যায়।

৬৮৩৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةٌ وَتَعْدِلُهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجَذَّبَةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً *

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّ مَحْمُودًا قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ بَشْرٍ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ وَأَمَّا ابْنُ حَاتِمٍ فَقَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَا قَالَ زُهَيْرُ-

৬৮৩৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মিন ব্যক্তির উপমা নরম চারা গাছের ন্যায়। বাতাস তাকে আন্দোলিত করে। বাতাস কখনো তাকে শুয়ে দেয়, আবার কখনো একেবারে সোজা দাঁড় করিয়ে দেয়। এমনি করে তার মৃত্যুকাল এসে উপস্থিত হয়। আর মুনাফিকের উপমা দণ্ডায়মান দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়, কোন কিছুই তাকে নত করতে পারে না। অবশেষে তাকে একেবারেই মূলোচ্ছেদ করা হয়।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র) ... কা'ব ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মাহমূদ (র)-এর রিওয়ায়াতে বিশরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, 'কাফিরের' উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় এবং ইবন হাতিম (রা) যুহায়র (রা)-এর মত 'مَثَلُ الْكَافِرِ' এর পরিবর্তে 'مَثَلُ الْمُنَافِقِ' অর্থাৎ মুনাফিকের উপমার কথাটি উল্লেখ করেছেন।

৬৮৩৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحَوْ حَدِيثَهُمْ وَقَالَا جَمِيعًا فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ يَحْيَى وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ -

৬৮৩৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আবদুল্লাহ ইবন হাশিম (র) ... কা'ব ইবন মালিক (রা) -এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তারা ইয়াহুইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'কাফিরের' উপমা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায়।

১০. بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ النُّخْلَةِ

১৫. পরিচ্ছেদ : মু'মিনের উপমা খেজুর বৃক্ষের ন্যায়

৬৮৩৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ هِيَ النُّخْلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتُ هِيَ النُّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৬৮৩৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজর সা'দী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা মু'মিনের দৃষ্টান্ত (তুলনায়)। তোমরা আমাকে বল তো, সেটা কোন্ গাছ? অতঃপর লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম। আর তারা সাহাবায়ে কিয়াম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিই আমাদের তা বলে দিন। তিনি বললেন : তা হল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম। তিনি বললেন, তুমি যদি তখন তা বলে দিতে যে, তা খেজুর গাছ, তবে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতেও আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

৬৮৩৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مِثْلُهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْقِي فِي نَفْسِي أَوْ رَوَعِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ فَاهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النُّخْلَةُ -

৬৮৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ আনবারী (র) ... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীগণকে বললেন, এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মু'মিনের ন্যায়, এ গাছটি কি গাছ, তোমরা আমাকে অবহিত কর? তখন লোকেরা জঙ্গলের গাছসমূহের থেকে কোন কোন গাছের কথা আলোচনা করল। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল, তা হল খেজুর গাছ। তখন আমি বলার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তথায় যেহেতু সমাজের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও ছিলেন, তাই আমি কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। লোকজন চুপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হল খেজুর গাছ।

৬৮৪০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى بِجُمَارٍ فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا -

৬৮৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (র) ... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার পথে ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। (এ সময়) একটি হাদীস ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতে তাকে আমি শুনিনি। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তার নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দু'জনের বর্ণিত হাদীসের ন্যায় (এ হাদীসটি) বর্ণনা করলেন।

৬৮৪১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ -

৬৮৪১. ইবন নুমায়র (র) ... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। অতঃপর তিনি পূর্বোক্তদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৮৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شَبَّهَ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ وَتَوْتَى (أَكْلُهَا) وَكَذَا وَجَدْتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا وَلَا تَوْتَى أَكْلُهَا كُلُّ حِينٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৬৮৪২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন : এমন একটি গাছ আছে যা মুসলমান ব্যক্তির সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বললেন অনুরূপ, যার পাতা কখনো ঝরে পড়েনা, গাছটি কি গাছ তোমরা কি আমাকে বলতে পার? ইবরাহীম ইবন সুফিয়ান (র) বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন, ' وَتَوْتَى أَكْلُهَا كُلُّ حِينٍ ' যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে। তবে (আমি ব্যতীত) অন্যান্যদের বর্ণনায়ও আমি পেয়েছি ' وَلَا تَوْتَى أَكْلُهَا كُلُّ حِينٍ '। ইবন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হতে লাগল, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু তখন আমি দেখলাম যে, আবু বাকর ও উমর (রা) কিছুই বলছেন না। তাই কোন কথা বা কিছু বলা আমি পসন্দ করলাম না। পরে উমর (রা) (এ কথা শুনে) বললেন, যদি তুমি বলে দিতে তবে তা অমুক অমুক জিনিস লাভ করা হতেও আমার কাছে অধিক প্রিয় হত।

১৬. بَابُ تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَائِيَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ وَإِنْ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا

১৬. পরিচ্ছেদ : শয়তানের উসকানী দেয়া এবং মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সেনাদল প্রেরণ করা এবং প্রতিটি মানুষের সাথে (শয়তানের নিয়োজিত) একজন সঙ্গী রয়েছে

৬৮৪৩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

৬৮৪৩. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আরব ভূখণ্ডে মুসল্লীগণ শয়তানের উপাসনা করবে, এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়েছে। তবে তাদের এক জনকে অন্যের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়ার ব্যাপারে (নিরাশ হয়নি)।

৬৮৪৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

৬৮৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) আবু কুরায়ব (রা) ... আমা'শ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৮৪৫. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ عَرْشَ ابْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَائِيَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً.

৬৮৪৫. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই ইবলীসের আরশ সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করার জন্য তার বাহিনী প্রেরণ করে। শয়তানের নিকট সর্বাধিক বড় সে-ই, যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

৬৮৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ابْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَائِيَاهُ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَلِكَ يَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعَمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ.

৬৮৪৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর একজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দেই নি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, (সাবাস!) তুমি কতই ভাল (তুমি একটি কাজের কাজ করেছ)। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : অতঃপর শয়তান তাকে তার বুরকের সাথে জড়িয়ে নেয়।

৬৮৪৭. حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً۔

৬৮৪৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : শয়তান তার সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করতঃ লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করে। তাদের মধ্যে সে-ই তার নিকট সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী যে তাদের মধ্যে অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী।

৬৮৪৮. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا وَآيَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيَايَ إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسْلَمَ فَلَايَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔

৬৮৪৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই জিন্নের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তার সংগী (একটি শয়তান নির্ধারিত) আছে। সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। কিন্তু তার মুকাবিলায় আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন আমি (তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে) নিরাপদ থাকি অথবা সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এখন সে আমাকে ভাল কাজ ব্যতিরেকে কখনো অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় না।

৬৮৪৯. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ مِثْلَ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔

৬৮৪৯. ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার (র) ও আবু বকর ইব্ন শায়বা (র) ... মানসূর (র) থেকে জারীর (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি জিন্ন (শয়তান) সঙ্গী এবং একজন ফেরেশতা সঙ্গী নিয়োজিত রয়েছে।

৬৮৫০. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغَرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَالِكِ يَا عَائِشَةُ أَغَرْتُ فَقُلْتُ وَمَالِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ.

৬৮৫০. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বলেন, এতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষা জাগল। অতঃপর তিনি এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়েছ? আমি বললাম, আমার মত কেউ (স্ত্রী) আপনার মত কারো (স্বামীর) প্রতি কেন ঈর্ষা করবেনা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার শয়তান কি তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে? তখন তিনি (আয়েশা রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি বললাম, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি (শয়তান রয়েছে)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও কি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তা'আলা তার মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন (তার ব্যাপারে) আমি (সম্পূর্ণ) নিরাপদ (অথবা— সে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছে)।

১৭. بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

১৭. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিই তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না, বরং জান্নাতে যাবে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে

৬৮৫১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا إِيَّايَ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنْ سَدِّدُوا * وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَكِنْ سَدِّدُوا.

৬৮৫১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তির আমলই তাকে নাজাত দিতে পারবে না। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করে নেন। তোমরা অবশ্য (আমলে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী (র) ... বুকাযর ইব্ন আশাজ্জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'بِرَحْمَةٍ مِنْهُ' এর সাথে 'وَفَضْل' (ও অনুগ্রহে) শব্দটিও বলেছেন। কিন্তু এতে 'وَلَكِنْ سَدَدُوا' কথাটির উল্লেখ করেন নি।

৬৮৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَأْمِنُ أَحَدٍ يَدْخُلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ -

৬৮৫২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও নই। তবে আমার পালনকর্তা যদি তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।

৬৮৫৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ * وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ -

৬৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? উত্তরে তিনি বললেন : আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। বর্ণনাকারী ইব্ন আউন (র) তার হাত দ্বারা (ঢেকে দেয়া বুঝাবার জন্য) নিজ মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, আমিও না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন।

৬৮৫৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ رُبِّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ -

৬৮৫৪. যুহারয়র ইব্ন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাজাত দিতে পারে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, আমিও নই। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা রক্ষা করেন।

৬৯০৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসাছিলাম। হঠাৎ একটি 'ধপাস' আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ একটি পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতঃপর তা কেবল গড়াতে থাকে। যেতে যেতে এখন তা তার অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে।

৬৯.৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجِبَّتْهَا -

৬৯০৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, এ সে (পাথরটি) এখন জাহান্নামের অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে, তাই তোমরা তার (ধপাস করে) আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

৬৯.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَى عُنُقِهِ -

৬৯০৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তো আগুন তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে; আবার কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

৬৯.৭- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ -

৬৯০৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আগুন তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার দুই হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, আবার কাউকে তার হাঁসুলী (কণ্ঠা) পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

৬৯.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ حَقْوِيهِ -

৬৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... সাঈদ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'حُجْزَتِهِ' এর পরিবর্তে 'حَقْوِيهِ' (তার কোমরের দুই পাশ) শব্দটি বর্ণিত আছে।

৬৮৬০. حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ -

৬৮৬০. সালামা ইবন শাবীব (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার আমল জান্নাতে দাখিল করতে পারবে না এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় দিতে (রক্ষা করতে) পারবে না। আমিও নই, তবে যদি আল্লাহর রহমত দ্বারা।

৬৮৬১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ -

৬৮৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, এর নিকটবর্তী পন্থা ধারণ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন : আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। তোমরা জেনে রাখ, নিয়মিত আমলই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

৬৮৬২. وَحَدَّثَنَا هُشَيْنُ بْنُ الْحُلْوَانِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَأَبْشِرُوا -

৬৮৬২. হাসান হুলওয়ানী (র) ... মুসা ইবন উকবা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তারা 'وَأَبْشِرُوا' উল্লেখ করেননি।

১৮. بَابُ اكْتِسَابِ الْأَعْمَالِ وَالْاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : অধিক পরিমাণ আমল ও ইবাদতে সাধনা করা

৬৮৬৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَتُكَلِّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

৬৮৬৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এমনভাবে নফল সালাত আদায় করেছেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে গেছে। (এ দেখে) তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

৬৮৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

৬৮৬৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে এমনভাবে কিয়াম (নফল সালাত আদায়) করতেন যে, এতে তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো। (এ দেখে) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, আল্লাহ্ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

৬৮৬৫. حَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفْطِرَ رِجْلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

৬৮৬৫. হারুন ইব্ন মা'রুফ ও হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন এমনভাবে কিয়াম করতেন যে, এতে তাঁর উভয় পদযুগল ফেটে যেতো। (এ দেখে) আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এরূপ করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্বাপর সমুদয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, হে আয়েশা, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

১৭. بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ওয়ায-নসীহতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

৬৮৬৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللَّهِ نَنْتَظِرُهُ فَمَرَّ بِنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ فَقُلْنَا أَعْلِمُهُ بِمَكَانِنَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ أُمْلِكُكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا -

৬৮৬৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) ইবন নুমায়র (র) ... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর অপেক্ষায় আমরা তাঁর (বাড়ির) দরজায় উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়া নাখঈ (র) আমাদের নিকট দিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি তাকে আমাদের অবস্থানের খবরটি দিন। তিনি ভেতরে তাঁর নিকট গেলেন। অমনি বিলম্ব না করে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থানের সংবাদ আমাকে পৌঁছানো হয়েছে। তবে তোমাদের নিকট আসতে এ বিষয়টিই আমাকে বিরত রাখে যে, আমি যেন তোমাদেরকে উত্যক্ত না করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে (নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ের ব্যবধানে) ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

৬৮৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُثْلُهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ مِنْجَابُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ -

৬৮৬৮. আবু সাঈদ আশাজ্জ (অন্য সনদে) মিনজাব ইবনুল হারিছ আত-তামিমী (অন্য সনদে) ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র) (অন্য সনদে) ইবন আবু উমর (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৮৬৯. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمٍ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ لَوْ دِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ أُمْلِكُمْ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَنْ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا -

৬৮৭০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইবন আবু উমর (র) ... ওয়াইলের পিতা শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন আমাদেরকে নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমরা আপনার থেকে হাদীস শুনে পসন্দ করি এবং আগ্রহ পোষণ করি। আমার বাসনা যে, আপনি আমাদের নিকট প্রত্যহ হাদীস বর্ণনা করেন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করা পসন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে (নির্দিষ্ট দিনে এবং সময় ও দিনের ব্যবধান করে) ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

كِتَابُ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

১. بَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

১. পরিচ্ছেদ : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জান্নাতবাসিগণের বিবরণ

৬৮৬৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ -

৬৮৬৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপসন্দনীয় (কষ্টকর) বস্তু দ্বারা এবং জাহান্নামকে বেষ্টন করে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা বস্তু দ্বারা।

৬৮৭০. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৬৮৭০. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).. আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৮৭১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

৬৮৭১. সাঈদ ইব্ন আমর আশআছী ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। আল-কুরআনে এর সত্যায়ন রয়েছে-“কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।” (সূরা সাজ্দা : ১৭)

৬৮৭২. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ -

৬৮৭২. হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন হৃদয়-মন যা কখনো কল্পনাও করেনি। এসব নিয়ামত আমি সঞ্চিত রেখে দিয়েছি। আল্লাহ তোমাদেরকে যা জানিয়েছেন তা রাখ (তা-তো আছেই)।

৬৮৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلَّهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ -

৬৮৭৩. আবু বকর ইবন আবী শায়বা ও আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) ইবন নুমায়র (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং যা কোন মন কখনো কল্পনাও করেনি। এগুলো আমি তোমাদের জন্য জমা করে রেখে দিয়েছি। এসব ছাড়া আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দেখিয়েছেন তা তা আছেই। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, “কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।” (সূরা সাজদা : ১৭)

৬৮৭৪. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ أَبَا حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ثُمَّ قَالَ ﷺ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

৬৮৭৪. হারুন ইবন মারুফ ও হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... সাহল ইবন সা'দ আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বর্ণনাভাষে জান্নাতের বর্ণনা দিতে দিতে শেষ পর্যায়ে বললেন, এতে এমন সব নিয়ামত রয়েছে যা কোন চোখ কখনো

দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মন কখনো কল্পনাও করেনি। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন- ‘তারা শয্যা ত্যাগ করতঃ তাদের প্রতিপালককে ডাকে, আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।’

২. بَابُ إِنْ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

২. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না

৬৮৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ.

৬৮৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ’ বছর পর্যন্ত সফর করতে পারবে।

৬৮৭৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ لَا يَقْطَعُهَا.

৬৮৭৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অধিক রয়েছে যে, এতেও সে তা অতিক্রম করতে পারবে না।

৬৮৭৭. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا * قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّكَّابُ الْجَوَادُ الْمُضْمَرُّ السَّرِيعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا.

৬৮৭৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) সাহুল ইবন সা’দ (রা) সূত্রে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ’ বছর সফর করেও তা শেষ করতে পারবে না।

বর্ণনাকারী আবু হাযিম (র) বলেন, নু’মান ইবন আবু আয়্য্যশ যুরাকীর নিকট আমি এ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমাকে আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বলেছেন : জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা (উন্নতজাতের প্রশিক্ষিত) দ্রুতগামী অশ্বের আরোহী একশ’ বছর পর্যন্ত সফর করেও অতিক্রম করতে পারবে না।

৩. بَابُ اخْلَالِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا

৩. পরিচ্ছেদ : জান্নাতবাসিগণের উপর (চিরস্থায়ী) সন্তুষ্টি অবতারণ করা এবং আর কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া

৬৮৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَآيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا -

৬৮৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সাহম (অন্য সনদে) হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবো না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবে, হে রব! এর চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ বলবেন : আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতারণ (স্থাপন) করব। এরপর তোমাদের উপর আমি আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

৪. بَابُ تَرَائِي أَهْلَ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا يَرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ

৪. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীগণ আকাশের তারকারাজি দেখার ন্যায়ই বালাখানাসমূহের বাসিন্দাদের দেখতে পাবে

৬৮৭৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرَى فِي الْأَفُقِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ -

৬৮৭৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, তোমরা যেমন আকাশের তারকারাজি দেখে থাক।

অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

৩২৯

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নু'মান ইবন আবু আয়্যাশ (র)-এর নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যেমনিভাবে তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তের উজ্জ্বল তারকা দেখে থাক।

৬৮৮০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ -

৬৮৮০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হাযিম (র) থেকে উল্লেখিত দুই সনদে ইয়াকুবের হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৮১. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدَّرِيَّ الْغَابِرَ مِنَ الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ -

৬৮৮১. আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন ইয়াহইয়া ইবন খালিদ (অন্য সনদে) হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের বাসিন্দাগণ তাদের উর্ধ্বে অবস্থিত সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন অস্তগামী (দূরবর্তী) উজ্জ্বল তারকা তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পাও। কেননা তাদের পরস্পরে মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। (এ কথা শুনে) তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ স্তরসমূহ তো নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের ব্যতীত অন্যেরা তো এ স্তরে কখনো পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন : হ্যাঁ, (নিশ্চয়ই পারবে)। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম (করে বলছি)! যে সমস্ত লোক আল্লাহতে ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি সত্য স্বীকার করেছে, (তারা সকলেই এ মর্যাদা সম্পন্ন স্তরসমূহে অবস্থান করতে সক্ষম হবে)।

৫. بَابُ فِيمَنْ يَوَدُّ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ

৫. পরিচ্ছেদ : যারা নবী (সা)-কে তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে দেখতে ভালবাসবে

৬৮৮২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْ أَشَدِّ أُمْتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يُكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدَهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ -

৬৮৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অধিক মহব্বতকারী ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য তারাও হবে, যারা আবির্ভূত হবে আমার তিরোধানের পর, তারা কামনা করবে, হায় যদি তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধনৈশ্বর্যের বিনিময়েও আমাকে দেখতে পেত।

৬৮৮৩. আবু উসমান সাঈদ ইব্ন আবদুল জাব্বার আল-বাসরী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুম'আয় (সপ্তাহে) জান্নাতী লোকেরা এতে সমবেত হবে। অতঃপর উত্তরের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড় চোপড়ে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের রূপ ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তারা তাদের পরিবারের নিকট ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের (গায়ের) রূপ ও সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও তাদের বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদের রূপ সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. পরিচ্ছেদ : সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাদের চেহারা দীপ্তিমান হবে এবং তাঁদের গুণাবলী ও তাদের স্ত্রীদের বিবরণ

৬. পরিচ্ছেদ : সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাদের চেহারা দীপ্তিমান হবে এবং তাঁদের গুণাবলী ও তাদের স্ত্রীদের বিবরণ

৬৮৮৪. আমর নাকিদ ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আদদাওরাকী (র) ... মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করে বলল, অথবা আলোচনা করতঃ বলল, জান্নাতে পুরুষ বেশি হবে, না নারী? (এ কথা শুনে) আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আবুল কাসিম ﷺ কি বলেন নি, প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। তাদের পর যারা, জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে দু' দু'জন স্ত্রী। গোশতের ওপাশ হতে তাদের পায়ের গোছার (অস্থির) মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।

৬৮৮৪. আমর নাকিদ ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আদদাওরাকী (র) ... মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হয়ত গর্ব প্রকাশ করে বলল, অথবা আলোচনা করতঃ বলল, জান্নাতে পুরুষ বেশি হবে, না নারী? (এ কথা শুনে) আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আবুল কাসিম ﷺ কি বলেন নি, প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। তাদের পর যারা, জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে দু' দু'জন স্ত্রী। গোশতের ওপাশ হতে তাদের পায়ের গোছার (অস্থির) মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতের মধ্যে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসীগণের বিবরণ

৩৩১

৬৮৮৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ اخْتَصَمَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلْيَةَ -

৬৮৮৫. ইবন আবু উমর (র) ... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কারা অধিক জান্নাতী হবে, এ বিষয়ে পুরুষ ও নারীগণ বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হল। অতঃপর তারা এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেছেন। ইবন উলায়্যা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৬৮৮৬. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرَى فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوِّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَفَلُّونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ أَدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ -

৬৮৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (অন্য সনদে) কুতায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হবে। তাদের পর যারা (জান্নাতে প্রবেশ করবে) তাদের চেহারা আকাশের অতিশয় উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে। তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, থু-থু ফেলবে না এবং নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের শরীরের ঘাম হবে মিশকের ঘ্রাণ আসবে এবং তাদের 'ধুপদানী' হবে আগর কাষ্ঠের তৈরী। তাদের স্ত্রীরা হবে আয়তলোচনা হুর (চোখ ধাধানো সুন্দরী)। তাদের চরিত্র হবে একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায়। আদি পিতা আদাম (আ)-এর আকৃতি হবে তাদের আকৃতি। ষাট হাত লম্বা হবে তাদের দেহ।

৬৮৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ لَا يَتَغَوِّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْزُقُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ

وَرَشَحُهُمُ الْمِسْكَ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ أَيْبِهِمْ أَدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَلَى صُورَةِ أَيْبِهِمْ -

৬৮৮৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথমে আমার উম্মাতের যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান। অতঃপর যারা (জান্নাতে যাবে) তাদের চেহারা হবে আকাশের অতিশয় উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। অতঃপর যারা জান্নাতে যাবে তাদের বহু স্তর হবে। তারা পেশাব-পায়খান করবে না, নাক ঝাড়বে না এবং থু-থু ফেলবে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের 'ধূপদানী' (আংগারাধার) হবে আগর কাঠের তৈরী। তাদের (শরীরের) ঘাম হবে মিশক-এর ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। তাদের চরিত্র একই ব্যক্তির চরিত্রের ন্যায় হবে। তারা তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হবে। অতঃপর ইবন আবী শায়বা ও আবু কুরায়ব দু'জনই 'عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ' বর্ণনা করেছেন। ইবন আবু শায়বা (র) বলেছেন, তাদের আকৃতি তাদের পিতা আদম (আ) এর আকৃতি হবে।

৭. بَابُ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بِكُرَّةٍ وَعَشِيَّةٍ

৭. পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জান্নাতবাসীগণ পাঠের এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের তাসবীহ

৬৮৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا انِيَّتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ وَرَشَحُهُمُ الْمِسْكَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرَى مَخُ سَاقِيهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بِكُرَّةٍ وَعَشِيَّةٍ -

৬৮৮৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের শুনিয়েছেন। এভাবে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। এর থেকে একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে দলটি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান হবে। সেখানে তারা থু-থু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না এবং পায়খানাও করবে না। তাদের বরতন এবং চিরুনিসমূহ স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত হবে। তাদের ধূপদানিগুলো হবে আগর কাঠের। তাদের ঘাম হবে মিশক-এর ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে যে, সৌন্দর্যের কারণে গোশ্বতের উপর থেকে তাদের পায়ের গোছার (অস্থির) মগজ দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং থাকবে না কোন হিংসা বিদ্বেষ। তাদের হৃদয় একই হৃদয়ের ন্যায় হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে।

৬৮৮৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَفَلُّونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوِّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشِحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسُ -

৬৮৮৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে পানাহার করবে। তবে থু-থু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না। (এ কথা শুনে) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তবে (ভক্ষিত) খাদ্য কী হবে? তিনি বললেন, ঢেকুর এবং মিশকের বিচ্ছুরণের ন্যায় ঘাম—(দ্বারা ‘হজম’ হয়ে যাবে।) তাসবীহ-তাহলীল করা তাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হবে যেমন ইলহাম করা হবে তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়টি।

৬৮৯০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ كَرَشِحِ الْمِسْكِ -

৬৮৯০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আ‘মাশ (র) থেকে এ সনদে ‘করশিচ মিস্ক’ পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৯১. وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوِّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَكَ جُشَاءٌ كَرَشِحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدُ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسُ قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ -

৬৮৯১. হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী ও হাজ্জাজ ইব্ন শাহী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকেরা সেখানে পানাহার করবে। তবে তারা পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বে না পেশাবও করবে না। তাদের ঐ খাদ্য (নিঃশেষ হয়ে যাবে)। মিশকের সুঘ্রাণ বিচ্ছুরণের ন্যায় ঢেকুর (দ্বারা)। তাসবীহ-তাহলীল তাদের অন্তকরণে ইলহাম করা হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাদের মনে ইলহাম করা হয়েছে। তবে হাজ্জাজের হাদীসে রয়েছে, ‘طَعَامُهُمْ ذَلِكَ’ - ‘স্বাস-প্রশ্বাস’ স্থানে।

৬৮৯২. وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسُ -

৬৮৯২. সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া আল-উমুবি (র) ... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এতে বর্ণিত রয়েছে যে, 'يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ' - ১।

৪. **بَابُ فِي دَوَامِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -**

৮. পরিচ্ছেদ : জান্নাতীগণের নিয়ামত চিরস্থায়ী। মহান আল্লাহর বাণী : এবং তাদের আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে

৬৮৯৩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ -

৬৮৯৩. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আরাম আয়েশে থাকবে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না।

৬৮৯৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ أَنَّ الْأَغْرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

৬৮৯৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন আহ্বানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহ্বান করে বলবে, এখানে (সর্বদা) তোমরা সুস্থ থাকবে, আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো আর তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা (সর্বদা) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো আর তোমরা কষ্ট-ক্লেশে পতিত হবে না। এ মর্মে মহামহিম আল্লাহর বাণী : এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

৬৮৯৫. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي قُدَّامَةَ (وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ

لَخِيْمَةٌ مِنْ لَوْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا -

৬৮৯৫. সাঈদ ইবন মানসুর (র) ... আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা একক মুক্তার একটি তাঁবু হবে। এর উচ্চতা (পরিধি) হবে ষাট মাইল। মু'মিনের স্ত্রীগণও সেখানে থাকবে। মু'মিন ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে। তবে তারা একে অন্যকে দেখতে পাবে না।

৬৮৯৬. আবু গাস্‌সান আল মিসমাদি (র) ... আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা মুক্তার তাঁবু হবে। এর প্রস্থ (পরিধি) হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক প্রান্তেই পরিবার (স্ত্রী) থাকবে। তারা মু'মিনরা ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে অন্যদের দেখতে পাবে না।

৬৮৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মণি-মুক্তার তাঁবু হবে। আকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে মু'মিনের স্ত্রীগণ থাকবে। তবে তারা অন্যদের দেখতে পাবে না।

৬৮৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা মুক্তার তাঁবু হবে। এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রস্থ (পরিধি) হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে মু'মিনের স্ত্রীগণ থাকবে। তারা মু'মিনরা ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে অন্যদের দেখতে পাবে না।

৬৮৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতে মু'মিনদের জন্য ভেতরে ফাঁকা মুক্তার তাঁবু হবে। এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রস্থ (পরিধি) হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে মু'মিনের স্ত্রীগণ থাকবে। তারা মু'মিনরা ঘুরে ঘুরে তাদের সাথে মেলামেশা করবে অন্যদের দেখতে পাবে না।

১০. بَابُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

১০. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে (বিদ্যমান) জান্নাতের নহরসমূহ

৬৮৯৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّحَانُ وَجِيحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنَّيْلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ -

৬৮৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সায়হান, জায়হান, ফুরাত ও নীল এসব জান্নাতের নহর সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

১১- بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدَتْهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ

১১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে এমন অনেক দল জান্নাতে যাবে যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের ন্যায়

৬৮৯৯- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدَتْهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ -

৬৮৯৯. হাজ্জাজ ইবনু শা'ইর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন বহুদল জান্নাতে যাবে, যাদের হৃদয় পাখির হৃদয়ের ন্যায়।

৬৯০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيِّكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ -

৬৯০০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের গুনিয়েছেন। (এভাবে) তিনি কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ করেন। এর মধ্যে একটি হল এ-ই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। তাকে সৃষ্টি করার পর তিনি তাকে বললেন, যাও, ঐ দলটিকে সালাম কর। তারা হচ্ছে ফেরেশতাদের উপবিষ্ট একটি দল। সালামের জবাবে তারা কি বলে তা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন এ-ই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি গেলেন ও বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। তারা বললেন, 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তাঁরা ওয়া রাহমাতুল্লাহ বাড়িয়ে বলেছেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে সে আদম (আ)-এর আকৃতিতে যাবে। তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত। নবী ﷺ বলেন : এরপর হতে সৃষ্টি (-র দেহের পরিমাণ দিন দিন) কমতে থাকে আজ পর্যন্ত।

১২. بَابُ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَعْرِهَا

১২. পরিচ্ছেদ : জাহান্নামের আগুনের প্রবল উত্তাপ এবং তার গভীরতা

৬৯০১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا -

৬৯০১. উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন তাতে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা তা টেনে নিয়ে যাবে।

৬৯০২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهَا فَضِلْتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا -

৬৯০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের এ আগুন যা আদম সন্তানগণ প্রজ্বলিত করে তা জান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কসম! এ আগুন যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন : (তবুও) সে আগুনকে এ আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশি তাপমাত্রা সম্পন্ন করা হয়েছে। এর (উনসত্তরের) প্রতিটি গুণ তার তাপের (দুনিয়ার আগুনের) সমমানের।

৬৯০৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا -

৬৯০৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু যিনাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে হাম্মাম (র) ('কُلُّهَا' এর স্থলে) 'كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا' বলেছেন।

৬৯০৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَدْرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا -

৬৯০৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসাছিলাম। হঠাৎ একটি 'ধপাস' আওয়াজ তিনি শুনতে পেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ কিসের আওয়াজ, তোমরা কি জান? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এ একটি পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতঃপর তা কেবল গড়াতে থাকে। যেতে যেতে এখন তা তার অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে।

৬৯.৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجَبَّتْهَا-

৬৯০৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, এ সে (পাথরটি) এখন জাহান্নামের অতল তলে গিয়ে পৌঁছেছে, তাই তোমরা তার (ধপাস করে) আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

৬৯.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إِلَى عُنُقِهِ-

৬৯০৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তো আগুন তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে; আবার কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে এবং কাউকে তার গর্দান পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

৬৯.৭- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ-

৬৯০৭. আমর ইব্ন যুরারা (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুন তাদের (জাহান্নামীদের) কাউকে তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার দুই হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, কাউকে তার কোমর পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে, আবার কাউকে তার হাঁসুলী (কণ্ঠা) পর্যন্ত গ্রাস করে নিবে।

৬৯.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْرَتِهِ حَقْوِيهِ-

৬৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... সাঈদ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'হজ্জত' এর পরিবর্তে 'হক্বি' (তার কোমরের দুই পাশ) শব্দটি বর্ণিত আছে।

১২- بَابُ النَّارِ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

১৩. পরিচ্ছেদ : দুর্দান্ত প্রতাপশালীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলেরা জান্নাতে যাবে

৬৯০৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا

৬৯০৯. ইবন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর বিতর্ক করল। অতঃপর জাহান্নাম বলল, প্রতিপত্তি সম্পন্ন অহংকারী লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও নিঃস্ব লোকেরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দেব। কোন কোন সময় তিনি (রাবী) বলেছেন, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা বিপদগ্রস্ত করব। এরপর তিনি জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণাসিক্ত করব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর (খোরাক)।

৬৯১০. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا الضُّعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُم مِلْؤُهَا فَا مَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطِ قَطِ فَهَنَّا لِكَ تَمْتَلِي وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ -

৬৯১০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদা) জাহান্নাম ও জান্নাত বিতর্কে লিপ্ত হল। জাহান্নাম বলল, অহংকারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোক দ্বারা আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলল, আমার কি হল, মানুষের মাঝে যারা দুর্বল, (বাহ্যত) নীচু স্তরের এবং অক্ষম, তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। (এ কথা শুনে) আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত, আমার বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা করুণা বর্ষণ করব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব, আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি তোমার দ্বারা শাস্তি দেব। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিসসা। তবে (প্রথমে) জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা এতে তাঁর (কুদরতী) 'পা' মুবারক রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, ব্যাস্, ব্যাস্। এ সময়ই জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং তার (জাহান্নামীদের) এক অংশ অপর অংশের সাথে প্রচণ্ড চাপ খাবে।

৬৯১১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ (يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ -

৬৯১১. আবদুল্লাহ ইবন আউন হিলালী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হল। অতঃপর (ইবন সীরীন (র)) আবু যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৯১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا الضُّعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَا مَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ قَطٍ فَهَذَا كَ تَمْتَلِي وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا -

৬৯১২. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর তর্কযুদ্ধ করেছে। জাহান্নাম বলল, প্রতিপত্তিশালী ও দম্ভকারীদের দ্বারা আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলল, আমার কি হল, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য সাদাসিধা (নির্বোধ) লোকেরাই প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি আমি রহমত নাযিল করব এবং তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আযাব দিব। বস্তুতঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে ভরপুর হিসসা। কিন্তু জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর কুদরতী পা তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে (জাহান্নাম) বলবে ব্যস্, ব্যস্। তখনই জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে চেপে সংকুচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির কারো উপর জুলুম করবেন না। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা (নতুন করে) মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

৬৯১৩. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَلِكُلِّكُمَا عَلَى مِلْؤُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ -

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসীগণের বিবরণ

৩৪১

৬৯১৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্ক করল। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রা) -এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'وَلِكُلِّكُمْ عَلَىٰ مِلْوَها' -এর পরিবর্তে 'وَلِكُلِّكُمْ مِّنْكُمْ مِّلْوَها' (অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে ভরপুর হিসসা প্রদান করা আমার দায়িত্ব) কথাটি বর্ণিত আছে। কিন্তু এর পরবর্তী বর্ণিত অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

৬৯১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطٍ وَعِزَّتِكَ وَيُزَوِّي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ -

৬৯১৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো অধিক আছে কি? (আরো চাই আরো চাই!) শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান রাব্বুল ইয়্যত তাঁর (কুদরতী) 'পা' তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে, আপনার ইয়্যতের কসম! ব্যস, ব্যস। তখন এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে চেপে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে।

৬৯১৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ -

৬৯১৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে শায়বান (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৯১৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطٍ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ -

৬৯১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ রুযযী (র) আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন 'আতা (র) থেকেমহান আল্লাহর বাণী : '(স্মরণ কর সে দিনটি) যেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি (পেট) পূর্ণ হয়েছে কী এবং সে বলতে থাকবে, আরো আছে কি?' -এর ব্যাখ্যায় আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন : অব্যাহতভাবে (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবুও জাহান্নাম বলবে, আরো অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত (আল্লাহ) রাব্বুল ইয়্যত এতে তাঁর (কুদরতী) পা স্থাপন করবেন। তখন এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে এবং বলবে, তোমার ইয়্যত ও অনুগ্রহের কসম! ব্যস, ব্যস। আর সর্বদা জান্নাতের মধ্যে স্থান খালি থেকে যাবে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এর জন্য (নতুন) মাখলুক পয়দা করবেন এবং খালি স্থানে তাদেরকে আবাসন দিবেন।

৬৯১৭. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ) أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُنْشِئُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ -

৬৯১৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বলেন : আল্লাহর যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ স্থান জান্নাতে খালি থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক এর জন্য (নতুন) মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

৬৯১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيُشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيُشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا -

৬৯১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে একটি সাদা (বা ছাই বর্ণের) মেষের আকারে। আবু কুরায়ব অধিক বর্ণনা করেন, অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে দাঁড় করানো হবে। এরপর উভয়ই অবশিষ্ট হাদীস একই রকম বর্ণনা করেছেন। তখন কেউ বলবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কি একে চিনো? তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে এবং বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তোমরা কি একে চিনো? তখন তারা মাথা তুলে দেখবে এবং বলবে, হ্যাঁ, এতো মৃত্যু। অতঃপর আদেশ দেয়া হবে এবং উহাকে যবাহু করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! মৃত্যু নেই, (তোমরা) অনন্তকাল (এখানে থাকবে)। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু নেই, (তোমরা) অনন্তকাল (এখানেই থাকবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন : “তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও-পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।” এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত দ্বারা দুনিয়ার প্রতি ইংগিত করলেন।

৬৯১৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا -

৬৯১৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতী লোকদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে এবং জাহান্নামী লোকদেরকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, তখন বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! অতঃপর [জারীর (র)] আবু মু'আবিয়া (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ﷺ এর পরিবর্তে ' ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং এতে 'অতঃপর তিনি তার হাত দ্বারা দুনিয়ার দিকে ইংগিত করেছেন' এ কথাটিও তিনি উল্লেখ করেননি।

৬৯২০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَمُوتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَمُوتَ كُلُّ خَالِدٍ فِيمَا هُوَ فِيهِ -

৬৯২০. যুহায়র ইব্ন হার্ব, হাসান ইব্ন আলী-আল হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর তাদের মধ্যখানে জনৈক ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! (এখন) মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা! (এখন) মৃত্যু নেই। অনন্তকাল তোমরা স্ব-স্ব-স্থানেই (চিরস্থায়ী) থাকবে।

৬৯২১. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزِدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزِدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ -

৬৯২১. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আইলী ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে যবাহু করে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের আর মৃত্যু নেই। অনুরূপভাবে জাহান্নামীদেরকেও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের খুশির সাথে আরো খুশি বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখের সাথে আরো দুঃখ সংযোজিত হবে।

৬৯২২. حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هُرُونِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَرَسُ الْكَافِرِ أَوْنَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحَدٍ وَغَلِظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ -

৬৯২২. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফিরদের দাঁত উল্হদ পাহাড়ের সমতুল (বড়) হবে এবং তাদের চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন দিনের (পথের দূরত্ব পর্যন্ত)।

৬৯২৩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكَيْعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكَبِي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَكَيْعِيُّ فِي النَّارِ -

৬৯২৩. আবু কুরায়ব ও আহমাদ ইবন উমার ওয়াকিঈ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু সূত্রে হিসাবে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামে কাফিরদের দুই কাঁধের মধ্যখানে দ্রুতগামী আরোহী ব্যক্তির তিন দিনের সফরের পথ হবে। তবে ওয়াকিঈ (র) 'فِي النَّارِ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৯২৪. حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ عُتْلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ -

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ -

৬৯২৪. আবদুল্লাহ ইবন মুআয আনবারী (র) ... হারিসা ইবন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে অবহিত করব? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন : (তাঁরা) প্রত্যেকে দুর্বল এবং নম্র স্বভাবের লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে দোষখবাসীদের সম্পর্কে অবহিত করবো? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, (তাঁরা হবে) প্রত্যেক অত্যাচারী, দাষ্টিক (ঝগড়াটে) ও অহংকারী লোক।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র)..... শু'বা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে, অনুরূপ। তবে, তিনি لَا أُخْبِرُكُمْ স্থলে لَا أُخْبِرُكُمْ বলেছেন।

৬৯২৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّازٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ -

৬৯২৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... হারিসা ইব্ন ওয়াহাব খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতী লোকদের পরিচয় আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব? (তারা হলো) সব দুর্বল-নম্র স্বভাবের লোক, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ (তা পূরণ করেন) তাকে দায়মুক্ত করেন। তিনি পুনরায় বললেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় অবহিত করব? তারা হবে দাষ্টিক, অবৈধ জনসূত্রে যুক্ত এবং অহংকারী লোক।

৬৯২৬. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ -

৬৯২৬. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বহুলোক লোক এমন আছে, যারা ধুলায় ধূসরিত, দ্বার দ্বার হতে বিতাড়িত। তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তা'আলা (তা পূরণ করেন) তাকে (শপথের) দায়মুক্ত করেন।

৬৯২৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ إِذَا انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ بِهَارِجُلٍ عَزِيزُ عَارِمٍ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعِظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ جَلَدَ الْإِمَامَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ جَلَدَ الْعَبْدَ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضِحْكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ -

৬৯২৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দানকালে সালিহ (আ)-এর উল্লী সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি তার পা কেটেছিল তার সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন : যখন ঐ উল্লীকে হত্যা করার জন্য তাদের কাওমের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি উদ্যত হয়েছিল, তখন এ কাজের জন্য উদ্যত হয়েছিল ঐ কাওমের সবচেয়ে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা লোকটি। সে ছিল, এ যুগের আবু যাম'আর মত ব্যক্তি। এ খুতবায় তিনি মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে মারপিট করে। আবু বকরের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসীর মত মারপিট। আবু কুরায়বের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসের মত মারপিট। কিন্তু আবার ঐ দিন শেষে রাতের বেলা তার সাথে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের কারণে হাসি দেয়া সম্পর্কে ওয়ায করলেন এবং বললেন : এমন কাজের ব্যাপারে তোমরা কেন হাসবে যা নিজেও করবে।

৬৯২৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيْ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدِفٍ (أَخَا أَبَا) بَنِي كَنْبٍ هَؤُلَاءِ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ -

৬৯২৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি বনী কা'বের সদস্য (পিতৃপুরুষ) আমার ইব্ন লুহায় ইব্ন কাম'আ ইব্ন খিন্দাফকে জাহান্নামের মধ্যে দেখেছি। (পেট হতে তার সব) নাড়ি-ভুঁড়ি (বেরিয়ে পড়ছে, আর সে সেগুলো) টেনে টেনে হাঁটছে।

৬৯২৯. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرَّهَا لِلطَّوَاغِيَتِ فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِأَلْهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرٍ الْخَزَاعِيَّ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّيُوبَ -

৬৯২৯. আমার নাকিদ, হাসান আল-হলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাহীরা' তথা সে উষ্ট্রী, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত এবং) দেবতার সন্তুষ্টির জন্য তার দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ হত। তাকে মানুষ দোহন করত না। আর 'সাইবা' সেই উষ্ট্রী, যা তারা (কাফিররা) তাদের দেবতার নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত। এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না। ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জাহান্নামের মধ্যে আমার ইব্ন আমির খুযাইকে দেখেছি, সে তার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে টেনে হাঁটছে। দেবদেবীর নামে সে-ই সর্বপ্রথম উট ছেড়ে ছিল।

৬৯৩০. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا -

৬৯৩০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) .. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই প্রকার মানুষ যারা জাহান্নামী হবে, আমি তাদেরকে দেখিনি। এক প্রকার ঐ সমস্ত মানুষ যাদের নিকট গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকদের প্রহার করবে। আর (দ্বিতীয় প্রকার) ঐ সমস্ত নারী, যারা বস্ত্র পরিহিতা কিন্তু উলঙ্গ, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্ট। যাদের মাথার খোপা বুখতী (মনিবের) উটের উঁচু কুঁজোর ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এতো-এতো দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

৬৯৩১. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ (يَعْنِي ابْنَ حُبَّابٍ) حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ -

৬৯৩১. ইব্ন নুমায়র (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অচিরেই দীর্ঘ হায়াত পেলে তুমি দেখতে পাবে এমন এক সম্প্রদায়, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। সকাল হবে তাদের আল্লাহর গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা হবে তাদের আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে।

৬৯৩২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْ شَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيَدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ -

৬৯৩২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন নাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, দীর্ঘ হায়াত পেলে অচিরেই তুমি এমন এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে, যাদের সকাল হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে এবং সন্ধ্যা হবে আল্লাহর অভিসম্পাতের মধ্যে। তাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক।

১৪. بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৪. পরিচ্ছেদ : দুনিয়া বিনাশ হওয়া ও কিয়ামতের দিন হাশর (সমবেত) করার বিবরণ

৬৯৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فَهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ اصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا غَيْرَ يَحْيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فَهْرٍ وَفِي حَدِيثِهِمْ أَيْضًا قَالَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالْأَبْهَامِ -

৬৯৩৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) ইব্ন নুমায়র (অন্য সনদে) ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... বনু ফিহরের অন্যতম সদস্য মুস্তাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সাগরে ভিজিয়ে দেখলো যে, এতে কি পরিমাণ পানি লেগেছে। এ সময় বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করেছেন। ইয়াহইয়া ব্যতীত সকলের বর্ণনায় আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি। আবু উসামার বর্ণনার মধ্যে এ কথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, (রাবী) ইসমাইল বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করেছেন।

৬৯৩৪. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَفِيرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ -

৬৯৩৪. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে খালি পা, উলংগ দেহ এবং খাতনা বিহীন অবস্থায়। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারী ও পুরুষ এবং নারীরা এক সাথেই উত্থিত হবে কি? তবে তো তারা একে অন্যকে দেখবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! তখনকার অবস্থা তারা একে অন্যের প্রতি দেখার অবস্থা থেকে অধিক কঠিন হবে।

২৯২৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَفِيرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ غُرْلًا -

৬৯৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ... হাতিম ইবন সাগীরা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে তিনি এতে ‘গুর্লা’ ‘খাতনাবিহীন’ শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

৬৯৩৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ عُمَرَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مَلَأْتُمُ اللَّهَ مَشَاةً حُفَاةً عُرَاةً وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرُ فِي حَدِيثِهِ يَخْطُبُ -

৬৯৩৬. আবু বকর ইবন শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে খুতবায় একথা বলতে শুনেছেন যে, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে পায়ে হেঁটে, খালি পা, নগ্নদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। তবে যুহায়র (র) তাঁর হাদীসে ‘খুতবায়’ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৬৯৩৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَقُولُ يَارَبَّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِغَدِكَ فَيَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ فَيُقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ وَفِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ وَمُعَازٍ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِغَدِكَ -

৬৯৩৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপদেশ সম্বলিত ভাষণদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সামনে খালি পা এবং নগ্নদেহ অবস্থায় উপস্থিত হবে। যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম, তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা আমার একটা ওয়াদা, তা অবশ্যই আমি (সম্পাদন) করব। শুনে রাখ, কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মাঝে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরানো হবে। ওহে! আমার উম্মতের অনেক লোককে আনা হবে এবং তাদেরকে বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! (এরা তো) আমার সাথী (উম্মাত)। (আমাকে) বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কি কি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছিল। আমি তখন আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা-আ)-এর মত বলবো, এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী, তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তখন বলা হবে, তুমি তাদের থেকে বিদায় গ্রহণের পর তারা সর্বদা উল্টো পথে চলছিল। ওয়াকী' এবং মুআযের হাদীসের মধ্যে রয়েছে 'فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِغَدِكَ'

৬৮৩৮- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشَرُ بِقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا -

৬৯৩৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে একত্রিত (হাশর) করা হবে। প্রথম দল (জান্নাতের) আশাবাদী এবং (জাহান্নামের ভয়ে) ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সে সব লোক যাদের দু'জন থাকবে এক উটের উপর, কোন উটের উপর তিনজন, কোনটির উপর চারজন, আর কোনটির উপর সাওয়ার হবে

দশজন। অবশিষ্টদের আগুন তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে আগুনও তাদের সঙ্গে রাত কাটাবে। তারা যেখানে দিবা শয়ন (বিশ্রাম) করবে আগুনও তাদের সাথে বিশ্রাম করবে। যেখানে তারা সকাল করবে আগুনও তাদের সাথে সকাল করবে। আর যেখানে তারা সন্ধ্যা করবে আগুনও তাদের সাথে সন্ধ্যা করবে।

১৫. بَابُ فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى أَهْوَالِهَا)

১৫. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত দিবসের বিবরণ। (এদিনের ভয়ংকর বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।)

৬৯৩৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُثَنَّى قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ -

৬৯৩৯. যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ' (মানুষ উত্থিত হবে সেদিন যেদিন মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে-এর ব্যাখ্যায় নবী ﷺ বলেন, সেদিন মানুষ তার দুই কানের মাঝ বরাবর কর্ণ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে (ডুবন্ত) দণ্ডায়মান হবে। ইবন মুসান্নার বর্ণনামতে তিনি 'يَوْمَ' শব্দটি উল্লেখ করা ব্যতিরেকে শুধু 'يَقُومُ' উল্লেখ করেছেন।

৬৯৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ (يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ) ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ وَصَالِحٍ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ -

৬৯৪০. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুসায়্যাবী (অন্য সনদে) সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (অন্য সনদে) আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন ইয়াহইয়া (অন্য সনদে) আবু নাসর তাম্মার (অন্য সনদে) হুলাওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে নাফি' (র) উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মুসা ইবন উকবা ও সালিহ (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে, 'حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ' (হতে যাবে যেমন একজন তার দুই কানের মাঝ বরাবর কর্ণ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবন্ত দণ্ডায়মান হবে)।

৬৯৪১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْعَزِيزُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى أَذَانِهِمْ يَشْكُ ثَوْرٌ أَيُّهُمَا قَالَ -

৬৯৪১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন ঘাম সত্তর বাঁও (উভয় হাতের প্রশস্ততা) পরিমিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা মানুষের মুখ পর্যন্ত বা কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (আবুল গায়ছ র) 'মুখ' ও 'কান' এ দুইবার কোন্টির কথা বলেছেন, এ বিষয়ে (বর্ণনাকারী) ছাওর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৬৯৪২. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي الْمُقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةً الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجَمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَا قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ -

৬৯৪২. হাকাম ইবন মুসা আবু সালিহ (র) ... মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। ফলে তা মানুষের থেকে 'মীল' পরিমাণ দূরত্বে চলে আসবে। বর্ণনাকারী সুলায়মান ইবন আমির (র) বলেন, আমি জানি, 'মিল' বলে কি বুঝানো হয়েছে, ভূমির দূরত্ব, (অর্থাৎ ১৭৬০ গজের মাইল) না চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা (কেননা, মিল শব্দ দুই অর্থেই ব্যবহৃত)। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে (ডুবন্ত) থাকবে। কেউ তার দুই গোড়ালী পর্যন্ত ঘামের মধ্যে থাকবে, কেউ তার দুই হাঁটু পর্যন্ত (ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে), কেউ কোমরের দুই পাশ পর্যন্ত (ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে) আর কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম লাগাম পরিয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূল ﷺ তার মুখের প্রতি ইশারা করলেন।

১৬. بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ

১৬. পরিচ্ছেদ : দুনিয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের পরিচয় প্রদায়ক গুণ (বিষয়)-সমূহ

৬৯৪৩. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عُثْمَانَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ إِلَّا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَا لَمْ نَحْلُتْهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَابْتِلَاكَ وَابْتَلَا بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَفْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقُظَانِ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذَا يَتْلَغُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَيُنْفِقُ عَلَيْكَ وَأَبْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةَ مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ قَالَ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يَصْبِحُ وَلَا يُمْسِي لَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكُذِبَ وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْفِقْ فَسَيُنْفِقُ عَلَيْكَ -

৬৯৪৩. আবু গাস্‌সান আল-মিসমাসী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ইয়ায ইব্ন হিমার আল-মুজাশিঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণরত অবস্থায় বললেন : শোন, আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, যে বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ। তা হল এই যে, আমি আমার বান্দাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছি তা সবই হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দীন হতে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য নির্দেশ দেয়, যে বিষয়ে আমি কোন সনদ পাঠাইনি। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিতাবীদের কতিপয় লোক ব্যতীত আরব-আজম সকলকে অপসন্দ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি এবং তোমার প্রতি আমি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানি কখনো ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারবে না। ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তুমি তা পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কুরায়শ গোত্রের লোকদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তখন বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি যদি এ কাজ করি তবে তারা তো আমার মাথা ভেঙ্গে রুটির ন্যায় টুকরা টুকরা (চ্যাপটা) করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তারা যেমনিভাবে তোমাকে বহিষ্কার করেছে ঠিক তদ্রূপ তুমিও তাদেরকে বহিষ্কার করে দাও। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব। ব্যয় কর (আল্লাহর পথে), তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ কর, আমি অনুরূপ পঞ্চ-বাহিনী প্রেরণ করব। যারা তোমার আনুগত্য করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সাথে লড়াই কর। তিন প্রকার মানুষ জান্নাতী হবে। (এক

প্রকার মানুষ) তারা, যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী (দানশীল) এবং নেক কাজের তাওফীক লাভে ধন্য লোক। (দ্বিতীয়) ঐ সমস্ত মানুষ, যারা দয়ালু এবং আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি কোমলচিত্ত। (তৃতীয়) ঐ সমস্ত মানুষ, যারা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাক্ষণকারী নয় এবং সন্তানাদি সম্পন্ন লোক। অতঃপর তিনি বললেন : পাঁচ প্রকার মানুষ জাহান্নামী হবে। (এক.) এমন দুর্বল মানুষ, যাদের মাঝে (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার বুদ্ধি নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। (দুই.) এমন খিয়নতকারী মানুষ, সাধারণ বিষয়েও যে খিয়ানত করে যার লোভ কারো নিকটই লুকায়িত নেই। (তিন.) ঐ লোক, যে তোমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার সাথে সকাল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। তিনি (চার.) কৃপণতা ও (পাঁচ.) মিথ্যাবলার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন : ‘শিনজীর’ হল চরম অশ্লীলতাবাদী। তবে আবু গাস্‌সান (র) তার হাদীসের মধ্যে ‘وَأَنْفَقُ فَسَيُنْفِقُ عَلَيْكَ’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৯৪৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ -

৬৯৪৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনায়ী (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি ‘كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

৬৯৪৫- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

৬৯৪৫. আবদুর রহমান ইবন বিশ্র আল-আবদী (র) ... ইয়ায ইবন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে এর শেষাংশে রয়েছে, কাতাদা (র) বলেন, আমি মুতাররিফকে বলতে শুনেছি।

৬৯৪৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ فِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَهُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا فَقُلْتُ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلَيْدَتُهُمْ يَطُؤُهَا -

৬৯৪৬. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়স (র) ... বনু মুজাশি' এর সদস্য ইয়ায ইবন হিমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দানকালে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি কাতাদা (র) থেকে হিশাম (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি (রাবী) অধিক বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা নম্রতা প্রদর্শন কর, যেন কেউ কারো উপর গর্ব না করে এবং যেন কেউ কারো প্রতি সীমালংঘন না করে। এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, তারা তোমাদের এমন অনুগামী যে, না তারা স্ত্রী চায় আর না তারা ধন-সম্পদ চায়। কাতাদা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! এমনটি কি হবেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। জাহিলিয়াতের যুগে আমি তাদেরকে পেয়েছি। এক গোত্রে কোন এক ব্যক্তি ছিল। সে তাদের বকরী চরাতো। মনিবের দাসী ব্যতীত সেখানে তার নিকট কেউ যেতো না। তার সাথেই সে সহবাস করতো।

১৭. بَابُ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّغْوِذُ مِنْهُ -

১৭. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ঠিকানা প্রদর্শন করানো, কবর আযাবের প্রমাণ এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'আ করা

৬৯৪৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৯৪৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার ঠিকানা প্রদর্শন করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাতবাসীদের (ঠিকানা) থেকে আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের (ঠিকানা) থেকে। আর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান, কিয়ামতে তোমাকে পুনরুত্থিত করা পর্যন্ত (এ অবস্থা চলতে থাকবে)।

৬৯৪৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৬৯৪৮. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার ঠিকানা প্রদর্শন করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাত আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নাম (এর ঠিকানা)। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার ঐ বাসস্থান যেথায় তুমি কিয়ামতের দিন প্রেরিত হবে।

৬৯৪৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْيُؤُبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُلْيَةَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِطِ لِبْنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ قَالَ مَاتُوا فِي الْأَشْرَافِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَظْهَرٍ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَظْهَرٍ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ -

৬৯৪৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে তাঁর একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার ছিলেন। এ সময় আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ সেটি (খচ্চর) লাফিয়ে উঠলো এবং তাঁকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, জুবায়রী অনুরূপ বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ কবরবাসীদেরকে কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি (চিনি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ উম্মাতকে তাদের কবরের মধ্যে বিপদগ্রস্ত করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এ আশংকা না হলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মুখমণ্ডল ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : তোমরা সকলে জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, জাহান্নামের শাস্তি হতে তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা সকলে কবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তার বললেন, প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় ফিতনা হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এরপর তিনি আবারো বললেন : তোমরা দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, দাজ্জালের ফিতনা হতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

৬৯৫০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৬৯৫০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে এ ভয় না থাকলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।

৬৯৫১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذِّبُ فِي قُبُورِهَا -

৬৯৫২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (অন্য সনদে) যুহায়র ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য অস্তমিত হবার পর বের হলেন। এ সময় তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন : ইয়াহুদী লোকদেরকে তাদের কবরের মধ্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৬৯৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ -

৬৯৫৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরের মধ্যে রেখে তার সঙ্গী-সাথীরা তথা হতে ফিরে আসে এবং সে (তখনও) তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, তিনি বলেন, তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায়। অতঃপর তাকে তারা প্রশ্ন করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? মু'মিন বান্দা তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, জাহান্নামে তুমি তোমার বাসস্থান দেখে নাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার এ আসনকে জান্নাতের আসনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন : তখন সে তার উভয় আসন দেখে নেয়। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমাদের নিকট এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতঃপর তার কবরকে (দৈর্ঘ্য-প্রস্থে) সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সবুজ (শ্যামল গাছের) দ্বারা ভরপুর করে দেয়া হয়, কিয়ামতে তাদের (মানুষের) উত্থিত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলবে।

অধ্যায় : জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসীগণের বিবরণ

৩৫৭

৬৯৫৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا -

৬৯৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল দারীর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে যখন তার কবরে রাখা হয় তখন সে তার সঙ্গী-সাথীদের প্রত্যাবর্তন-কালে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।

৬৯৫৪. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ) عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ -

৬৯৫৪. আমর ইব্ন যুরারাহ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ ফিরে আসে। অতঃপর সাঈদ (র) শায়বান (র) সূত্রে কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৯৫৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ -

৬৯৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন উসমান আবদী (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আল্লাহর বাণী : “যারা শাস্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত (অবিচল) রাখবেন” - সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কবরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার রব কে? সে বলে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ। এটাই আল্লাহর এ বাণীর বাস্তবায়ন— “যারা শাস্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ ইহ-জগতে ও পর-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন”।

৬৯৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنُوْنَ ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ -

৬৯৫৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে আল্লাহর বাণী : “যারা শাস্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত (অবিচল) রাখবেন” - সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৯০৭- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِدِيلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلْقَاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تَعْمُرِينَهُ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا -

৬৯৫৭. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারিরী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তির রুহ কব্জ করার পর দু'জন ফেরেশতা এসে তার রুহ উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এখানে ঐ রুহের সুগন্ধির কথা এবং মিশ্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আকাশের বাসিন্দারা বলতে থাকে, কোন্ পবিত্রাত্মা পৃথিবী হতে আগমন করেছে! আল্লাহ তোমার প্রতি এবং তোমার আবাদকৃত শরীরের প্রতি রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তাকে তার প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যায় এবং তারা বলতে থাকে, তাকে তার স্থানে নিয়ে যাও, কিয়ামত পর্যন্ত (তোমরা এখানেই বসবাস করবে)। আর যখন কোন কান্ফির ব্যক্তির রুহ বের হয়- বর্ণনাকারী হাম্মাদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এখানে তার দুর্গন্ধ এবং তার প্রতি অভিসম্পাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন আকাশের অধিবাসীরা বলতে থাকে, কোন খবীস আত্মা পৃথিবী হতে এসেছে। অতঃপর বলা হয়, তাকে তার স্থানে নিয়ে যাও, কিয়ামত পর্যন্ত (তারা এখানেই বসবাস করবে)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পওয়ার জন্য) গায়ে জড়ানো একটি পাতলা কাপড় দ্বারা নিজের নাকটি এভাবে ধরলেন।

৬৯০৮- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَرَأَيْنَا الْهَلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَاهُ غَيْرِي قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَنشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَوُا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بَيْتٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا قَالَ عُمَرُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوْا عَلَيَّ شَيْئًا -

৬৯৫৮. ইসহাক ইব্ন উমর ইব্ন সালীত আল-হুযালী (অন্য সনদে) শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। তখন আমরা চাঁদ দেখছিলাম। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, তাই আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আমি ব্যতীত কেউ বলেনি যে, সে চাঁদ দেখেছে। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলছিলাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? এ-ই তো চাঁদ। কিন্তু তিনি দেখছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) বলছিলেন, অচিরেই আমি দেখতে পাব। আনাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফিরদের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন, আগের দিন বদর যোদ্ধাদের ধরাশায়ী হবার স্থান রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ইনশাআল্লাহ এটা আগামীকাল অমুকের ধরাশায়ী হবার স্থান। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) বলেছেন, শপথ সে সত্তার, যিনি তাঁকে সত্য বাণীসহ প্রেরণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন, তারা সে সীমারেখা একটুও অতিক্রম করেনি। অতঃপর তাদেরকে একটি কূপে এক জনের উপর অপর জনকে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট গিয়ে বললেন : হে অমুকের ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছেন তোমরা কি তা সঠিক পেয়েছো? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন আমি তা সঠিক পেয়েছি। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে সব দেহে প্রাণ নেই, আপনি তাদের সাথে কিভাবে কথা বলছেন? নবী ﷺ বললেন : আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না। তবে তারা আমার কথার উত্তর দিতে সক্ষম নয়।

৬৯৫৯. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا جَهْلٍ بَنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بَنَ خَلْفٍ يَا عُتْبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةَ بَنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُونَ وَأَنَا يُجِيبُونَ وَقَدْ جِئْتُمْ قَالُوا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلْبٍ بَدْرٍ -

৬৯৫৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত ফেলে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের নিকট এসে তাদের (লাশের) সামনে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বললেন, হে হিশামের পুত্র আবু জাহল, হে উমায়্যা ইব্ন খাল্ফ, হে উত্বা ইব্ন রাবীআ, হে শায়বা ইব্ন রাবীআ! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছেন তোমরা কি তা সঠিক পাওনি? আমার প্রতিপালক আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন আমি তা সঠিক পেয়েছি। নবী ﷺ-এর এ কথা উমা (রা) শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তারা তো দুর্গন্ধময় মৃত (লাশ) কিভাবে

তারা শুনবে এবং কিভাবে তারা উত্তর দিবে? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে যা বলছি এ কথা তাদের থেকে তোমরা অধিক শুনছ না। তবে তারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে আদেশ দিলে তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বদরের (পরিত্যক্ত) কূপে নিক্ষেপ করা হল।

৬৯৬০. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَفِي حَدِيثٍ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأَلْقَوْا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ -

৬৯৬০. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ (র) ... আনাস ইবন মালিক আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ যখন কাফিরদের উপর জয়লাভ করলেন, তখন তিনি বিশের অধিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দ-রাওহ (রা) বলেন, চব্বিশ জন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর তিনি আনাস (রা) হতে বর্ণিত সাবিত (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮. بَابُ اثْبَاتِ الْحِسَابِ

১৮. পরিচ্ছেদ : হিসাব নিকাশের বাস্তবতার বিবরণ

৬৯৬১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حُسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذِّبَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذِّبَ -

৬৯৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি : “তার হিসাব-নিকাশ সহজেই করা হবে”। (একথা শুনে) তিনি বললেন : এ তো হিসাব নয় বরং এ তো শুধু নামেমাত্র উপস্থাপন করা। আর কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত।

৬৯৬২. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৯৬২. আবু রাবী' আল-আতাকী ও আবু কামিল (র) ... আইউব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৯৬৩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ) حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ إِلَّا هَلَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَاكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ -

৬৯৬৩. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র ইব্নুল হাকাম আল-আবদী (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যারই হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ কি সহজ হিসাবের কথা বলেন নি? তিনি বললেন : এ তো শুধু নামেমাত্র উপস্থাপন করা। কারণ যার হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬৯৬৪. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ -

৬৯৬৪. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র) ... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার হিসাব যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর উসমান ইব্ন আসওয়াদ (র) আবু ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯. بَابُ الْأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯. পরিচ্ছেদ : মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা

৬৯৬৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثِ يَوْمٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ -

৬৯৬৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের তিন দিন পূর্বে তাঁকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

৬৯৬৬. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬৯৬৬. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬৯৬৬. وَحَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৬৯৬৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের তিন দিন পূর্বে আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা অবস্থায় মারা যায়।

৬৯৬৮. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَأْمَاتٍ عَلَيْهِ -

৬৯৬৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উত্থিত হবে, (আস্থা ও বিশ্বাসের) যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।

৬৯৬৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৬৯৬৯. আবু বকর ইব্ন নারিফ (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'سَمِعْتُ' না বলে- 'عَنِ النَّبِيِّ' বর্ণনা করেছেন।

৬৯৭০. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ -

৬৯৭০. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া তুজিবী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন ঐ আযাব ঐ সম্প্রদায়ে অবস্থিত সকলকেই গ্রাস করে নেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাদের আমলের (নিয়্যাতের) উপর উত্থিত হবে।

كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অধ্যায় : ফিতনা ও দুৰ্যোগসমূহ এবং কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

১- بَابُ اقْتِرَابِ الْفِتَنِ وَفَتْحِ رَدْمِ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ

১. পরিচ্ছেদ : ফিতনা ও দুৰ্যোগসমূহ সন্নিবৃত্ত হও এবং ইয়াজুজ মাজুজের প্রাণীর খুলে দেয়া প্রসঙ্গে

৬৯৭১- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُ اللَّعْرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

৬৯৭১. আমর নাকিদ (র) ... উম্মু হাবীবা (রা) সূত্রে যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) নবী ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এ সময়ে তিনি বললেন : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুৰ্যোগের কারণে আরবদের জন্য দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে দেয়া (ছিদ্র করা) হয়েছে। এ সময় সুফিয়ান (র)-এর হাত (এর আগুল দিয়ে তৈরি বৃত্ত) দ্বারা দশের চক্র বানালেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার বেশি হবে।

৬৯৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادُوا فِي الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -

৬৯৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, সাঈদ ইবন আমর আশআশী, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) ... যুহরী (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তারা সুফিয়ান থেকে বর্ণিত সনদে عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ অধিক বর্ণনা করেছেন।

৭৭৭৩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَرِزَعًا مُحْمَرًا وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُ اللَّعْرَبِ مِنْ شَرِّقٍ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْأَبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

৬৯৭৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... উম্মু হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলছিলেন : لا اله الا الله, নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্ঘোণে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজুজ মা'জুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলীর দ্বারা চক্র বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশি হবে।

৬৯৭৪- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ -

৬৯৭৪. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ছ (র) (অন্য সনদে) আমর নাকিদ (র) ... ইবন শিহাব (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৯৭৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وَهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ -

৬৯৭৫. আবু বকর ইবন শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আজ ইয়াজুজ ও মা'জুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এ সময় উহায়ব (র) তাঁর জাত দ্বারা নব্বই (সংখ্যা) নির্দেশক বৃত্ত তৈরি করে দেখালেন।

২- بَابُ الْخُسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَوْمَ الْبَيْتِ

২. পরিচ্ছেদ : যে বাহিনী (আল্লাহর) ঘরের উদ্দেশ্যে অভিযান করবে তাদের ধসিয়ে দেয়া হবে

৬৯৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ عَائِذُ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعَثُ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَاً قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ -

৬৯৭৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... উবায়দুল্লাহ ইবন কিবতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিছ ইবন আবু রাবীআ এবং আবদুল্লাহ ইবন সুফিয়ান (র) উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। তাঁরা তাকে ঐ বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাদের ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন ইবন যুবার (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জনৈক আশ্রয় গ্রহণকারী বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তখন তার বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করা হবে। তারা যখন বায়দায় (ময়দানে) অবস্থান নিবে তখন তাদের ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে এ কি করে প্রযোজ্য হতে পারে যে অসন্তুষ্ট চিন্তে এ অভিযানে শরীক হয়েছে? তিনি বললেন, তাদের সাথে তাকেসহ ধসিয়ে দেয়া হবে। তবে কিয়ামতের দিন তার উত্থান হবে তার নিয়্যাতের ভিত্তিতে। বর্ণনাকারী আবু জা'ফর (র) বলেন, এ হল মদীনার বায়দা (যা যুল হুলায়ফার সন্নিহিতে অবস্থিত)।

৬৯৭৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهَا لِبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ -

৬৯৭৭. আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ... আবদুল আযীয ইবন রুফায় (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে, আমি আবু জা'ফর (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, উম্মু সালামা (রা) তো কোন এক বায়দার (ময়দানের) কথা বলেছেন। আবু জা'ফর (র) বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম! তা অবশ্যই মদীনার বায়দা (ময়দান)।

৬৯৭৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو) قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمِّهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ

عَلَيْهِ يَقُولُ لِيُؤْمِنَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشُ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ
بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوْلَهُمْ أَخْرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ
رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنْكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৬৯৭৮. আমর নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (র) হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একটি সৈন্যদল এ (আল্লাহর) ঘরের বিরুদ্ধে লড়াই করার
উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতঃপর তারা যখন এ ভূমির এক বায়দায় (ময়দানে) পদার্পণ করবে তখন তাদের
মাঝের অংশটি ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। এ সময় অগ্রভাগের সৈন্যরা পেছনের সৈন্যদেরকে চিৎকার করে
ডাকতে থাকবে। অতঃপর সকলেই ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। পালিয়ে বেঁচে যাওয়া একটি লোক ব্যতীত তাদের
কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না। সে-ই তাদের সম্পর্কে অন্যদেরকে সংবাদ দিবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল,
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি (আবদুল্লাহ) নামে হাফসা (রা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করনি এবং হাফসা (রা)-এর
ব্যাপারেও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও নবী ﷺ-এর নামে মিথ্যা আরোপ করেননি।

৬৯৭৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ يَغْنَى الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ
لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَ
يُونُسُ وَأَهْلُ الشَّامِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا
الْجَيْشِ قَالَ زَيْدٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي
رَبِيعَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ -

৬৯৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ... উম্মুল মু'মিনীন (হাফসা অথবা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন সম্প্রদায় এ গৃহ তথা কা'বার আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাদের প্রতিরোধ শক্তি থাকবে
না, থাকবে না তাদের উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকবে না তাদের আসবাব সামগ্রী। তাদের বিরুদ্ধে একটি
সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। তারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে (বায়দায়) আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া
হবে। বর্ণনাকারী ইউসুফ (র) বলেন, এ সময় সিরিয়াবাসীরা মক্কাবাসীদের সাথে লড়াই করার জন্য আসছিল।
আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (র) বলেন, আল্লাহর কসম! তারা এ সৈন্যবাহিনী নয়। বর্ণনাকারী যায়দ (র) উম্মুল
মু'মিনীন থেকে ইউসুফ ইব্ন মাহাকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (র)
যে বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সে বাহিনীর কথা উল্লেখ করেননি।

৬৭৮০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ -

৬৭৮০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, (এক রাতে) ঘুমন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত পা নাড়ালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! (আজ রাতে) ঘুমন্ত অবস্থায় আপনি এমন আচরণ করেছেন, যা পূর্বে আপনি কখনো করেননি। তিনি বললেন : আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কুরায়শ বংশীয় এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তার কারণে আমার উম্মাতের একদল লোক বায়তুল্লাহর অভিযানের ইচ্ছা করবে। তারা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে (বায়দায়) আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেয়া হবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বিভিন্ন রকমের মানুষকেই তো রাস্তা একত্রিত করে। জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কেউ তো দর্শক-পর্যবেক্ষক, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সকলে এক সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তাদের উত্থান হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়্যাতের ভিত্তিতে উত্থিত করবেন।

৩. بَابُ نَزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

৩. পরিচ্ছেদ : বৃষ্টিধারার ন্যায় দুর্যোগ নেমে আসা

৬৭৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى أَطْمٍ مِنْ إِطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى أَنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ -

৬৭৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর নাকিদ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর (র) ... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) নবী ﷺ মদীনার সুউচ্চ এক দালানের (দুর্গের) উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা কিছু দেখছি তোমরা কি তা দেখছ? আমি তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপদাপদ পতিত হবার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।

৬৭৮২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৬৭৮২. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৯৮৩. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلَجًا فَلْيَعُذْ بِهِ -

৬৯৮৩. আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শীঘ্রই এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। আর দাঁড়ান ব্যক্তি তখন চলমান ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি তার (ফিতনার) দিকে চোখ তুলে তাকাবে (ফিতনা) তাকে ধ্বংস করে দিবে। আর যে তখন কোন আশ্রয়স্থল পাবে, সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

৬৯৮৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةً مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৬৯৮৪. আমর নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... নাওফাল ইব্ন মুআবিয়া (র) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-এর এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (রাবী) আবু বকর (র) তার রিওয়াযাতে অধিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সালাতের মধ্যে এমন এক সালাত যে, যার তা ছুটে গেল তার যেন পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হল।

৬৯৮৫. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلَجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ -

৬৯৮৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। তখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি তখন দাঁড়ান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি হতে তখন ভাল থাকবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি আশ্রয়স্থল অথবা রক্ষাস্থান পায় তবে সে যেন আশ্রয় গ্রহণ করে।

৬৯৮৬- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرَقْدُ السَّبَخِيُّ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا إِلَّا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حِدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُو إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتُ حَتَّى يُنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمَكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ -

৬৯৮৬ . আবু কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) ... উসমান আশ-শাহ্‌হাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম ইবন আবু বাকরা (র) তার তাঁর ভূমিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি ও ফারকাদ সাবাখী তার নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার আব্বাকে ফিতনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবু বাকরা (রা)-কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। সাবধান, আবার ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। সাবধান যখন ফিতনা আপতিত হবে অথবা (বললেন) সংঘটিত হবে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরী আছে সে তার বকরী নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এবং যার যমীন আছে সে তার যমীন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বলে দিন যার উট, বকরী ও যমীন কিছুই নেই, সে কি করবে? তিনি বললেন, সে তার তরবারি হাতে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে তার ধারাল তীক্ষ্ণ অংশ চূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর সে রক্ষা পেতে সক্ষম হলে রক্ষা লাভ করবে। অতঃপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি বাধা সৃষ্টি করে দুই সারির কোন একটিতে অথবা দুই দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়ে যায়, আর কোন এক ব্যক্তি তার তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে আমার (অবস্থা) কি হবে? তিনি বললেন : তবে সে তার পাপ এবং তোমার পাপের ভার বহন করবে এবং জাহান্নামী হবে।

৬৯৮৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ وَأَنْتَهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৬৯৮৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... উসমান আশ-শাহহাম (র) থেকে এ সনদে ইবন আবু আদী (র)-এর হাদীসটি হান্নাদের হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তবে 'إِنْ اسْتَطَاعَ النُّجَاءُ' পর্যন্ত ওয়াকী' (র)-এর হাদীসটি শেষ হয়েছে। এর পরবর্তী অংশটি তিনি আর উল্লেখ করেননি।

৪- بَابُ إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

৪. পরিচ্ছেদ : যখন দুই মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয়

৬৯৮৮. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْنَى عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لِي يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَوَاجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ أَوْقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ -

৬৯৮৮. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন আল-জাহদারী (র) ... আহনাফ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বের হলাম। এই লোকটিকে (হযরত আলী রা) সাহায্য করা আমার ইচ্ছা ছিল। এ সময় আবু বকর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তখন তিনি বললেন, হে আহনাফ! তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাত ভাই আলী (রা)-এর সাহায্য করার জন্য আমি যেতে চাচ্ছি। আহনাফ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আহনাফ! চলে যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে তখন হত্যাকারী ও হত্যাযুক্ত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। একথা শুনে আমি বললাম অথবা বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর অবস্থা তো এ-ই, তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার সাথীকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

৬৯৮৯. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْضُبِّيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ -

৬৯৮৯. আহমাদ ইবন আব্দা আযযাবরী (র) ... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি দু'জন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে।

৬৯৯. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ -

৬৯৯০. হাজ্জাজ ইব্ন শাদ্দর (র) ... আইউব (র) থেকে এ সনদে আবু কামিল (র)-এর সূত্রে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৬৯৯১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرْفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا -

৬৯৯১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যদি দু'জন মুসলমানের একজন তার অন্য ভাইয়ের উপর অস্ত্রধারণ করে তবে তারা উভয়ই জাহান্নামের তীরে উপনীত। অতঃপর যখন তাদের একজন তার অপর সঙ্গীকে হত্যা করে ফেলে, তখন তারা উভয়ই জাহান্নামে দাখিল হয়ে যায়।

৬৯৯২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ وَتَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعَوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

৬৯৯২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ (হাদীস) সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের মাঝে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। অথচ তাদের উভয়ের দাবী একই হবে।

৬৯৯৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ -

৬৯৯৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। তারা (সাহাবিগণ) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা।

৫. بَابُ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ

৫. পরিচ্ছেদ : এ উম্মতের পরস্পরে ধ্বংস করার বিবরণ

৬৯৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ

زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بِيضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بِيضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا -

৬৯৯৪. আবু রাবী' আল-আতাকী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে গুটিয়ে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছবে। আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং কিসরা ও কায়সারের) দুই ধনাগার দেয়া হয়েছে। আমি আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট এ দু'আ করেছি, যেন তিনি তাদেরকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন এবং যেন তিনি তাদের উপর নিজেদের ব্যতীত কোন (বাহরের) শত্রুকে চাপিয়ে না দেন যারা তাদের দলবদ্ধ তাকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিবে। এ কথা শুনে আমার প্রতিপালক বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা কখনো প্রতিহত হয় না। আমি আপনার দু'আ কবুল করেছি। আমি তোমার উম্মাতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করবো না এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য এমন কোন শত্রুকে চাপিয়ে দেবো না যারা তাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে লোক সমবেত হয়ে চেষ্টা করে না কেন। তবে তারা (মুসলমানগণ) পরস্পর একে অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে।

৬৯৯৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثُوبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ -

৬৯৯৫. যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীকে গুটিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে রেখেছেন। আমি এর পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত দেখে নিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাল ও সাদা দুই ধন-ভাগ্য দান করেছেন।.... অতঃপর কাতাদা (র) আইউব (র) সূত্রে আবু কিলাবা (র) হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৯৯৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ

ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ ﷺ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَ أُمَّتِي بِالْفَرْقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا -

৬৯৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) ইবন নুমায়র (র) সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (একদা) আলিয়া (মদীনার উঁচু অঞ্চল) হতে এসে বনু মুআবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ দু'আ করলেন। এবং দু'আ শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন : আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। এর মধ্যে তিনি আমাকে দু'টি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আ কবুল করেছেন। তাঁর নিকট এ-ও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মাতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আও কবুল করেছেন। আমি তাঁর নিকট এ মর্মেও প্রার্থনা করেছিলাম যে, যেন মুসলমান পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। তিনি আমার এ দু'আ কবুল করেননি।

٦٩٩٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৬৯৯৭. ইবন আবু উমর (র) সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবীদের একটি দলের মাঝে রাসূলুল্লাহ (এর সাথে কোথাও থেকে আসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বনু মুআবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি ইবন নুমায়রের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٩٩٨- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ كَانَ يَقُولُ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسَ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرًا إِلَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحْدِثْهُ غَيْرِي وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكْدُنُ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتْنُ كَرِيحِ الْمَيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ قَالَ حُذَيْفَةُ فَذَهَبَ أَوْلَيْكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي -

৬৯৯৮. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া তুজিবী (র) ... আবু ইদরীস খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) বলতেন, আমার ও কিয়ামত সংঘটিত হবার সময়কালের মাঝে ঘটমান ফিতনা সম্পর্কে আমি সকল মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞাত। বস্তুতঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যদের নিকট বর্ণনা না করে কেবল আমার নিকটই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক মজলিসে আমি ছিলাম। এতে তিনি ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন এবং গুণে গুণে বর্ণনা করছিলেন। এগুলোর তিনটি এমন, যা কোন কিছুকেই অব্যাহতি দিবে না। এর কতকটি গ্রীষ্মের (ঝঞ্ঝা) বায়ুর ন্যায়। আবার কতকটি ছোট এবং কতকটি বড়। হুযায়ফা (রা) বলেন, মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ব্যতীত অন্য সকলেই এ পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

৬৯৯৯. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيْتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ -

৬৯৯৯. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত ফিতনার কথাই বর্ণনা করলেন। অতঃপর যে স্মরণ রাখবার সে স্মরণ রাখল এবং যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেল। তিনি বলেন, আমার এই সাথিগণ জানেন বিষয়টি। তার কতিপয় বিষয় এমন আছে, যা আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু তা সংঘটিত হতে দেখে আমার তা পুনরায় স্মরণ হয়ে যায়। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির চেহারা দেখে, অতঃপর সে তার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পুনরায় দেখে সে তাকে চিনে নেয়।

৭০০০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَنَسِيَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَابَعْدَهُ -

৭০০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে 'وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ' পর্যন্ত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের পরবর্তী অংশটি উল্লেখ করেননি।

৭০০১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ -

৭০০১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (অন্য সনদে) আবু বকর ইবন নাফি' (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অবহিত করেছেন। ফিতনা সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে প্রশ্ন করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কোন বিষয় মদীনা হতে বের করবে এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি।

৭০০২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭০০২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭০০৩. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا عَلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ (يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبٍ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا -

৭০০৩. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ... আবু যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মিস্বরে আরোহণ করে খুতবা দিলেন। অবশেষে যুহরের সালাতের সময় হল। তিনি মিস্বর হতে অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন। এরপর আবার মিস্বরে আরোহণ করতঃ তিনি খুতবা দিলেন। এবার আসরের সালাতের সময় হল। তিনি মিস্বর থেকে অবতরণ করে সালাত আদায় করে পুনরায় মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করে খুতবা দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হল। (এ খুতবায়) তিনি আমাদেরকে যা হয়েছে এবং যা হবে ইত্যাকার বিষয়ে অবহিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ কথাগুলো সর্বাধিক স্মরণ রেখেছেন আমাদের মাঝে এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৬. بَابُ فِي الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

৬. পরিচ্ছেদ : যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে

৭০০৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (ابْن) أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ : قَالَ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ وَكَيْفَ قَالَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكْفِرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلَقٌ قَالَ أَفِيكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يَفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَكْسَرُ قَالَ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يَغْلُقَ أَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ

اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهِ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذِيفَةَ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ
سَلَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ -

৩০০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইব্নুল আ'লা (ইব্ন) আবু কুরায়ব (র) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস তোমাদের কার স্মরণ আছে? আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। তিনি বললেন, ব্যাস, তুমি তো খুব সাহসী। তিনি কি বলেছেন, বল। অতঃপর আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, নিজ সত্তা, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষ যে ফিতনায় আক্রান্ত হয়, তার সিয়াম, সালাত, সাদাকা এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানই হল এগুলোর জন্য কাফ্যারা। তখন উমর (র) বললেন, আমি তো এ ফিতনা সম্পর্কে শুনেছি চাইনি। বরং সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় যে ফিতনা তরঙ্গায়িত হবে, আমি তো কেবল তাই শুনেছি। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এর ও আপনার মাঝে এক রুদ্ধদ্বার অন্তরায় রয়েছে। তিনি বললেন, তা (দ্বার) কি ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? আমি বললাম, না, বরং ভাঙা হবে। তখন উমর (রা) বললেন, তবে তো তা আর কখনো বন্ধ হবে না। বর্ণনাকারী [শাকীক (র)] বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-কে বললাম, কে সে দ্বার, উমর (রা) তা কি জানতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগামী দিনের পর রাত, এ কথাটি যেমন জানতেন, ঠিক তদ্রূপ ঐ বিষয়টিও তিনি জানতেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি তাঁকে ভুল হাদীস শুনাইনি। রাবী [শাকীক (র)] বলেন, কে সে দ্বার, এ সম্পর্কে হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা রাবী মাসরুক (র)-কে বললাম, আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি [হুযায়ফা (রা)] বললেন, (এ দ্বার) উমর (রা) নিজেই।

৭.০.৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذِيفَةَ يَقُولُ -

৭০০৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (অন্য সনদে) উসমান ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইব্ন আবু উমর (র) ... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে আবু মুআবিয়া (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ঈসা (র)-এর সূত্রে শাকীক (র) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে তিনি (অধিক) বলেছেন, আমি হুযায়ফা (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি।

৭.০.৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذِيفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৭০০৬. ইব্ন আবু উমর (রা) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, ফিতনা সম্পর্কে আমাকে কে হাদীস শুনাতে পারবে? অতঃপর পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫০০৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جُنْدُبُ جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فَقُلْتُ لِيَهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ كَلًّا وَاللَّهِ قُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ كَلًّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِيهِ قُلْتُ بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مِنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِي أَخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَاتَنْهَانِي ثُمَّ قُلْتُ مَا هَذَا الْغَضَبُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ فَإِذَا الرَّجُلُ حَذِيفَةُ -

৭০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুনদুব (র) বলেছেন, 'জার'আর' দিন আমি আসলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে। আমি বললাম, আজ তো এখানে রক্ত ঝরানো হবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, কখনো না। আল্লাহর কসম! (খুন হবে না)। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই খুন হবে। সে আবারো বলল, আল্লাহর কসম! (কখনো খুন হবে না)। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! (অবশ্যই খুন হবে)। পুনরায় সে বলল, আল্লাহর কসম! (খুন) কখনো হবে না। এ বিষয়টি অবশ্যই একটি হাদীস (দ্বারা প্রমাণিত), যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, আজ দিনভার আপনি আমার একজন মন্দ সাথী (হলেন)। কারণ আপনি শুনতে পাচ্ছেন যে, আমি আপনার বিরুদ্ধাচরণ (কারবার হলফ) করছি। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস শুনা সত্ত্বেও আপনি আমাকে বারণ করছেন না। অতঃপর আমি বললাম, এত রাগারাগি কেন? তখন আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। পরে জানতে পেলাম, তিনি হলেন হুযায়ফা (রা)।

৭. بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

৭. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বের করে দিবে

৭০০৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو -

৭০০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পর্বত বের করে দিবে। লোকেরা এ নিয়ে লড়াই করবে এবং এক শতের মধ্যে নিরানব্বই জন মারা যাবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে (মনে করবে), সম্ভবত আমি বেঁচে যাব।

৭০০৭. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ أَبِي إِنْ رَأَيْتَهُ فَلَا تَقْرَبْنَهُ -

৭০০৯. উমায়্যা ইবন বিস্তাম (র) সুহায়ল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা বলেছেন, যদি তুমি তা (ঐ পর্বত) দেখ তবে তুমি কিছুতেই এর কাছেও যাবে না।

৭০১০. حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَذَا مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا -

৭০১০. আবু মাসউদ সাহল ইবন উসমান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত এত এত স্বর্ণ(খনি) বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই না নেয়।

৭০১১. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جِبَلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا -

৭০১১. সাহল ইবন উসমান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই না নেয়।

৭০১২. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ) قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ كُنْتُ وَأَقِفًا مَعَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا قُلْتُ أَجَلَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جِبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَنْ تَرْكُنَا النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لِيُذْهِبَ بِهِ كُلُّهُ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَفْتُ أَنَا وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ فِي ظِلِّ أَجْمٍ حَسَّانَ -

৭০১২. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন ও আবু মান রাব্বাশী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইবন কা'ব (রা)-এর সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায়

অধ্যায় : ফিতনাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

তিনি বললেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে (নেতৃস্থানীয়) মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ পাক্কাহ আল্লাহর রাসূল -কে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোঁরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্গের পাহাড় বের করে দিবে। তা শুনামাত্রই লোকজন সেদিকে চলতে আরম্ভ করবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সবই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশতের মধ্যে নিরানব্বই জন লোকই নিহত হবে। বর্ণনাকারী আবু কামিল (র) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এবং উবায় ইবন কা'ব (রা) হাসান (রা)-এর কিল্লার ছায়ায় দাঁড়ানো ছিলাম।

১৩. ৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ يَعِيشَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعَبِيدٍ) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مَدْيَهَا وَدَيْنَارَهَا وَمَنَعَتِ مِصْرُ أَرْدَبَهَا وَدَيْنَارَهَا وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ -

৭০১৩. উবায়দ ইবন ইয়াঈশ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পাক্কাহ আল্লাহর রাসূল বলেছেন : এক সময় ইরাক তার (দিরহাম) রৌপ্য মুদ্রা এবং 'কাফীয' দিতে অস্বীকার করবে। সিরিয়াও তার 'মুদ' এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকার করবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাদের 'ইরদাব' এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করবে। অবশেষে তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আবু হুরায়রার গোশত ও রক্ত এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

৯- بَابُ فِي فَتْحِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَخُرُوجِ دَجَالٍ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

৯. পরিচ্ছেদ : ইস্তাখুল বিজয়, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং ইসা ইবন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ

১৪. ৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْلَى بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافَوْا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَّوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يَفْتَتِحُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سِيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعَدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ

الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَأَهُ
عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْدَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يُقْتَلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ
فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ -

৭০১৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী ‘আ‘মাক’ অথবা ‘দাবিক’ নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সে যুগের সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, আমাদের লোকদের মধ্যে যাদের বন্দী করা হয়েছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো। তখন মুসলমানগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর নিকট শহীদদের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই ইস্তাখুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারি যায়তুন গাছে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা খবর (গুজব)। তারা যখন সিরিয়া পৌছবে তখন তার (দাজ্জালের) আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে তখন সালাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা ইব্ন মারযাম (আ) অবতরণ করবেন এবং (সালাতে) তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হতে শুরু করবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সে বিগলিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তা‘আলা ঈসা (আ)-এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আ)-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।

১. - بَابُ تَقْوَمُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

১০. পরিচ্ছেদ : রোমানদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে

৭. ১৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَقْوَمُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنْ فِيهِمْ لَخِصَالٌ أَرْبَعًا إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَخَيْرُهُمْ لِمَسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ وَخَامِسَةُ حَسَنَةٍ جَمِيلَةٍ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ -

৭০১৫. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়স (র) ... মুসতাওরিদ আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমার ইবনুল আস (রা)-এর নিকট বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রোমানদের (খ্রিস্টানদের) সংখ্যা যখন সর্বাধিক হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (এ কথা শুনে) আমার (রা) তাকে বললেন, কি বলছ, ভেবে-চিন্তে বল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি আমি তাই বলছি। অতঃপর তিনি [আমর ইবনুল আস (রা)] বললেন, তুমি যদি তা বল, (তবে সত্যই বলছ)। কেননা তাদের (খ্রিস্টানদের) মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। দুর্যোগের সময় তারা সর্বাধিক ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে এবং মুসীবতের পর তড়িৎ তাদের মধ্যে চেতনা (স্বাভাবিকতা) ফিরে আসে। পলায়নের পর অতি দ্রুত তারা পাল্টা হামলা করে এবং মিসকীন, ইয়াতীম ও দুর্বলের জন্য তারা সর্বাধিক কল্যাণকামী। তাদের পঞ্চম সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গুণটি হল এই যে, তারা রাজন্যবর্গের যুলুম প্রতিহত করণে অধিক তৎপর।

৭. ১৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شَرِيحٍ أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْقُرَشِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَذْكُرُ عَنْكَ أَنْكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ۔

৭০১৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ... মুসতাওরিদ আল-কুরাশী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, রোমানরা যখন সংখ্যায় সর্বাধিক হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ সংবাদ আমার ইবনুল আস (রা)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, এ কেমন হাদীস, যা সম্বন্ধে লোকেরা বলছে যে, এ নাকি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করছো? মুসতাওরিদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি আমি তাই বলছি। আমার (রা) বললেন, তুমি যদি তা বলে থাক তা ঠিকই আছে। কেননা তারা দুর্যোগের সময় সর্বাধিক ধৈর্যশীল এবং মুসীবতের পর দ্রুত স্থিরতা লাভকারী হবে। সর্বোপরি তারা হলো মিসকীন এবং দুর্বল মানুষের জন্য অধিক হিতাকাজক্ষী।

৭. ১৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجْيَرَى - الْأَيَّاعُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَاءَتْ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكَبِّئًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقَسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (وَنَحَاهَا نَحْوَ الشَّامِ) فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لَأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ قُلْتُ الرُّومُ تَغْنِي؟ قَالَ نَعَمْ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ،

فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِّلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِّلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِّلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَمْ يَرِ مِثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنْبَاتِهِمْ فَمَا يَخْلَفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبَايَ غَنِيمَةً يُفْرَحُ أَوْ أَى مِيرَاثٍ يُقَاسِمُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَاسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذُرَارِيهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَالْوَانَ خِيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ -

৭০১৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন হুজর (র) ... ইউসায়র ইবন জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কূফা নগরীতে লাল (উত্তপ্ত) ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল। এ সময় এক ব্যক্তি কূফায় আসল। তার কথার ‘মুদ্রাদোষ’ ছিল-‘আলা’ ‘হে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ! কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ না লোক গনীমতে আনন্দিত হবে না। অতঃপর তিনি তার হস্ত দ্বারা সিরিয়ার প্রতি ইংগিত করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা সমবেত হবে মুসলমানদের সাথে লড়াই করার জন্য এবং মুসলমানগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হবে। (এ কথা শুনে) আমি বললাম, (আল্লাহর শত্রু বলে) আপনাদের উদ্দেশ্য রোমান (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তখন মুসলিম সম্প্রদায় একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সামনে অগ্রসর হবে। (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে) জয়লাভ করা ব্যতিরেকে তারা পেছনে ফিরবে না। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত হয়ে যাবে। অতঃপর এ দল এবং ঐ দল (উভয় পক্ষের সৈন্য) জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যে দলটি অগ্রে গিয়েছিল তারা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর পূর্ববর্তী দিন মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে। (এ সিদ্ধান্ত নিয়ে) তারা বিজয়ী না হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না। এদিনও তাদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এ দল ও ঐ দল (উভয় বাহিনী) জয়লাভ করা ব্যতীতই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। দলটি শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন পুনরায় মুসলমানগণ মৃত্যুর জন্য একটি বাহিনী পাঠাবে, যারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। সে দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে জয়লাভ করা ব্যতিরেকেই এ দল ও ঐ দল ফিরে যাবে। (তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের) সেনাদলটি শেষ হয়ে যাবে। এরপর যুদ্ধের চতুর্থ দিবসে অবশিষ্ট

মুসলমানগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সম্মুখ পানে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অমঙ্গলের (পরাজয়) চক্র চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর এমন যুদ্ধ হবে যা (কখনো) দেখা যায় না যা দেখা যায়নি। জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। অবশেষে তাদের লোমের উপর পাখি উড়তে থাকবে। পাখি তাদেরকে অতিক্রম করবে না; এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে মরে যাবে। একশ' মানুষ বিশিষ্ট এক পিতার একটি গোত্র, সম্ভানের এদের থেকে মাত্র এক ব্যক্তি বেঁচে আছে। এমতাবস্থায় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দ উৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা হবে। মুসলমানগণ এ সময় আরেকটি ভয়াবহ বিপদের সংবাদ শুনতে পাবে এবং এ মর্মে একটি আওয়াজ তাদের নিকট পৌঁছবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওনা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে (গোপন) সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দাজ্জালের সংবাদ সংগ্রাহক দলের প্রতিটি ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের অশ্বের রং সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে। অথবা (বলেছেন) ইব্ন আবু শায়বা (র) তাঁর রিওয়াতের মধ্যে 'يسير بن جابر' এর পরিবর্তে 'اسير بن جابر' বর্ণনা করেছেন।

৭.১৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهَبَّتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَلِيٍّ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ -

৭০১৮. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র) ... ইউসায়র ইব্ন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন উলায়্যার হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ এবং তৃপ্তিদায়ক।

৭.১৯. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَيْتُ مَلَأٌ قَالَ فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ -

৭০১৯. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... উসায়র ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বাড়িতে ছিলাম। বাড়িটি তখন লোকে লোকারণ্য ছিল। ইব্ন উসায়র এর মত তিনিও বললেন, তখন কূফা নগরীতে লাল উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হল।

১২ - بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَالِ

১২. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের (আত্মপ্রকাশের) পূর্বে মুসলিমগণ যেসকল বিজয় লাভ করবেন

৭.২০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِ

الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكْمَةِ فَإِنَّهُمْ لَقِيَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَتْ لِي نَفْسِي أُنْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ فَاتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالَ فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعَدُّهُنَّ فِي يَدِي قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِعُ يَا جَابِرُ لَا تَرَى الدَّجَالَ يَخْرُجُ حَتَّى تَفْتَحَ الرُّومَ -

৭০২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... নাফি' ইবন উত্বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন পশ্চিম দিক হতে এক দল লোক নবী ﷺ-এর নিকট আসল। তাদের গায়ে ছিল পশমের কাপড়। তারা এক টিলার নিকট এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলো। এসময় তারা ছিল দণ্ডায়মান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উপবিষ্ট। আমার মন তখন আমাকে বলল, তুমি যাও এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে গিয়ে দাঁড়াও, যেন তারা প্রতারণা করে তাকে হত্যা করতে না পারে। পুনরায় আবার আমার মনে আসল, সম্ভবতঃ তিনি তাদের সাথে কোন গোপন আলাপ করবেন। তথাপি আমি গেলাম এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ সময় আমি তাঁর থেকে চারটি কথা মুখস্থ করলাম। কথাগুলো আমার হাতে গণনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা জাযিরাতুল আরবে (আরব উপদ্বীপ) যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তা বিজিত করে দিবেন। অতঃপর পারস্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তাও বিজিত করে দিবেন। এরপর রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তা'আলা এতেও তোমাদের বিজয়ী করে দিবেন। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে, এখানেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। বর্ণনাকারী নাফি' (র) বললেন, হে জাবির! আমাদের বিশ্বাস রোম বিজয়ের পূর্ব দাজ্জালের আবির্ভাব হচ্ছে না।

১২- بَابُ فِي الْآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে যে সব আলামত দেখা দিবে

৭.২১- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ أَطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذَكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ -

৭০২১. আবু খায়সামা যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু উমর মাক্কী (র) ... হুযায়ফা ইবন আসীদ আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো? তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অতঃপর তিনি ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বা (মানুষরূপী পশু), পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া, মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ইয়াজ্জুজ মা'জ্জুজ এবং তিনবার ভূমি ধসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে একটি ভূমি ধস, পশ্চিম প্রান্তে একটি ভূমি ধস, এবং আরব উপদ্বীপে একটি ভূমি ধসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের শেষ হল এক আগুন যা প্রকাশিত হবে, ইয়ামান থেকে এবং মানুষকে তাড়িয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে।

৭.২২- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا السَّاعَةَ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالْدَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسُ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَذْكُرُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ نَزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَالَ الْآخَرُ وَرِيحٌ تَلْقَى النَّاسَ فِي الْبَحْرِ-

৭০২২. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আনবারী (র) ... আবু সারীহা হুযায়ফা ইবন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কামরার ভেতর ছিলেন। তখন আমরা তাঁর নীচু স্থানে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে। আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দশটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। পূর্বাঞ্চলে ভূমি ধস, পশ্চিম অঞ্চলে ভূমি ধস, আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস, ধুম্র, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজ্জুজ-মা'জ্জুজ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং সর্বশেষ (ইয়ামানের) আদন (এডেন) এর গর্ত হতে আগুন প্রকাশিত হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিবে। শু'বা (র) বলেন, আবু সারীহা (রা) থেকে অনুরূপ। তবে এতে নবী ﷺ উল্লেখ করেন। তবে দশম নিদর্শন হিসাবে একজন ঈসা ইবন মারয়াম (আ)-এর অবতরণের কথা বলেছেন, অন্যজন বলেছেন যে, এমন ঝঞ্ঝা বায়ু (প্রবাহিত হবে), যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

৭.২৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ

قَالُوا قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ نَزُولُ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَالَ الْآخَرُ رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ -

৭০২৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কামরায় ছিলেন। আমরা তার নীচে ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসটি পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন : তারা যেখানে অবতরণ করবে তা (আগুনও) সেখানে অবতরণ করবে এবং তারা যেখানে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে আগুনও সেখানে তাদের সঙ্গে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবু সারীহার এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তা মারফু' (হিসাবে উল্লেখ) করেননি। এতে এক ব্যক্তি বলেছেন, দশম নিদর্শনটি হল, ঈসা ইব্ন মারযাম (আ)-এর অবতরণ। অপর ব্যক্তি বলেছেন, (দশম নিদর্শনটি হল, তখন) এমন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

۷.۲۴ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ بِنَحْوِهِ قَالَ وَالْعَاشِرَةُ نَزُولُ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ -

৭০২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবু সারীহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর তিনি মুআয ও ইব্ন আবু জা'ফরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (তার হাদীসের শেষাংশে) বলেছেন যে, দশম নিদর্শনটি হল, মারযাম তনয় ঈসা (আ)-এর অবতরণ। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, আবদুল আযীয (র)-এ হাদীসটি মারফু' (হিসাবে বর্ণনা) করেন নি।

۱۲- بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

১২. পবিত্রহেদ : হিজাজ ভূমি থেকে আগুন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না

۷.۲۵ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ رِيرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ابْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى -

১৩. بَابُ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَعِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ

১৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বে মদীনার বসতি ও আবাদী

৭.২৬ حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْلُغُ الْمَسَاكِينُ إِهَابًا أَوْ يَهَابًا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ فَكَمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ كَذَا وَكَذَا مِيلًا -

৭০২৬. আমর আন-নাকিদ (রা) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনার বাড়ি বসতি ইহাব অথবা ইয়াহাব পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যুহায়র (র) বলেন, আমি সুহায়ল (র)-কে বললাম, তা মদীনা হতে কত দূরে অবস্থিত? তিনি বললেন, এতো-এতো মাইল দূরে অবস্থিত।

৭.২৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتْ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمَطَّرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمَطَّرُوا وَتُمَطَّرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا -

৭০২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ নয়। বরং দুর্ভিক্ষ কেবল বৃষ্টি হতে থাকবে, বৃষ্টিই হতে থাকবে। আর ভূমি কোন কিছুই উৎপন্ন করবে না।

১৪. بَابُ الْفِتْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

১৪. পরিচ্ছেদ : ফিতনা পূর্ব দিক থেকে (আত্মপ্রকাশ করবে), যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়

৭.২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ إِلَّا أَنْ الْفِتْنَةَ هُنَا إِلَّا أَنْ الْفِتْنَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৭০২৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বমুখী ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ফিতনা এদিক থেকে, ফিতনা এদিক থেকে- যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

৭.২৯ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوُ

الْمَشْرِقِ الْفِتْنَةُ هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي رَوَايَتِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ -

৭০২৯. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারিরী, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (অন্য সনদে) উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র).. ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা (রা)-এর দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বললেন, ফিতনা এ দিক থেকে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। এ কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) তার বর্ণনায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৭.৩. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৭০৩০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বমুখী অবস্থায় বললেন : শোন! ফিতনা এদিকে- শোন! ফিতনা এদিকে- শোন! ফিতনা এদিকে-যেদিকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

৭.৩১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي الْمَشْرِقَ -

৭৯৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘর থেকে বের হয়ে বললেন : কুফরীর মাথা এদিক থেকে—যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে।

৭.৩২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ) أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا ثَلَاثًا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৭০৩২. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্ব দিকে ইংগিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে, সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে, তিনবার বলে তিনি বললেন, যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদিত হয়।

৭.৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَأَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ) قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَارْكَبُكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيئُ مِنْ هَهُنَا وَأَوْمًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَأَنْتُمْ قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَالِمٍ لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৭০৩৩. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন আবান, ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা ও আহমাদ ইবন উমর ওয়াকীঈ (র) ... সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হে ইরাকবাসী! আশ্চর্য! (তোমাদের কাণ্ড!) সগীরা (গুনাহ) সম্পর্কে তোমাদের কতই প্রশ্ন, অথচ কাবীরা (গুনাহ) করতে তোমাদের কোন দ্বিধা নেই। আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, ফিতনা এদিক থেকে আসবে-যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদ্ভিত হয়। অথচ তোমরা পরস্পর হানাহানি করছো। মূসা (আ) ফিরআউন গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। তিনি সে হত্যা করেছিলেন অনিচ্ছাক্রমে। মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু সংকটের সম্মুখীন করেছি।” বর্ণনাকারী আহমাদ ইবন উমর (র) তাঁর বর্ণনায় ‘سَمِعْتُ سَالِمًا’ না বলে ‘عن سالم’ বলেছেন।

১৭- بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ دَوْسُ ذَا الْخَلَصَةِ

১৫. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় লোকেরা যুল-খালাস (মন্দিরে প্রতীমা)-এর পূজা করবে

৭.৩৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةٍ -

৭০৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যুলখালাসা মূর্তির চারপাশে আন্দোলিত হবে। যুলখালাসা একটি মূর্তি ছিল, দাউস গোত্রীয় লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে 'তাবালা' নামক স্থানে এর পূজা করত।

৭.৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو مَعْنٍ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي مَعْنٍ) قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ ذَلِكَ تَامًا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ -

৭০৩৫. আবু কামিল আল-জাহদারী, আবু মা'আন যায়দ ইব্ন ইয়াযীদ রাকাসী (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাত দিন খতম হবে না (কিয়ামত হবে না), যতক্ষণ না লাত ও উয্যা (দেবতা)র পূজা (পুনরায় আরম্ভ) করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীন সহ, সকল দীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।” এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি মোলায়েম বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে তা যাদের হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেককেই তুলে নিবে। অবশেষে যাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই তারাই কেবল বেঁচে থাকবে। তখন তারা পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে যাবে।

৭.৩৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ (وَهُوَ الْحَنْفِيُّ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭০৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬- بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبِلَاءِ

১৬. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না (বিপদাপদের কারণে) এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির স্থানে হওয়ার বাসনা করবে

৭.৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ -

৭০৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে বলবে, হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম।

৭.৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ) قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ -

৭০৩৮. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আবান ইবন সালিহ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ রিফাঈ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, দুনিয়া খতম হবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার উপর গড়াগড়ি দিয়ে বলবে, হায়! এই কবরবাসীর স্থানে যদি আমি হতাম। তার নিকট দীন থাকবে না; থাকবে কেবল বালা-মুসীবত (অর্থাৎ এ বাসনা দীন রক্ষার চিন্তায় হবে না, বরং দুনিয়ার অসহনীয় বালা মুসীবতের কারণ হবে।

৭.৩৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ -

৭০৩৯. ইবন আবু উমর মাক্কী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি কারণে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি কারণে সে নিহত হয়েছে।

৭.৪০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَفِي رِوَاةٍ ابْنُ أَبَانَ قَالَ هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْلَمِيَّ -

৭০৪০. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন আবান, ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া খতম হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের নিকট আসে এমন এক যুগ, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি কারণে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি কারণে সে নিহত হয়েছে। বলা হল, এমন (যুলুম) কিভাবে হবে? তিনি বললেন : সে যুগটা হবে খুনাখুনির যুগ। এরূপ যুগের হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী হবে। বর্ণনাকারী ইবন আবানের রিওয়াযাতে ইয়াযীদ ইবন কায়সান, তিনি ইসমাইল (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আসলামী শব্দটি তিনি উল্লেখ করেননি।

৭.৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ -

৭০৪১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (র)... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেছেন : ছোট ছোট পায়ের গোছা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করবে।

৭.৪২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ -

৭০৪২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি কা'বা গৃহকে ধ্বংস করবে; তার পায়ের গোছা ছোট ছোট হবে।

৭.৪৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيَّ) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৭০৪৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট আবিসিনিয়ার এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঘরকে ধ্বংস করবে।

৭.৪৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ -

৭০৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহ্তান গোত্র হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যে লোকদেরকে লাঠি দ্বারা পরিচালিত করবে।

৭.৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَذْهَبُ الْآيَّامُ وَالْأَيَّامُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ *

قَالَ مُسْلِمٌ هُمْ أَرْبَعَةٌ إِخْوَةٌ شَرِيكَ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَعُمَيْرٌ وَعَبْدُ الْكَبِيرِ بَنُو عَبْدِ الْمَجِيدِ -

৭০৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার আল-আব্দী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাত দিন খতম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহ্জাহ্ নামক এক ব্যক্তি বাদশাহ হবে।

মুসলিম (র) বলেন, তারা চার ভাই- শরীক, উবায়দুল্লাহ্, উমায়র ও আবদুল কবীর, তারা সকলেই আবদুল মজীদেব সন্তান।

৭.৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ -

৭০৪৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না, তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (পশমযুক্ত চামড়ার) মাংসল এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

৭.৪৭. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ وَوُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ -

৭০৪৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা এমন দলের সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমযুক্ত জুতা পরিধান করবে। তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (মাংসল)।

৭.৪৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأَنْفِ -

৭০৪৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত সনদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করবে, যাদের জুতা হবে পশমযুক্ত চামড়ার। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করবে যাদের চোখ হবে ছোট ছোট এবং নাসিকা হবে অনুন্নত (চ্যাপটা)।

৭.৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرِكَ قَوْمًا وَوُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعْرِ -

৭০৪৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে চামড়া দিয়ে তৈরি ঢালের ন্যায় (মাংসল)। তারা পশমী পোশাক পরবে এবং পশমের উপর (পশমযুক্ত জুতা পাবে) হাঁটবে।

৭.৫০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ حُمُرُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ -

৭০৫০. আবু কুরায়ব ও আবু উসামা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের (পশমযুক্ত চামড়ার)। তাদের মুখমণ্ডল চামড়া পেটানো ঢালের ন্যায় (মাংসল), এবং রক্ত বর্ণ হবে এবং তাদের চোখ হবে ছোট ছোট।

৭.৫১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَوْشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجَبِيَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَبْلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ يَوْشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجَبِيَ إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مَدْيٌ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَبْلِ الرُّومِ ثُمَّ أَسْكَتْ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثًّا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا لَا -

৭০৫১. যুহায়র ইবন হার্ব ও আলী ইবন হুজর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই এমন হবে যে, ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে। আমরা বললাম, কোন্ দিক থেকে এ বিপদ আসবে? তিনি বললেন, অনারবদের পক্ষ থেকে। তারা তা (খাদ্য শস্য ও দিরহাম) আসতে বাধা দিবে। তিনি আবার বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা বললাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি (রাবী) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান করবে, গণনা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু নাদরা ও আবুল আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি মনে করেন যে, ইনি উমর ইবন আবদুল আযীয? তারা জবাবে বললেন, না।

৭.৫২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (يَعْنِي الْجُرَيْرِيَّ) بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭০৫২. ইবন মুসান্না (র) ... জুরায়রী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭.৫৩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ) ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ) كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْتَوِ الْمَالَ حَتَّى لَا يَعُدَّهُ عَدَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ يَحْتَى الْمَالَ -

৭০৫৩ . নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (অন্য সনদে) আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের খলীফাদের মধ্যে একজন খলীফা এমন হবে, যে হাত ভরে ভরে দান করবে এবং মালের কোন গণনাই করবে না। ইবন হুজর (র)-এর রিওয়ায়েতে 'يَحْتَوِ الْمَالَ' এর পরিবর্তে 'يَحْتَى الْمَالَ' বর্ণিত আছে।

৭.৫৪. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ -

৭০৫৪. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু সাঈদ ও জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আখেরী যুগে এমন খলীফা পয়দা হবে, যে মাল বণ্টন করবে কিন্তু মোটেই গণনা করবে না।

৭.৫৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭০৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭.৫৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعِمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ بُؤْسَ ابْنِ سَمِيَّةَ تَقْتُلُكَ فِتْنَةٌ بَاطِلَةٌ -

৭০৫৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন যে, আমার (রা) যখন পরিখা খনন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে (তাঁকে সস্বোধন করে) বলেছেন : সুমাইয়ার পুত্রের জন্য ভয়াবহ সংকট (আপতিত হবে) এবং একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

৭.৫৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ بْنُ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهَرِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

قُدَامَةَ قَالُوا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ أَرَاهُ يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ يَقُولُ وَيَسَّ أَوْ يَقُولُ يَأْوِيْسَ ابْنَ سُمَيَّةَ -

৭০৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুআয ইব্ন আব্বাদ আল-আনবারী ও হুরায়ম ইব্ন আবদুল আ'লা (র) (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, ইসহাক ইব্ন মানসূর, মাহমূদ ইব্ন গায়লান ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) ... আবু মাসলামা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে নাদরের হাদীসের রয়েছে যে, اخبرني من هو خير, اخبرني من هو خير এবং খালিদ ইবনুল হারিসের হাদীসের আছে, 'اراه يعنى ابا قتادة'। আমার মনে হয় যে, তিনি আবু কাতাদা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। খালিদের হাদীসে 'يؤس ابن سمية' এর স্থলে 'ويس' বা 'سمية' 'ياويس ابن سمية' বর্ণিত আছে।

۷.۵۸- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
الْعَمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالَ عُقْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعِمَّارٍ
تَقْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ -

৭০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা (অন্য সনদে) উক্বা ইব্ন মুক্রাম আশ্বী ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্বার (রা)-কে বলেছেন : তোমাকে বিদ্রোহী (রাষ্ট্রদ্রোহী) দল হত্যা করবে।

۷.۵۹- وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -
৭০৫৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... উম্মু সালামা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۷.৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ -

৭০৬০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আশ্বার (রা)-কে রাষ্ট্রদ্রোহী লোকেরা হত্যা করবে।

۷.৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا
تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ -

৭০৬১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কুরায়শের এ গোত্রটি আমার উম্মাতকে ধ্বংস করবে। (এ কথা শুনে) তারা বললেন, আপনি আমাদের (এ বিষয়ে) কি আদেশ দিচ্ছেন। তিনি বললেন : তখন যদি লোকেরা তাদের থেকে দূরে সরে যায়!

৭.৬২. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ -

৭০৬২. আহমাদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭.৬৩. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৭০৬৩. আমরা আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিসরা (পারস্য রাজ) মারা গেছে। তারপর আর কোন কিসরা নেই (পারস্য রাজ আর হবে না)। এবং যখন কায়সার (রোম সম্রাট) মারা যাবে তারপর আর কোন কায়সার (রোম সম্রাট) হবে না। শপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধন-ভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।

৭.৬৪. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ سُفْيَانَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ -

৭০৬৪. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া অন্য সনদে ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ... যুহরী (র) থেকে সুফয়ান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭.৬৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لِيَهْلِكَ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৭০৬৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগুলো সে সব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিসরা (পারস্য রাজ) নিপাত গিয়েছে, এরপর আর কেউ কিসরা (পারস্য রাজ) হবে না। কায়সার (রোম সম্রাট) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আর কোন কায়সার (রোম সম্রাট) হবে না। তোমরা তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে বণ্টন করবে।

৭.৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَوَاءً -

৭০৬৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিসরা (পারস্য রাজ) মারা যাবে। এরপর আর কেউ কিসরা (পারস্য রাজ) হবে না। অতঃপর রাবী আবু হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭.৬৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ الْكِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ قَالَ قُتَيْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَشْكُ -

৭০৬৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল আল-জাহদারী (র) ... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই মুসলমান অথবা বললেন, মু'মিনদের একটি দল শ্বেত প্রাসাদে সংরক্ষিত কিসরা পারস্য রাজ্য পরিবারের ধনভাণ্ডার জয় করবে। বর্ণনাকারী কুতায়বা দ্বিধাহীনভাবে মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছেন।

৭.৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ -

৭০৬৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... সিমাক ইবন হার্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছিআবু আওয়ানা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৭.৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ) عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةِ جَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزَوْهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاؤَهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدٌ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخِرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّلَاثَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ فَيَفْرَجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغْنَمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرَكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ -

৭০৬৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কি ঐ শহরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্ত স্থল ভাগে এবং এক প্রান্ত সাগরে? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শুনেছি। অতঃপর তিনি বললেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক (ইসমাইল) (আ)-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক ঐ শহরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করবে। তারা শহরের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোন তীরও চালাবে না; বরং তারা একবার لا اله الا الله বলবে; অমনি এর একপ্রান্ত পতিত (পদানত) হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাওর (র) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি সাগর প্রান্তের কথা বলেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার তারা لا اله الا الله বলবে। এতে শহরের অপর প্রান্ত পতিত (পদানত) হয়ে যাবে। এরপর তারা তৃতীয় বার لا اله الا الله বলবে তখন তাদের জন্য (নগর তোরণ) খুলে দেয়া হবে। তখন তারা সেখানে (প্রচুর) গণীমত লাভ করবে। তারা যখন গণীমতের মাল বণ্টনে ব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ চীৎকার করে ঘোষণা করবে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ কথা শুনেই তারা সব কিছু ফেলে প্রত্যাবর্তন করবে।

৬৭৭. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

৭০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মারযুক (র) ... সাওর ইব্ন যায়দ দীলী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭.৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتُقَاتِلَنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অবশ্যই তোমরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এমনও হবে যে, পাথর বলবে, হে মুসলিম! এ-ই তো একটা ইয়াহুদী। তুমি তাকে হত্যা কর।

৭.৭২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ -

৭০৭২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে ' هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ ' অর্থাৎ এই তো আমার পশ্চাতে এক ইয়াহুদী (লুকিয়ে) আছে।

৭.৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْتُلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭৩. আবু বাকর ইবন আবী শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায় লড়াই করবে। অবশেষে পাথরও বলবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে (লুকিয়ে আছে), এসো তাকে তুমি হত্যা কর।

৭.৭৪. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ -

৭০৭৪. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) .. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী সম্প্রদায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য দেয়া হবে। এমনকি পাথর বলবে, হে মুসলিম! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে, তাকে তুমি হত্যা কর।

৭.৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَامُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرَقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ -

৭০৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ তা হচ্ছে ইয়াহুদীদের গাছ।

৭.৭৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ -

৭০৭৬. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) আবু কামিল আল-জাহদারী (র) ... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে কতিপয় মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। তবে আবুল আহওয়াসের হাদীসে অধিক বলেছেন যে, আমি তাকে [জাবির (রা)]-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (শুনেছি)।

৭০৭৭. وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ سِمَاكُ وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَأَحْذَرُوهُمْ -

৭০৭৭. ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সিমাক (র) বলেন, আমি আমার ভাইকে বলতে শুনেছি, জাবির (রা) বলেছেন, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।

৭০৭৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -

৭০৭৮. যুহায়ব ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের (প্রতারকের) আবির্ভাব হয়। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল।

৭০৭৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى يَنْبُعَثَ -

৭০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রাবী 'حَتَّى يَنْبُعَثَ' স্থলে 'حَتَّى يَبْعَثَ' বলেছেন।

১৭. بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

১৭. পরিচ্ছেদ : ইব্ন সায্যাদের আলোচনা

৭০৮০. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِصَبْيَانٍ فِيهِمَا ابْنُ صَيَّادٍ فَفَرَّ الصَّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَرَبَّتْ يَدَاكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ -

৭০৮০. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমরা কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গেলাম, তাদের মধ্যে ইব্ন সায্যাদও ছিল। বালকেরা পালিয়ে গেল এবং ইব্ন সায্যাদ বসে রইল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন কিছুটা বিরক্তিবোধ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার দুই হাত ধুলায় মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—৫১

ধূসরিত হোক! তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, না। বরং আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি যা মনে করছো, যদি সে সে-ই হয়, তবে তো তুমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

৭.৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي نُمَيْرٍ) حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ دُخُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعْنِي فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ -

৭০৮১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবু কুরায়ব (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে হাঁটছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি ইবন সায্যাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমার জন্য আমি একটি কথা (মনে মনে) গোপন রেখেছি। বল তো তা কি? সে (ইবন সায্যাদ) বলল, (আপনার অন্তরে) ‘دخ’ (ধূয়া) শব্দটি লুক্কায়িত আছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দুর্ভাগা হও! তুমি তোমার পরিধি অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে রেখে দাও, যার সম্পর্কে তুমি আশংকা করছো সে যদি ঐ ব্যক্তিই হয়ে থাকে তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।

৭.৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَقِيَهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هُوَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَى قَالَ أَرَى صَادِقِينَ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبِينَ وَصَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُبِسَ عَلَيْهِ دَعْوُهُ -

৭০৮২. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মদীনার কোন এক গলিতে তার (অর্থাৎ ইবন সায্যাদের) সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর (রা) এর সামনাসামনি দেখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহর রাসূল? জবাবে সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের

প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপর ‘আরশ’ দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তো সমুদ্রে ইবলীসের আরশ (সিংহাসন) দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা তুমি আর কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলল, আমি দু’জন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদীকে অথবা দুইজন মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : একে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দাও। সে অস্পষ্টতার শিকার (সঠিক বিষয় বুঝতে পারছে না)।

৭.৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقِيَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ابْنُ صَائِدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغُلَمَانِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ-

৭০৮৩. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ’লা (র) ... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন সায্যাদকে দেখলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবু বকর ও উমর (রা)ও ছিলেন। আর ইবন সায্যাদ ছিল বালকদের সাথে। অতঃপর তিনি জুরায়ী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭.৮৪- حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَائِدٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَالُ أَلَسْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ وَلِدْتُ بِالْمَدِينَةِ وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ أَمَا وَاللَّهِ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَوْلَدَهُ وَمَكَانَهُ وَآيَنَ هُوَ قَالَ فَلَبَسَنِي-

৭০৮৪. উবায়দুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা যাওয়ার পথে) ইবন সায্যাদ মক্কা পর্যন্ত আমার সফর সঙ্গী ছিল। সে আমাকে বলল, মানুষের কানাঘুষায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তারা মনে করছে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, (শুনেছি)। তখন সে বলল, আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, দাজ্জাল মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, (শুনেছি)। সে বলল, (দেখুন), আমি তো মদীনাতে জনগ্ৰহণ করেছি এবং এখন মক্কা যাবার ইচ্ছা করছি। এ সব কথা বলার পর শেষে সে বলল, আল্লাহর কসম! তবে আমি জানি, সে (দাজ্জাল) কোথায় জনগ্ৰহণ করেছে, তার বাড়ি কোথায় এবং এখন সে কোথায় আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, (এহেন কথা বলে) সে আমাকে মহা ফাঁপরে ফেলে দিল।

৭.৮৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ صَائِدٍ وَأَخَذْتَنِي مِنْ دِمَامَةِ هَذَا

عَذَرْتُ النَّاسَ مَالِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ أَلَمْ يَقُلْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ وَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ
وَلَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِي وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَقَدْ حَجَّجْتُ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ
يَأْخُذَ فِي قَوْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ الْآنَ حَيْثُ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ وَقِيلَ لَهُ
أَيَسْرُكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ -

৭০৮৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, ইব্ন সায্যাদ আমার সাথে কিছু কথাবার্তা বলল। এতে আমি লজ্জিত হচ্ছিলাম। (সে বলল),
লোকদের নিকট ওয়র পেশ করছি, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথীরা! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি হল? আল্লাহর
নবী ﷺ কি এ কথা বলেননি যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী হবে? আমি তো মুসলমান হয়েছি। তিনি তো বলেছেন : তার
(দাজ্জালের) কোন সন্তান হবে না। আমার তো সন্তানাদি রয়েছে। তিনি তো এ-ও বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা
দাজ্জালের উপর মক্কায় প্রবেশ করা হারাম করে দিয়েছেন। অথচ আমি তো হজ্জও করেছি। আবু সাঈদ (রা)
বলেন, সে বলে যেতে লাগল, যার ফলে তার কথা আমার ভিতরে ক্রিয়া করতে শুরু করল। আমি তাকে
সত্যবাদী মনে করার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। অতঃপর সে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি জানি, সে
(দাজ্জাল) এখন কোথায় আছে। আমি তার পিতামাতাকেও চিনি। লোকেরা ইব্ন সায্যাদকে প্রশ্ন করল, 'তুমিই
দাজ্জাল হবে, তা কি তুমি পসন্দ কর? জবাবে সে বলল, যদি আমাকে দাজ্জাল হওয়ার প্রস্তাব করা হয়, তবে
আমি তা অপসন্দ করব না।

৭.৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ
وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحَشَّةٌ شَدِيدَةٌ مِمَّ يَقَالُ عَلَيْهِ قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ
مَتَاعِي فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَرَفِغَتْ لَنَا غَنَمٌ
فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ فَقَالَ اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ
أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ أَخْذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَخْذَ حَبْلًا فَأَعْلِقَهُ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ
أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ
مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
هُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي
بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ
وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ
مَوْلِدَهُ وَآيْنَ هُوَ الْآنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ -

৭০৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের সাথে ছিল ইব্ন সাঈদ। অতঃপর এক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক-ওদিক চলে গেল। কেবল আমি এবং সে রয়ে গেলাম। লোকেরা ইব্ন সাইয়াদ সম্পর্কে যে কথা বলাবলি করেছে, সে কারণে আমি তার থেকে ভীষণ একাকীত্ব (আতংক)-বোধ করছিলাম। তিনি বলেন, সে তার মাল-পত্র আমার মালের সাথে এনে রাখল। আমি বললাম, গরম খুব প্রচণ্ড। তুমি যদি তোমার মালামাল ঐ গাছের নীচে নিয়ে রাখতে। সে তাই করল। অতঃপর আমাদের সামনে কতগুলো বকরী এল। সে সেদিকে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে এল। এরপর সে আমাকে বলল, হে আবু সাঈদ। তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব প্রচণ্ড। দুধও গরম। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, দুধ পান না করার কারণ এটাই ছিল যে, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত থেকে দুধ গ্রহণ করা আমি পসন্দ করিনি। এ দেখে ইব্ন সাইয়াদ বলল, হে আবু সাঈদ! লোকেরা আমার সম্পর্কে যে কথা কানাঘুসা করে বলছে, এ কারণে এখন আমার ইচ্ছা যে, আমি একটি রশি নিয়ে ওটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই। অতঃপর সে বলল, হে আবু সাঈদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ওটা কারো নিকট লুক্কায়িত থাকলেও আনসার সম্প্রদায়ের নিকট তা লুকায়িত নয়। আর আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, দাজ্জাল কাফির হবে? অথচ আমি মুসলমান। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল (বদ্ব্যা এবং) সন্তানহীন হবে? অথচ মদীনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি এবং মক্কা যাবার ইচ্ছা করছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তার কথায় আমি তার আপত্তি গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। অতঃপর সে (ইব্ন সাইয়াদ) বলল : আল্লাহর কসম! আমি তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার জন্মস্থান চিনি এবং এখন সে কোথায় আছে, তাও আমি জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সমস্ত দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণকর হোক।

৭.৮৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ (يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ) عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تُرَبُّهُ الْجَنَّةُ قَالَ دَرْمَكَةُ بَيْضَاءُ مِسْكُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَدَقْتَ -

৭০৮৭. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র) ... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্ন সাইদকে বললেন, জান্নাতের মাটি কিরূপ হবে? সে বলল, হে আবুল কাসিম! (জান্নাতের মাটি) সাদা ময়দা এবং মিশক-এর মত সুগন্ধিযুক্ত হবে। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : তুমি সত্য বলেছ।

৭.৮৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تَرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةُ بَيْضَاءُ مِسْكُ خَالِصٌ -

৭০৮৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্ন সাইদ জান্নাতের মাটি সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : জান্নাতের মাটি ময়দার মত সাদা এবং খাঁটি মিশক-এর ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হবে।

Web: <http://www.hadithbd.com>

قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْ مَآمِنَ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمُهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوا أَنَّهُ أَعُورٌ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ أَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَقَالَ تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ -

৭০৯০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারমালা ইবন ইমরান আততুজীবী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল মানুষসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইবন সাইয়াদের (বাড়ির) দিকে গেলেন। তখন তাকে বনী মাগালার কিল্লার নিকট একদল বালকের সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায় পেলেন। তখন ইবন সাইয়াদ বালিগ হবার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত দ্বারা তার পিঠে আঘাত করার পূর্ব পর্যন্ত সে (তাঁর আগমন) টের পেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন ইবন সাইয়াদ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর ইবন সাইয়াদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন এবং এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে) বললেন : আমি ঈমান আনয়ন করেছি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি দেখতে পাও? ইবন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী লোক আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার বিষয়টি সঠিক অঠিক মিশ্রিত (হযবরল) হয়ে গিয়েছে। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য একটি কথা আমি মনে মনে গোপন রেখেছি। ইবন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে ‘دُخ’ (ধূয়া)। তৎপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দূর হও! তুমি তোমার পরিধি অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ (অনুমতি) দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি সে (দাজ্জাল) হয়, তবে তো তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয় তবে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

সালাম ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উবায় ইবন কা'ব (রা) সেই খেজুর বাগানের দিকে চললেন, যেখানে ইবন সাইয়াদ বসবাস করত। বাগানের মধ্যে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ইবন সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার কথা শুনে নেয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন যে, সে তার বিছানায় একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল এবং গুনগুন করে কি যেন বলছিল। এদিকে ইবন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখল যে, তিনি গাছের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। সে ইবন সাইয়াদকে বলে উঠল : হে সাক্ষ্য! এটা ইবন সাইয়াদের নাম। এ মুহাম্মদ এসে গেছে। (এ কথা শুনেই) ইবন সাইয়াদ উঠে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার মা তাকে সাবধান না করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত।

সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন : আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিৎনা সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেমন প্রত্যেক নবী তাঁর সম্প্রদায়কে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এমনকি নূহ (আ)-ও তাঁর কাওমকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তা হল এই যে, তোমরা জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আল্লাহ তা'আলা কানা নন। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উমর ইবন ছাবিত আনসারী অবহিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী তাকে অবহিত করেছেন যে, যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেদিন তিনি বলেছেন, যে তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে 'কাফির' (كَافِر) অথবা (ك ف ر) লেখা থাকবে। যে ব্যক্তি তার কার্যক্রম অপসন্দ করবে সে উহা পাঠ করতে পারবে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই তা পাঠ করতে সক্ষম হবে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিপালককে দেখতে সক্ষম হবে না।

৭.৯১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ عِنْدَ أُطَمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ شَابِثٍ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبِي يُعْنَى فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَتَهُ بَيْنَ أُمِّهِ بَيْنَ أَمْرِهِ -

৭০৯১. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ চললেন। তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। তিনি ইবন সাইয়াদকে বালিগ হওয়ার কাছাকাছি অবস্থার বালক রূপে অন্য বালকদের সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায় বনী মুআবিয়্যার কিল্লার নিকট দেখতে পেলেন। ... অতঃপর তিনি উমর ইবন ছাবিতের হাদীসের শেষ পর্যন্ত ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে ইয়াকুব থেকে অধিক বর্ণিত রয়েছে যে, উবায় (রা) ' (যদি তার মা তাকে তার অবস্থায় রেখে দিত তবে তার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেতো) বর্ণিত আছে।

৭.৯২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ عِنْدَ أُطَمِ بَنِي مُغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ -

৭০৯২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও সালামা ইব্ন শাবীব (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সাহাবীসহ ইব্ন সাইয়াদের পাশ দিয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)ও ছিলেন। এ সময় সে বনী মাগালার কিল্লার নিকট এক দল বালকের সাথে খেলাধূলা করছিল। তখন সে বালক ছিল। বর্ণনাকারী এ হাদীসটি ইউনুস এবং সালিহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস তথা উবায় ইব্ন কা'বের সাথে নবী ﷺ-এর খেজুর বাগানের দিকে যাওয়ার হাদীসটি উল্লেখ করেননি।

৭.৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ فَاَنْتَفَخَ حَتَّى مَلَأَ السَّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضَبَةٍ يَغْضِبُهَا -

৭০৯৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও উবাদা (র) ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার কোন রাস্তায় ইব্ন উমর (রা) ইব্ন সাইয়াদের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাকে এমন কিছু কথা বলেন, যার ফলে সে রাগে ফুলতে থাকে। সে এমন ফুলল যে, সমগ্র গলি যেন পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) হাফসা (রা)-এর নিকট গেলেন। তার কাছে এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে (ইব্ন উমর)-কে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন। ইব্ন সাইয়াদের কাছে তোমার এমন কী প্রয়োজন ছিল? তুমি কেন তাকে খোঁচা দিতে গেলে? তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

৭.৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنَ بْنَ يَسَارٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ نَافِعُ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقِيتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُوَ قَالَ لَا وَاللَّهِ قَالَ قُلْتُ كَذَبْتَنِي وَاللَّهِ لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِبَعْضِكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ قَالَ فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ أُخْرَى وَقَدْ نَفَرْتُ عَيْنُهُ قَالَ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلْتَ عَيْنُكَ مَا أَرَى قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ قُلْتُ لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ قَالَ فَخَرَّ كَاشِدٌ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ قَالَ فَرَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصَا كَانَتْ مَعِيَ حَتَّى تَكَسَّرَتْ وَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ قَالَ وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ إِنْ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضِبُهُ -

৭০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) বলেন, ইব্ন সাইয়াদের সাথে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে। একবার সাক্ষাতের সময় আমি জনৈক ব্যক্তিকে বললাম, মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড—৫২

আপনারা কি বলেন যে, সে-ই সে (ইব্ন সাইয়াদ)-ই দাজ্জাল? জবাবে সে বলল, আল্লাহর শপথ, কখনো না। আমি বললাম, তাহলে তো আমাকে মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহর কসম! আপনাদের জনৈক ব্যক্তি তো আমাকে এ মর্মে অবহিত করেছে যে, সে মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপনাদের মধ্যে সর্বাধিক বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে। আজ তো অনুরূপই হয়েছে বলে তারা বলছে। অতঃপর (ইব্ন সাইয়াদ) আমাদের সাথে আলোচনা করল। এরপর আমি তাকে ছেড়ে চলে আসলাম। ইব্ন সাইয়াদের সাথে আরেকবার আমার সাক্ষাৎ হল। তখন তার চোখ ফুলে উঠে ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চোখের এ অবস্থা কখন হল, যা আমি দেখতে পাচ্ছি? সে বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, সেটি তোমার মাথায়ই রয়েছে অথচ তুমি জান না! সে বলল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি তা (চোখ) পয়দা করে দিতে পারেন। এরপর সে গাধার ন্যায় এমন বিকট আওয়াজে চিৎকার করল। তিনি (ইব্ন উমর রা) বলেন, পরে আমার কোন সাথী বলেছে যে, আমি তাকে আমার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা তাকে এমন প্রহার করেছি যে, লাঠিটি টুকরা টুকরা হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম অথচ এ সম্পর্কে আমি তা অনুভব করতে পারি নি। নাফি' (র) বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) উম্মুল মু'মিনীন [হাফসা (রা)]-এর নিকট এলেন এবং তার নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ইব্ন সাইয়াদের নিকট তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কি জান না যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কারো প্রতি ক্রোধই দাজ্জালের প্রথম প্রকাশ ঘটাবে।

১৮. بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ

১৮. পরিচ্ছেদ : দাজ্জাল, তার পরিচয় এবং তার সাথে যা থাকবে তার বিবরণ

৭.৯৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ -

৭০৯৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) ইব্ন নুমায়র (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা 'কানা' (এক চোখ) নন। শোন! দাজ্জালের ডান (চোখ) কানা হবে। তার চোখ যেন আঙুরের ন্যায় ফোলা হবে। (থোকা থেকে উথিত আঙুর)।

৭.৯৬. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭০৯৬. আবুর রাবী' ও আবু কামিল (র) (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭.৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر -

৭০৯৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীই তার উম্মাতকে কানা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ - ক ফ - র লেখা থাকবে।

৭.৯৮. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدَّجَالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر أَيْ كَافِرٌ -

৭০৯৮. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ক - ফ - র অর্থাৎ ক - ফ - র লেখা থাকবে।

৭.৯৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر يَقْرُوهُ كُلُّ مُسْلِمٍ -

৭০৯৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের চক্ষু বিকৃত হবে। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে ক - ফ - র লেখা থাকবে। পরে তিনি 'বানান' করে বলেন, ক - ফ - র প্রত্যেক মুসলমানই তা পাঠ করতে পারবে।

৭১.০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ -

৭১০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। (তার দেহে) ঘন চুল হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। (মূলতঃ) তার জাহান্নাম জান্নাত হবে এবং তার জান্নাত জাহান্নাম হবে।

৭১.১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ

أَحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءً أَبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأَى الْعَيْنِ نَارٌ تَأْجَجُ فَمَا أَدْرَكَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلِيُغَمِّضُ ثُمَّ لِيُطْأَطِ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُوهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ -

৭১০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দাজ্জালের সাথে কি থাকবে, এ সম্পর্কে আমি তার চেয়ে অধিক অবগত আছি। তার সাথে প্রবাহমান দু'টি নহর থাকবে। একটি দৃশ্যত সাদা পানি এবং অপরটি দৃশ্যত লেলিহান আগুন মনে হবে। যদি কেউ (তাকে) পেয়েই যায় তবে সে যেন ঐ নহরে প্রবেশ করে যাকে দৃশ্যত আগুন মনে হবে এবং (এই) চক্ষু বন্ধ করতঃ মাথা অবনমিত করে সে যেন তা থেকে পানি পান করে। তা হবে ঠাণ্ডা পানি। দাজ্জালের এক চোখ বিকৃত হবে এবং তার চোখের উপরে ঝুলন্ত চামড়া থাকবে এবং দুই চোখের মাঝখানে کافر অথবা ر ک লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মু'মিন ব্যক্তি তা পাঠ করতে পারবে।

৭১.২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ فَلَاتَهْلِكُوا قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৭১০২. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা) ... হুয়ায়ফা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জালের সাথে পানি ও আগুন থাকবে। (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে) তার আগুনই হবে সুশীতল পানি এবং তার পানিই হবে আগুন। সুতরাং তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত করে নিজেদের ধ্বংস করো না। আবু মাসউদ (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস শুনেছি।

৭১.২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الدَّجَالِ قَالَ إِنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارًا فَمَا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تَحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقْعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصَدِّيقًا لِحُذَيْفَةَ -

৭১০৩. আলী ইবন হুজর (র) ... আবু মাসউদ, উকবা ইবন আমর আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রিবঈ ইবন হিরাম (র) বলেন, আমি তার [(উকবা ইবন আমির আবু মাসউদ আনসারী (রা))]-এর সাথে হুয়ায়ফা ইবন ইয়ামান (রা)-এর নিকট গেলাম। তারপর উকবা (রা) হুয়ায়ফা (রা)-কে বললেন, আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা যা শুনেছেন তা আমাকে শোনান। তিনি বললেন, দাজ্জাল যখন আবির্ভূত হবে তখন

তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু মানুষ যাকে পানি দেখবে সেটা হবে দাহনশীল আগুন। আর যেটাকে মানুষ আগুন দেখবে সেটা হবে সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা পায় সে যেন যাকে আগুন আগুন দেখতে পাচ্ছে তাতেই প্রবেশ করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা হবে সুপেয় সুমিষ্ট পানি। তারপর হুযায়ফা (রা)-এর সত্যয়নে উক্বা [আবু মাসউদ (রা)] বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

৭১.৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ) قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَأَنَابِمَا مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ-

৭১০৪. আলী ইবন হুজর সা'দী ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... রিব'ঈ ইবন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ও আবু মাসউদ (রা) একত্রিত হলেন। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, দাজ্জালের সাথে যা থাকবে এ সম্পর্কে আমি তার থেকে অধিক জ্ঞাত। তার সাথে একটি পানির নহর এবং একটি আগুনের নহর থাকবে। যেটাকে তোমরা আগুন (রূপে) দেখতে পাবে সেটাই (হবে) পানি। আর যেটাকে তোমরা পানি (রূপে) দেখবে সেটাই (হবে) আগুন। তোমাদের কেউ যদি তা পায় এবং সে পানি পান করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন যা সে আগুন (রূপে) দেখতে পাবে তা থেকে পান করে। কেননা সেটিকেই সে পানিরূপে পাবে। আবু মাসউদ (রা) বললেন, আমিও নবী ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি।

৭১.৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدِيثًا مَأْخُذُهُ نَبِيٌّ قَوْمُهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَحْبِي مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ-

৭১০৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শোন আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন বিষয় বলছি, যা কোন নবী তার কাওমকে (আজ পর্যন্ত) বলেননি? শোন, দাজ্জাল কানা হবে এবং তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিকৃতির ন্যায় কিছু বস্তু থাকবে। সে যেটিকে জান্নাত বলবে সেটি (আসলে হবে) জাহান্নাম। দেখ, দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, যেমন নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন।

৭১.৬- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمَصٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ

عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِي (وَاللَّظُّ لَهُ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَفِيرٍ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَنَّا هُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَنَّا هُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَاْمُرُوا حَاجِبَ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَأَنِّي أَشَبَّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجُ خَلَةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَاعِبَادَ اللَّهِ فَاتَّبَعُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبَّيْهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٌ وَيَوْمٌ كَشْهَرٌ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٌ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةٌ يَوْمٌ قَالَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا سِرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتَنْبِتُ فَتَرْوَحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُحْلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِنًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزَلَتَيْنِ رَمِيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقَى دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَأَضِعَا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَينِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْوُلُوءِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَدْرِكَهُ بَبَابٍ لَدُنَّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرَزَ عِبَادِي لِي الطُّورَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى

দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, তাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সে সময় হিসাব করে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! পৃথিবীতে তার গতির দ্রুততা কেমন হবে? তিনি বললেন, বাতাসের পরিচালিত মেঘের ন্যায়। সে এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে (কুফরীর দিকে) আহ্বান করবে। তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশকে হুকুম করলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিলে সে (গাছ-পালা ও শস্য) উৎপাদন করবে। এরপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক লম্বা, কুঁজ, প্রশস্ত স্তন এবং উদরপূর্ণ অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে। অতঃপর (দাজ্জাল) অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে (কুফরীর প্রতি) আহ্বান করবে। তারা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের নিকট হতে ফিরে চলে যাবে। তখন তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ (ও পানির অনটন) দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন সে (দাজ্জাল) এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে তাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুণধন বের করে দাও। তখন তার ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার অনুগমন করবে, যেমন মৌমাছি তাদের সর্দারের অনুগমন করে। অতঃপর দাজ্জাল এক পূর্ণাঙ্গ যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দু'ফাঁক করে ফেলবে। অতঃপর সে পুনরায় তাকে ডাকবে। যুবক দেদীপ্যমান হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার দিকে এগিয়ে আসবে। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় মাসীহ ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে লাল-গোলাপী (জাফরানী) রং এর জোড়া পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্ব দিকের শ্বেত মিনারের উপর অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝুঁকাবেন তখন মুক্তার ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের নিকট যাবেন সেই তাঁর শ্বাসের বায়ুতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি তাকে (দাজ্জালকে) তালাশ করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে 'লুদুদ' নামক অরণ্যের কাছে পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা (আ) ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার কবল (দাজ্জালের ফিতনা) থেকে হিফায়ত করেছেন। তাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের স্থানসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বিশেষ বান্দা আবির্ভূত করেছি, যাদের সাথে কারোই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের ত্বর পর্বতে সমবেত কর। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজ্জ-মাজ্জ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা প্রতি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। তাদের প্রথম দলটি তব্রিস্তান উপসাগরের নিকট এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দিবে। অতঃপর তাদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এখানে (উপসাগরে) এক সময় অবশ্যই পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে অবরোধ করে রাখা হবে। ফলে তাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ' দীনারের মূল্যের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে ধাবিত হবেন (প্রার্থনা করবেন)। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজ্জ-মাজ্জ) সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা লাগিয়ে দিবেন। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর ন্যায় (অর্থাৎ এক সঙ্গে) তারা সবাই মরে খতম হয়ে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ (পাহাড় হতে) যমীনে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা অর্ধ হাত জায়গাও এমন পাবেন না যথায় তাদের পঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নেই।

অতঃপর ঈসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ পুনরায় আল্লাহর প্রতি ধাবিত হবেন (প্রার্থনা করবেন)। তখন আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা এক ধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদেরকে বহন করে আল্লাহর ইচ্ছা মারফিক স্থানে নিয়ে ফেলবে। এরপর আল্লাহ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, কাঁচা-পাকা কোন ঘরই তাকে (বৃষ্টিধারাকে) বাধাগ্রস্ত করবে না। এতে যমীন বিধৌত হয়ে পরিচ্ছন্ন পিচ্ছিল মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় যমীনকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হবে যে, হে যমীন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন কর এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নীচে তারা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বরকত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উটই ছোট ছোট অনেক গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, দুগ্ধবতী একটি গাভী এক বড় গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুগ্ধবতী একটি বকরী এক দাদার সন্তানের (গোষ্ঠীর) জন্য। এ সময় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এ বাতাস সমস্ত ঈমানদার লোকদের বগলে গিয়ে লাগবে এবং সমস্ত মু'মিন এ সকল মুসলমানের রুহ কবয করে নিয়ে যাবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে বাকী থাকবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পর প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১.৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلٍ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ حُجْرٍ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَى لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ-

৭১০৭. আলী ইবন হুজর (র) ... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ইবন জাবির (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে “এখানেও এক সময় পানি ছিল” এ কথাটির পর অধিক এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তারা এগুতে থাকবে। অবশেষে যেতে যেতে তারা ‘খামার পর্বত’ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছবে। এ হল, বায়তুল মুকাদাসের (একটি) পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো দুনিয়াবাসীদেরকে খতম করে দিয়েছি। এসো, আসমানের সত্তাকেও খতম করে দেই। এ বলেই তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তীর রক্তে রঞ্জিত করে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিবেন। বর্ণনাকারী ইবন হুজরের বর্ণনায় রয়েছে যে, (আল্লাহ বলবেন,) আমি আমার এমন কিছু বিশেষ বান্দাদের অবতরণ করেছি, যাদের সাথে যুদ্ধ করা ক্ষমতা কারো নেই।

১৭- بَابُ فِي صَفَةِ الدُّجَالِ وَتَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَقَتْلِهِ الْمُؤْمِنِ وَأَحْيَاءَهُ

১৯. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের পরিচিতি, মদীনা (প্রবেশ) তার জন্য হারাম হওয়া এবং একজন মু'মিনকে হত্যা ও তাকে জীবিত করার বিবরণ

৭১.৮- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَافِطُهُمْ مُتَقَارِبَةً وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ

صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَلِ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ يَأْتِي وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْتَهِيَ إِلَى بَعْضِ السَّبَاحِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيمَكَ قَطُّ أَشَدُّ بَصِيرَةً مِنِّي الْأَنْ قَالَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو اسْحَقَ يَقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৭১০৮. আমর আন-নাকিদ, হাসান হুলায়নী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি এ-ও বললেন যে, দাজ্জাল আসবে, কিন্তু মদীনার রাস্তা ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ হবে। কাজেই সে মদীনার আশে পাশে কোন লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করবে। তার মুকাবিলার জন্য সেদিন মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে, যে শ্রেষ্ঠ মানব অথবা (বললেন,) শ্রেষ্ঠ মানবদের অন্যতম হবে। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সে দাজ্জাল, যার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করি অতঃপর জীবিত করি তবে তোমাদের মনে (আমার) ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে; অতঃপর জীবিত করবে। জীবিত করার পর সে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর কসম! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরো বেড়ে গেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু করতে সক্ষম হবে না। (আবু ইসহাক (র) বলেন, কথিত আছে যে, এ ব্যক্তিই হলেন খাদির (খিজির) আলাইহিস সালাম।

৭১০৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
 ৭১১০. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَازٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَالِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْ مَا تَوْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَا بَرَيْنَا خَفَاءُ فَيَقُولُونَ أَقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُم رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا

دُونَهُ قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ فَإِذَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَيَأْمُرُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُشَبِّحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ أَوْ مَا تُوْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِي قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُوْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَرَدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بِصِيرَةٍ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلُ مَابَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نَحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّهَا قَذْفُهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَكْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

৭১১০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : দাজ্জালের আবির্ভাবের পর জনৈক মু'মিন ব্যক্তি তার দিকে অগ্রসর হবে। অতঃপর রাস্তায় অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাবে? সে বলবে, আবির্ভূত এ লোকটির নিকট যাব। তারা তাকে আবারো জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি আমাদের রবের উপর ঈমান আনয়ন করনি? সে বলবে, আমাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। দাজ্জালের লোকেরা বলবে, তোমরা তাকে হত্যা কর। তখন তারা একে অপরকে বলবে, আমাদের রব কাউকে তার সামনে নেয়া ব্যতিরেকে হত্যা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেননি? অতঃপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের নিকট যাবে। তাকে দেখামাত্রই সে ব্যক্তি বলবে, হে লোক সকল! এ-তো সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর দাজ্জাল (তার লোকদেরকে) আদেশ করলে তাকে টানা হেঁচড়া করা হবে। তখন সে বলবে, তাকে ধর এবং তাকে ক্ষত-বিক্ষত কর। অতঃপর তার পেট ও পৃষ্ঠে আঘাত করা হবে। পুনরায় দাজ্জাল তাকে বলবে, তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না। সে বলবে, তুমি তো মিথ্যাবাদী মাসীহ (দাজ্জাল)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দাজ্জাল তার সম্পর্কে হুকুম দিবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে করাতে চিরে দু'ফাঁক করে দেয়া হবে। অতঃপর দাজ্জাল দুই টুকরার মধ্যস্থলে হেঁটে গিয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, উঠ। তখন সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর সে (দাজ্জাল) তাকে বলবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ না? সে বলবে, তোমার ব্যাপারে প্রতীতি আমার মাঝে কেবল বেড়েই চলছে। তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, অতঃপর আগন্তুক ব্যক্তি বলবে, হে লোক সকল! আমার পর দাজ্জাল আর কারো সাথে এমন আচরণ করতে সক্ষম হবে না। এরপর যবাহ করার জন্য দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করবে। কিন্তু তার গলা হতে হাসুলী পর্যন্ত শরীর তামায় পরিণত হয়ে যাবে। ফলে দাজ্জাল তাকে যবাহ করতে সক্ষম হবে না। তিনি বলেছেন, (উপায় না দেখে) দাজ্জাল তখন তার হাত-পা ধরে তাকে ছুঁড়ে মারবে। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। বস্তুতঃ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এ ব্যক্তিই হবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম শহীদ।

৭১১১. حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَسَّأَلَ أَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ قَالَ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْأَنْهَارَ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ -

৭১১০. শিহাব ইবন আব্বাদ আল-আব্দী (র) ... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার চেয়ে অধিক আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি বলেছেন : তার ব্যাপারে তোমার এত কিসের চিন্তা? সে তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার সাথে খাদ্য এবং (পানির) নহর থাকবে। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : সে তো আল্লাহর নিকট তার চাইতেও অনেক তুচ্ছ।

৭১১২. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَسَّأَلَ أَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ قَالَ وَمَا سُؤَالُكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ -

৭১১১. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিকট আমার চাইতে অধিক জিজ্ঞাসা আর কেউ করেনি। আর তিনি আমাকে বলেছেন, কেন তোমার প্রশ্ন? তিনি বলেন, উত্তরে আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার সাথে রুটি ও গোশ্বতের পাহাড় এবং (পানির) নহর থাকবে। তখন নবী ﷺ বললেন : সে তো আল্লাহর নিকট তার চাইতেও তুচ্ছ।

৭১১৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ج وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَيْ بُنَى -

৭১১০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) (অন্য সনদে) ইসহাক ইবন ইবরাহীম (অন্য সনদে) ইবন আবু উমর (অন্য সনদে) আবু বকর ইবন শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ইসমাঈল (র) থেকে এ সনদে ইবরাহীম ইবন হুমায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইয়াযীদে হাদীসে অধিক রয়েছে যে, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে বৎস'!

২০. بَابُ فِي خُرُوجِ الدُّجَالِ وَمَكَثِهِ فِي الْأَرْضِ وَنُزُولِ عِيسَى وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ وَذَهَابِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْإِيمَانِ وَبَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ وَالنَّفْعِ فِي الصُّورِ وَبَعَثِ مِنَ الْقُبُورِ

২০. পরিচ্ছেদ : দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং দুনিয়াতে তার অবস্থান, ইসা (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা করা, দুনিয়া থেকে ভাল লোক এবং ইমানের বিদায় গ্রহণ, এবং মন্দ লোকদের অবস্থান, তাদের মূর্তিপূজা, শিংগায় ফুৎকার এবং কবর থেকে (সকলের) উত্থান

৭১১৪- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمٍ بْنَ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا يُحْرِقُ الْبَيْتَ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ الدُّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمُكُّتُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمُكُّتُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عداوةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قَبْلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَاتَا مُرْنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُ رِزْقِهِمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْفَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْنَعُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظِّلُّ (نُعْمَانُ الشَّاكُّ) زَفَتْنَبْتُ مِيَهُ أَجْسَادِ النَّاسِ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوا هُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعَثَ النَّارَ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

৭১১৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আল-আনবারী (র) ... ইয়াকুব ইবন আসিম ইবন উরওয়া ইবন মাসউদ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললেন, এ কেমন হাদীস আপনি বর্ণনা করছেন যে, এতো এতো দিনের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হবে। তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللَّهِ (সুবহানআল্লাহ) অথবা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অথবা অনুরূপ কোন বাক্য। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তো কেবল এ কথাই বলেছিলাম যে, অচিরেই তোমরা এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে যা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিবে এবং এমন ঘটবে এমন ঘটবে। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। রাবী বলেন, আমি জানি না চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি (তাঁর আকৃতি) যেন উরওয়া ইবন মাসউদের অনুরূপ হবেন। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করে তাকে ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, দুই ব্যক্তির মাঝে কোন দুশমনী থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে এক ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত করবেন। ফলে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন ব্যক্তিই এ পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকবে না। বরং (এ ধরনের) প্রত্যেকের জান সে কবয় করে নিবে। এমন কি তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পাহাড়ের অভ্যন্তরে গিয়েও আত্মগোপন করে তবে সেখানেও তা (বায়ু) তার নিকট পৌঁছে তার জান কবয় করে নিবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তখন মন্দ লোকগুলো দুনিয়াতে বাকী থাকবে। দ্রুতগামী পাখি এবং জ্ঞানশূন্য হিংস্রপ্রাণীর ন্যায় তাদের স্বভাব-চরিত্র হবে। তারা কল্যাণকে কল্যাণ বলে জানবে না এবং অকল্যাণকে অকল্যাণ বলে মনে করবে না। এ সময় শয়তান এক আকৃতিতে তাদের নিকট এসে বলবে, তোমরা কি ডাকে সাড়া দিবে না? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে কোন্ বিষয়ে আদেশ দিচ্ছেন? তখন সে তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দিবে। সে সময় তাদের জীবনোপকরণে প্রাচুর্য থাকবে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করবে। অতঃপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। যেই এ আওয়ায শুনবে সেই তার ঘাড় একদিকে অবনমিত করবে এবং অন্য দিকে উত্তোলন করবে। এ আওয়ায সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি শুনতে পাবে, যে তার উটের হাউয মেরামতের কাজে মগ্ন থাকবে। আওয়ায শুনমাত্রই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। সাথে সাথে অন্যান্য লোকেরাও বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ শুক্র বিন্দুর মত গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি প্রেরণ করবেন বা ছায়ার বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বর্ণনাকারী নু'মান (র) طَلٌّ ও طَلٌّ শব্দে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এতে মানুষের শরীর উদ্গত হবে। পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দগুয়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর আহ্বান করা হবে যে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আস। অতঃপর বলা হবে— তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এরপর বলা হবে, জাহান্নামী দল বের কর। জিজ্ঞাসা করা হবে, কত জন থেকে কত জন? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শ' নিরানব্বই জন। অতঃপর তিনি বললেন, এ-ই তো সে দিন, যেদিন শিশুদের বৃদ্ধে পরিণত করবে এবং এ-ই চরম সংকটের দিন।

৭১১৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمٍ بْنَ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا فَكَانَ حَرِيقُ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُعَاذٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّاتٍ وَعَرَضْتُهِ عَلَيْهِ -

৭১১৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ইয়াকুব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়া ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনলাম, এক ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বলছে, আপনি কি বলেন, অমুক অমুক সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে? একথা শুনে তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, তোমাদেরকে কোন কথাই (হাদীস) আমি আর বলব না। আমি তো একথাই বলেছি যে, অল্প কিছু দিন পরেই তোমরা একটি ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে। যা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিবে। বর্ণনাকারী শু'বা (র) এ কথা বা অনুরূপ কথাই বলেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। অতঃপর তিনি মুআয (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, যার অন্তরে অণুপরিমাণ ঈমান থাকবে, এ ধরনের কোন ব্যক্তিই তখন আর বাকী থাকবে না, বরং তা (বায়ু) তার জান কবয় করে নেবে। মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) বলেন, শু'বা (র) এ হাদীস আমার নিকট কয়েকবার বর্ণনা করেছেন এবং আমিও তাঁকে কয়েকবার পড়ে শুনিয়েছি।

৭১১৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্থ করেছি, যা আমি জানি আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বা' (মানুষ রূপ পশু-গরু) বের হওয়া। এ দু'টির যে কোনটি প্রথমে সংঘটিত হবে তার পরেই অবিলম্বে দ্বিতীয়টিও তড়িৎ প্রকাশিত হবে।

৭১১৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্থ করেছি, যা আমি জানি আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বা' (মানুষ রূপ পশু-গরু) বের হওয়া। এ দু'টির যে কোনটি প্রথমে সংঘটিত হবে তার পরেই অবিলম্বে দ্বিতীয়টিও তড়িৎ প্রকাশিত হবে।

৭১১৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমি একটি হাদীস মুখস্থ করেছি, যা আমি জানি আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং পূর্বাহ্নের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বা' (মানুষ রূপ পশু-গরু) বের হওয়া। এ দু'টির যে কোনটি প্রথমে সংঘটিত হবে তার পরেই অবিলম্বে দ্বিতীয়টিও তড়িৎ প্রকাশিত হবে।

৭১১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... আবু যুর'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট তিনজন মুসলমান উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের বিবরণ দিচ্ছিলেন এবং তারা তা শুনছিলেন। (আলোচনায় তিনি বলছিলেন যে,) কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের প্রথম নিদর্শন

হল, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বললেন, মারওয়ানের কথা কিছুই হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন একটি হাদীস আমি মুখস্থ করেছি, যা আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি। অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১১৮. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ تَذَاكُرُوا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرْوَانَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ ضُحَى -

৭১১৮. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র) ... আবু যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মারওয়ানের নিকট লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করল। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি পূর্বোক্ত হাদীস দু'টোর অনুরূপ। তবে এতে তিনি 'পূর্বাহ্নে'র শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৭১১৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أُخْتِ الضُّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى فَقَالَ حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَنِّدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَنْ شِئْتُ لِأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا أَجَلُ حَدَّثَنِي فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكِ وَأُمِّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضَّيْفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضَّيْفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْقُطَ عَنْكَ خِمَارُكَ أَوْ يَنْكَشِفَ الثُّوبُ عَنْ سَاقِيكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَهْرِ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَأَنْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلَى ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى

الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنْ تَمِيمُوا الدَّارَ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافِقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمٍ وَجَذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي اقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ لَا يَدْرُونَ مَا قَبْلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ فَقَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَنْاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَعْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي اقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ لَا يَدْرِي مَا قَبْلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ فَقُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ ااعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَاقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزَعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبْرِيقِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِيَ كَثِيرَةٌ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةٌ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْعُ قَرِيبًا إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ

لَيْلَةٍ غَيْرِ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا ارَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلَّتَا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقَبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمَنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ الْأَهْلُ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ إِلَّا أَنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ الْأَبْلُ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৭১১৯. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিস ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ... আমির ইব্ন শারাহীল শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যাহ্‌হাক ইব্ন কায়সের বোন ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। যে মহিলাগণ প্রথম হিজরত দিকে করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বললেন, আপনি, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে হাদীস শুনেছেন, অন্যের সাথে সম্বন্ধিত (অর্থাৎ পরোক্ষ) করা ব্যতিরেকে, (সরাসরি আপনার প্রতি) একটি হাদীস আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি শুনতে চাও, তবে অবশ্যই আমি বর্ণনা করবো। সে বলল, হ্যাঁ, আপনি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি ইব্ন মুগীরাকে বিবাহ করলাম। তিনি কুরায়শী যুবকদের উত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রথম যুদ্ধে শরীক হয়েই তিনি শহীদ হয়ে যান। আমি বিধবা হয়ে যাবার পর আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কতিপয় সাহাবীও আমার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাঁর আযাদকৃত গোলাম উসামা ইব্ন যায়দের জন্য পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীসটি আমি পূর্বেই শুনেছিলাম যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকেও ভালবাসে। ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করার পর আমি তাকে বললাম, আমার বিষয়টি আপনার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম। আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি উম্মু শারীকের নিকট চলে যাও। উম্মু শারীক একজন আনসারী বিত্তশালী মহিলা, আল্লাহর পথে সে অধিক ব্যয় করতে এবং তার নিকট অধিক অতিথি আসত। একথা শুনে আমি বললাম, আমি তাই করব। তখন (আবার) তিনি বললেন, তুমি উম্মু শারীকের নিকট যেয়োনা। কেননা উম্মু শারীকের কাছে অনেক মেহমান আনাগোনা এবং আমি এটাও পসন্দ করি না যে, তোমার উড়না পড়ে যাবে বা তোমার পায়ের গোছা হতে কাপড় খসে যাবে আর লোকেরা তোমার শরীরের এমন স্থান দেখে নিবে যা তুমি কখনো পসন্দ কর না। তবে তুমি তোমার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-এর নিকট চলে যাও। তিনি বনী ফিহ্রের এক ব্যক্তি। ফিহ্র কুরায়শেরই একটি শাখা গোত্র। ফাতিমা যে খান্দানের তিনিও সে খান্দানেরই মানুষ। আমি তার নিকট চলে গেলাম। অতঃপর আমার ইদত সমাপ্ত হলে আমি জনৈক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত আহবানকারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে, সালাতের জামাআতে তোমরা হাযির হয়ে যাও। অতঃপর আমি মসজিদের দিকে রওনা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, জামাআতের (পুরুষের) কাতারে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযান্তে হাসিমুখে মিম্বরে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন : প্রত্যেকেই নিজ

নিজ সালাতের স্থানে বসে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, আমি কি জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি? তাকে (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে কেবল এ জন্য একত্রিত করেছি যে, তামীমদারী (রা) (যে) প্রথমে খ্রীষ্টান ছিল। সে আমার নিকট এসে বায়আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। সে আমার কাছে এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্বারা আমার সেই বর্ণনার সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার সে লাখ্ম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক নৌযানে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক তুফান এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর (একদিন) সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর তারা (জাহাজের) ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই একটি জন্তু তাদের দৃষ্টিগোচর হল। তার সমগ্র দেহ লোমে আবৃত ছিল। লোমের কারণে তার সম্মুখ অঙ্গ ও পশ্চাত অঙ্গ চিনা যাচ্ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। লোকেরা বলল, গুপ্তচর আবার কি? সে বলল! লোক সকল! ঐযে গির্জা দেখা যায়, সেখানকার লোকটির কাছে চল। সে অধীর আগ্রহে তোমাদের সংবাদের অপেক্ষা করেছে। তামীমদারী (রা) বলেন, তার মুখে এক ব্যক্তির কথা শুনে আমরা ভীত হলাম যে, সে আবার শয়তান (জিন-প্রেত) তো নয়! আমরা দ্রুত হেঁটে গির্জায় প্রবেশ করতঃ এক বিশালদেহী ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। ইতিপূর্বে এমন আমরা আর কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দুই হাঁটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বল, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা একটি সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। লোমের আধিক্যের কারণে আমরা তার সম্মুখ অঙ্গ ও পশ্চাত অঙ্গ চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলেছে, আমি দাজ্জালের গুপ্তচর। আমরা বললাম, গুপ্তচর আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে গির্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানকার লোকটি কাছে চল। অধীর আগ্রহে তোমাদের খবরের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন শয়তান (জ্বীন ভূত) কিনা? অতঃপর সে বলল, তোমরা আমাকে বায়সানের খেজুর বাগানের খবর বল। আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুমি সংবাদ জানতে চাও? সে বলল, বায়সানের খেজুর বাগানে ফল দেয় কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, (ফল দেয়)। সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, আচ্ছা, তাবারিয়া উপসাগর (হুদ) সম্পর্কে আমাকে অবগত কর। আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাদের থেকে জানতে চাও? সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, সেখানে বহু পানি আছে। অতঃপর সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন এতে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, 'যুগার' এর প্রস্রবণ সম্পর্কে তোমরা আমাকে অবহিত কর। তারা বলল, তুমি এর কি সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাও? সে বলল, এতে পানি আছে কি? এবং এ জনপদের লোকেরা এ প্রস্রবণের পানির দ্বারা চাষাবাদ করে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে বহু পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ পানি দ্বারাই চাষাবাদ করে। সে পুনরায় বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবী সম্পর্কে সংবাদ দাও। সে এখন

কি করছে? তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াছরিবে (মদীনায়ে) চলে এসেছেন। সে বলল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বলল, সে তাদের সাথে কিরূপ (আচরণ) করেছে। আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তাঁরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আনুগত্য স্বীকার করে নেয়াই জনগণের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। এখন আমি নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতিসত্ত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ রাতের (দিনের ভেতর) এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তায়বা এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাত সামনে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছড়ি দ্বারা মিস্বরে আঘাত করে বললেন, এই হচ্ছে তায়বা, এই হচ্ছে তায়বা, এই হচ্ছে তায়বা। অর্থাৎ তায়বা অর্থ এই মদীনাই। সাবধান! আমি কি এ বিষয়টি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বলল, হ্যাঁ, (আপনি বলেছেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তামীমদারীর বর্ণনাটি আমাকে বিমোহিত করেছে। যেহেতু তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার ঐ বর্ণনার, যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মাদীনা ও মক্কা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি। তিনি আরো বললেন, সিরিয়া সাগরে অথবা ইয়ামান সাগরে বরং পূর্বদিকে রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে। এসময় তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বলেন, এ হাদীস আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুখস্থ করেছি।

৭১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجِيمِيُّ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَاتَّحَفْتَنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابٍ وَأَسْقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ قَالَتْ طَلَّقْنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدُ فِي أَهْلِي قَالَتْ فَتَوَدِدُنِي فِي النَّاسِ إِنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فِيمَنْ أَنْطَلَقَ مِنَ النَّاسِ قَالَتْ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مِنَ النِّسَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُوَخَّرَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنْ بَنِي عَمِّ لَتَمِيمِ الدَّارِيِّ رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ سَاقَ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ فَكَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْوَى بِمِخْصَرَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَقَالَ هَذِهِ طَيْبَةٌ يَعْنِي الْمَدِينَةَ -

৭১২০. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী (র) ... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বিন্ত কায়স (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের তাজা খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করণে। এ খেজুরকে 'رطب ابن طاب' 'ইব্ন তাব খেজুর' নামে পরিচিতি এবং যবের ছাতু পান করালেন। এরপর আমি তাকে তিন তালাক-প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে কোথায় ইদ্দত পালন করবে? জবাবে তিনি বললেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আমার পরিবারের (বাপের বাড়িতে) ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বলেন, তখন (একদিন) লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হল,

সালাতের জামাআত দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর (এ ঘোষণা শুনে) যারা (সালাতে) চললেন তাদের সাথে আমিও গেলাম এবং মহিলাদের কাতারের প্রথম সারিতে অর্থাৎ পুরুষের শেষ কাতারের পেছনে আমি দাঁড়ালাম। তিনি বলেন (সালাতান্তে) নবী ﷺ-কে মিসরে বসে খুৎবারত অবস্থায় বলতে শুনলাম যে, তামীমদারীর জ্ঞাতি ভাইয়েরা একবার সমুদ্রে নৌযান ভ্রমণ করেছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে (রাবী) অনেক বলেছেন যে, তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর লাঠি দিয়ে মাটির দিকে ইশারা করে বলেছেন, এই হচ্ছে তায়বা অর্থ মদীনা।

৭১২১. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ غِيلَانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمِيمُ الدَّارِيُّ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِيَ انْسَانًا يَجُرُّ شَعْرَهُ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَدْ وَطِئْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةٍ فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ هَذِهِ طَيْبَةٌ وَذَاكَ الدَّجَالُ -

৭১২১. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী ও আহমাদ ইবন উসমান নাওফলী (র) ... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তামীমদারী আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মর্মে অবহিত করল যে, সে সমুদ্রে নৌযান আরোহণ করেছিল। তখন তার জাহাজ পথ হারিয়ে এক দীপে গিয়ে ভিড়ল। অতঃপর সে পানির উদ্দেশ্যে দ্বীপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। সেখানে পৌঁছে সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখল, যে তার লোম টানছিল।অতঃপর তিনি হাদীসটি পূর্ণ রূপে বর্ণনা করলেন। তবে এতে এও রয়েছে যে, সে (দাজ্জাল) বলল, আমাকে যদি বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে আমি তায়বা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তামীমদারীকে লোকদের মাঝে নিয়ে এলেন। তখন তিনি তাদেরকে পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনালেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এই তায়বা এবং ঐ ব্যক্তিই দাজ্জাল।

৭১২২. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُفِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَعَدَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّثَنِي تَمِيمُ الدَّارِيُّ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

৭১২২. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) ... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরে বসে বললেন, হে লোক সকল! তামীমদারী আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, এক সময় তাঁর গোত্রের কতিপয় লোক জাহাজে করে সমুদ্রে ভ্রমণ করছিল। অতঃপর তাদের জাহাজটি ভেঙ্গে যায়। তখন তাদের কেউ কেউ জাহাজের কাঠে চড়ে সাগরের কোন দীপে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর আবু যিনাদ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১২৩. حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو (يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَلَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبِيخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ -

৭১২৩. আলী ইব্ন হুজর (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মক্কা মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত জনপদেই দাজ্জাল বিচরণ করবে। (তবে মক্কা মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। এর (মদীনার) প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এর পাহারাদারীতে নিয়োজিত থাকবে। অবশেষে দাজ্জাল মদীনার এক লবণাক্ত অনাবাদ স্থানে অবতরণ করবে। তখন মদীনাতে তিনবার ভূ-কম্পন হবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক ও কাফির সেখান থেকে বের হয়ে তার নিকট চলে যাবে।

৭১২৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَيَأْتِي سَبِيخَةُ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ وَقَالَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ -

৭১২৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতঃপর (হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, দাজ্জাল এসে জুরুফের এক অনুর্বর লবণাক্ত ভূমিতে অবতরণ করবে এবং এখানেই সে তার আস্তানা স্থাপন করবে এবং প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী তার নিকট চলে যাবে।

২১. بَابُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحَادِيثِ الدَّجَالِ

২১. পরিচ্ছেদ : দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদীস

৭১২৫. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسَةُ -

৭১২৫. মানসুর ইব্ন আবী মুযাহিম (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুগামী হবে, তাদের গায়ে থাকবে তায়লাসান চাদর।

৭১২৬. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ شَرِيكَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيَفِرَنَّ

النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ قَالَتْ أُمُّ شَرِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ -

৭১২৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। উম্মু শারীক (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেদিন আরবের লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন : তখন তারা সংখ্যায় কম হবে।

৭১২৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৭১২৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১২৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ لَتَجَاوِزُونَنِي إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِهِ مِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ -

৭১২৮. যুহায়র ইবন হারব (র) ... আবু দাহমা ও আবু কাতাদা ও আরো কতিপয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, হিশাম ইবন আমির (র)-এর সম্মুখ দিয়ে আমরা ইমরান ইবন হুসায়ন (র)-এর নিকট যেতাম। একদিন তিনি হিশাম (র) বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন মানুষের নিকট যাও, যারা আমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে অধিক উপস্থিত হয়নি এবং যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞাত নয়। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হবে না।

৭১২৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَلَاثَةِ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُخْتَارٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ -

৭১২৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ... হুমায়দ (র)-এর সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, এদের মধ্যে আবু কাতাদা (র)-ও আছেন, তারা আবদুল আযীয ইবন মুখতারের মতই বলেছেন যে, আমরা হিশাম ইবন আমির (র)-এর সম্মুখ দিয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন (র)-এর নিকট যেতাম। তবে এতে (‘ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ ’) -এর স্থলে ‘ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ ’ মারাত্মক বিষয় কথাটি উল্লেখ আছে।

৭১৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةً أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَةِ -

৭১৩০. ইয়াহইয়া ইবন আইউব ও কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমলের প্রতিযোগিতা কর, (তা হল)-পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা ধূয়া, অথবা দাজ্জাল, অথবা দাব্বাতুল আরদ, মানুষরূপী পশু অথবা তোমাদের কারো খাস বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) ও আম (ব্যাপক) বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত)।

৭১৩১. حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرَ الْعَامَةِ وَخَوِصَّةً أَحَدِكُمْ -

৭১৩১. উমায়্যা ইবন বিস্তাম (র) .. আবু হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া ব্যাপক বিষয় (কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।

৭১৩২. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৭১৩২. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২. بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرَجِ

২২. পরিচ্ছেদ : ফিতনা-দুর্যোগকালে ইবাদত করার ফযীলত

৭১৩৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَى - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৭১৩৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (অন্য সনদে) কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফিতনা-দুর্যোগের সময় ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য। আবু কামিল (র) ... হাম্মাদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣- بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া

৭১৩৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ - ৭১৩৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কার্যম হবে।

٧١٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْأَبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا -

৭১৩৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (অন্য সনদে) কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ^{সাহাবাহ} ~~সাঈদ~~-কে (বৃদ্ধাংগুলীর সংলগ্ন মধ্যমা আঙুল) ও শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে (এ কথা) বলতে শুনেছি যে, আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত (কাছাকাছি)।

٧١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ كَفَضْلٍ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِى فَلَا أَدْرِى أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ كَفَضْلٍ أَحَدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِى فَلَا أَدْرِى أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ -

৭১৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত। শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদা (র)-এর নিকট শুনেছি, তিনি তার ওয়াজে বলতেন, এক আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের তুলনায় যতটুকু বড়। অতঃপর শু'বা (রা) বলেন, এ কথাটি কাতাদা (র) আনাস (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করছেন না নিজের থেকেই বলেছেন, তা আমি নিশ্চিত জানি না।

٧١٣٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَأَبَا التَّيَّاحِ يُحَدِّثَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هُكَذَا وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ اصْبَغِيهِ الْمُسْبَحَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيهِ -

৭১৩৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব হারিছী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত এ দু'টির মত প্রেরিত হয়েছি। এ কথাটির বিবরণ দিয়ে শু'বা তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে এক সাথে মিলালেন।

৭১৩৮. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا .

৭১৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (এ সনদে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১৩৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ حَمْزَةَ (يَعْنِي الضَّبِّيَّ وَأَبِي التَّيَّاحِ) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

৭১৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাদের হাদীসের অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৭১৪০. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْبُدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .

৭১৪০. আবু গাস্‌সান মিসমাসী (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এবং কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত। রাবী বলেন (এ সময়) তিনি তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে একত্রিত করেছেন।

৭১৪১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَنَظَرُ إِلَى أَحَدٍ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنِّي يَعْشُ هَذَا لَمْ يَدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ .

৭১৪১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, (তারা বলত), কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের মাঝের সবচেয়ে কম বয়সের লোকটির প্রতি নজর করে বলতেন, এ যদি বেঁচে থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই আমাদের উপর তোমাদের কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১৪২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي يَعْشُ هَذَا الْغُلَامُ فَعَسَى أَنْ لَا يَدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

৭১৪২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামত কবে হবে? তখন তাঁর নিকট মুহাম্মদ নামক এক আনসারী বালক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ বালক যদি বেঁচে থাকে তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

৭১৪৩. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিয়ামত কবে হবে? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকেন। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ আযদ-শানুআ গোত্রের এক বালকের প্রতি তাকালেন। অতঃপর তিনি বললেন : এ বালক যদি দীর্ঘ হায়াত পায় তবে তার বার্ষিক্যে পদার্পণ করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আনাস (রা) বলেন, তখন এ বালক আমার সমবয়স্ক ছিল।

৭১৪৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ষিক্যে টোছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১৪৫. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ষিক্যে টোছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১৪৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ষিক্যে টোছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১৪৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ষিক্যে টোছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৭১৪৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর এক গোলাম একদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে ছিল আমার সমবয়স্ক। তখন নবী পাক্কাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি এর হায়াত দীর্ঘায়িত হয় তবে সে বার্ষিক্যে টোছার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

২৬. بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ

২৪. পরিচ্ছেদ : দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান

৭১৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوا أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوا أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يَرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৭১৪৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুইবার ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ হবে। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, এ কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, অস্বীকার করলাম (অর্থাৎ আমারও জানা নেই)। অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, এতে তারা উদগত হবে যেমন সবজী উদগত হয়। অতঃপর তিনি বললেন, তখন একটি হাড় ব্যতীত মানুষের সমস্ত শরীর জীর্ণ হয়ে (পঁচে) যাবে। আর সে হাড়টি হল, মেরুদণ্ডের (সর্বনিম্নভাগের) এবং নিতম্বের উপরের হাড়। কিয়ামতের দিন এ হাড় থেকেই আবার মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

৭১৪৭. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يَرْكَبُ -

৭১৪৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সব কিছুই মাটি খেয়ে ফেলবে। কেবল মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন হাড় বাকী (থাকবে)। এর দ্বারাই (প্রথমতঃ) মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর দ্বারাই (আবার তাদেরকে) সংযোজন (সৃষ্টি) করা হবে।

৭১৪৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يَرْكَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَيُّ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجْبُ الذَّنْبِ -

৭১৪৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে তা যা আবু হুরায়রা (রা) আমাদের শুনিয়েছেন, তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের শরীরে এমন একটি অস্থি (হাড়) আছে, যা যমীন কখনো ভক্ষণ করবেনা। কিয়ামতের দিন এর দ্বারাই সংযোজিত (পুনরায় মানুষ সৃষ্টি) করা হবে। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কোন্ হাড়? তিনি বললেন, এ হল, মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নের হাড়।

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرُّقَائِقِ

অধ্যায় : যুহুদ ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা

৭১৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَّاءِيَّ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ -

৭১৪৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)।

৭১৫০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفْتِيهِ فَمَرَّ بِجَدِّي أَسْكَ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمُ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسْكَ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ -

৭১৫০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীয়া (অঞ্চল) হতে মদীনায়া আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। লোকেরা বললেন, কোন কিছু বিনিময়ে আমরা তা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : (বিনা পয়সায়) তোমরা কি তা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ।

৭১৫১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَرُورَةَ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ فَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكَّكَ بِهِ عَيْبًا -

৭১৫১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী ও ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আর'আরা সামী (র) ... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সাকাফীর হাদীসের মধ্যে আছে যে, এটি যদি জীবিতও হত, তবুও ক্ষুদ্র কান তার জন্য একটি দূষণীয় ব্যাপার।

৭১৫২. হাদাব ইবন খালিদ (র) ... মুতাররিফ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি 'الاهالكُم التكاثُر' পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল', 'আমার মাল'। বস্তুতঃ হে, আদাম সন্তান! তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি শেষ করে দিয়েছে, অথবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ অথবা দান করেছ ও কার্যকর (সঞ্চয়) করেছ।

৭১৫৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (অন্য সনদে) ইবন মুহান্না (র) ... মুতাররিফ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম।অতঃপর তিনি হাম্মামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১৫৪. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা বলে, 'আমার মাল', 'আমার মাল'। অথচ তিনটিই হল তার মাল। যা সে ভক্ষণ করল এবং শেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করল এবং পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া বাকীগুলো শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।

আবু বকর ইবন ইসহাক (র) ... 'আলা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭১৫৫. হাদাব ইবন খালিদ (র) ... মুতাররিফ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি 'الاهالكُم التكاثُر' পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল', 'আমার মাল'। বস্তুতঃ হে, আদাম সন্তান! তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি শেষ করে দিয়েছে, অথবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ অথবা দান করেছ ও কার্যকর (সঞ্চয়) করেছ।

اللَّهُ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ -

৭১৫৫. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে তার সাথে যায়। দু'টি তো ফিরে আসে এবং একটি (তার সঙ্গে) থেকে যায়। তার সঙ্গে যায় আত্মীয় স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আপনজন ও মাল-দৌলত ফিরে আসে আর থেকে যায় শুধু আমল।

৭১৫৬. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيَّ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ -

৭১৫৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) সূত্রে বনু আমির ইব্ন লুওয়াই এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি (মিসওয়ার রা-কে) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা)-কে বাহরায়নে জিযিয়া আদায় করতে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরায়নবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য 'আলা ইব্ন হায়রামী (রা)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর আবু উবায়দা (রা) বাহরায়ন থেকে মাল নিয়ে এলে, আনসারিগণ তাঁর আগমন খবর শুনলেন, এরপর তারা উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতান্তে মুখ ফিরিয়ে বসলে তারা তাঁর নিকট হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে মুচ্কি হেসে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আবু উবায়দা বাহরায়ন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে, এ খবর তোমরা শুনেছ? তারা বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এমন কিছু আশা রাখ। আল্লাহর কসম! তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি না। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে তোমাদের জন্যও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেয়া হবে। অতঃপর তোমরা তাতে তেমনি প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। অবশেষে তা তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

৭১৫৭. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ يُؤْنَسُ وَمِثْلُ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ وَتَلْهِيكُمْ كَمَا أَنْهَتْهُمْ -

৭১৫৭. হাসান হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) যুহরী (র) থেকে ইউনুসের সনদে তার হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ (র)-এর হাদীসের মধ্যে 'وَتَلْهِيكُمْ كَمَا أَنْهَتْهُمْ' -এর স্থলে 'وَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ' অবশেষে তোমাদেরকে নিমগ্ন (গাফিল) করে দিবে যেমন তাদের নিমগ্ন (গাফিল) করে দিয়েছিল) কথাটি বর্ণিত আছে।

৭১৫৮. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ (هُوَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ) حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيْ قَوْمٍ أَنْتُمْ قَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابِرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ -

৭১৫৮. আমর ইব্ন আস্ সাওয়াদ আমিরী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রোম ও পারস্য বিজিত হবে তখন তোমরা কোন (কেমন) সম্প্রদায় হবে? জবাবে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে যে রূপ আদেশ দিয়েছেন আমরা তাই বলব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অন্য কিছু (কি বলবে না)? তখন তোমরা পরস্পর ঈর্ষা করবে, তারপর হিংসা করবে, অতঃপর সম্পর্ক ছিন্ন করবে (একে অন্যের পিছনে লাগবে), এরপর শত্রুতা করবে। অথবা এরূপ কিছু কথা তিনি বলেছেন। অতঃপর তোমরা নিঃস্ব মুহাজির লোকদের নিকট যাবে এবং একজনকে অপরের শাসক বানিয়ে দিবে।

৭১৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضِّلَ عَلَيْهِ -

৭১৫৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি মাল ও দেহ আকৃতির দিক থেকে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির

প্রতি দৃষ্টি করে তবে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তার তুলনায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৭১৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ سِوَاءٍ -

৭১৬০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... হাম্মাদ ইবন মুনাবিহ (র) সূত্রে, আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু যিনাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭১৬১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ -

৭১৬১. যুহায়র ইবন হার্ব (অন্য সনদে) আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের তুলনায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি নযর কর। এবং তোমাদের তুলনায় উপরের স্তরের লোকদের প্রতি নযর করো না। কেননা আল্লাহর নি'আমতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা। আবু মু'আবিয়ার বর্ণনায় হাদীসের শেষ 'عليكم' (শব্দটি অতিরিক্ত) বলেছেন।

৭১৬২. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذْهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَاتَى الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذْهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَاتَى الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقْرَةً حَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ (تَعَالَى) لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاتَى الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا

فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوُلِدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْأَيْلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَآتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذَتْهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلَيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ -

৭১৬২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন টাক মাথা এবং তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ তিনজনকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠরোগীর কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম বর্ণ, উত্তম চর্ম এবং আমার এ ব্যাধি যেন নিরাময় হয়ে যায়, যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। অতঃপর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালেন। এতে তার এ কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হল এবং তাকে উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম প্রদান করা হল। ফেরেশতা আবার তাকে বললেন, তোমার নিকট প্রিয় মাল কি? সে বলল, উট অথবা (বলল) গাভী। বর্ণনাকারী ইসহাক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তবে কুষ্ঠরোগী বা টাক মাথা দু'জনের একজন বলল, উট আর অপর জন বলল গাভী। অতঃপর তাকে গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হল এবং বললেন, আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। এরপর ফেরেশতা টাক মাথা ব্যক্তির নিকট এসে তাকে বললেন, তোমার নিকট অধিক প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এই ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায় যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করছে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালে তার ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায়। অতঃপর তাকে প্রদান করা হয় সুন্দর চুল। পুনরায় ফেরেশতা তাকে বললেন যে, কোন্ মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, গাভী। অতঃপর তাকে গর্ভবতী গাভী দান করা হল এবং ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে এসে বললেন, কোন জিনিস তোমার কাছে অধিক প্রিয়। সে বলল, আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি মানুষদের দেখতে পাব। তিনি বলেন, তখন তার চোখের উপর হাত বুলালে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা পুনরায় তাকে বললেন, কোন্ মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, বকরী। তাকে গর্ভবতী বকরী দান করা হল। অতঃপর উষ্ট্রী, গাভী বাচ্চা দিল এবং বকরীও বাচ্চা দিল। ফলে তার এক মাঠ উট, তার এক মাঠ গাভী এবং তার এক মাঠ বকরী

হয়ে গেল। অতঃপর ফেরেশতা (অনতিকাল পরে) তার প্রথম আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর নিকট এসে বলল, আমি একজন মিসকীন ও নিঃস্ব ব্যক্তি, সফরে আমার সমস্ত অবলম্বন শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ সাহায্য এবং অতঃপর তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে বাড়ি পৌছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বর্ণ, সুন্দর চামড়া এবং মাল দান করেছেন তার নামে আমি তোমার নিকট একটি উট প্রার্থনা করছি, যেন এ সফরে আমি তার সাহায্যে বাড়ি পৌছতে পারি। (এ কথা শুনে) সে বলল, দায়-দায়িত্ব (দেনা-পাওনা) অনেক বেশি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি তোমাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি নিঃস্ব, কুষ্ঠরোগী ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, বাহ! আমি তো বাপ-দাদার কাল হতেই ক্রমাগত এ সম্পদের ওয়ারিস হয়ে আসছি। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এবার ফেরেশতা তার পূর্বের আকৃতিতে টাক মাথা ব্যক্তির নিকট এসে ঐ ব্যক্তির মত তাকেও বললেন এবং সে-ও প্রথম ব্যক্তির মতই উত্তর দিল। অতঃপর তিনি বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে যেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। এরপর ফেরেশতা তাঁর পূর্বের আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বলল, আমি একজন নিঃস্ব, মুসাফির ব্যক্তি। আমার সফরের সমস্ত আসবাব অবলম্বন শেষ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরে তোমার সহযোগিতা ব্যতীত আজ বাড়ি পৌছা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার নামে তোমার নিকট আমি একটি বকরী চাই যেন আমি তার সাহায্যে সফর শেষে বাড়ি পৌছতে পারি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ইচ্ছামত আপনি নিয়ে যান এবং যা মনে চায় রেখে যান। আল্লাহ্ কসম! আজ আল্লাহ্ নামে আপনি যা নিবেন এ ব্যাপারে আমি আপনাকে (ফিরিয়ে দিতে) চাপ সৃষ্টি করব না। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও। তোমাদের (তিন জনকে) পরীক্ষা করা হল। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দুই সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

৭১৬৩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ) قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي ابْنِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَاهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّأَكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنْزَلْتِ فِي ابْنِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْحَنْفِيَّ-

৭১৬৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) ... আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) তার উটপালের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পুত্র উমর আসল। সা'দ (রা) তাকে দেখামাত্রই পাঠ করলেন الرَّأَكِبِ هَذَا مِنْ شَرِّ هَذَا (অর্থাৎ এই আরোহী ব্যক্তির অকল্যাণ হতে আমি আল্লাহ্ আশ্রয় চাই)। তখন সে তার সাওয়ারী হতে অবতরণ করল এবং বলল, আপনি উট এবং বকরীর মাঝে এসে গেছেন কি? অথচ রাজত্ব নিয়ে লোকেরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। সা'দ (রা) তার বৃকে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মুতাকী (আল্লাহ্‌ভীরু), স্বাবলম্বী ও লোকালয় হতে নির্জনে বাসকারী বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন।

৭১৬৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبْنُ بَشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى إِنْ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعْزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ لَقَدْ خَبْتُ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ نُمَيْرٍ إِذَا -

৭১৬৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করতাম। তখন 'ভুলা' এবং 'সমর' গাছের (বাকলা জাতীয়) পাতা ব্যতিরেকে আমাদের নিকট খাবার মত কোন খাদ্যই থাকত না। ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করত। আর এখন বনু আসাদের লোকেরা দীনী ব্যাপারে আমাদেরকে সবকিছু দিচ্ছে, এমনই যদি হয় তবে তো আমরা অকৃতকার্য এবং আমাদের আমল সবই ব্যর্থ। ইবন নুমায়র তার বর্ণনায় 'إِذَا' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৭১৬৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بَشْيٌ -

৭১৬৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, ফলে আমাদের এক একজন বকরীর মত মল ত্যাগ করত। এর সাথে কোন কিছুই মিশ্রিত থাকত না (অর্থাৎ মল নরম হত না)।

৭১৬৬. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا وَإِنْ كُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَزَوَالٍ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بَحَضَرَتْكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهُ لَتُمْلَأَنَّ أَفْعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذَكَرْنَا أَنْ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصَارِيحِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٍ مِنَ الزَّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَّقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِمَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى

مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوءَةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبِرُونَ وَتَجْرِبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا -

৭১৬৬. শায়বান ইব্ন ফররুখ (র) ... খালিদ ইব্ন উমায়র আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইব্ন গায়ওয়ান (র) একদা আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন, 'আম্মা বা'দ! (অতঃপর) দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিয়েছে ও দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। দুনিয়ার (সামান্য) তলানী বাকী রয়েছে, যেমন খানা খাওয়ার পর বাসনে তলানী থাকে, যা ভক্ষণকারী অল্প অল্প করে খায়। একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওনা করবে। সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকী নিয়ে রওনা কর। কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের প্রান্ত থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, অতঃপর তা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে যেতে থাকে, তথাপিও তা তার তলদেশে পৌঁছে না। আল্লাহ্র শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা কি এতে বিশ্বাস বোধ করছ? এবং আমার নিকট এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার মাঝে চল্লিশ বছরের সফরের পথ। অচিরেই একদিন এমন আসবে, যখন তা মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি আমার প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাত ব্যক্তির সপ্তম জন ছিলাম। তখন আমাদের নিকট গাছের পাতা ব্যতীত আর কোন খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ও সা'দ ইব্ন মালিকের জন্য আমি তাকে দু'টুকরা করে নেই। এক টুকরা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়েছি এবং অপর টুকরা দিয়ে লুঙ্গি বানিয়েছে সা'দ ইব্ন মালিক (রা)। আজ আমাদের সকলেই কোন না কোন নগরের আমীর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার নিকট বড় এবং আল্লাহ্র নিকট ছোট হওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। সমস্ত পয়গাম্বরের নবুওয়াতই এক পর্যায়ে নির্বাপিত হয়ে পড়েছে। অবশেষে তা বাদশাহীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের পর আগমনকারী আমীর-উমারাদের সংবাদ তোমরা অচিরেই পাবে এবং তাদেরকে যাচাই করতে পারবে।

৭১৬৭. وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمِيرٍ وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ خَطَبَ عُثْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ -

৭১৬৭. ইসহাক ইব্ন উমর ইব্ন সালীত (র) ... খালিদ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগ পেয়েছিলেন, খালিদ (র) বলেন, (একদা) উতবা ইব্ন গায়ওয়ান (রা) বক্তৃতা দিলেন। তখন তিনি বসরার আমীর ছিলেন। অতঃপর ইসহাক (র) সূত্রে শায়বানি (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭১৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاطِعًا مَنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ حَتَّى قَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا -

৭১৬৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) ... খালিদ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইব্ন গায়ওয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতজনের সপ্তম ব্যক্তি রূপে দেখেছি, তখন হুলা গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন খাদ্য ছিল না। পাতা খেতে খেতে অবশেষে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে যায়।

৭১৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيُّ فُلٍ أَلَمْ أُكْرِمَكَ وَأَسَوَّدَكَ وَأَزَوَّجَكَ وَأَسَخَّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْأَبِلَ وَآذَرَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنَسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ أَيُّ فُلٍ أَلَمْ أُكْرِمَكَ وَأَسَوَّدَكَ وَأَزَوَّجَكَ وَأَسَخَّرَ لَكَ الْخَيْلَ وَالْأَبِلَ وَآذَرَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي أَنَسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَهُنَا إِذَا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخْذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذَرَ مَنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمَنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ -

৭১৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় দুপুরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, জী না। অতঃপর তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকা অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তাঁরা বললেন, জী না। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! চন্দ্র সূর্যের কোন একটি দেখতে তোমাদের যেরূপ সমস্যা হয়, তোমাদের প্রতিপালককেও দেখতে তোমাদের ঠিক তদ্রূপ সমস্যা হবে। (অর্থাৎ রাবী বলেন, কোন সমস্যাই হবে না) আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাত হবে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে ইয্যত দান করিনি, নেতৃত্ব দান করিনি, জোড়া মিলিয়ে (বিয়ে করিয়ে) দেইনি, ঘোড়া, উট তোমার বশীভূত করে দেইনি এবং নেতৃত্ব ও (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) এক-চতুর্থাংশ ভোগের মাধ্যমে প্রাচুর্যের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, তুমি কি বিশ্বাস করতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যেমনিভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি। অতঃপর দ্বিতীয় (অপর এক) ব্যক্তির আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে। তখন তিনি তাকেও বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, নেতৃত্ব দেই নি, তোমার জোড়া মিলিয়ে (বিয়ে করিয়ে) দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার বশীভূত করে দেইনি এবং নেতৃত্ব ও চতুর্থাংশ সম্পদের মাধ্যমে (সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে পানাহারের জন্য) তোমাকে কি সুযোগ করে দেই নি? সে বলবে, হ্যাঁ করেছেন, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি বলবেন, আমার সাথে

তোমার সাক্ষাৎ হবে এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হচ্ছি। অতঃপর তৃতীয় (অপর এক) ব্যক্তির আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বলবেন। তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি এবং আপনার কিতাব ও আপনার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আমি সালাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং সাদাকা (যাকাত) প্রদান করেছি। এমনিভাবে সে যথাসম্ভব (নিজের) স্তুতি বর্ণনা করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তাহলে এখানে একটু (অপেক্ষা কর) এখনই তোমার মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর তাকে বলা হবে, এখনই আমি তোমার বিপরীতে আমার সাক্ষ্য দাঁড় করব। তখন যে (বান্দা) মনে মনে চিন্তা করতে থাকবে যে, কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে? তখন তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। এবং তার উরু, গোশত ও হাড়িকে বলা হবে, কথা বল। ফলে তার উরু, গোশত ও হাড়ি তার আমল সম্পর্কে বলতে থাকবে। এ ব্যবস্থা এ জন্য করা হবে যেন, আপত্তিতে (আত্মপক্ষ সমর্থন) করার কোন অবকাশ তার আর বাকী না থাকে (দোষ স্বীকারে বাধ্য হয়)। এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন।

৭১৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الْمَكْتَبِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكُ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لَا أَجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لَارْكَانِهِ انْطَقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُولُ بَعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكَزُ كُنْتُ أَنْاضِلُ -

৭১৭০. আবু বকর ইবন নাযর ইবন আবু নাযর (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি হাসলেন এবং পরে বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বললেন : বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে যে কথা বলবে, এ জন্য হাসছি। সে (বান্দা) বলবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি দাওনি আমাকে যুল্ম হতে আশ্রয় (সুরক্ষা) প্রদান করেন নি? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে (বান্দা) বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষী হওয়ার অনুমোদন করি না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন : তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং কিরামুন কাতিবীন (সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ) ও সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। অতঃপর বান্দার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হবে যে, তোমরা বল। তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। এরপর বান্দাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। তখন বান্দা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করে বলবে, অভিশাপ তোমাদের প্রতি, তোমরা দূর হয়ে যাও। আমি তো তোমাদের জন্যই লড়াই করছিলাম।

৭১৭১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا -

৭১৭১. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (দু'আ) হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে নূন্যতম প্রয়োজন পরিমাণে জীবিকা দান কর।

৭১৭২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو اللَّهُمَّ ارْزُقْ -

৭১৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু কুরায়ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলেছেন : হে আল্লাহ! তুমি (জীবন রক্ষার জন্য) নূন্যতম প্রয়োজনীয় পরিমাণকে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জন্য রিযিক নির্ধারণ কর। আমরের বর্ণনায় 'اللَّهُمَّ ارْزُقْ' শব্দটি বর্ণিত আছে।

৭১৭৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَفَافًا -

৭১৭৩. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ... উমারা ইবন কা'কা (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়েতে ('কুতা' এর স্থলে) 'কফা' শব্দ (প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ) বর্ণিত আছে।

৭১৭৪. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ -

৭১৭৪. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিজন মদীনা আসার পর লাগাতার তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। তাঁর ওফাত পর্যন্ত- (এ অবস্থায় ছিল।)

৭১৭৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرٍّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ -

৭১৭৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারাবাহিক তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি, এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান।

৭১৭৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৭১৭৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধারাবাহিক দুই দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার যবের রুটি তৃপ্ত হয়ে আহার করেননি। এ অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়।

৭১৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ فَوْقَ ثَلَاثٍ -

৭১৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার লাগাতার তিন দিনের অধিক গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি।

৭১৭৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ -

৭১৭৮. আবু বকর ইবন শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাগাতার তিন দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথে চলে যান।

৭১৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ إِلَّا وَاحِدَهُمَا تَمْرٌ -

৭১৭৯. আবু কুরায়ব (রা) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার দুই দিন পরিতৃপ্ত হয়ে গমের রুটি ভক্ষণ করেননি। দু'দিনের এক দিন খুরমাই (আহার করতেন) হত।

৭১৮০. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ وَيْحَىٰ بَنُ يَمَانَ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ -

৭১৮০. আমর আন-নাকিদ (রা) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার মাস-পূর্ণ এমনভাবে অতিবাহিত করতাম যে, আমরা আগুন জ্বালাতাম না। (আমরা) শুধু খুরমা ও পানিই ছিল যা খেয়েই কাটিয়ে দিতাম।

৭১৮১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ وَلَمْ يَذْكُرْ آلُ مُحَمَّدٍ وَزَادَ أَبُو كُرَيْبٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ نُمَيْرٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا اللَّحِيمُ -

৭১৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও কুরায়ব (র) ... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, ‘إِنْ كُنَّا لَنَمُكُّتُ’; কিন্তু ‘أَلْ مُحَمَّدٌ’ কথাটির উল্লেখ নেই। আবু কুরায়বের বর্ণনায় অধিক রয়েছে যে, হ্যাঁ, যখন আমাদের কাছে গোশত আসত (তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হত)।

৭১৮২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِيٍّ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِيٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فِكْلَتِهِ فَفَنِيَّ -

৭১৮২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা ইবন কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তখন আমার আলনায় (পাত্রে) সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোন কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে এমন কিছুই আমার তাকে ছিল না। আমি তা থেকেই খেতাম। এভাবে অনেক দিন চলে গেল আমি তা মেপে দেখলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।

৭১৮৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةَ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَاجِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَانِهَا فَيَسْقِينَهُ -

৭১৮৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমরা (নতুন) চাঁদ দেখতাম। এরপর পুনরায় নতুন চাঁদ, এরপর নতুন চাঁদ (দেখতাম) অর্থাৎ দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে আগুন জ্বলত না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে খালা! আপনারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? তিনি বললেন : দু'ই কাল জিনিষ-খুরমা ও পানি (দ্বারা)। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের ছিল (দুধ দান করার জন্য) কিছু দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সেগুলো দোহন করে এর দুধ তাঁর নিকট পাঠাতেন এবং তিনি আমাদের তাই পান করাতেন।

৭১৮৪. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -

৭১৮৪. আবু তাহির (অন্য সনদে) হারুন ইবন সাঈদ (র) ... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতবরণ করেছেন। অথচ একই দিন দু'বেলা তিনি রুটি ও যায়তুন দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত (সহকারে আহার করেন নি) হননি।

৭১৮৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ -

৭১৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (অন্য সনদে) সাঈদ ইবন মানসূর (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বিদায় গ্রহণ করেছেন, অথচ লোকেরা তখন দু'টি কাল বস্তু তথা খুরমা ও পানি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

৭১৮৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ -

৭১৮৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে, অথচ আমরা দু'টি কাল বস্তু তথা পানি ও খুরমা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছি।

৭১৮৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ -

৭১৮৭. আবু কুরায়ব (অন্য সনদে) নসর ইবন আলী (র) ... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে 'وماشبعنا من اسودين' এ কথাটি (আমরা তো দুই কাল দিয়ে পরিতৃপ্ত হইনি) বর্ণিত আছে।

৭১৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا -

৭১৮৮. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ও ইবন আবু উমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! বর্ণনাকারী ইবন আব্বাদ (র) বলেন, (আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন,) ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ। এক নাগাড়ে তিন দিন গমের রুটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্ত করেননি। এ অবস্থায়ই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

৭১৮৯. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا -

৭১৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে তার আঙ্গুল দ্বারা বার বার ইশারা করে বলতে শুনেছি যে, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

৭১৯০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ السُّتَمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شَبِثْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بِهِ -

৭১৯০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করছ না? অথচ আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে দেখেছি যে, পেট ভরা পরিমাণ নিম্নমানের খেজুরও তিনি পাননি। বর্ণনাকারী কুতায়বা 'به' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৭১৯১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَلَائِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَمَاتَرُضُونَ دُونَ الْوَانِ الثَّمَرِ وَالزَّبْدِ -

৭১৯১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে যুহায়রের হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন যে, অথচ (বর্তমানে) তোমরা খুরমার বিভিন্ন প্রকার (খাবার) ও মাখন ব্যতীত তৃপ্ত হও না।

৭১৯২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقْلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ -

৭১৯২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... সিমাক ইব্ন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'মান (র)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি যে, উমর (রা) বলেছেন, মানুষ কি পরিমাণ দুনিয়া ভোগ করেছে। অথচ রাসূল ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির অবস্থায় কাটিয়েছেন। পেট ভরার মত নিম্নমানের খেজুরও তিনি (খেতে) পাননি।

৭১৯৩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَكِ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَكِ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ -

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَانْفَقَةَ وَلَادَابَةَ وَلَامَتَاعٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسِيرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَّرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ فُقِرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَارْبَعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا -

৭১৯৩. আবু তাহির আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল সে বলল যে, আমরা কি মুহাজির ফকীরদের অন্তর্ভুক্ত নই? আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন, তোমার কি স্ত্রী নেই, যার নিকট তুমি গিয়ে থাক? সে বলল, হ্যাঁ (আছে)। অতঃপর তিনি বললেন, বসবাস করার জন্য তোমার কি বাসস্থান নেই? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলল, আমার একজন খাদিমও আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ।

আবু আবদুর রহমান বলেন, একদা তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট এলেন। তখন আমি তার নিকট ছিলাম। এসে তারা বলল, হে আবু মুহাম্মদ! আমাদের কোন কিছুই নেই। না ব্যয় করার মত অর্থ আছে, না আছে সাওয়ারী, না আছে কোন আসবাব সামগ্রী। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যা চাও (আমি তাই করব)। তোমরা চাইলে পুনরায় আমার নিকট চলে এসো। আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন আমি তোমাদেরকে তা দান করব। তোমরা চাইলে, বাদশাহর (ক্ষমতাশীল খলীফার) নিকট আমি তোমাদের বিষয় আলোচনা করব। আর তোমরা চাইলে তোমরা সবার করবে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ফকীর মুহাজিরগণ ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। একথা শুনে তারা বললেন, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা কিছুই চাই না।

১. بَابُ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ

১. পরিচ্ছেদ : যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে (সামূদ সম্প্রদায়) ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত তাদের জনপদে প্রবেশ কর না

٧١٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ -

৭১৯৪. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আসহাবে হিজর' (সামূদ সম্প্রদায়) সম্পর্কে (সাহাবীদেরকে) বললেন : শাস্তি প্রাপ্ত

এ সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে কান্না জড়িত অবস্থা ব্যতীত তোমরা পথ অতিক্রম করবেন। অন্যথা (যদি তোমাদের কান্না না আসে) তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না, যাতে এমনটি না ঘটে যে, যা (যে আযাব) তাদের উপর নাযিল হয়েছিল, অনুরূপ (আযাব) তোমাদের উপরও নাযিল হয়ে যায়।

৭১৯৫. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجْرَ مَسَاكِينَ ثُمَّ قَالَ سَأَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَفَهَا -

৭১৯৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একদা আমরা হিজর অধিবাসীদের (সামূদ সম্প্রদায়ের) এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের জনপদ দিয়ে তোমরা কান্নারত অবস্থা ব্যতীত যাবে না। এ আশংকায় যে, তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছে অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও যেন নাযিল না হয়ে যায়। অতঃপর তাড়া দিয়ে তিনি তাকে (তার সাওয়ারীকে) আরো দ্রুতগতি করলেন এবং উক্ত অঞ্চল অতিক্রম করলেন।

৭১৯৬. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ أَبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِنَّ الْعَجِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبَيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ -

৭১৯৬. আবু সালিহ, হাকাম ইবন মুসা (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাবুক অভিযানের) লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজর তথা সামূদ সম্প্রদায়ের জনপদে পৌঁছলেন। অতঃপর লোকেরা তথাকার কূয়া হতে পানি উঠালেন এবং এর দ্বারা আটার খামীর তৈরি করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এ সংগৃহীত পানি ফেলে দেয়ার এবং খামীর উটকে খাওয়াবার আদেশ দিলেন। আর তাদেরকে ঐ কূপ হতে পানি সংগ্রহ করার আদেশ দিলেন, যেখান হতে সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রী পানি পান করত।

৭১৯৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْأِسْنَارِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بَيْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِنَّ -

৭১৯৭. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র) ... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন। এর স্থলে ‘فَاسْتَقَوْا مِنْ بَيْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِنَّ’ (তারা সে কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করল এবং তা দিয়ে খামীর তৈরি করল)।

২. بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالْيَتِيمِ

২. পরিচ্ছেদ : বিধবা, মিসকীন ও ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ করা

৭১৯৮. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ -

৭১৯৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিধবা ও মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি অক্লান্ত (অবিরাম) সালাত আদায়কারী ও অনবরত (লাগাতার) সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

৭১৯৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -

৭১৯৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিজের (আত্মীয়) বা অনাত্মীয় ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ও আমি জান্নাতে এ দুই (আঙ্গুল)-এর মত থাকব। বর্ণনাকারী মালিক (র) (হাদীস বর্ণনার সময়) শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলীর দ্বারা ইশারা করেছেন।

৩. بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

৭২০০. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ وَفِي رِوَايَةِ هُرُونِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -

৭২০০. হারুন ইবন সাঈদ ও আহমাদ ইবন ঈসা (র) ... উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন মসজিদে নববী (পুনঃ) নির্মাণের ব্যাপারে লোকজন তার সমালোচনা করছিল; তোমরা আমার ব্যাপারে অনেক বেশি কথা বলছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করবে-বুকায়েব (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আসিম র.) এও বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে; আল্লাহ আ'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) তৈরি করবেন। হারুনের বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

৭০০.১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدْعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ -

৭২০১. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... মাহমুদ ইবন লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবন আফ্ফান (র) মসজিদ (পুন:) নির্মাণের ইচ্ছা করলে লোকেরা এটাকে অপসন্দ করল। তারা চাচ্ছিল যে, তিনি তা পূর্বের অবস্থায় রেখে দেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ (ঘর) নির্মাণ করবেন।

৭২.২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -

৭২০২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... আবদুল হামীদ ইবন জা'ফর (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে তাদের হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

৪- بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ وَالْمُسَافِرِ

৪. পরিচ্ছেদ : মিসকীন ও মুসাফির লোকদের জন্য দান করার ফযীলত

৭২.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ أَسْقَى حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ أُسْقَى حَدِيقَةُ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَايَخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَغِيَالِي ثُلُثًا وَآرُدُ فِيهَا ثُلُثَهُ -

৭২০২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদা) এক ব্যক্তি কোন এক শূন্য প্রান্তরে ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ এক মেঘখণ্ড হতে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। তখন ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে যেতে লাগল। অতঃপর এক প্রস্তরপূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে (লোকটি) পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে তার বাগানে দাঁড়িয়ে কোদাল (বেলচা) দিয়ে পানি ফিরাতে, দেখতে পেল। সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, (আমার নাম) অমুক, যে নামটি সে মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। অতঃপর সে (বাগানের মালিক তাকে) বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে কেন? জবাবে সে বলল, যে মেঘের এতে পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর বলল, তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কি আমল কর? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, (তাই বলছি), আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবারপরিজন আহার করি এবং এক-তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দেই (চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)।

৭২.৪- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاجْعَلْ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ -

৭২০৪. আহমাদ ইবন আবদা দাব্বী (র) ... ওয়াহাব ইবন কায়সান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে এতে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, অতঃপর সে বলল, এর এক-তৃতীয়াংশ আমি মিসকীন, প্রার্থী ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করি।

৫- بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرِ اللَّهِ

৫. পরিচ্ছেদ : আমলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরীক করা

৭২.৫- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ -

৭২০৫. যুহায়র ইবন হার্ব (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শিরক হতে শরীকদের মধ্যে সর্বাধিক বেপরোয়া। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং এতে আমি ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরককে (শরীক ও শিরকী কাজকে) তার অবস্থায় দৌড় দেই।

৭২.৬- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهِ بِهِ -

৭২০৬. উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে (নেক আমল) করে আল্লাহ তা'আলাও (কিয়ামতের ময়দানে) তার (কৃতকর্মের) উদ্দেশ্যের কথা লোকদেরকে জানিয়ে ও শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে (কোন সৎ কাজ) করে, আল্লাহ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন (অপদস্থ করবেন)।

৭২.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلْقَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَسْمَعُ يَسْمَعُ اللَّهَ بِهِ وَمَنْ يُرَآئِي يُرَآئِي اللَّهَ بِهِ -

৭২০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... জুনদুব আল-আলাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (লোক সমাজে) প্রচারের উদ্দেশ্যে (নেক) আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদেরকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে (কোন সৎকাজ) করে আল্লাহ তা'আলাও তার (প্রকৃত উদ্দেশ্যের) কথা লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন।

৭২.৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمَلَائِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৭২০৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... সুফিয়ান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)। তবে এতে অধিক একথা আছে যে, রাবী বলেন, তাঁকে (সুফিয়ান) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি একথা বলতে শুনি নি যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।”

৭২.৯- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَعِيدٌ أَظَنُّهُ قَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ -

৭২০৯. সাঈদ ইবন আমর আশআছী (র) ... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ তিনিই এ হাদীসটি মারফু' বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি। সুফিয়ান সাওরীর হাদীসের অনুরূপ এ হাদীসটিও।

৭২.১০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ -

৭২১০. ইব্ন আবু উমর (র) ... সত্যবাদী আমানতদার ব্যক্তি ওয়ালীদ ইব্ন হার্ব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬. بَابُ التَّكْلُمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ وَ حِفْظِ السِّمَانِ

৬. পরিচ্ছেদ : এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করা যা তাকে জাহান্নামে গড়িয়ে দেবে এবং রসনার সংযম

৭২১১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৭২১১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা এমন কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামে এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয় যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়ে অধিক।

৭২১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৭২১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর মক্কী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা এমন কথা বলে, যার ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা (গবেষণা) করে না। ফলে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যস্থিত ব্যবধানের চেয়েও অধিক দূরে।

৭. بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُ

৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু নিজে করে না এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়, কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকেনা, তার শাস্তি

৭২১৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) قَالَ يَحْيَى وَأَسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمُهُ فَقَالَ أَتُرُونَ أَنِّي لَا أَكَلِّمُهُ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَى أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ

بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَىٰ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَىٰ قَدْ كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَتِيهِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِيهِ -

৭২১৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবু কুরায়ব (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, তাঁকে (উসামা রা)-কে বলা হল, আপনি উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে (আপত্তি উত্থাপিত বিষয়ে) আলাপ আলোচনা করেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি তার সাথে কথা বলি না, তোমরা কি এটা মনে করছ? তোমাদেরকে শুনিয়ে কথা বলব? আল্লাহর কসম! আমার ও তাঁর মধ্যকার যে কথা বলবার, আমি তাকে তা বলেছি। তবে আমি এমন কোন ব্যাপারের সূচনা করতে চাই না, যে ব্যাপারে আমিই হব এর সূচনাকারী। আর কোন ব্যক্তি আমার আমীর হলে তার সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই না যে, তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার উদরস্থ নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এরপর গাধা যেমন চাক্কী নিয়ে ঘুরে অনুরূপভাবে সেও এগুলো নিয়ে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি সৎকর্মের আদেশ দিতেনা এবং অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, তবে আমি সৎকর্মের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না এবং মন্দ কর্মে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম।

৭২১৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ -

৭২১৪. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন, উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে তিনি যা করছেন, এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করতে আপনাকে বাধা দিচ্ছে কিসে? অতঃপর [জারীর (র)] অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

৮. بَابُ النَّهْيِ عَنْ هَتِكِ الْإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ

৮. পরিচ্ছেদ : মানুষের নিজের গোপন দোষ প্রকাশ করা নিষেধ

৭২১৫ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتٍ مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَأَنَّ مِنَ الْأَجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ

الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذًا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ وَإِنْ مِنَ الْهَجَارِ -

৭২১৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিজের অপরাধ প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। নিজের অপরাধ প্রকাশ করার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষ রাতে কোন অপরাধ জনিত কাজ করে, অতঃপর সকাল হয় আর তার প্রতিপালক উহা গোপন করে রাখেন। অথচ সে নিজেই বলে, হে অমুক! গত রাতে আমি এই কাজ করেছি। অথচ রাত্রে তার প্রতিপালক উহাকে গোপন রেখেছেন এবং অবিরত তার প্রতিপালক তা গোপন রাখছিলেন আর সে রাত যাপন করছিল। কিন্তু সকালে সে তার প্রতিপালকের গোপন রাখা বিষয়টিকে প্রকাশ করে দিল। রাবী যুহায়র (র) 'الاجهار' এর স্থলে 'الهجار' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

৯. بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ

৯. পরিচ্ছেদ : হাঁচির দাতাকে দু'আ করা (সন্তুষ্টি করা) এবং হাই তোলার অপসন্দনীয়তার বর্ণনা

৭২১৬. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ (وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ عَطَسَ فَلَانَ فَشَمَّتْهُ وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ -

৭২১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাঁচি দেয়ার পর তিনি এক জনের জন্য দু'আ করলেন। কিন্তু অপর জনের জন্য দু'আ করলেন না। এতে নবী ﷺ যাকে দু'আ করেন নি, সে বলল, অমুক হাঁচি দিয়েছে আপনি তাকে দু'আ করলেন। আর আমিও হাঁচি দিয়েছি কিন্তু আপনি আমাকে হাঁচির দু'আ করেন নি। নবী ﷺ বললেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করেছে الْحَمْدُ لِلَّهِ বলেছে; কিন্তু তুমি আল্লাহর কোন প্রশংসা করনি।

৭২১৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ (يَعْنِي الْأَحْمَرَ) عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭২১৭. আবু কুরায়ব (র) ... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২১৮. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ

بِنْتُ الْفَضْلِ بْنِ وَعَبَّاسٍ فَعَطَسَتْ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتْهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتْهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكَ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ أَشَمِّتْهُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَّهُ فَشَحَّطْتُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ -

৭২১৮. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ... আবু বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ফযল ইবন আব্বাস (রা)-এর কন্যার ঘরে ছিলেন। তখন আমি হাঁচি দিলাম; কিন্তু আবু মূসা (রা) আমাকে দু'আ করলেন না। অতঃপর সে (ফযলের কন্যা) হাঁচি দিল, তিনি তাকে দু'আ করলেন। আমি আমার মায়ের নিকট ফিরে এসে তাকে এ সম্পর্কে জানালাম। এরপর (কোন এক সময়) আবু মূসা (রা) আমার আশ্রয় নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন, তোমার নিকট আমার ছেলে হাঁচি দিয়েছিল, তুমি তাকে দু'আ করনি। কিন্তু সে (ফযলের কন্যা) হাঁচি দিলে তুমি তাকে দু'আ করেছ। আবু মূসা (রা) বললেন, তোমার ছেলে হাঁচি দিয়েছে কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করেনি الْحَمْدُ لِلَّهِ বলেননি। তাই আমিও তাকে দু'আ দেইনি। আর সে (মহিলা) হাঁচি আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তাই আমিও তাকে দু'আ দিয়েছি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং الْحَمْدُ لِلَّهِ বলে তাহলে তোমরা তাকে দু'আ দিবে। আর যদি সে الْحَمْدُ لِلَّهِ না বলে তবে তোমরাও তাকে দু'আ দিবে না।

৭২১৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ -

৭২১৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (অন্য সনদে) ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাঁচি দেয়ার পর তিনি তাকে বললেন : يَرْحَمُكَ اللَّهُ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। অতঃপর সে আরেক বার হাঁচি দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার সর্দি লেগেছে।

৭২২০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظَمْ مَا اسْتَطَاعَ -

৭২২০. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে (আসে)। তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে যথা সম্ভব সে যেন তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

অধ্যায় : যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা সম্পর্কিত বর্ণনা

৪৬৩

৭২২১. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَنَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

৭২২১. আবু গাস্‌সান মিসমাই মালিক ইবন আবদুল ওয়াহিদ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে সে যেন তার মুখের উপর হাত রাখে। কেননা এ সময় শয়তান (মুখের ভেতর) প্রবেশ করে।

৭২২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَنَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

৭২২২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ হাই তোলে তবে সে যেন তার মুখের উপর হাত রেখে তাকে প্রতিহত করে। কেননা এ সময় শয়তান (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

৭২২৩. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَنَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

৭২২৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের মধ্যে তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে সে যেন যথা সম্ভব তাকে প্রতিহত করে। কেননা, শয়তান এ সময় (মুখ দিয়ে) প্রবেশ করে।

৭২২৪. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ -

৭২২৪. উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ... সুহায়লের পিতা ও আবু সাঈদ (রা)-এর পুত্র আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশ্ব ও আবদুল আযীযের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. - بَابُ فِي أَحَادِيثَ مُتَّفَرِّقَةٍ

১০. পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা

৭২২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ -

বাংলা হাদিস

৬২২৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে আর জ্বীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নি শিখা হতে এবং আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু হতে।

১১- بَابُ الْفَارِ وَأَنَّهُ مَسْنُخٌ

১১. পরিচ্ছেদ : বানর প্রসঙ্গ এবং তা বিকৃত প্রাণী হওয়া প্রসঙ্গ

৭২২৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِيُّ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْتُ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَذُرُّ مَا فَعَلَتْ وَلَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَارَ لَا تَرَوْنَهَا إِذَا وَضِعَ لَهَا الْبَانُ الْأَبْلُ لَمْ تَشْرَبْهُ وَإِذَا وَضِعَ لَهَا الْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا قُلْتُ أَقْرَأُ التَّوْرَةَ قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ لَا نَذَرِي مَا فَعَلَتْ -

৭২২৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আশ্বরী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ রাযী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। জানা নেই তারা কোথায় গিয়েছে। আমার মনে হয় তাই ইদুর (হয়ে গিয়েছে)। তোমরা কি দেখছ না যে, এদের জন্য যদি উষ্ট্রীর দুধ রাখা হয় তবে তারা তা পান করে না। কিন্তু বকরীর দুধ রাখা হলে তারা তা পান করে নেয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ হাদীস আমি কা'ব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি আমাকে বললেন, এ হাদীসটি তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। কথটি তিনি আমাকে বারবার বললে অবশেষে আমি বললাম, আমি কি তাওরাত পাঠ করি? রাবী ইসহাক তার বর্ণনায় ' لا يذري ما فعلت ' এর স্থলে ' لا نذري ما فعلت ' বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

৭২২৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْفَارَةُ مَسْنُخٌ وَأَيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَيُوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْأَبْلِ فَلَا تَذُوقُهُ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفَأَنْزِلْتُ عَلَى التَّوْرَةِ -

৭২২৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইদুর (মানুষের) বিকৃত প্রাণী। এর নিদর্শন হচ্ছে এই যে, এদের সামনে বকরীর দুধ রাখা হলে তারা তা পান করে, আর উষ্ট্রীর দুধ রাখা হলে তারা তার একটু স্বাদ গ্রহণ করেও দেখেনা। এ কথা শুনে কা'ব (রা) তাকে বললেন, তুমি নিজে কি (এ হাদীসটি) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছ? তিনি বললেন, তা না হলে, কি তাওরাত আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে?

১২. بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ

১২. পরিচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না

৭২২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ *

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৭২২৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একই ছিদ্র হতে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না।

আবু তাহির ও হারমালা (অন্য সনদে) যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২২৯. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ (وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ -

৭২২৯. হাদ্দাব ইবন খালিদ আযদী ও ফাররুখ ইবন শায়বান (র) সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের অবস্থা ভারী অদ্ভুত। তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য (এ কল্যাণ লাভের ব্যবস্থা নেই। তারা আনন্দ (সুখ-শান্তি) লাভ করলে গুরিয়া জ্ঞাপন করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর দুঃখকষ্টে আক্রান্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, এও তার জন্য কল্যাণকর হয়।

১৩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ وَخَيْفٌ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ

১৩. পরিচ্ছেদ : প্রশংসার মধ্যে যদি অতিশয়োক্তি থাকে এবং প্রশংসার ফলে যদি প্রশংসিত ব্যক্তির ফিতনায় পড়ার আশংকা থাকে তবে এ ধরনের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ

৭২৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ

عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لِمَحَالَةٍ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذًا وَكَذَا -

৭২৩০. ইয়াহইয়াহ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। এ কথা শুনে তিনি বললেন : হতভাগা! তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে দিয়েছ, তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেলেছ। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কারো যদি তার সঙ্গীর প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে ‘অমুক সম্পর্ক আমার ধারণা’ আল্লাহ তা‘আলাই তার পুংখানুপুঞ্জ হিসাব জানেন, (আমি তার ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে জানি না)। আর আল্লাহর উপর খোদকারী করে কারো পরিশুদ্ধতা ঘোষণা করছি না। পরিণাম সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহরই আছে। (তবে) আমি মনে করি সে এরূপ। যদি তা জানে।

৭২৩১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرُ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذًا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لِمَحَالَةٍ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا -

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ -

৭২৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আব্বাদ ইব্ন নাকি (র) ... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন অপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক অমুক কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন ব্যক্তি নেই। নবী ﷺ বললেন : হতভাগা! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। বারবার তিনি কথাটি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো যদি তার আত্মার প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা যে, সে এমন (বাস্তবে হলেই এ কথাটি বলতে পারবে), তবে আল্লাহর সামনে আমি কাউকে নির্দোষ বলছি না।

আমর আন-নাকিদ (অন্য সনদে) আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... শু'বা (র) থেকে এ সনদে ইয়াযীদ ইব্ন যুরায়' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের (হাশিম ও শায়বা (র)-এর) হাদীসে এ কথাটি উল্লেখ নেই যে, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ নেই।

৭২৩২. حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمَدْحَةِ فَقَالَ لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ -

৭২৩২. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে এবং তাতে অতিশয়োক্তি করতে শুনলেন। তিনি বললেন : তোমরা তো (ঐ ব্যক্তিকে) ধ্বংস করে দিয়েছ, অথবা বললেন, লোকাটির পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছে।

৭২৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْتِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْتِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ -

৭২৩৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আবু মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক আমীরের প্রশংসা করতে আরম্ভ করলে মিকদাদ (রা) তার মুখে মাটি ছুঁড়ে মারতে শুরু করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিশয় প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

৭২৩৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثًّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ -

৭২৩৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... হাম্মাম ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উসমান (রা)-এর প্রশংসা করতে শুরু করল। তখন মিকদাদ (রা) হাঁটুর উপর ভর করে বসলেন, (কারণ) তিনি মোটা (মানুষ) ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রশংসাকারীর মুখে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। তখন উসমান (রা) তাকে বললেন, (হে মিকদাদ!) তুমি কি করছ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অতিশয় প্রশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের মুখমণ্ডলে মাটি ছুঁড়ে মারবে।

৭২৩৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

৭২৩৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (অন্য সনদে) উসমান ইবন আবু শায়বা (র) মিকদাদ (রা) সূত্রে সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ (বর্ণনা করেছেন)।

১৫. بَابُ مَنَاوَلَةِ الْأَكْبَرِ

১৫. পরিচ্ছেদ : বড়কে আগে প্রদান করা

৭২৩৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا صَخْرُ (يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْفَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ -

৭২৩৬. নাসর ইবন আলী আল-জাহ্‌যামী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : স্বপ্নে দেখলাম, আমি মিস্‌ওয়াক করছি। তখন দুই ব্যক্তি এসে আমাকে আকর্ষণ করল। একজন বড় এবং অপর জন ছোট। অতঃপর তাদের ছোটজনকে আমি আমার মিস্‌ওয়াকটি দিতে গেলাম, তখন আমাকে বলা হল, বড়কে দাও। তখন সেটি আমি বড়জনকে দিয়ে দিলাম।

১৬. بَابُ التَّثْبِتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

১৬. পরিচ্ছেদ : ধীর-স্থিরভাবে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইল্ম লিপিবদ্ধ করার হুকুম

৭২৩৭. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِه سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ اسْمَعِي يَارَبَّةَ الْحُجْرَةِ اسْمَعِي يَارَبَّةَ الْحُجْرَةِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّيُ فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذَا وَمَقَالَتِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ -

৭২৩৭. হারুন ইবন মা'রুফ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, হে হজরাবাসিনী, শুনুন হে হজরা বাসিনী! শুনুন। তখন আয়েশা (রা) সালাত আদায় করছিলেন। সালাতান্তে তিনি উরওয়া (রা)-কে বললেন, এ কি বলছে, তুমি তা শুনতে পেয়েছ কি? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে কথা বলতেন, যদি কোন গণনাকারী (তার শব্দ ও বর্ণ) গণনা করতে চাইতো তবে সে গণতে পারত।

৭২৩৮. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

৭২৩৮. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ আয্দী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার বাণী তোমরা লিপিবদ্ধ করোনা। কুরআন ব্যতীত কেউ যদি আমার বাণী লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে যেন তা মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা কর। এতে কোন অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে- হান্নাম (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

১৭. بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأَخْذُودِ وَالسَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ

১৭. পরিচ্ছেদ : অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি এবং যাদুকর, পাদ্রী ও বালকের ঘটনা

৭২৩৯. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَعْلِمُهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يَعْلَمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرًّا بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرَ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجْرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَأَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيُّ بَنِي أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسُ الْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاتَاهُ بِهِدَايَا كَثِيرَةً فَقَالَ مَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ أَمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَاْمَنْ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَاتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ قَالَ رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَآخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيُّ بَنِي قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَآخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فِدْعًا بِالْمِنْشَارِ

فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ ثُمَّ جِئَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دَيْنِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاؤُهُ ثُمَّ جِئَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دَيْنِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَفَرَّقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا أُمِرْتُ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضِعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ السَّهْمَ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ اأَمِنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ اأَمِنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأَتَى الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ قَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَخْذِ فِي أَفْوَاهِ السِّكِّ فَخُذْتُ وَأَضْرَمَ النَّيِّرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دَيْنِهِ فَاحْمُوهُ فِيهَا أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمِّهِ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ -

৭২৩৯. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র) ... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। বার্ষিকে উপনীত হয়ে সে বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন কিশোরকে আপনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। তখন যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য বাদশাহ তার নিকট এক কিশোর (বালক)-কে পাঠাল। বালকের যাত্রা পথে ছিল এক পাদ্রী। বালক তার নিকট বসল এবং তার কথা শুনল। তার কথা বালকের পসন্দ হল। অতঃপর বালক যাদুকরের নিকট যাত্রাকালে সর্বদাই পাদ্রীর নিকট যেত এবং তার নিকট বসত। এরপর সে যখন যাদুকরের নিকট যেত তখন সে তাকে প্রহার করত। অবশেষে যাদুকরের ব্যাপারে সে পাদ্রীর নিকট অভিযোগ করল। তখন পাদ্রী বলল, তোমার যদি যাদুকরের ব্যাপারে আশংকা হয় তবে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসতে বাধা

দিয়েছে— আর যদি তুমি তোমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে আশংকাবোধ কর তবে বলবে, যাদুকর আমাকে আসতে বাধা দিয়েছে। এমনি এক দিন হঠাৎ সে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হল, যা লোকদের পথ আটকিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থা দেখে সে বলল, আজই জানতে পারব, যাদুকর উত্তম না পাদ্রী উত্তম। অতঃপর একটি পাথর হাতে নিয়ে সে বলল, হে আল্লাহ্! যদি যাদুকরের তরীকার তুলনায় পাদ্রীর তরীকা আপনার নিকট প্রিয় হয়, পসন্দনীয় হয়, তবে এ প্রস্তরাঘাতে এই হিংস্র প্রাণীটি নিহত করে দিন, যেন লোকজন চলাচল করতে পারে। অতঃপর সে তার প্রতি সেটি (পাথর) নিক্ষেপ করল এবং উহাকে মেরে ফেলল। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত আরম্ভ করল। এরপর সে পাদ্রীর নিকট এসে এ সম্পর্কে পাদ্রীকে সংবাদ দিল। পাদ্রী বলল, বৎস! আজ তুমি তো আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়ে গিয়েছো। তোমার মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে অচিরেই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি পরীক্ষার মুখোমুখি হও তবে আমার কথা বলবে না। এ দিকে বালক জন্মান্ন ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল এবং লোকদের সমুদয় রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে লাগল। বাদশাহ্‌র পারিষদবর্গের এক ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সংবাদ সে শুনে পেয়ে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে আসল এবং তাকে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করতে পার তবে এ সব মাল আমি তোমাকে দিয়ে দিব। এ কথা শুনে বালক বলল, আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। আরোগ্য তো দেন আল্লাহ্ তা'আলা। আপনি যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করেন তবে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করব, আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রোগ মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর সে বাদশাহ্‌র নিকট এসে অন্যান্য সময়ের ন্যায় এবারও বসল। বাদশাহ্ তাকে বললেন। তোমার দৃষ্টি শক্তি কে ফিরিয়ে দিয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিপালক। এ কথা শুনে বাদশাহ্ বললেন, আমি ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রতিপালকও আছে কি? সে বলল, আমার ও আপনার সকলের প্রতিপালকই আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে পাকড়াও করে অব্যাহতভাবে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকের কথা বলে দিল। তখন বালককে আনা হল। বাদশাহ্ তাকে বললেন, হে বৎস! তুমি তো যাদুতে এত দক্ষ হয়েছো যে, তুমি জন্মান্নকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দাও এবং এই কর সেই কর। সে বলল আমি কাউকে নিরাময় করি না। আল্লাহ্‌ই শিফা দান করেন। তখন সে (বাদশাহ্) তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে থাকল। অবশেষে সে পাদ্রীর কথা বলে দিল। এরপর পাদ্রীকে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল তুমি তোমার দীন পরিত্যাগ কর। সে অস্বীকার করল, ফলে তার মাথার তালুতে করাত রেখে তাকে বিদীর্ণ করে ফেলা হল। এতে তার দুই খণ্ড (মাটিতে) পড়ে গেল। অতঃপর বাদশাহ্‌র পারিষদকে আনা হল তাকে বলা হল, তোমার দীন থেকে ফিরে আস। সে তা অস্বীকার করলে তার মাথার মাঝখানে করাত রাখল এবং তাকে দুই টুকরা করল। পরিশেষে ঐ বালকটিকে আনা হল এবং তাকেও বলা হল। তুমি তোমার দীন থেকে ফিরে এসো। সেও অস্বীকার করল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সহযোগী (কর্মচারী)-র হাওলা করে বলল, তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সহ পাহাড়ে আরোহণ কর। পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছার পর সে যদি তার দীন থেকে ফিরে আসে (তবে ভাল)। অন্যথা তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে সহ পাহাড়ে আরোহণ করল। তখন সে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ্! আপনার যেভাবে ইচ্ছা তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করুন) তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সহ পর্বত প্রকম্পিত হতে লাগল। ফলে তারা পাহাড় হতে গড়িয়ে পড়ল। আর সে হেঁটে হেঁটে বাদশাহ্‌র নিকট চলে এলো। এ দেখে বাদশাহ্ তাকে বলা হল। তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ্ আমার জন্য তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছেন। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন)। আবারো বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সহচরের হাওলা

করে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে নাও এবং ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়ে তাকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যাও। অতঃপর সে যদি তার দীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে (তবে ভাল), অন্যথা তোমরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। এবারও সে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হও। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা কর)। তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তাদেরকে সহ উল্টে গেল। ফলে তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। আর যুবক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর নিকট চলে এলো। বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সাথীরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। (আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন)।

অতঃপর সে বাদশাহকে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তুমি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি মূতাবিক কাজ করবে। বাদশাহ বলল, সে আবার কি? বালক বলল, একটি ময়দানে তুমি লোকদেরকে সমবেত কর। অতঃপর একটি কাঠের শূলিতে আমাকে উঠিয়ে আমার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখো। এরপর 'بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ' (বালকের পালনকর্তা আল্লাহর নামে) বলে আমার দিকে তীর ছুঁড়ে মার। এ যদি কর তবে তুমি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে।

তার কথা মূতাবিক বাদশাহ লোকদেরকে এক ময়দানে সমবেত করল এবং তাকে একটি কাঠের শূলিতে চড়ালো। অতঃপর তার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে 'بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغَلَامِ' বলে তার দিকে ছুঁড়ে মারল। তীর তার কানপটীতে গিয়ে বিঁধল। অতঃপর সে (বালক) কানপটীতে তীরের স্থানে নিজের হাত রাখল এবং মারা গেল। এ দেখে সমবেত লোকজন বলে উঠল, - امنا برب الغلام - امنا برب الغلام - (আমরা এ বালকের রবের উপর ঈমান আনলাম)। এ সংবাদ বাদশাহকে জানানো হল এবং তাকে বলা হল, লক্ষ্য করেছেন কি? আপনি যে পরিস্থিতি হতে আশংকা করছিলেন, আল্লাহর কসম! সে আশংকাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চেপে বসেছে। সমস্ত মানুষই বালকের রবের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। তখন সে (বাদশাহ) রাস্তার মাথায় গর্ত খননের নির্দেশ দিল। গর্ত খনন করা হল এবং তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। অতঃপর বাদশাহ হুকুম করল যে, যে ব্যক্তি তার ধর্মমত বর্জন না করবে তাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। অথবা সে বলল, তাকে বলবে, যেন সে অগ্নিতে প্রবেশ করে। লোকেরা তাই করল। অবশেষে এক মহিলা আসল। তার সঙ্গে ছিল তার শিশু। সে অগ্নিতে পতিত হবার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। (এ দেখে দুধের) শিশু তাকে বলল, ওহে আত্মা জান, ধৈর্যধারণ করুন, আপনি তো সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮- بَابُ حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ وَقِصَّةِ أَبِي الْيُسْرِ

১৮. পরিচ্ছেদ : জাবির (রা)-এর সুদীর্ঘ হাদীস এবং আবুল ইউসরের ঘটনা

৭২৬- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ) وَالسِّيَاقُ لَهُرُونَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيُسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ صِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيُسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَا فِرِّي وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَا فِرِّي فَقَالَ لَهُ أَبِي يَاعْمَى إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ

سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلُ كَانَ لِي عَلَى فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَاتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ
 ثُمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَى ابْنٍ لَهُ جَفَرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَهُ أُمِّي
 فَقُلْتُ أَخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ اخْتَبَأْتَ مِنِّي قَالَ أَنَا وَاللَّهِ
 أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ أَنْ وَأَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ
 فَاتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حَلٍّ فَاشْهَدْ بِصَرِّ
 عَيْنِي هَاتَيْنِ وَوَضَعَ اصْبَعِيهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ
 قَلْبِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ
 أَنَا يَا عَمَّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَاظِرِيكَ وَأَخَذْتَ مَعَاظِرِيَّ أَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ
 عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصَرُ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعُ
 أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا
 تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ
 حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ
 وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتُصَلِّي فِي
 ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا
 أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْأَحْمَقِ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ - أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
 مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ
 أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا أَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ
 أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
 وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ
 بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَرُونِي عَبِيرًا فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخُلُوقٍ فِي
 رَاحَتِهِ فَآخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ فَقَالَ
 جَابِرُ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخُلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ -

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بَوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِو الْجُهَنِيَّ وَكَانَ النَّاصِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخُمْسَةَ وَالسَّتَّةَ وَالسَّبْعَةَ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاصِحٍ لَهُ فَأَنَاحَهُ فَرَكَبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضُ التَّلَدَّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْنُ لَعْنِكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرُهُ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ انْزِلْ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءُ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ -

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشْيَشِيَّةً وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَقُلْتُ هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبَيْرِ فَتَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجَلًا أَوْ سَجَلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْقَهْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَاذَنَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ شَنَقَ لَهَا فَشَجَّتْ فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاحَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٍ ذَهَبَتْ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَابٌ فَتَنَكَّسَتْهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطَنْتُ بِهِ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شَدَّ وَسَطَكَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ -

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قُوْتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصْرُهَا فِي ثَوْبِهِ وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِينَا وَنَأْكُلُ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَأَقْسَمُ أَخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا فَأَعْطِيَهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا -

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفِيحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَحَدَاهُمَا فَآخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَى بَاذِنِ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْآخَرَى فَآخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَى بَاذِنِ اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْنَهُمَا يَعْْنِي جَمْعَهُمَا فَقَالَ التَّيْمَا عَلَى بَاذِنِ اللَّهِ فَالتَّيْمَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعِدُ فَجَلَسْتُ أَحَدْتُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ وَقَفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَالَ يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ قَالَ جَابِرٌ فَقُمْتُ فَآخَذْتُ حَجْرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ فَانْزَلْتُ لِي فَاتَّيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجْرُهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يَرْفَعَهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ -

قَالَ فَاتَّيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ فَقُلْتُ الْاَوْضُوءُ الْاَوْضُوءُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا وَجَدْتُ فِي الرُّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُبْرِدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ قَالَ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عِزْلَاءٍ شَجَبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أَفْرَغْتُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عِزْلَاءٍ شَجَبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أَفْرَغْتُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ إِذْهَبْ فَأَتِنِي بِهِ فَاتَّيْتُهُ بِهِ فَآخَذَهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَيَغْمِرُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ فَقُلْتُ يَا جَفْنَةُ الرُّكْبِ فَاتَّيْتُ بِهَا تَحْمِلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الْجَفْنَةِ وَقَالَ خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَى وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ فَصَبَّبتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِاسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ فَارَتْ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ قَالَ فَاتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوَوْا قَالَ فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلَأَى -

وَشَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ فَقَالَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ فَاتَيْنَا سِيفَ الْبَحْرِ فَزَخَرَ الْبَحْرُ زَخْرَةً فَالْقَى دَابَّةً فَأَوْرَيْنَا عَلَى شِقِّهَا النَّارَ فَاطْبَخْنَا وَاشْتَوَيْنَا وَآكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلْتُ أَنَا وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً فِي حِجَاجِ عَيْنِهَا مَا يَرَانَا أَحَدٌ حَتَّى خَرَجْنَا فَأَخَذْنَا ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرُّكْبِ وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الرُّكْبِ وَأَعْظَمِ كِفْلٍ فِي الرُّكْبِ فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَاطَى رَأْسُهُ -

৭২৪০. হারুন ইবন মা'রুফ ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র.) ... উবাদা ইবন ওয়ালাদ ইবন উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আনসারী সাহাবীদের শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি এবং আমার পিতা ইল্ম দীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে আনসারী সাহাবীদের এই মহল্লায় বের হলাম। প্রথমে আমাদের যার সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবুল ইউসু (রা)। এক বোঝা কিতাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক গোলাম। তখন আবুল ইউসু (রা)-এর গায়ে ছিল একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড়। অনুরূপভাবে তাঁর গোলামের গায়েও একটি চাদর এবং একটি মু'আফিরী কাপড় ছিল। অতঃপর আমার আব্বা তাঁকে বললেন, হে চাচাজান! আপনার চেহারায়ে যে ক্রোধের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ, হারাম গোত্রের অমুকের পুত্র অমুকের নিকট আমি মাল পাওনা আছি। তাগাদার উদ্দেশ্যে আমি তার বাড়িতে গিয়েছি। অতঃপর আমি সালাম দিয়ে বললাম, (অমুক কোথায়, সে) বাড়ি আছে কি? বাড়ির ভেতর হতে তারা বলল, সে বাড়িতে নেই।

এমতাবস্থায় তার এক ছোট ছেলে বাইরে আমার নিকট এলো। আমি তাকে বললাম, তোমার বাবা কোথায়? সে বলল, আপনার আওয়াজ শুনে আমার আশ্রয় খাটের তলায় পালিয়ে রয়েছে। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে এসো। অবশ্যই আমি জানি তুমি কোথায় আছো। অতঃপর সে বেরিয়ে আসল। আমি তাকে বললাম, আমার থেকে আত্মগোপন করার ব্যাপারে কিসে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে বলব, তবে মিথ্যা বলবনা। আল্লাহর কসম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, তাই এ বিষয়টিকে আমি ভয়ানক মনে করেছি যে, আমি আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলব অথবা অঙ্গীকার করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করব। আল্লাহর কসম! আমি একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। আমি বললাম, সত্যিই তুমি আল্লাহর কসম করে বলছো? সে বলল, হ্যাঁ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছো? সে বলল, হ্যাঁ আল্লাহর কসম করে বলছি। আমি আবারো বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছো? সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম করে বলছি। অতঃপর এতদসংশ্লিষ্ট দলীল আনা হল এবং আবুল ইউসু নিজ হাতে তা মুছে দিলেন। এরপর তিনি

বললেন, আমার ঋণ পরিশোধের মত টাকা যদি তোমার ব্যবস্থা হয় তবে তুমি তা পরিশোধ করবে। অন্যথায় তুমি আমার পক্ষ হতে মুক্ত। অতঃপর আবুল ইউসর (রা) দু'টি আঙ্গুল তার চক্ষুদ্বয়ের উপর রেখে বললেন, আমার উভয় চোখের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে, আমার উভয় কান শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় ধর্মণীর প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা মাফ করে দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর স্বীয় ছায়ার নীচে আশ্রয় প্রদান করবেন। উবাদা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, চাচাজান! যদি আপনি আপনার গোলামের শরীর থেকে চাদরটি নিয়ে তাকে আপনার মু'আফিরী কাপড়টি দিয়ে দেন অথবা তার মু'আফিরী কাপড়টি নিয়ে আপনি যদি তাকে আপনার চাদরটি দিয়ে দেন তবে তো আপনার এক জোড়া কাপড় এবং তারও এক জোড়া কাপড় হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের মধ্যে বরকত দিন। এরপর বললেন, হে ভাতুপুত্র! আমার এ দু'চোখ প্রত্যক্ষ করেছে, আমার এ দু'কান শ্রবণ করেছে এবং হৃদয় ধর্মণীর প্রতি ইশারা করে তিনি বললেন, আমার এ হৃদয় রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সংরক্ষণ করেছে, তিনি বলেছেন : তোমরা যা খাও, তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তা পরিধান করাও। অধিকন্তু তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন সে আমার নেকী নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার তাকে পার্থিব সামগ্রী যা একেবারেই তুচ্ছ তা দান করা খুবই সহজ ব্যাপার।

অতঃপর আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট তার মসজিদে আসলাম। তখন তিনি (শুধু) একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এ দেখে আমি লোকদের ডিঙিয়ে তাঁর ও কিবলার মাঝামাঝি স্থানে গিয়ে বসলাম। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করছেন। অথচ আপনার পাশেই আপনার চাদর পড়ে আছে। এ কথা শুনে তিনি আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করতঃ সেগুলো কামানের মত বাঁকা করে আমার বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে তোমার মত কোন আহমক (নির্বোধ) আমার নিকট এসে আমি যা করছি তা প্রত্যক্ষ করবে এবং পরে তার অনুরূপ করবে।

শোন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্ন তাবের (খেজুর গাছের) একটি ডালা হাতে আমাদের এ মসজিদে আসলেন এবং মসজিদের পশ্চিম দিকে কফ দেখে তিনি ডালার দ্বারা ঘষে তা পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তোমাদের কে চায় যে, আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন? জাবির (রা) বলেন, এতে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি আবার বললেন : তোমাদের কেউ পসন্দ করবে কি যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নেন? তিনি বলেন, এবারও আমরা শংকিত হয়ে গেলাম। তৎপর পুনরায় তিনি বললেন : তোমাদের কে চায় যে তার থেকে আল্লাহ তা'আলা মুখ ফিরিয়ে নেন? উত্তরে আমরা বললাম, না! হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের কেউ এমনটি চায় না)। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার সম্মুখ। সুতরাং মুসল্লী যেন সম্মুখের দিকে, ডান দিকে থু-থু না ফেলে; বরং সে যেন বাম দিকে বাম পায়ের নীচে থু-থু ফেলে আর যদি তড়িৎ কফ চলে আসে তবে সে যেন কাপড়ের উপর এভাবে থু-থু ফেলে, এবং পরে যেন এক অংশকে অন্য অংশের উপর এভাবে গুটিয়ে নেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট জাবির (সুগন্ধি) নিয়ে আসো। তখন আমাদের গোত্রের একজন যুবক লক্ষ দিয়ে উঠে দৌড়িয়ে তার বাড়িতে গেল এবং হাতের তালুতে করে সুগন্ধি নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সুগন্ধি নিয়ে ডালার মাথায় মেখে যেখানে কফের দাগ ছিল তাতে তা লাগিয়ে দিলেন।

জাবির (রা) বলেন, (আর একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর (অভিযান) চলতে আরম্ভ করলাম। তখন (প্রতিদিনের) খাদ্য হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেই একটি করে খেজুর পেত, তা সে চুষত এবং পরে আবার তা কাপড়ের মধ্যে পঁচিয়ে রেখে দিত। তখন আমরা আমাদের ধনুক দ্বারা গাছের পাতা পাড়তাম এবং তা ভক্ষণ করতাম। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় এক দিন এক ব্যক্তি খেজুর বণ্টন করল এবং বণ্টনের সময় এক ব্যক্তিকে তা প্রদান করতে ভুলে গেল। আমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে চললাম এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বললাম, তাকে খেজুর দেয়া হয়নি। অবশেষে তাকেও খেজুর দেয়া হল। সে দাঁড়িয়ে খেজুর গ্রহণ করল।

জাবির (রা) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা সফর করলাম। আমরা এক প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচকার্য সমাধানের উদ্দেশ্যে গমন করলেন আমিও পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নযর করে দেখলেন; কিন্তু পর্দা করবার জন্য কিছুই পেলেন না। হঠাৎ উপত্যকার এক প্রান্তে দু'টি বৃক্ষ দেখতে পেলেন। তাই তিনি এর একটির নিকট গেলেন এবং এর একটি ডাল হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। ডালটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বশ্যতা স্বীকার করে নিল, লাগাম পরিহিত ঐ উটের ন্যায় যা তার চালকের অনুসরণ করে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় গাছটির নিকট এসে এর একটি ডাল হাতে নিয়ে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার আনুগত্য কর। এটিও অনুরূপ তাঁর আনুগত্য করল। অতঃপর তিনি যখন দুই গাছের মধ্যবর্তী ছুরতে (ময়দানে) পৌঁছলেন, তখন তিনি সে দু'টোকে এক সাথে মিলিয়ে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা আমার সম্মুখে (একত্রিত হয়ে) মিলে যাও। তারা একত্রিত মিলে গেল। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমি এই ভয়ে সজোরে দৌড়িয়ে চলে এলাম যে, না জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সন্নিহিতে হবার বিষয়টি জেনে ফেলেন এবং আরো দূরে চলে যান। ইব্ন আব্বাদ (র) 'يَبْتَغِدُ' এর স্থলে 'فَيَتَبَعُ' বলেছেন। অতঃপর আমি বসে মনে মনে কিছু বলছিলাম। এমতাবস্থায় নযর উঠিয়েই আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখ দিক হতে তাশরীফ আনছেন। উভয় গাছই তখন আলাদা হয়ে নিজ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল।

অতঃপর আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা দ্বারা ডানে ও বামে ইশারা করলেন। এ স্থলে বর্ণনাকারী আবু ইসমাইল ও তার মাথা দ্বারা ইশারা করেছেন। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে এসে আমার কাছে পৌঁছে আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি কি আমার অবস্থা দেখেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ গাছ দু'টির নিকট যাও এবং তাদের প্রত্যেকটির একটি একটি ডাল কেটে নিয়ে এসো। অতঃপর তুমি আমার এ স্থানে পৌঁছে একটি ডাল ডান দিকে এবং অপরটি বাম দিকে (গেড়ে) রেখে দিবে। জাবির (রা) বলেন, আমি উঠলাম এবং একটি পাথর হাতে নিয়ে তা ভেঙ্গে ধারাল করলাম। ফলে উহা ধারাল হল। অতঃপর আমি গাছ দু'টির নিকট আসলাম এবং এক এক গাছ হতে এক একটি করে ডাল কাটলাম। এরপর ডাল দু'টো টেনে নিয়ে আমি রওনা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান স্থলে পৌঁছে একটি ডাল আমার ডান দিকে এবং অন্য ডালটি আমার বাম দিকে রেখে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বলেছেন আমি তা পূর্ণ করেছি। তবে এর কারণ কি? তিনি বললেন : দু'টি কবরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে আমি দেখেছি, তাদের (কবরে) আযাব হচ্ছে। আমি তাদের জন্য সুপারিশ করার ইচ্ছা করছি। সম্ভবতঃ তাদের আযাবকে লঘু করে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টো তাজা থাকবে। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর আমরা সৈন্যদের (ছাউনির) মাঝে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবির! উযূর (পানির জন্য) ঘোষণা দাও। আমি ঘোষণা করলাম, (হে লোক সকল!) উযূর পানি

আছে! উযূর পানি আছে! উযূর পানি আছে। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেলার নিকট এক ফোঁটা পানিও নেই। কাফেলায় এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি কাঠের ডালাতে ঝুলন্ত পুরাতন মশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য পানি ঠাণ্ডা করার খেদমতে আঞ্জাম দিতেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি অমুকের ছেলে অমুক আনসারীর নিকট যাও এবং দেখ তার মশকে কিছু পানি আছে কিনা? আমি তার নিকট গেলাম এবং দেখলাম, একটি মশকের মুখে শুধু কয়েক ফোঁটা পানি আছে। তা যদি আমি ঢালতে চেষ্টা করি। তবে শুষ্ক মশকই তা খেয়ে নিঃশেষ করে দিবে। এ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একটি মশকের মুখে কয়েক ফোঁটা পানি ব্যতীত আর কোন পানিই নেই। তাও যদি ঢেলে দেয়া হয় তবে মশকের শুষ্ক অংশই তা খেয়ে নিঃশেষ করে দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যাও, তা (মশক) নিয়ে এসো। জাবির (রা) বলেন, আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি তা হাতে নিয়ে কি যেন পড়তে শুরু করলেন। আমি জানি না তা কি ছিল এবং সাথে সাথে তিনি তাঁর হাত মুবারক দ্বারা তা টিপতে আরম্ভ করলেন। অতঃপর তিনি মশকটি আমাকে দিয়ে বললেন, হে জাবির! একটি বড় পাত্র নিয়ে আসার জন্য আওয়াজ দাও। আমি আওয়াজ দিলাম। ওহে কাফেলার একটি বড় পাত্র! অতঃপর বহন করে আমার কাছে তা নিয়ে আসা হলো! আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে রাখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত মুবারক দ্বারা উক্ত পাত্রের দিকে এভাবে ইংগিত করলেন এবং পাত্রের তলায় নিজের হাত রেখে আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে জাবির! ঐ মশকটি নিয়ে এসো এবং ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তার (পানি) আমার (হাতের) উপর ঢালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মূতাবিক ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আমি (পানি) ঢাললাম। অমনি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হতে পানি উথলিয়ে উঠছে। অবশেষে পাত্রও উথলিয়ে উঠল এবং (পানি) ঘুরতে শুরু করল। পরে তা পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। তখন আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবির! ঘোষণা দাও, যার যার পানির প্রয়োজন আছে। জাবির (রা) বলেন, লোকজন সকলেই আসলো, পানি পান করলো এবং পরিতৃপ্ত হলো। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, পানির প্রয়োজন আছে, এমন কোন লোক বাকী রয়েছে কি? অতঃপর পাত্র পানিতে ভরপুর এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হতে তাঁর হাত উত্তোলন করলেন। জাবির (রা) বলেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে খাদ্য দান করবেন।

অতঃপর আমরা সমুদ্র উপকূলে আসলাম। সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে একটি ‘জলু’ (বিশাল মাছ) আমাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করল। আমরা সমুদ্র তীরে আগুন জ্বালিয়ে তা পাকালাম, ভূনা করলাম এবং ভক্ষণ করলাম ও তৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করলাম। জাবির (রা) বলেন, আমি এবং অমুক অমুক পাঁচ ব্যক্তি এর চোখের গোলাকৃতির (কোটর) মাঝে প্রবেশ করলাম। আমাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। অতঃপর আমরা বের হয়ে এলাম। এরপর এর পাঁজরের হাড়সমূহের একটি হাড় আমরা হাতে নিলাম এবং তাকে ধনুকের মত বানিয়ে বৃহৎ জিন পরিহিত অবস্থায় কাফেলার সর্ব বৃহৎ উষ্ট্রীতে আরোহণ করতঃ কাফেলার বৃহদকায় এক ব্যক্তিকে এর তলদেশ দিয়ে প্রবেশ করার জন্য আমরা আহ্বান জানালাম। সে এর তলদেশ দিয়ে মাথা অবনমিত করা ব্যতিরেকেই প্রবেশ করে চলে গেল।

১৭. بَابُ فِي حَدِيثِ الْهَجْرَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত সম্পর্কিত হাদীস

৭২৬১- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثْ مَعِيَ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي أَبِي أَحْمِلْهُ فَحَمَلْتُهُ وَخَرَجَ أَبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَاتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فِرْوَةً ثُمَّ قُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَأْعِي غَنَمٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غَلَامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ لِي قَالَ نَعَمْ فَآخِذْ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ أَنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعْرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبٍ مَعَهُ كُتْبَةٌ مِنْ لَبَنٍ قَالَ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرَدُ اسْفَلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَنَحْنُ فِي جِلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَيْنَا فَقَالَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أَرَى فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوا لِي فَاللَّهُ لَكُمْ أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا اللَّهُ فَنَجَى فَرَجَعَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي رَحْلًا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمرَ فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاخَ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهِ وَوَثَبَ عَنْهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَلَكَ عَلَى الْأَعْمِينَ عَلَى مَنْ وَرَأَى وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبِلِكَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْزِلْ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَكْرَمُهُمْ بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطَّرْقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

৭২৪১. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার পিতার নিকট আসলেন এবং তাঁর থেকে একটি হাওদা খরিদ করলেন। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) আযিবকে বললেন, তুমি তোমার ছেলেকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও, সে তা আমার সাথে বহন করে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। আমার পিতা আমাকে বললেন, তুমি তা উঠিয়ে নাও। আমি তা উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর মূল্য আদায়ের জন্য আমার পিতাও তাঁর সাথে বের হলেন। (পথিমধ্যে) আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বকর! যে রাতে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভ্রমণ (হিজরাত) করেছিলেন তখন আপনারা কি করেছিলেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

তিনি বললেন, (হ্যাঁ হলে শোন), আমরা পূর্ণ রাত সফর করেছি। অবশেষে যখন দিন হল, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হল রাস্তা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেল এবং কোন মানুষ জন আর রাস্তা অতিক্রম করছে না, তখন আমরা একটি বৃহদাকায় পাথর খণ্ড দেখতে পেলাম। এর ছায়া মাটিতে পড়ছিল এবং তখনো পর্যন্ত সেখানে রৌদ্র আসেনি। তাই আমরা সেখানে গেলাম এবং আমি নিজে পাথরটির নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুমানোর জন্য একটু স্থান সমান্তরাল করলাম। এরপর একটি কন্ডল (চামড়া) সেখানে আমি বিছিয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি আপনার আশেপাশের (শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে) অনুসন্ধান চালাচ্ছি। (পাহারাদারী করছি) তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং আমি তাঁর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে অনুসন্ধান চালালাম। হঠাৎ এক বকরীর রাখালকে দেখতে পেলাম। সে আমাদের মত উদ্দেশ্য নিয়েই পাথরটির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে! তুমি কার (গোলাম)? সে বলল, আমি শহরবাসী এক ব্যক্তির গোলাম সে মদীনার বাসিন্দা। আমি বললাম, তোমার

বকরীতে দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। আমি বললাম, তাহলে আমার জন্য তা দোহন করবে কি? সে বলল, হ্যাঁ (করব)। অতঃপর সে একটি বকরী নিয়ে এল। তখন আমি তাকে বললাম, প্রথমে পশম, মাটি এবং খড়কুটা হতে স্তনটি একবার ঝেড়ে নাও। রাবী বলেন, এ সময় আমি বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে ঝাড়তে দেখেছি। অতঃপর সে কাষ্ঠের একটি পেয়ালাতে আমার জন্য কিছু পরিমাণ দুধ দোহন করল। আবু বকর (রা) বলেন, আমার নিকট একটি পাত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করা ও উযু করার জন্য তাতে আমি পানি রাখতাম। অতঃপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। কিন্তু তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে তাঁর কাছে পৌঁছে আমি দেখলাম যে, তিনি জাগ্রত হয়ে গিয়েছেন। এরপর দুধের মধ্যে আমি পানি ঢাললাম। ফলে তা নিচ পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ দুধ থেকে পান করে নিন। তিনি দুধ পান করলেন এবং খুব খুশি হলেন। অতঃপর তিনি বললেন : এখন কি যাত্রার সময় হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে।

দুপুর গড়াবার পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। এদিকে সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) আমাদের অনুসরণ করে চলছিল। আমরা তখন এক শক্ত ভূমিতে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা তো ধরা পড়লাম। তিনি বললেন : চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর বদ্-দু'আ করলেন। এতে তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত যমীনে ধসে গেল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর সে বলল, আমি জানি, তোমরা আমার জন্য বদ্-দু'আ করেছ। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের তালাশকারীদের তোমাদের (এদিক) থেকে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমার জন্য দু'আ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। এতে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর সে ফিরে গেল এবং যে কারো সাথে দেখা হলে সে বলত, এদিকে আমি সব দেখে এসেছি। এদিকে কোন কিছুই নেই। মোটকথা, যার সাথেই তার দেখা হত সে তাকে ফিরিয়ে দিত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, সে (সুরাকা) তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিল।

যুহায়র ইব্ন হার্ব (অন্য সনদে) ইসহাক ইব্ন হার্ব (র) ... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার পিতার নিকট হতে তের দিরহামের বিনিময়ে একটি হাওদা ক্রয় করেছেন। অতঃপর তিনি যুহায়রের সূত্রে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (ইসরাঈল) উসমান ইব্ন উমর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, সে নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বদ্-দু'আ করলেন। এতে পেট পর্যন্ত তার ঘোড়ার পা যমীনে ধসে যায়। সুরাকা তার ঘোড়ার উপর থেকে লাফ দিল। পরে বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জানি, এ তোমারই কাজ। আমি যে বিপদে আছি এ থেকে যেন আল্লাহ আমাকে মুক্তি দেন, এ ব্যাপারে তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমার পেছনে যারাই তোমার তালাশে থাকবে আমি তাদের থেকে তোমার অবস্থান গোপন রাখব এবং এ হচ্ছে আমার তীরদানী, এ থেকে তুমি একটি তীর নিয়ে যাও। কিছু দূর পরই অমুক স্থানে তুমি আমার উট ও গোলামদেরকে দেখতে পাবে, এর থেকে তুমি তোমার প্রয়োজন অনুপাতে নিয়ে যাবে।

তিনি (নবী সা) বললেন : তোমার উটের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আবু বকর (রা) বলেন, (পরবর্তী সময়ে) রাতে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কার বাড়িতে অবস্থান করবেন, এ নিয়ে লোকদের মাঝে বিতর্ক শুরু হল। তখন তিনি বললেন : আমি আবদুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনু নাজ্জারে অবতরণ করবো। এর দ্বারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর পুরুষ লোকেরা (পাহাড়ে আরোহণ করে,) মহিলাগণ নিজ নিজ গৃহে এবং যুবক ও ক্রীতদাসগণ রাস্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এ আওয়াজ দিতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

অধ্যায় : তাফসীর

৭২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةَ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ -

৭২৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে (সে সব হাদীস) যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি হাদীস হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বনী ইসরাঈলদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা (বিজিত নগরীতে) দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজ্দাবনতঃ হয়ে প্রবেশ করো এবং বলো 'حِطَّةٌ' (তওবা... মাফ করে দাও)। তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো। কিন্তু তারা শব্দটি পরিবর্তন করে নিতম্বের উপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করল এবং বলল, 'حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ' - (অর্থাৎ যবের শীষে দানা দাও, যাব চাই, গম চাই)।

৭২৪৩. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ (وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوْفِيَ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৭২৪৩. আমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বুকায়র আন-নাকিদ, হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওফাতের পূর্ব (সময়) হতে ওফাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অনবরত অণী নাযিল করেন। যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন সেদিন তার প্রতি বিপুল পরিমাণ ওহী নাযিল হয়।

৭২৪৪. حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَقْرُونَ آيَةً لَوْ أَنْزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزَلَتْ وَآيَ يَوْمٍ أَنْزَلَتْ وَأَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أَنْزَلَتْ أَنْزَلَتْ بِعَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقِفْ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ أَشْكُ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي -

৭২৪৪. আবু খায়ছামা যুহায়র ইবন হার্ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা) ... তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা উমর (রা)-কে বললো, আপনারা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হতো, তবে এ দিনটিকে আমরা (জাতীয়) উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি জানি, ঐ আয়াতটি কখন (কোথায়) ও কোন্ দিন নাযিল হয়েছিল, আর যখন তা নাযিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় অবস্থান করছিলেন (তাও জানি)। আয়াতটি আরাফার দিন নাযিল হয়েছিল; রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। রাবী সুফয়ান (র) বলেন, আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিল তা জুমুআর দিন ছিল কিনা, এ ব্যাপারে আমি সন্দিহান। অর্থাৎ এ আয়াতে الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ - (আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে।)

৭২৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعَشَرَ يَهُودٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْزَلَتْ فِيهِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْزَلَتْ فِيهِ وَالسَّاعَةَ وَأَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ -

৭২৪৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ... তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদীরা উমর (রা)-কে বললো, ' الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ' -এ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপরে নাযিল হলে এ দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে পালন করতাম। আমরা জানি, কোন দিন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, যে দিন, যে সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় ছিলেন, তাও আমি জানি। এ আয়াতটি মুযদালিফার পূর্ব রাতে (জুমুআর রাতে) নাযিল হয়েছে। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আরাফাতে ছিলাম।

৭২৪৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ وَآيُ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ -

৭২৪৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবের মধ্যে এমন একটি আয়াত আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাছে নাযিল হত তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা উৎসব দিবস হিসাবে গ্রহণ করতাম। উমর (রা) বললেন, কোন আয়াতটি? সে বলল, (আয়াতটি হল,) ' الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ' -এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, যে দিন, যে স্থানে আয়াতটি নাযিল হয়েছে অবশ্যই আমি তা জানি। আয়াতটি জুমুআর দিন আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

৭২৪৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرَحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ يَا ابْنُ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حُجْرٍ وَلِيَّهَا تَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتَنْكِحُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْفُتُونَكُمْ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حُجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَتَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ -

৭২৪৭. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহু ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... উরওয়া ইবন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে মহান আল্লাহর ইরশাদ : “তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের মনঃপূত হয়, দুই, তিন অথবা চার” (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে ভাগ্নে! যে ইয়াতীম মেয়েরা তাদের (তত্ত্বাবধানকারী) অভিভাবকের লালন পালনে থাকত এবং তার সম্পদে অংশীদার হতো তার সম্পদ ও রূপ-যৌবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত অভিভাবক তাকে অন্যরা যে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত, ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াতে তাদেরকে ইয়াতীমদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি প্রচলনের (মোহরে মিছিল) অনুসরণ করলে তা (স্বতন্ত্র কথা)। অন্যথা তাদের পসন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ফারওয়া (আহারের ব্যবস্থা) জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে, যাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও ও অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন। এবং যে সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ তা সর্বিশেষ অবহিত।” আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর ইরশাদ ‘وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ’ এর দ্বারা প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মনঃপূত হয় দুই, তিন অথবা চার। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর ইরশাদ : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ এর মানে হচ্ছে, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের লালন-পালনে থাকা ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিবাহ করতে অপসন্দ করলে-তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী ইয়াতীম নারীদের পসন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইনসাফের ভিত্তিতে (মোহরানা দেয়া) হয় তবে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।-এ বিধান (ধনহীনা রূপহীনা) ইয়াতীম মেয়ের প্রতি অনীহার কারণে দেয়া হয়েছে।

৭২৪৮. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ أَجْلِ رَغَبَتِهِمْ عَنْهُمْ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ -

৭২৪৮. হাসান হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর ইরশাদ : “তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না” (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর রাবী ইউনুস (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের শেষাংশে তিনি ‘من أجل رغبتهم عنهم إذا كن قليلات المال والجمال’ -বাক্যটি অধিক বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ তারা (ইয়াতীম মেয়েরা) কম সম্পদ ও কম রূপ-গুণের হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি তাদের অনীহার কারণে এ বিধান।)

৭২৪৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا فَلَا يَنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيُضْرِبُهَا وَيَسِيئُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ مَا أَحَلَّتْ لَكُمْ وَدَعِ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا -

৭২৪৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুবায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ, “তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না” সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে; যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে ইয়াতীম মেয়ে এবং এ পুরুষই হচ্ছে তাঁর অভিভাবক ও ওয়ারিস। আর এ মেয়েটির আছে ধন-সম্পদ। কিন্তু তার পক্ষ অবলম্বন করার জন্য তার কেউই নেই। অভিভাবক (ওয়ালী) এই ধরনের মেয়েকে তার সম্পদের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাকে কষ্ট দিতে এবং তার সাথে নিষ্ঠুরভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পসন্দ হয় দুই, তিন অথবা চার। অর্থাৎ যে নারীদের আমি তোমাদের জন্য হালাল করেছি তাদেরকে বিবাহ কর এবং এই (ইয়াতীম মেয়েকে) ছেড়ে দাও, যার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর আচরণ করছ।

৭২৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَزَوِّجَهَا غَيْرَهُ -

৭২৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ : “এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে, যাদের জন্য নির্ধারিত প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়” সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, যার সাথে সে সম্পদের মধ্যে শরীক আছে। কিন্তু সে তাকে বিয়ে করা পসন্দ করছে না এবং অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হোক এটাও পসন্দ করছে না এই আশংকায় যে, সে তার সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। সুতরাং সে তাকে ‘অকেজো’ ছেড়ে রাখছে (আবদ্ধ করে রাখছে); নিজেও তাকে বিয়ে করছে না এবং অন্য কারো নিকট বিবাহ দিচ্ছেও না।

৭২৫১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ الْآيَةُ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتُهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَدَقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا -

৭২৫১. আবু কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ : “এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন” সম্পর্কে (এর ব্যাখ্যায়) বলেন, আয়াতটি ঐ ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে রয়েছে এমন এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে যার সম্পদের এমনকি খেজুর বাগানেরও উক্ত নারী অংশীদার। সে তাকে বিয়ে করতেও আগ্রহী নয় এবং অন্যের নিকট বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক নয়। কেননা তাহলে সে তার সম্পদের অংশীদার হয়ে যাবে। সুতরাং সে তাকে (এমনিই) ফেলে রাখছে (আবদ্ব করে রাখছে)।

৭২৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي وَلِيٍّ مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ -

৭২৫২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ : “এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে” (এর ব্যাখ্যা) সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি ইয়াতীমের মালের ঐ অবিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যে তার সম্পদের তত্ত্বাবধান করছে এবং তা দেখাশুনা করছে। যদি তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি অভাবী হয় তবে সে তা হতে সংগত পরিমাণ ভোগ করবে।

৭২৫৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي وَلِيٍّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدَرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ -

৭২৫৩. আবু কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর ইরশাদ : “যে সচ্ছল সে যেন (লোভ থেকে) নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে” এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সে যদি বিত্তহীন হয় তবে সে যেন তার সম্পদ হতে সংগত পরিমাণ ভোগ করতে পারে।

৭২৫৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৭২৫৪. আবু কুরায়ব (র) ... হিশামের সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২৫৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِذَا جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ -

৭২৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর ইরশাদ : “যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উচ্চাঞ্চল ও তোমাদের নিম্নাঞ্চল হতে—তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ মন্দ ধারণা পোষণ করছিলে” এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি খন্দকের দিন অবতীর্ণ হয়েছে।

৭২৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا أَلَايَةً قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ -

৭২৫৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আল্লাহর ইরশাদ :) “কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়”) আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ঐ মহিলা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে এমন একজন পুরুষের নিকট ছিল, যার সান্নিধ্যে সে দীর্ঘ দিন ছিল। এখন সে তাকে তালাক দিতে চাচ্ছে। আর স্ত্রী বলছে, আমাকে তালাক দিও না বরং আমাকে তোমার কাছে (খাদিম রূপে) থাকতে দাও। তবে তুমি আমার পক্ষ হতে মুক্ত (কোন দাবী দাওয়া নেই)। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

৭২৫৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَتَكُونُ لَهَا صُحْنَةً وَوَلَدُ فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي شَأْنِي -

৭২৫৭. আবু কুরায়ব (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর বাণী : “কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়”) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি ঐ নারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে একজন পুরুষের নিকট ছিল, অথচ (এখন বয়সের কারণে) সম্ভবতঃ সে তার প্রতি বড় একটা ভালবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করে না। অথচ সে তার দীর্ঘ সাহচর্যে ছিল এবং তার সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। এদিকে স্বামীও তাকে তালাক দিক, তাও সে পছন্দ করছে না। তখন সে (স্ত্রী) তাকে বলছে, তুমি আমার পক্ষ হতে দায় মুক্ত।

৭২৫৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي أَمْرُؤَا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبَّوهُمْ -

৭২৫৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) ... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন : হে ভাগ্নে! লোকদেরকে নবী ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের সমালোচনা করেছে।

৭২৫৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ -

৭২৫৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... হিশামের সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭২৬০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدْ أَنْزِلْتُ آخِرَ مَا أَنْزَلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ -

৭২৬১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আনবারী (র) ... সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফাবাসী লোকেরা এ আয়াত : (“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা’নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করবেন”) সম্পর্কে মতবিরোধ করলে আমি সফর করে ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ আয়াত শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কোন আয়াত তাকে রহিত (মানসুখ) করেনি।

৭২৬১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ وَفِي حَدِيثِ النُّضْرِ أَنَّهَا لِمَنْ آخِرَ مَا أَنْزَلَ -

৭২৬১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (অন্য সনদে) ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... শু’বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাম্মদ ইবন জা’ফরের বর্ণনায় আছে ‘فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ’ আর নযরের হাদীসের মধ্যে রয়েছে أَنَّهَا لِمَنْ آخِرِ مَا أَنْزَلَ -

৭২৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي أَنِ اسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ -

৭২৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দু’টি সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। (প্রথমটি হলো :) “কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করলে” তার শাস্তি জাহান্নামে..সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোন কিছু.(আয়াত) এ (আয়াত)-টিকে রহিত করেনি। আর (দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে,) “এবং যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না... আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং (ব্যভিচার করে না, যে এ গুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে”)। (এ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে) তিনি বললেন, এ আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

৭২৬৩- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (يَعْنِي شَيْبَانَ) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَكَّةَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى قَوْلِهِ مَهَانًا فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَمَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَآتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَقَلَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ-

৭২৬৩ . হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহকে ডাকে না। (আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচার করে না। যে এ গুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।”) উক্ত আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হবার পর মুশরিকরা বলতে আরম্ভ করল যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের কি ফায়দা হবে, অথচ আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করেছি, যাদেরকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা তাদেরকে হত্যা করেছি এবং আমরা অবৈধ যৌন ব্যাভিচার করেছি। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন, কিন্তু (“তারা) নয় যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” অতঃপর তিনি [ইবন আব্বাস (রা)] বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি হাসিল করল এরপর হত্যা করল, তার জন্য তাওবা নেই।

৭২৬৪- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ-

৭২৬৪. আবদুল্লাহ ইবন হাশিম ও আবদুর রহমান ইবন বিশ্র আব্দী (র) ... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু‘মিন ব্যক্তিকে হত্যা করে তার তাওবা আছে (কবুল হবে) কি? তিনি বললেন, না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট সূরা ফুরকানে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলাম, “যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না (এবং ব্যাভিচারও করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি

ভোগ করবে।”) তিনি বললেন, এতো হচ্ছে মাক্কী আয়াত। মাদানী আয়াত তা রহিত করে দিয়েছে। আর তা হলো। “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম।” তবে ইব্ন হাশিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, অতঃপর আমি তার নিকট সূরা ফুরকানে উল্লেখিত (الْأَمَنُ تَابَ (وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا) - আয়াতটি পাঠ করলাম।

৭২৬৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَمُ وَقَالَ هَرُونَ تَدْرِي آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا قُلْتُ نَعَمْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ صَدَقْتَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ وَلَمْ يَقُلْ آخِرَ -

৭২৬৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি জান? হারুন (র) বলেন, তিনি বলেছেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা হল, ‘تَعْلَمُ’। তিনি বললেন, তুমি সঠিক বলেছো। ইব্ন আবু শায়বার বর্ণনায় ‘تَعْلَمُ’ আছে। তিনি আরও বলেন নি।

৭২৬৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ آخِرَ سُورَةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ سُهَيْلٍ -

৭২৬৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) ... আবু উমায়স (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উমায়স তার বর্ণনায় ‘آخِرَ سُورَةٍ’ বলেছেন। এবং তিনি ‘ইব্ন সুহায়ল’ বলেনি নি (শুধু আবদুল মজীদ শব্দটি উল্লেখ করেছেন)।

৭২৬৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ -

৭২৬৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আহমদ ইব্ন আব্দা আযযাবী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র বকরীর পাল চরাচ্ছিল, এমন সময় কতিপয় মুসলমান তার নিকট পৌঁছলে সে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম’। এতদসত্ত্বেও তারা তাকে পাকড়াও করল।

অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে তার এ ক্ষুদ্র বকরীর পালটি নিয়ে নিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হলো : “যারা তোমাদেরকে সালাম করে, (ইহজীবনের সম্পদের আকাংক্ষায়) তাকে বলো না, তুমি মু’মিন নও”। ইব্ন আব্বাস (রা) ‘السَّلَامُ’ বলেছেন, (তবে অন্যরা ‘سَلَمٌ’ - আলিফ ব্যতীত পাঠ করেছেন)।

৭২৬৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجَّوْا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا -

৭২৬৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) .. বারা’ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী লোকেরা হজ্জ সম্পন্ন করে বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রবেশ করতো। অতঃপর এক আনসারী সাহাবী (দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে) এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলা (সমালোচনা করা) হলে “পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই” এ আয়াতটি নাযিল হল।

১. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “যারা ঈমান আনে, আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি”

৭২৬৯. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا أَرْبَعَ سِنِينَ -

৭২৬৯. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ’লা সাদাফী (র) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা ও নিম্নোক্ত আয়াত তথা- “যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি।”-এর দ্বারা আমাদেরকে ভৎসনা করার মাঝে মাত্র চার বছরের ব্যবধান ছিল।

২. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে

৭২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ع

عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِي تَطَوَّافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ : الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ * فَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا أَحِلُّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -

৭২৭০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (অন্য সনদে) আবু বকর ইব্ন নাফি' (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতো এবং বলতো কে আমাকে একটি তাওয়াফের কাপড় ধার দিবে? (উদ্দেশ্য) এর দ্বারা তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে এবং এ-ও বলতো, (কবিতা) আজ খুলে যাচ্ছে কিয়দংশ বা পূর্ণ অংশ। তবে যে অংশটা খুলে (দেখা) আমি হালাল করছি না। তখন নাযিল হল, 'প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে'।

৩ - بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না

৭২৭১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَنْ سَلُولٍ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ أَذْهَبِي فَاَبْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُورٌ رَحِيمٌ -

৭২৭১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় (অর্থাত্) ইব্ন সালুল তার দাসীকে বলতো, যাও, এবং আমাদের জন্য ব্যভিচারের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করে নিয়ে এসো। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “তোমাদের দাসীদেরকে তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কর না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবর দস্তির পর, (বাধ্য হওয়ার কারণে তাদের প্রতি) আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।

৭২৭২. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِيَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَنْ سَلُولٍ يُقَالُ لَهَا مُسَيِّكَةٌ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةٌ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزَّانَا فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

৭২৭২. আবু কামিল জাহদারী (র) ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল এর দু'জন দাসী ছিল। একজনের নাম ছিল মুসায়কা এবং অপর জনের নাম ছিল উমায়মা। সে তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করতে (উপার্জনের জন্য) তারা এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “তোমাদের দাসীদের তারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।

৪. **بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ**

৪. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে — প্রসঙ্গে

৭২৭৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ اسْلَمُوا وَكَانُوا يُعْبُدُونَ فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يُعْبُدُونَ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْ وَقَدْ اسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ -

৭২৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর ইরশাদ “তারা যাদেরকে আহ্বান করে পূজা করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে” এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদল জ্বিন মুসলমান হলো। তাদের পূজা করা হতো। কিন্তু পূজাকারী এ লোকগুলো তাদের পূজাই আঁকড়ে থাকলো। অথচ জ্বিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৭২৭৪. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يُعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَاسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ -

وَحَدَّثَنِيهِ بِشَرُّ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৭২৭৪. আবু বকর ইবন নাবি আবাদী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর ইরশাদ : “তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে” এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদল মানুষ কতিপয় জিনের পূজা করতো। অতঃপর জিনের দলটি ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের পূজায় আঁকড়ে থাকে। তখন নাযিল হলো : তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।

বিশ্ব ইবন খালিদ (র) ... সুলায়মান (রা) থেকে এ সনদে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

৭২৭৫. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبِدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَتْ نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَاسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ وَالْإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ -

৭২৭৫. হাজ্জাজ ইব্ন শা'ইর (র)... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর ইরশাদ : "তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি আরবের এক দল লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কতিপয় জিনের পূজা করতো। অতঃপর জিনেরা তো মুসলমান হলো; কিন্তু তাদের পূজাকারী এ মানুষগুলো তা বুঝতে পারল না। তখন নাযিল হলো, "তারা যাদেরকে আহ্বান করে (পূজা করে) তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।"

৫- بَابُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ وَالْأَنْفَالِ وَالْحَشْرِ

৫. পরিচ্ছেদ : সূরা বারআত, আনফাল ও হাশ্বর

৭২৭৬. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَىٰ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ فَالْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ -

৭২৭৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মুতী' (র) ... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বললাম, সূরা তাওবা। তিনি বললেন, তাওবা না বরং এ হচ্ছে অপদস্থকারী সূরা। এ সূরাতে কেবল 'منهم - منهم' বলা হয়েছে। একদল, একদল (বলে রহস্য ফাঁস করা হয়েছে) ফলে লোকেরা মনে করতে লাগল যে, এ সূরায় আমাদের কেউ আলোচনা ছাড়া বাকী থাকবে না। অতঃপর আমি বললাম, সূরা আনফাল। তিনি বললেন, এ তো হচ্ছে সূরা বদর। এরপর আমি সূরা হাশ্বরের কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এতো বনু নযীর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬- بَابُ فِي تَحْرِيمِ نَزُولِ الْخَمْرِ

৬. পরিচ্ছেদ : মদ্যপান হারাম হওয়ার বিধান নাযিল

৭২৭৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإنَّ مُسْلِمًا

الْخَمْرُ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهْدَ الْيَنَافِ فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّاءِ -

৭২৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরে বসে খুৎবা প্রদান করলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করে বললেন, আশ্বা বাদ : (অতঃপর) মদ হারাম হওয়ার বিধান যেদিন নাযিল হওয়ার নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়,) গম, যব, খেজুর, (কিসমিস) আগুর এবং মধু হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লুপ্ত করে দেয়, তাই মদ। হে লোক সকল! আমার কামনা। তিনটি বিষয় যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দাদা, কাললা (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) এবং সুদের কতিপয় অধ্যায় সম্পর্কে বলে যেতেন।

৭২৭৮. আবু কুরায়ব (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরে বসে ভাষণরত অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়)। আগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাই মদ। হে লোক সকল! তিনটি বিষয়- আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে) সুস্পষ্ট বলে যেতেন তবে তো আমরা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতাম। আর তা হচ্ছে, দাদা, কাললা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

৭২৭৯. আবু কুরায়ব (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরে বসে ভাষণরত অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়)। আগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাই মদ। হে লোক সকল! তিনটি বিষয়- আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে) সুস্পষ্ট বলে যেতেন তবে তো আমরা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতাম। আর তা হচ্ছে, দাদা, কাললা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

৭২৮০. আবু কুরায়ব (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরে বসে ভাষণরত অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়)। আগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাই মদ। হে লোক সকল! তিনটি বিষয়- আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে) সুস্পষ্ট বলে যেতেন তবে তো আমরা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতাম। আর তা হচ্ছে, দাদা, কাললা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

৭২৮১. আবু কুরায়ব (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরে বসে ভাষণরত অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি যে, হে লোক সকল! মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা পাঁচটি জিনিস হতে (বানানো হয়)। আগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব হতে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয় তাই মদ। হে লোক সকল! তিনটি বিষয়- আমার মনের আকাংক্ষা, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ে) সুস্পষ্ট বলে যেতেন তবে তো আমরা এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারতাম। আর তা হচ্ছে, দাদা, কাললা এবং সুদের কতিপয় বিষয়াদি সম্পর্কিত বিধান।

৭. بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিতর্ক করে

৭২৮০. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৭২৮০. আমর ইবন যুরারা (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম করে বলতেন, “তারা দু’টি বিবাদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” আল্লাহর এ ইরশাদ ঐ লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে, যারা বদরের দিন লড়াই (দ্বন্দ্ব যুদ্ধ) করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেমেছিল। (এদের একদিকে ছিলেন) ‘আলী, হামযা ও উবায়দা ইবনুল হারিস (রা) আর (অন্য দিকে ছিল,) রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবন উত্বা।

৭২৮১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقْسِمُ لَنَزَلَتْ هَذَانِ خَصْمَانِ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ -

৭২৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (অন্য সনদে) মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম করে বলতেন, ‘ هَذَانِ خَصْمَانِ ’ আয়াতটি নাযিল হয়েছে—অতঃপর হুশায়মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

